বাংলা

মা'আরেফে মাছনবী

মূল ঃ

সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহ্‌রাওয়ার্দিয়ার
বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ যমানার রূমী ও যুগের তাবরিযী, আ'রেফ বিল্লাহ
হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব
দামাত বারাকাতুহুম,
করাচী, পাকিস্তান।

অনুবাদ ঃ

হযরত মাওলানা আবদুল মজিদ ঢাকুবী (রঃ)
পাক্তন মুহাদ্দিস, জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা।

প্রকাশনায় ঃ

খান্‌কাহ্‌ এমদাদিয়া আশরাফিয়া
৭৬, ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা– ১২০৪।
ফোন ঃ ৭৪১২৬৪৩

বাংলা মা'আরেফে মাছনবী

হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব

প্রকাশনায় ঃ
খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া
(মসজিদ বায়তুল আমান ও মাদ্রাসা বাইতুল উলুম সংলগ্ন)
৭৬, ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪
ফোন ঃ ৭৪১২৬৪৩ (খানকাহ)
৭৪১২৬৪২ (মাদ্রাসা)

প্রকাশকাল ঃ
১ম প্রকাশ ঃ মে, ১৯৯৭ ইং
২য় প্রকাশ ঃ জুলাই, ২০০১ ইং

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। **খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া**
৭৬, ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।

২। **আল-আবরার প্রকাশনী**
বিক্রয় কেন্দ্র :
আল-এছহাক প্রকাশনী
(বিশাল বুক কমপ্লেক্স) দোকান নং-৩৭
৩৭, নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

৩। **মেসার্স কোরবান একাডেমী**
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা

হাদিয়া ঃ ~~১২০.০০~~ (একশত বিশ) টাকা মাত্র।
৮০.০০

হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রূমীর মাছনবীয়ে রূমী সম্পর্কে মাশায়েখে কেরামের উক্তিসমূহ--

১। মাছনবী শরীফ হযরত শামসুদ্দীন তাবরিযীর ছীনার আগুন, যাহা জালালুদ্দীন রূমীর রসনায় আগ্নেয়গিরির নির্গত হইয়াছে। (তাবরিযীর দো'আ অবলম্বনে)

২। তিন কিতাব অভিনব-কোরআন শরীফ, বোখারী শরীফ, মাছনবী শরীফ (এরশাদ মাওলানা কাসেম (রঃ) দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা)

৩। কোন কোন লোকের পক্ষে মাছনবী শরীফ যিকরুল্লাহ সদৃশ (এরশাদ হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)।

৪। মাছনবী শরীফ অন্তরে এশকে এলাহীর আগুন জ্বালায় (হযরত মাওলানা আবদুল গনী ছাহেব ফুলপুরী (রঃ)।

আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা হাকীম মোহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম কর্তৃক রচিত মা'আরেফে মাছনবী সম্পর্কে তদীয় যুগের বিশ্ববিখ্যাত ওলামা মাশায়েখগণের অভিমত–

১। শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া সাহেব (রঃ) বলেন– মা'আরেফে মাছনবীর বিষয়বস্তু মাশাআল্লাহ অতি উৎকৃষ্ট, অন্তরে প্রতিক্রিয়াশীল।

২। হযরত মাওলানা আতাহার আলী ছাহেব, সুযোগ্য খলীফা, হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ), এমদাদুল উলুম কিশোরগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি বলেন–

মা'আরেফে মাছনবী কিতাবখানা অতি পছন্দসই হইয়াছে, শুধু পছন্দসই নয়; বরং আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা এবং সৎস্বভাব ও উত্তম চরিত্র অর্জনের পরম উপকারী নোসখা দ্বারা পরিপূর্ণ।

৩। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)–এর খলীফা হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বলেন–

হাকীম ছাহেব রচিত মা'আরেফে মাছনবীর বিভিন্ন স্থান হইতে পাঠ করিয়াছি। অত্যন্ত পছন্দনীয় কিতাব; মাশাআল্লাহ মাছনবীয়ে রুমীর বেশ মনোপুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের এখানে মাঝে মাঝে পড়িয়া শুনাই। বড়ই আনন্দের ব্যাপার যে, আমাদের এখানে আকাবের উলামাগণ সকলেই ইহাকে পছন্দ করিয়াছেন।

৪। মুফতীয়ে আজম হযরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী ছাহেব (রাঃ) বলেন–

রোগ ও দুর্বলতার কারণে কোন কিতাবের আগাগোড়া পাঠ করতঃ মন্তব্য করা আমার জন্য সম্ভব নয়; তবে স্থান বিশেষ দেখার পর অনুমান হইল যে,

মা'আরেফে মাছনবী দ্বারা মাওলানা রূমীর মছনবীর বিরাট উপকারী খেদমত হইবে। সাধারণ মানুষের লাভবান হওয়া সহজ সাধ্য হইবে।

৫। হযরত মাওলানা ইউছুফ সাহেব বিন্নুরী (রঃ) বলেন–

জনাব মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেব রচিত মা'আরেফে মাছনবী পড়িয়া এত মুগ্ধ হইয়াছি; যাহা কল্পনাতীত। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে দো'আ করি; তাঁহার এই মনোরম মনমুগ্ধকর রচনা দ্বারা তরীকতপন্থী সালেকীন এবং সর্বসাধারণগণ উপকৃত হউক।

৬। 'আল ফোরকান' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক প্রবীণ উর্দু সাহিত্যিক জনাব মাওলানা মনযূর নো'মানী ছাহেব বলেন–

জনাব হাকীম ছাহেব! আপনার রচিত কিতাব মা'আরেফে মাছনবী পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ঘুমের ঘোরে অচেতন না হওয়া পর্যন্ত পড়িতেই থাকিলাম। কিতাবখানা অত্যন্ত মনোগত মনোরম সুস্বাদু। সর্বদা কিতাবখানা কাছেই রাখি, সুযোগ পাইলেই অধ্যয়ন করি। আলহামদু লিল্লাহ, অত্যন্ত উকৃত হইলাম।

৭। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)–এর সুযোগ্য খলীফা হযরত মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেব ওসমানী (রঃ) বলেন–

আমি মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেব রচিত কিতাব মা'আরেফে মাছনবীর বিশেষ বিশেষ স্থান পাঠ করিয়াছি। মাশাআল্লাহ অতি উত্তম, অশেষ উপকারী, আমি দো'আ করি, আল্লাহ তা'আলা মাওলানার প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং আল্লাহ পাকের নেক বান্দাগণ ইহা দ্বারা উপকৃত হউন।

৮। হযরত মাওলানা থানবী (রঃ)-এর খলীফা মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ ছাহেব হাফেজ্জী হুযূর (রঃ) বলেন–

হযরত মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেব প্রণীত মা'আরেফে মাছনবী সম্পর্কে আমি আশা পোষণ করি যে, এই কিতাব দ্বারা আল্লাহ অন্বেষী লোকগণ অতিশয় উপকৃত হইবেন। আমি কায়মনোবাক্যে দো'আ করি।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মা'আরেফে মাছনবীর লেখক আমাদের মহামান্য ও পরমপ্রিয় মুরশিদ আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত বরকাতুহুম বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গানে দ্বীনের অন্যতম।

চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকার শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ প্রায় দেড় হাজার কিতাবের গ্রন্থকার হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-এর সিলসিলার আমানত বাহক আরেফীন ও কামেলীনের অন্যতম হিসাবে বিশ্বময় তাঁহার শোহরত, মাকবুলিয়ত, স্বীকৃতি ও সুখ্যাতি।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানবীর অতি উচ্চ স্তরের খলীফা হযরত মাওলানা শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী (রঃ)–এর তিনি খাছ আশেক ও খাছ খাদেম ছিলেন। সুদীর্ঘ প্রায়ে পনের বৎসর কাল তিনি ঐ মহান পরশ পাথরের ছোহবতে তাঁহার প্রেম বিদগ্ধ হৃদয়ের দো'আ ও ধোওয়ার মধ্যে কাটাইয়াছেন।

হযরত মাওলানা শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী (রঃ) বলিতেন, হাকীম আখতার সদা সর্বদা আমার সাথে এই ভাবে জড়াইয়া থাকে: যেভাবে কোন শিশু মায়ের হাত কিংবা আচল ধরিয়া সর্বদা তাহার গায়ের সাথে জড়াইয়া থাকে।

হযরত মাওলানা ফুলপুরী (রঃ)-এর এন্তেকালের পর হযরত হাকীম ছাহেব তিন বৎসর বর্তমান ভারতে নকশেবন্দিয়া তরীকার সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমদ ছাহেব এলাহাবাদী (রঃ)–এর ছোহবতে অতিবাহিত করিয়াছেন। মাওলানা এলাহাবাদী (রঃ) বলিতেন, হাকীম আখতার! বহু লোকের ছীনায় এলম ও এরফান থাকে; কিন্তু তাহার যবান থাকে না। আবার অনেকের যবান থাকিলেও এলম ও এরফানের দৌলত থাকেনা আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহ পাক তোমার ছীনাকে এলম এরফান ও মহব্বতের দৌলত দ্বারা যেমন ধন্য করিয়াছেন, তেমনিভাবে মহব্বত ও মা'রেফতবর্ষী যবানও তোমাকে দান করিয়াছেন। হযরত ফুলপুরী (রঃ)–এর এন্তেকালের পর তিনি হাকীমুল উম্মত মাওলান থানবী (রঃ)–এর অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খলীফা; সুন্নতে রাসূলের বেনযীর আশেক, মুহিউস সুন্নাহ ভারতের হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক দামাতে বরকাতুহুর হাতে বায়'আত হন। অতঃপর তিনি হযরত হাকীম ছাহেবকে পবিত্র মক্কা মুকাররমার হরম শরীফে খেলাফত প্রদান করেন।

হযরত মাওলানা হাকীম ছাহেবের লেখনী শক্তি পূর্ব হইতেই অত্যন্ত প্রখর ছিল। ভরা যৌবনেই তিনি মা'রেফত সম্পর্কীয় অতি উচ্চ মানের কিতাব প্রণয়ন করিয়াছেন 'মায়িয়্যাতে এলাহীয়া"। ঐ কিতাবখানাই তাহার আধ্যাত্মিক প্রখর জ্ঞানের জ্বলন্ত প্রমাণ।

খেলাফত প্রাপ্তির পর হযরত শায়েখ মুহিউস সুন্নাহ দামাত বরকাতুহুর দো'আর বরকতে হযরত হাকীম চাহেবের বাচনিক শক্তির আবির্ভাব এমন প্রকট ভাবে হইয়াছে যে, বড় বড় বাকপটু বাগ্মীরাও মহব্বত ও মা'রেফাতের সাগরবর্ষী ঐ যবানের সম্মুখে অবাক হন।

হযরত মাওলানা মুহীউস সুন্নাহ শায়খে হারদোঈ দামাত বরকাতুহু বলেন, বড় বড় বুযুর্গানেদ্বীন স্বীয় মাশায়েখের প্রতি জীবন উৎসর্গ করিয়া জান কোরবান করতঃ শায়খের খেদমত করিয়াছেন" তাহা আমরা শুধু কানে শুনিয়াছি কিংবা কিতাবেই পড়িয়াছি। একমাত্র মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেবের মধ্যেই তাহা বাস্তবেও প্রত্যক্ষ করিলাম। আমাদের মধ্যে যাহার কোনও দৃষ্টান্ত অবর্তমান।

হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানবী (রঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত ডাঃ আবদুল হাই ছাহেব (রঃ) বলেন, আল্লাহ পাক আমার প্রিয়পাত্র মুহতারাম মাওলানা হাকীম মোঃ আখতার ছাহেবকে এমন এক রূহানী শক্তি নছীব করিয়াছেন; যাহা হৃদয়সমূহকে মাসত ও উত্তপ্ত করিয়া দেয়। হকীকত, মা'আরেফতের যে এক যওক-শওক ও আকর্ষণ তাহার মধ্যে বিদ্যমান; ইহা তাঁহার বুযুর্গানে কেরামের ফয়েয ও বরকত।

দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাছার বর্তমান শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা আবদুল হক ছাহেব বলেন, আমি হযরত মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেবের বাল্য সাথী, ছাত্র জীবনের সহপাঠী। বাল্যকাল হইতেই মোত্তাকী হিসাবে তাহার শোহরত ও খ্যাতি ছিল। তিনি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ।

উপমহাদেশের অতি উচ্চ চূড়ার মুহাদ্দেছ করাচীর হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ ইউসুফ বিন্নুরী একদা কথা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন যে, মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবের কোন কোন ছন্দ মাওলানা জালালূদ্দীন রূমীর কাব্যের সাথে পুরাপুরি সাদৃশ্য রাখে।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
✪ হযরত জাফর তাইয়ারের কাহিনী	১২
✪ সুলতান মাহমূদ গযনবী (রঃ)-এর কাহিনী	১৫
✪ মুখোশধারী আশেক বুযুর্গের কাহিনী	২২
✪ সুলতান ইবরাহীম এবনে আদহামের কাহিনী	৩১
✪ বেহালাবাদক বৃদ্ধের কাহিনী	৫২
✪ মেষপালক এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর কাহিনী	৫৮
✪ হযরত লোকমান (আঃ)-এর কাহিনী	৬২
✪ জনৈক পাহাড়ী দরবেশের কাহিনী	৭২
✪ হযরত বেলাল (রাঃ)-এর কাহিনী	৭৬
✪ সুলতান মাহমূদ ও ইয়াযের কাহিনী	৮৪
✪ হযরত যুনুন মিসরীর কাহিনী	৮৮
✪ এশকে মাজাযীর চিকিৎসার কাহিনী	৯২
✪ হযরত শাহ আবুল হাসান খারকানী (রঃ)-এর কাহিনী	৯৭
✪ হযরত জালালুদ্দীন রুমীর কাহিনী	১০৪
✪ হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এবং রোমের রাষ্ট্রদূতের কাহিনী	১২২
✪ হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর রাজমুকুটের কাহিনী	১২৪
✪ এক ব্যক্তির মুখ বাঁকা হওয়ার কাহিনী	১২৫
✪ রাতের প্রদীপ এবং পানিগাভী	১২৭
✪ হযরত মূসা (আঃ)-এর ধৈর্য-সহ্যের কাহিনী	১৩০
✪ হযরত ছফুরা (আঃ)-এর কাহিনী	১৩২
✪ একটি ইঁদুর ও ভেক-এর বন্ধুত্বের কাহিনী	১৩৪
✪ কাহিনীর দিকে প্রত্যাবর্তন	১৩৭
✪ কাহিনীর দিকে প্রত্যাবর্তন	১৩৯
✪ কাহিনীর দিকে প্রত্যাবর্তন	১৪১

বিষয়	পৃষ্ঠা
✪ তোতা ও দোকানীর কাহিনী	১৪৪
✪ নমরূদের অকৃতজ্ঞতার কাহিনী	১৪৭
✪ হযরত লোকমান (আঃ)-এর হেকমত	১৫০
✪ আহ্ মকবূল হওয়ার ঘটনা	১৫১
✪ হাতীর তথ্য অনুসন্ধানে মতভেদ	১৫৩
✪ একটি মাছির অলীক কল্পনা	১৫৫
✪ এক চামড়া শ্রমিক এবং উহার চিকিৎসা	১৫৬
✪ যাদু মন্ত্রমুগ্ধ রাজপুত্রের কাহিনী	১৫৮
✪ হযরত আলী (রাঃ)-এর এখলাছের ঘটনা	১৬১
✪ সওদাগর ও পিঞ্জিরাবদ্ধ তোতার কাহিনী	১৬৩
✪ রূমী ও চীনাদের শিল্প কারুকার্যের কাহিনী	১৬৬
✪ হযরত নাছুহর সাচ্চা তওবার কাহিনী	১৬৮
✪ হযরত আলী (কঃ)-এর সাথে জনৈক দ্বীন অস্বীকারী ইয়াহুদীর কথন	১৭৩
✪ ইবলীসের সাথে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর কথোপকথন	১৭৫
✪ আরবী ব্যাকরণবিদ এবং নাবিকের কেচ্ছা	১৭৭
✪ জনৈক ফিলসফীর কোরআন মজীদের আয়াত অস্বীকারের ঘটনা	১৭৮
✪ হাকীম জালীনূসের ঘটনা	১৮০
✪ নবীজীর রুগী দেখার ঘটনা	১৮২
✪ শাহী বাজ এবং বয়োবৃদ্ধা বুড়ীর কাহিনী	১৮৪
✪ শাহী বাজ পাখী এবং পেচকদের কাহিনী	১৮৬
✪ ময়ূর ও সুধী ব্যক্তির কাহিনী	১৮৭
✪ হযরত আনাছ এবনে মালেক (রঃ)-এর ঘটনা	১৮৯
✪ হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগে এক চোরের কাহিনী	১৯০
✪ হযরত মূসা (আঃ)-এবং রুগী দেখার কাহিনী	১৯১

হযরত জাফর তাইয়ারের কাহিনী

روبہے کہ ہست اورا شیر پشت
بشکند کلّہ پلنگاں را بمشت

মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন, শৃগালের ভীরুতা জগত বিখ্যাত প্রবাদ। কিন্তু শৃগালের কটিদেশে যদি সিংহের হস্ত রক্ষিত থাকে যে, ঘাবড়াইও না, আমি তোমার সাথে আছি, তখন শৃগাল সাহসহীন হিম্মতবিহীন হওয়া সত্ত্বেও সিংহের পৃষ্ঠপোষকতার ফয়যের বদৌলতে এত পরিমাণ সাহসী হইয়া যাইবে যে, নেকড়ে বাঘের মুণ্ড একটি ঘুষির আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবে এবং সিংহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকার কারণে নেকড়ে বাঘকে মোটেও ভয় করিবে না, আল্লাহ পাকের বিশিষ্ট বান্দাদের অবস্থাও ইহাই। তাহাদের জীর্ণ অবস্থা, শীর্ণ দেহ, অভুক্ত পাংশুবর্ণ চেহারা হওয়া সত্ত্বেও বাতেলের আধিক্য দেখিয়া কখনও ভীত সন্ত্রস্ত হন না। (অর্থাৎ আকলসূলভ ভয় তাহাদের নাই নতুবা প্রকৃতিগত ভীতি কামেল বুযুর্গদেরও হইয়া থাকে, ইহা কামালের পরিপন্থী বিষয় নহে।)

জনৈক বাতেনী অবস্থায় নিমগ্ন বুযুর্গ এই আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে বলিতেছেন

رخ زرین من منگر کہ پائے آہنیں دارم
چہ می دانی کہ در باطن چہ شاہے ہمنشیں دارم

দেখিওনা মোর নিলাভ আনন,
পদযুগল মোর লৌহ ইস্পাতের,
উপবিষ্ট আছেন মোর হৃদয় আসনে
বাদশা দোজাহানের।

এই বিষয় প্রসঙ্গে মাওলানা রূমী (রঃ) হযরত জা'ফর তাইয়্যার (রাঃ) এর একটি ঘটনা ছন্দাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। একবার হযরত জা'ফর (রাঃ) একটি দূর্গ জয় করার জন্য একাকী এমন শক্তিবলে আক্রমণ করিয়া বসিলেন মনে হইতেছিল দূর্গ যেন তাহার ঘোড়ার পায়ের খুরের সম্মুখে এক গ্রাস পানিসদৃশ।

এক পর্যায়ে দূর্গের বাসিন্দাগণ ভয়ে কেল্লার গেইট বন্ধ করিয়া দিল এবং কাহারও সাহস হইল না যে, যুদ্ধের নিমিত্ত তাহার সম্মুখে আসে।

বাদশাহ মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিল এখন কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। উযীর বলিল, ব্যবস্থা শুধু এই যে, আপনি যুদ্ধের সকল প্লান-প্রোগ্রাম এবং ইচ্ছা-আকাংক্ষা নিঃশেষ করিয়া ঐ সাহসী বীর পুরুষের সম্মুখে তরবারী এবং কাফন সহকারে উপস্থিত হউন এবং আত্মসমর্পণ করুন। বাদশাহ বলিলেন, সে তো শুধু একাকী একজন লোকই। অতএব তুমি এমন পরামর্শ আমাকে কেন দিতেছ ? উযীর বলিল, আপনি ঐ ব্যক্তির একাকীত্বকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখিবেন না। একটু চক্ষু উন্মোচন করুন এবং দূর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! দূর্গটি যেন পারদের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছে এবং কেল্লাবাসীদের প্রতি লক্ষ্য করুন! ভেড়া-বকরীর ন্যায় গ্রীবা অবনত করিয়া কেমন ভীত কম্পিতাবস্থায় অসহায় হইয়া আছে। এই ব্যক্তি যদিও একা; কিন্তু তাহার বক্ষে যে অন্তর রক্ষিত আছে; উহা সাধারণ লোকদের অন্তরের ন্যায় নহে। তাহার বুলন্দ হিম্মতের প্রতি লক্ষ্য করুন! আমাদের এত বড় বিশাল সশস্ত্র বাহিনীর সম্মুখে একা নাঙ্গা তলোয়ার হস্তে ধারন করিয়া কেমন দৃঢ়পদে বিজয়ী বীরদর্পে যুদ্ধের ঘোষণা করিতেছে। মনে হইতেছে যেন পূর্ব-পশ্চিমের সমগ্র সৈন্য বাহিনী তাহার সঙ্গে আছে। সে একাই লক্ষ মানুষের সমতুল্য। আপনি কি দেখিতেছেন না যে, দূর্গ হইতে যে কোন সিপাহীকে তাহার সহিত মুকাবেলা করার জন্য পাঠান হইতেছে তাহার ঘোড়ার খুরের নীচে তাহাকে পতিত ভূলুণ্ঠিত দেখা যাইতেছে। আমি যখন এই বিরাট সত্তার অধিকারী একক ব্যক্তি দর্শন করিলাম, তখন হে বাদশা! আমি উপলব্ধি করিলাম; আপনার এই বিশাল সৈন্য বাহিনী দ্বারা কোন কাজই হইবে না। আপনি সৈন্যাধিক্যের প্রতি মোটেই বিশ্বাস করিবেন না। প্রকৃতপক্ষে অন্তরের প্রশান্তিই হইল মূল শক্তি। আর এই শক্তি ও বল এই ব্যক্তির অন্তরে অতি মাত্রায় বিদ্যমান। আর এই নে'য়ামত ও দৌলত রিয়াযত-মুজাহাদা ও সাধ্যসাধনার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সহিত গভীর সম্পর্ক অর্জন করার বদৌলতে লাভ হয়। আল্লাহ পাকের এই দান আপনি কাফের অবস্থায় কিছুতেই লাভ করিতে পারিবেন না। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় এই জানবায মর্দে মুমেনের সম্মুখে অস্ত্র সম্বরণ করা ব্যতীত আপনার কোন উপায় নাই। কেল্লার দ্বার খুলিয়া দিন। কেননা, আপনার এই সৈন্যাধিক্য একেবারে অকেজো। সম্মুখে মাওলানা

রুমী (রাঃ) কোন কোন সংখ্যালঘুর সম্মুখে সংখ্যাগুরুর দুর্বলতা ও নিষ্ক্রয়তাকে কতিপয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন ঃ–

দৃষ্টান্ত নং-১

এক চন্দ্র দুনিয়ার অন্ধকার হরে!

লক্ষ লক্ষ তারা দেখ কি করিতে পারে ?!!

দৃষ্টান্ত নং ২

শত সহস্র ইঁদুর যদি নিজ নিজ গর্ত হইতে নির্গমন করতঃ কোন দুর্বল রুগ্ন বিড়ালের উপর একযোগে আক্রমণ চালায়; তবে জ্ঞান-আকলের চাহিদা তো এই যে, উহাদের বিজয় সুনিশ্চিত হওয়া চাই। দুই-একটি মুষিক বিড়ালের ঘাড়ে চড়িয়া আক্রমণ করিবে। আর দুই-একটি তাহার চক্ষুদ্বয় বাহির করিয়া ফেলিবে। দুই-একটি ইদুর বিড়ালের কান দন্ত দ্বারা চিড়িয়া ফেলিবে একং দুই-একটি তাহার বগল ছিদ্র করিয়া বিড়াল দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ দিল–গুর্দা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিবাইয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শন ইহার একেবারে বিপরীত। একবার যেখানে ঐ সরু, দুর্বল বিড়াল মেও শব্দ উচ্চারণ করে শত সহস্র ইঁদুরের বিশাল বাহিনীও ভয়-ভীতির প্রাবল্যে সে-স্থান হইতে হুড়মুড় করিয়া পলায়ন করে। ঐ মেও শব্দ শ্রবণ মাত্র তাহাদের কর্ণকুহরে নিজেদের পূর্বেকার পরাজয়ের ভয়ানক আঘাত গর্জিয়া উঠে এবং বিড়ালের দন্ত, নখের পরাক্রমশালী আলোড়নের কল্পনা ইঁদুর বাহিনীকে পলায়নের পথ অবলম্বন করিত বাধ্য করে। ইহার এক মাত্র কারণ এই যে, ইঁদুরদের বুকের অভ্যন্তরে যে হৃদয় আছে আর বিড়ালের ছিনার মধ্যে যে দেল আছে উহাতে বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান। বিড়ালের দেলে যে হিম্মত, বল ও প্রশান্তি বিদ্যমান আছে উহা ইঁদুরদের অন্তরে নাই। অতএব ইঁদুরের বিরাট বাহিনী একটি বিড়ালের সম্মুখে অথর্ব জ্ঞানশূন্য হইয়া যাওয়া এই বিষয়ের প্রমাণ যে, বিড়ালের অন্তরে নির্ভিকতা প্রশান্তি বিদ্যমান আছে, নতুবা শক্তি সামর্থের দিক দিয়া বিড়ালের মুক্তি অসম্ভব। অন্তর প্রশান্তির এই শক্তি না থাকার কারণেই ইঁদুরের সংখ্যা যদি লক্ষাধিকও হয় একটি দূর্বল বিড়ালকে দেখিয়া সকলেই পলায়ন করিবে। বুঝা গেল সংখ্যাধিক্য কোন বস্তুই নয় ; হিম্মত ও সাহস-বলই প্রকৃত শক্তি।

দৃষ্টান্ত নং ৩

ভেড়া বকরির পাল সংখ্যায় লক্ষাধিক হইলেও কসাই-এর হাতের ছোরার সম্মুখে একেবারেই নিষ্ক্রিয়।

দৃষ্টান্ত নং ৪

দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার আধিক্য যতই হউক না কেন নিদ্রার আগমন সব কিছুকে বিলীন করিয়া দেয়।

দৃষ্টান্ত ৫

বনে জংগলে বিরাট শিংওয়ালা জন্তুর উপর একটি সিংহ কেমন সাহসিকতার সহিত আক্রমণ করে এবং সকলের উপর একাই বিজয়ী হয় এবং যেই জন্তুকে ইচ্ছা করে নিজের খোরাক ও গ্রাস বানাইয়া লয়। অতএব আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি। বস্তুতঃ এ ধরনের অন্তর প্রশান্তি ও সাহসবল একমাত্র তিনিই প্রদান করেন।

এই অন্তর দুই প্রকার ঃ একটি জন্মগত। ইহাতে জন্তু, কাফের-মুশরিক সকলেই সমান। আর একটি আল্লাহ প্রদত্ত অন্তর-প্রশান্তি, যাহা ঈমান, আমল ও তাকওয়া পরহেযগারীর বদৌলতে আল্লাহ তা'আলার সহিত গভীর সম্পর্ক স্থাপনের পর লাভ হয়। যাহাকে ছুফীয়ানে কেরাম 'নেসবত' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেন।

সুলতান মাহমূদ গযনবী (রঃ)–এর কাহিনী

কোন এক রাত্রে হযরত সুলতান মাহমূদ গযনবী (রঃ) শাহী পোশাক খুলিয়া সাধারণ পোশাকে প্রজাবৃন্দের অবস্থা অবলোকনের জন্য একাকী ঘুরাফেরা করিতেছিলেন। হঠাৎ চোরের একটি দলকে দেখিতে পাইলেন যে, পরস্পর কিছু পরামর্শ করিতেছে। চোরের দল সুলতান মাহমূদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে ?

বাদশাহ বলিল, আমিও তোমাদের মতই একজন। তাহারা ভাবিল, ইনিও একজন চোর। কাজেই সঙ্গে করিয়া লইল। তারপর পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল এবং পরামর্শ এই হইল যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মদক্ষতা ও চুরির কৌশল বর্ণনা করুক ; যাহাতে ঐ কাজ তাহার উপর সোপর্দ করা যাইতে পারে।

একজন বলিল, বন্ধুগণ! আমি নিজ কর্ণে এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া কি বলে আমি উহা বুঝিতে পারি। দ্বিতীয় চোর বলিল, রাতের আধারে আমি যাহাকে দেখি দিনের আলোকে নিঃসন্দেহে তাহাকে আমি চিনিতে পারি।

তৃতীয় চোর বলিল, আমার বাহুর বৈশিষ্ট্য এই যে, ঘরে প্রবেশ করার জন্য হাতের শক্তি দ্বারা দেয়াল ছিদ্র করিয়া দেই। চতুর্থ চোর বলিল, আমার নাসিকার বৈশিষ্ট্য এই যে, মাটি শুঁকিয়া বলিতে পারি যে, এস্থানে ধনভাণ্ডার রক্ষিত আছে কি-না। যেমন মজনু কোন লোকের বলা-কওয়া ব্যতীত মৃত্তিকা শুঁকিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এখানে লায়লার কবর।

ہمچو مجنوں بو کنم ہر خاک را خاک لیلیٰ را بیابم بے خطا

মাটি শুঁকিয়া নির্ভুলভাবে লায়লার কবর বুঝিতে পারিব।

পঞ্চম ব্যক্তি বলিল, আমার পাঞ্জায় এত বিপুল পরিমাণ শক্তি আছে যে, অট্টালিকা যতই সুউচ্চ হউক না কেন আমি নিজ পাঞ্জার বলে ফাঁদ ঐ অট্টালিকার কাংগারুতে শক্তভাবে আটকাইয়া দেই এবং এরূপে অতি সহজে অট্টালিকায় প্রবেশ করি।

সকলে মিলিয়া বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করিল, ওহে মিয়া! তোমার মধ্যে কি কোন কৌশল ও কর্মদক্ষতা আছে ; যাহা চুরির সহায়ক হইতে পারে ? বাদশাহ উত্তরে বলিল

مجرماں را چوں بجلاّ داں دہند
چوں بجنبد ریش من ایشاں رہند

আমার দাড়ির বৈশিষ্ট্য এই যে, ফাঁসিরযোগ্য দোষী ব্যক্তিগণকে যখন জল্লাদের হাতে সোপর্দ করা হয়, তখন আমার দাড়ি আলোড়িত হইলে সকলেই মুক্তি পাইয়া যায়। অর্থাৎ আমি যখন শাহী দয়াপরবশ হইয়া দাড়ি হেলাই তখন দোষী ব্যক্তিগণ তৎক্ষণাৎ খুনের শাস্তি হইতে মুক্তি পায়। ইহা শ্রবণ মাত্র চোরগণ বলিয়া উঠিল

قوم گفتندش کہ قطب ما توئی روز محنت ہا خلاص ما توئی

চোরের দল সমস্বরে বলিয়া উঠিল, ওহে আমাদের সর্দার! যেহেতু বিপদের দিনে আপনিই আমাদের উদ্ধারের উপায়। অর্থাৎ আমরা যদি ধরা পড়ি; তবে আপনার বদৌলতে মুক্তি পাইব। এজন্য এখন আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত। কেননা, সকলের নিকট তো শুধু এমন গুণ আছে; যদ্দারা শুধু চুরি সমাধা করা যায়। কিন্তু শাস্তির বিপদ হইতে মুক্তির উপায় কাহারো নিকট ছিল না। এই ত্রুটি বিদ্যমান ছিল; যাহা আপনার দ্বারা পূর্ণ হইল এবং শাস্তির আশংকাও নিঃশেষ হইল। অতএব এখন কাজ আরম্ভ করা চাই।

এই পরামর্শের পর সকলে বাদশাহ মাহমূদের অট্টালিকার দিকে রওয়ানা হইল এবং বাদশাহ নিজেও তাহাদের সঙ্গী হইল। পথিমধ্যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। কুকুরের আওয়ায যে ব্যক্তি বুঝে সে বলিল, কুকুর বলিতেছে– তোমাদের সাথে বাদশাহও আছে। কিন্তু তাহার কথার প্রতি চোরের দল কর্ণপাত করিল না। কেননা, লোভ মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে গোপন করিয়া দেয়।

صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد
چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد

লোভ-লালসা উপস্থিত হইলে বিবেকবুদ্ধি লুপ্ত হয়। অন্তর হইতে শত শত আবরণ চোখের দিকে অগ্রসর হয়।

একজন মাটি শুঁকিয়া বলিল, শাহি ধনভাণ্ডার এখানে আছে। অন্য একজন ফাঁদ নিক্ষেপ করিয়া শাহী মহলে প্রবেশ করিল। ছিদ্রকারী ছিদ্র করিল এবং পরস্পর ধনভাণ্ডার বন্টন করিয়া লইল। আর তাড়াতাড়ি চুরির মাল গোপন করিয়া ফেলিল। বাদশাহ প্রত্যেকের চেহারা চিনিয়া লইল এবং প্রত্যেকের বাসস্থানের পথ স্মরণ রাখিল। তাহাদের থেকে আত্মগোপন করিয়া শাহী মহলের দিকে প্রত্যাবর্তন করিল।

বাদশাহ দিনের বেলা আদালতে বসিয়া রাত্রের সমস্ত ঘটনা বর্ণনাকরতঃ নির্দেশ দিলেন, সকলকে পাকড়াও করিয়া আন এবং মৃত্যুদণ্ড শুনাইয়া দাও। যখন তাহারা সকলে শৃংখলাবস্থায় দরবারে উপস্থিত হইল তখন রাজ দরবারের সম্মুখে সকলে ভয়ে থরথর করিয়া কাপিতে লাগিল। কিন্তু ঐ চোর ; যাহার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, রাত্রির অন্ধকারে যাহাকে দেখিত; দিবালোকে তাহাকে চিনিতে পারিত, সে শান্ত ছিল। তাহার উপর ভয়–ভীতির সাথে সাথে আশার সঞ্চার

পরিলক্ষিত হইতেছিল। অর্থাৎ রাজভীতি ও শাস্তির আশংকায় কম্পমান এবং শাহী মেহেরবাণীর প্রতি আশান্বিত ছিল যে, ওয়াদা-অঙ্গীকার মাফিক শাহী রহম-করমের দ্বারা যখন দাড়ি আন্দোলিত হইবে; তৎক্ষণাৎ মুক্তি ও নিস্তার পাইয়া যাইব। আর ওয়াদা মাফিক আমি আমার সমগ্র দলকে ছাড়াইয়া ছুটাইয়া লইব। কেননা, ভদ্রসুলভ আচরণের কারণে বাদশাহ নিজের পরিচিত লোকদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবেন না; বরং আবেদন নিবেদন গ্রহণ করতঃ সকলকে ছাড়িয়া দিবেন।

ঐ লোকটির মুখমণ্ডল ভয় ও আশায় কোন সময় হলুদবর্ণ আবার কোন সময় লালবর্ণ ধারণ করিতেছিল। বাদশাহ মাহমূদ শাহী ফরমানসহ নির্দেশ দিলেনঃ এই সকলকে জল্লাদের হস্তে সোপর্দ করতঃ শূলে চড়াও। আর যেহেতু এই মুকদ্দমায় বাদশাহ স্বয়ং সাক্ষী, এইজন্য অন্য কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। এতদশ্রবণে ঐ ব্যক্তি অন্তরকে মজবূত ও দৃঢ় করতঃ অতি বিনয়ের স্বরে আরয করিল, যদি অনুমতি হয়; তবে একটি বিষয় আবেদন করিতে চাই। অনুমতি লাভ করিয়া ঐ ব্যক্তি বলিল, হুযূর! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ শাস্তিযোগ্য গুণ ও কর্মদক্ষতার পূর্ণতা ঘটাইয়াছে। এখন শাহী দয়া মেহেরবাণীর কর্ম্মদক্ষতা ও কৌশল ওয়াদা মাফিক প্রকাশ করুন। আমি আপনাকে চিনিয়া লইয়াছি, আপনি ওয়াদা করিয়াছিলেন আমার দাড়িতে এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে, যদি মেহরবাণীবশতঃ আলোড়িত হয়; তবে সাজাপ্রাপ্ত দোষী মুক্তি পাইয়া যায়।

সুতরাং হে মহাত্মন বাদশাহ! আপনি আপনার দাড়ি নাড়ুন, যাহাতে আপনার মেহেরবাণীর বদৌলতে আমারা আমাদের অপরাধের সাজা ও শাস্তি হইতে নিস্তার ও মুক্তি পাইয়া যাই। আমাদে গুণ, কৌশল তো আমাদিগকে শূলের কাষ্ঠ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছে, এখন শুধু আপনার কৌশল ও গুণই আমাদিগকে এই শাস্তি হইতে মুক্তি ও নাজাত দিতে পারে। আপনার গুণের বিকাশের এখনই উপুযুক্ত সময়। মেহেরবাণীকরতঃ অতিসত্বর দাড়ি আলোড়িত করুন! ভয়ে আমাদের কলিজা ওষ্ঠাগত হইতেছে। আপনার দাড়ির বৈশিষ্ট্য দ্বারা আমাদিগকে তাড়াতাড়ি সন্তুষ্টচিত্ত ও প্রফুল্লিত করুন।

সুলতান মাহমূদ এই কথাবার্তায় কিঞ্চিত হাসিলেন এবং অপরাধীদের এই ফরিয়াদ শ্রবণে ও অঝোর ক্রন্দনে বাদশাহর অন্তরে দয়ার ঢেউ উথলিয়া উঠিল! বলিল, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছ। এমনকি তোমাদের গুণ ও কৌশল তোমাদিগকে বিপদের সম্মুখীন করিয়া দিয়াছে। শুধু ঐ

ব্যক্তি যে বাদশাহকে চিনিয়াছে ও তাহার চক্ষুদ্বয় রাত্রির অন্ধকারে আমাকে দেখিয়াছে এবং চিনিয়াছে। সুতরাং বাদশাহর পরিচয় লাভকারী ঐ ব্যক্তির চোখের কল্যাণে আমি তোমাদের সকলকে রেহাই প্রদান করিতেছি! ঐ পরিচয়কারী চোখ হইতে আমি লজ্জা পাইতেছি যে, আমি আমার দাড়ির গুণ কিরূপে প্রকাশ না করি?

ফায়েদাহ! এই কাহিনীতে এই নছীহত রহিয়াছে যে, মানুষ যখন কোন অন্যায়, অপরাধ করে তখন প্রকৃত বাদশাহ মানুষের সাথে থাকে, মানুষের সকল সুকর্ম অপকর্ম সম্পর্কে খবর রাখেন।

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ.

হাকীকী বাদশাহ তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা যেখানেই থাক।

বান্দাহ যখন কোন নাফরমানির কাজ করে ; তবে সে যেন আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সীমারেখার ধনভাণ্ডারের খেয়ানত করে। আল্লাহর হকের খেয়ানত হউক কিংবা বান্দাহর হকের খেয়ানত হউক এই সবই আল্লাহর ধনভাণ্ডার চুরি। এইজন্য সদাসর্বদা খেয়াল রাখিতে হইবে যে, প্রকৃত বাদশাহ্ আমাদের সাথে আছেন এবং আমাদিগকে দেখিতেছেন, তাঁহার সম্মুখে ধনভাণ্ডার লুট করা হইতেছে। একটু চিন্তা কর, তোমরা কাহার সম্পদ চুরি করিতেছ ? ঐ প্রকৃত বাদশাহ বলিতেছেন আমি তোমাদিগকে দেখিতেছি, আমার বিধান তো অবতীর্ণ হইয়াছে। আজ তোমরা আমার আইন ভংগ করিতেছ। দুনিয়াতে তো আমি তোমাদের অপরাধ গোপন রাখিতেছি, হয়ত তোমরা সুপথে আসিবে। কিন্তু যদি অন্যায় থেকে বিরত না হও; তবে কাল কিয়ামতে যখন হাত-পা বাধা অবস্থায় আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তখন আমার ক্রোধ -গযব হইতে তোমাদিগেকে কে রক্ষা করিবে ?

(২) এই কাহিনীতে এই নছীহতও পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা পাপের শাস্তি আখেরাতে দিবেন, বর্তমানে যদিও দুনিয়াতে কিছু না বলেন, যেমন শাহী ধনভাণ্ডার চুরি করার সময় যদিও বাদশাহ স্বয়ং চোরদেরকে দেখিতে ছিলেন এবং তাহাদের নিকটেই ছিলেন কিন্তু ঐ অবস্থায় তাহাদিগকে শাস্তি দেন নাই, বরং

শেষফলে তাহাদিগকে পাকড়াও করিলেন। যদি প্রত্যহ এই ধ্যান ও মুরাকাবা করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সমস্ত কার্যাবলী দেখিতেছেন; তবে গোনাহ ও পাপ কাজ করিতে অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হইবে।

(৩) তৃতীয় নছীহত এই যে, কিয়ামত দিবসে কোন গুণ, কৌশল ও কর্মদক্ষতা কাজে আসিবে না; বরং আল্লাহ পাকের অপছন্দীয় যেসব আমল ও কার্যকলাপ মানুষের দ্বারা সংঘটিত হয় উহা কিয়ামত দিবসে মানুষের গর্দানে বেড়ী লাগাইবে, যদিও দুনিয়াতে উহাকে কর্মদক্ষতা মনে করা হয়। যেমন চোরের দল নিজ নিজ কলা-কৌশলকে কামালতের স্থানে পেশ করিয়াছিল, কিন্তু ঐ গুণ-হেকমতগুলিই তাহাদিগকে শৃংখলাবদ্ধ করিয়া ছিল।

ہر یکے خاصیتے خود وا نمود　　ایں ہنرہا جملہ بدبختی فزود

প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশেষ গুণ প্রদর্শন করিল, কিন্তু এই সমস্ত কৌশল ও গুণের দ্বারা তাহাদের ভাগ্য বিড়ম্বনা বৃদ্ধি পাইল। যেই জ্ঞান-হেকমত দ্বারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করা যায় না এবং আল্লাহ পাকের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন হয় না। আল্লাহকে স্মরণ করার উপকরণ হয় না। বস্তুতঃ উহা গুণ-হেকমত কিছুই নয়, বরং উহা মহাবিপদ। মানুষের যেই শক্তি ক্ষমতা খোদাদ্রোহীতা, অবাধ্যতা, ঔদ্ধতার কাজে ব্যয় হইতেছে; উহা একদিন তাহাকে অপরাধী হিসাবে আল্লাহ পাকের দরবারে পেশ করিবে।

বর্তমান যুগে যেই সম্প্রদায় সায়েন্স-বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বারা চন্দ্রবশ্যতাকে নিজেদের কামালত মাহাত্ব মনে করিতেছে এবং আল্লাহর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিজেদের জীবন কাটাইতেছে—কাল কিয়ামত দিবসে বুঝিতে পারিবে; তাহাদের কামালত-কর্মদক্ষতা পুরস্কার উপযোগী না-কি কহর ও গজবের কারণ?

تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر　　دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں

সূর্য-চন্দ্র যদি বশীভূত করিয়া থাক; তবে তো সে বেশ ভাল, মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্যপাত্র। কিন্তু অন্তরে যদি আল্লাহর নূর না থাকে; তবে কোথাও আলো নাই।

(৪) নছীহতঃ জানা গেল, দুনিয়ার কোন শিল্প-গুণ, হুনার-হেকমত কাজে আসিবে না। শুধু একটি গুণ কাজে আসিবে। আর উহা এই যে, দুনিয়ার এই

আধারালয়ে আল্লাহর পরিচয় লাভকারী গুণ ও হেকমত। যেমন যেই ব্যক্তির দৃষ্টি বাদশাহ পরিচয়কারী ছিল নিজের ঐ গুণের কারণে শাহী ক্রোধ ও প্রতিশোধ হইতে সে নিজেও বাঁচিয়া গেল এবং অন্যের জন্যেও সুপারিশ করিল। সমস্ত বৈশিষ্ট্য শাস্তির উপকরণ হইল কিন্তু

جز مگر خاصیتے آں خوش حواس — کہ بشب بود چشم او سلطان شناس

শুধু ঐ উত্তম ইন্দ্রিয়ের বাদশাহ পরিচয়ের দৃষ্টি কাজে আসিল, যে রাত্রের অন্ধকারে বাদশাহকে চিনিয়া লইয়াছিল।

এই বয়াতে এই নছীহত রহিয়াছে যে, এই দুনিয়াও আধারালয়-অন্ধকার পরিবেশ। এখানকার অন্ধকারে যেই বান্দাহ আল্লাহর শরী'য়তের বরকতে নিজের আল্লাহকে প্রতিপালককে চিনিয়া লইবে, কিয়ামত দিবসে সে নিজেও জাহান্নামের আযাব হইতে নিস্তার পাইবে এবং অন্যান্য অপরাধী গুনাহগার মোমেন বান্দাদের জন্য সে সুপারিশ করিবে। কিন্তু সে নিজের এই পরিচয় লাভের কারণে এবং আল্লাহর মেহেরবাণীর কারণে অহংকারী ও গর্বিত হইবে না; বরং ভয়-ভীতি ও আশা-আকাংখার মাঝখানে থাকিয়া অসহায় বিনয়, নম্র ও বান্দাসুলভ কিংকরতা প্রকাশ করতঃ শাফা'য়াত করিবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা যাহার সম্পর্কে ইচ্ছা করিবেন তাহার শাফা'য়াত কবূল করতঃ নিজ রহমতের শান প্রকাশ করিবেন। আর যাহার সম্পর্কে চাহিবেন না, ইনছাফের ও ন্যায় বিচারের মাপকাঠিতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিশোধ প্রকাশ করিবেন।

অতএব অতি ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি; যে দুনিয়াতে থাকিয়া আল্লাহর পরিচয় দৃষ্টি সৃষ্টি করিয়াছে এবং নিজ আল্লাহকে চিনিয়াছে। আরেফীন তথা আল্লাহর পরিচয় লাভকারী ব্যক্তিবর্গ; যাহাদের রূহ নিজ রিয়াযত-মুজহাদা, সাধ্য-সাধনার দ্বারা আজ আল্লাহর পরিচয় লাভ করিতেছে, আগামীকাল হাশরের দিন এই আল্লাহ পরিচয়কারী আরেফগণই আল্লাহ পাককে দর্শন করিবেন এবং মুক্তি ও নাজাত পাইবেন। আর পাপীদের সম্পর্কে তাঁহাদের সুপারিশ কবূল করা হইবে। যখন কাফের অপরাধীদিগকে তাহাদের ক্রিয়াকর্মের কারণে চিরকালের জন্য আগুনে প্রবেশ করানো হইবে, তখন এই ক্ষুধার্ত চেহারা, তালিযুক্ত কাপড় পরিধানকারী, চাটাইর উপর উপবিষ্ট, যাহাদিগকে দেখিয়া আজ ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয় ; নিজ আল্লাহকে পূর্ণ নয়নে দর্শন করিতে থাকিবেন। তখন অপরাধীগণ তাহাদের উপর ঈর্ষা করিবে এবং বলিবে আহা রে! আমরাও যদি তাহাদের মত থাকিতাম এবং

তাহাদের জ্ঞান-হিকমত শিখিতাম। অর্থাৎ আল্লাহকে চিনিবার মত দৃষ্টি লাভ করিতাম; তবে কতই না ভাল হইত!

(৫) এই কাহিনী দ্বারা ইহাও জানা গেল যে, আল্লাহ পাকের মকবূল ও নেক বান্দাগণ মানবতার মাপকাঠির দিক দিয়া কত উচ্চ স্থান ও বুলুন্দ মকামের অধিকারী।

বড়ই আক্ষেপের বিষয়! আজ যেই সম্প্রদায় চোরের মত তাহাদের পার্থিব জীবন-যাপনের কয়েক দিন আনন্দে কাটানোর উপায়-উপকরণগুলিকে সার্থক জ্ঞান মনে করে এবং বৈষয়িক উন্নতিকে প্রকৃত উন্নতি মনে করে এবং মানবতা গর্হিত সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুনকে যেমন– দাঁড়াইয়া পেশাব করা, কাগজ দ্বারা পায়খানার স্থান মুছিয়া টবে বসিয়া গোসল করা, ঐ নাপাক পানি মুখে, কানে, নাকে প্রবেশ করানোকে মানবতার চরম শিখরে উপনীত হওয়া সাব্যস্ত করে। এমন সম্প্রদায়কে কি সভ্য, ভদ্র, উন্নতিপ্রাপ্ত বলা যাইতে পারে?

শত শত আফছোছ ও আক্ষেপের ব্যাপার এই যে, মুসলমানগণ আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় তাহযীব সংস্কৃতি ও জীবন বিধানকে বর্জন করিয়া গযবপ্রাপ্ত অভিশপ্ত কওম ও সম্প্রদায়ের অনুসরণ-অনুকরণ করিতেছে।

মুনাজাত

আয় আল্লাহ! আমাদের উপর এমন শাসক নিযুক্ত করিয়া দেন, যিনি তোমার পবিত্র আইন-কানূন জারী করিবেন। বেপর্দা ঘোরাফেরাকারিণী মহিলাদিগকে, বেনামাযীকে, মদপানকারী লোকদিগকে শাস্তি দিবে এবং বাধ্যতামূলক এমন ধারা জারী করিবেন; যাহাতে আড্ডাখানা, শরাবখানা, সিনেমা, সবকিছু তালাবদ্ধ করিয়া দেয়। আমীন ছুম্মা আমীন।

মুখোশধারী আশেক বুযুর্গের কাহিনী

এই মুখাবরণধারী বুযুর্গ জাহেলিয়্যাত যুগে আরবের কোন অঞ্চলের বাদশাহ ছিলেন। ইনি প্রথমে এশকে মাজাযী তথা রূপক প্রেমে আক্রান্ত ছিলেন এবং খুব ভাল কবি ছিলেন। রাজ-রাজত্বের লোভী, নাজুক তবিয়ত, সুশ্রী সুআনন ছিলেন।

এশকে হাকীকী যখন তাঁহার অন্তরে প্রতিক্রিয়া করিল, রাজত্ব তিক্ত-বিষাক্ত মনে হইতে লাগিল। কাছিদাহ বুরদার লেখক বলেন

نَعَمْ سَرٰى طَيْفُ مَنْ أَهْوٰى فَأَرَّقَنِيْ
وَالْحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذَّاتِ بِالْأَلَمِ

হ্যাঁ রাত্রে যখন আমার প্রেমাষ্পদের কল্পনা আসিল তখন সারারাত্র নিদ্রা আসিল না। ব্যাপার এই যে, প্রেম ও মহব্বত, সুখ ও স্বাদকে দুঃখ ও পেরেশানীতে রূপান্তরিত করিয়া দেয়।

অবশেষে বাদশাহ অর্ধরাত্রিতে গাত্রোত্থান করিয়া জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিল এবং স্বীয় রাষ্ট্রের বাহিরে চলিয়া গেল। অন্তরে এশকে এলাহীর আগুন সৃষ্টি হইয়াছিল। ফলে, অধৈর্য হইয়া এক বিকট চিৎকার মারিল এবং মাঠ ও প্রান্তরের দিকে চলিয়া গেল।

مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا
کھینچی جو ایک آہ تو زنداں نہیں رہا

হস্তের এক আঘাতে জামার আঁচল শেষ!
অন্তর্ভেদী আহ্ হাকিলে জেলখানা নিঃশেষ!

ঐ সত্যবাদী আশেকের সত্যিকারের দীর্ঘশ্বাস রাজত্বের লৌহ শৃংখল হইতে আজাদ ও স্বাধীন করিয়া দিল। সুলুকের এই পথের কাজ শুরুতে আল্লাহর তরফ হইতে আকর্ষণ দ্বারাই সমাপ্ত হয়। হযরত আরেফে রূমী বলেন

دست در دیوانگی باید زدن　　زیں خرد جاہل ہمی باید شدن

আল্লাহর এশক- মহব্বত অন্তরে সৃজন কর, শুধু আকল দ্বারা আল্লাহ পর্যন্ত উপনীত হওয়া যাইবে না; বরং যেই জ্ঞান-আকল ওহীর নূরে নূরান্বিত না হয়, উহা হইতে তো মূর্খ থাকাই উত্তম।

ইহা একশ-মহব্বতের বৈশিষ্ট্য যে, নির্জনে বসিয়া নিজ মাহবূব ও প্রেমাষ্পদের স্মরণ সুস্বাদু মনে হয়। অতএব মাঠ-ময়দানের নিরবতা-নিস্তব্ধতা সত্যিকারের আশেকীনদের নিকট অতীব উত্তম মনে হয়। নবীয়ে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আমাকে নির্জনতাপ্রিয় করিয়া

দেওয়া হইয়াছিল। যেমন তিনি সকল লোকজন হইতে পৃথক হইয়া হেরা পর্বত গুহায় একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত আল্লাহ পাকের স্মরণে মশগুল থাকিতেন।

অবশেষে হাকীকী এশক, সত্যিকারের প্রেম ঐ বাদশাহকে সিংহাসন ও রাজমুকুট হইতে অনিহা করতঃ মাঝরাতের মাঠ-ময়দানের পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য করিল। এই বিষয়টিকে আমাদের শায়খ মুরশিদ অত্র মা'আরেফে মাছনবী প্রণেতা ছন্দাকারে বর্ণনা করিতেছেন

عشق حق نے جب کیا اپنا اثر   عیش و راحت کر دیا سب تلخ تر

(১) এশকে এলাহী যখন ক্রিয়াশীল হয়, সুখ-শান্তিকে তিক্ত-বিষাক্ত করিয়া দেয়।

عشق کی لذت کو شہ جب پا گیا   تاج شاہی اس نے سر سے رکھ دیا

(২) এশকের স্বাদ যখন বাদশাহ পাইল। রাজমুকুট শির হইতে ফেলিয়া দিল।

تخت شاہی فقر سے مبدل ہوا   حبّذا اے عشق صادق حبّذا

(৩) রাজ-সিংহাসন ফকীরী রূপ ধরিল। কি সুন্দর সত্য প্রেম; কত মনোহর।

عشق نے ایسے ہزاروں بادشہ   کر دئے بے ملک و بے تخت و کلہ

(৪) এশক এরূপ শত সহস্র নরপালকে রাজ্যহীন, তখ্‌তবিহীন, মুকুটহীন করিল।

عشق کی لذت کو ان سے پوچھئے
جن کے سینے عشق سے زخمی ہوئے

(৫) এশকের আনন্দ স্বাদ ঐ লোকের নিকট জিজ্ঞাসা কর; যাহার ছিনা এশকের খঞ্জরে আহত।

বাহ্য জ্ঞানধারী লোকেরা এই স্বাদ কি বুঝিবে ? সে কি জানে? নির্জন, নিরব মাঠের নিস্তব্ধতার মধ্যে কি আনন্দ উৎফুল্ল নিহিত আছে ? এই আনন্দকে তো আল্লাহওয়ালাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর; যাহাদের অন্তর এই ক্ষয়শীল দুনিয়ার অস্থায়ী বসন্ত হইতে বেপরোয়া হইয়া আল্লাহ পাকের নৈকট্য দ্বারা সন্তুষ্টচিত্ত ও আনন্দ মুখর থাকেন। ইহা এমন নির্জনতা যে, লক্ষ লক্ষ জনসমাগম ইহার উপর নেছার ও কোরবান হয়। মাহবূবে হাকীকীর এই সঙ্গতাই তো আল্লাহওয়ালাদের নির্জনতাকে বসন্তপূর্ণ ও আনন্দময় বানাইয়া দেয়। জনৈক বুযুর্গ মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ (রঃ) বলেন

معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستاں میں
رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں

তোমার সঙ্গতা যদি না হয়; তবে ফুল বাগানেও অতিষ্ট হই!

তুমি যদি সাথে থাক; তবে মাঠেও বাগের স্বাধ পাই।

প্রান্তরের নিরবতায় তাঁহারা বন্ধুর পয়গাম পাইয়া থাকেন।

گیا میں بھول گلستاں کے سارے افسانے
دیا پیام کچھ ایسا سکوت صحرا نے

অর্থাৎ প্রান্তরের নিরবতা-স্তব্ধতা বন্ধুর পয়গামের এমন কিছু ইঙ্গিত করিল যে, উহার আনন্দের সম্মুখে আমরা অস্থায়ী দুনিয়ার কতিপয় দিবসের মনমুগ্ধকর বসন্তের সকল কল্পকাহিনী ভুলিয়া গেলাম।

মুদ্দা কতা, ঐ বাদশাহ পর্বত, সমুদ্র, মাঠ–ঘাট পাগলের ন্যায় অতিক্রম করতঃ নিজের রাজত্বের সীমা হইতে বাহির হইয়া তাবূকের সীমানায় প্রবেশ করিল। চেহারায় মুখাবরণ ধারণ করিল, যাতে চেহারার রাজ গাম্ভীর্যতা ও বড়ত্বের নিদর্শন দেখিয়া লোকেরা বুঝিতে না পারে যে, এই জীর্ণ বসন পরিধানকারী কোন দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তি কিংবা রাজা বাদশাহ্।

তাবূক দেশে ঐ বাদশাহ যখন কয়েক দিন অভুক্ত থাকিলেন, তখন দুর্বলতার কারণে বাধ্য হইয়া শ্রমিকদের সাথে ইট বানাইতে আরম্ভ করিলেন। যদিও চেহারার উপর মুখোশ পরিয়া থাকিত; কিন্তু যখন কোন বাতাসের ঝাপটায় সরিয়া যাইত, তখন শাহী চেহারার রাজ মহত্ব গাম্ভীর্য ও বড়ত্ব শ্রমিকদের উপর প্রকাশ হইয়া যাইত। অবশেষে শ্রমিকদের মধ্যে কানাঘুষা আলোচনা হইতে

লাগিল যে, এই মুখোশধারী লোক কোন দেশের রাষ্ট্রদূত কিংবা কোন দেশের বাদশাহ বলিয়া মনে হইতেছে। ধীরে ধীরে এই সংবাদ সমগ্র দেশে মশহুর হইয়া গেল ; ছড়াইয়া পড়িল। এমন কি তাবূকের বাদশাহ পর্যন্তও পৌঁছিয়া গেল।

বাদশাহ চিন্তায় পড়িয়া গেলেন যে, শ্রমিক বেশে অন্য কোন দেশের বাদশাহ কিম্বা রাষ্টদূত তো কোন গোয়েন্দাগীরি; গুপ্তচরবৃত্তি করিতেছে না ? এবং আমার দেশের গোপন ভেদ অবগত হইয়া আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র তো করিতেছে না ? খোঁজ নেওয়া দরকার ; ব্যাপার কি ? তাবূকের বাদশাহ তৎক্ষণাৎ ভ্রমণের জিনিসপত্র গুছাইয়া লইল এবং শ্রমিকদের ভীড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। যেখানে ঐ মুখোশধারী ইট বানাইতেছিল। বাদশাহ তাহাকে ব্যতীত সমস্ত শ্রমিকদিগকে দূরে সরাইয়া দিল। ঐ সৌন্দর্যবান লোকটির মুখোশ উত্তোলন করিয়া ফেলিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, ওহে সৌন্দর্যবান ব্যক্তি! আপনি আপনার সঠিক অবস্থা আমাকে বলুন, আপনার এই উজ্জ্বল চেহারা প্রশস্ত ললাট সাক্ষ্য বহন করিতেছে যে, আপনি কোন দেশের বাদশাহ ; কিন্তু এই দারিদ্র ও হীনতা কি কারণে ?

আপনি নিজের আরাম আয়েশ এবং রাজত্বকে এই কষ্ট ক্লেশ ও দরিদ্রতার লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার উপর কোরবান ও নেছার করিয়াছেন। অতিসত্বর আমাকে ইহার রহস্য সম্পর্কে অবগত করুন। যদি আপনি আমার আতিথেয়তা, মেহমানদারী কবূল করেন; তবে ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের কারণ হইবে। আর আপনার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করিয়া আমার একটি মাত্র প্রাণ আনন্দের আতিশয্যে শত সহস্র প্রাণের সমকক্ষ হইবে।

এরূপে অনেক কলাকৌশলে তাবূকের বাদশাহ ঐ দারিদ্রের পোষাকে ভূষিত বাদশাহর সাথে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিতে লাগিল; যাহাতে তাহার ভেদ ও রহস্য আশকারা হইয়া যায়। কিন্তু রহস্য উদঘাটনের আলাপের পরিবর্তে ঐ মুখোশধারী বাদশাহ তাবূকের বাদশাহের কানে কানে জানা নাই এশক ও মহব্বতের ব্যথা বেদনার কি কথা বলিয়া দিল। আর তৎক্ষণাৎ তাবূকের বাদশাহও এশকে এলাহীতে পাগলপারা হইয়া গেল। নিজের রাজত্ব বর্জন করত ঃ ঐ সময় ঐ দুনিয়া বর্জনকারী মুখোশধারী বাদশাহর সাথে থাকার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেল। নিশিরাতে উভয় বাদশাহ ঐ দেশ হইতে বাহির হইয়া অন্য কোন রাজত্বে প্রস্থান করিল। যেন লোকজনেরা পেরেশান করিতে না পারে। আর অবসর অন্তরে মাহবুবে হাকিকীকে স্মরণ করা নছীব হয়। উভয় বাদশাহ বহুদূর পর্যন্ত পথ চলিতে লাগিল। এক পর্যায়ে কোন তৃতীয় দেশে যাইয়া প্রবেশ করিল।

মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন, এশক মহব্বত এই কাণ্ড শুধু একবারই ঘটায় নাই; বরং বহুবার এই ধরনের কাজ করিয়াছে যে, ধন, সম্মান, রাজত্ব সব কিছু বর্জন করাইয়াছে।

মুদ্দা কথা, ঐ সাচ্চা আশেক মুখোশধারী রাজত্ব বর্জনকারীর কথায় নাজানি কেমন স্বাদ ছিল যে, তাবূকের বাদশাহর উপর সমস্ত স্বাদ-মজা হারাম হইয়া গেল। সকল আয়েশ-আরাম ভোগ, বিলাস ঐ স্বাদ মজার সম্মুখে বিলীন হইয়া গেল। আর অন্তরে এশকে এলাহীর এক বিশাল সমুদ্র ঢেউ খেলতে লাগিল। খাজা আজিযুল হাসান মজযূব ছাহেব বলেন

اے سوختہ جاں پھونک دیا کیا مرے دل میں
ہے شعلہ زن اک آگ کا دریا مرے دل میں

ওরে দগ্ধিত প্রাণ! কি জ্বালাইয়াছ আমার অন্তরে! দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে একটি অগ্নি সমুদ্র আমার অন্তরে।

হযরত খাজা মজযূব ছাহেব নিজের পীর ও মুরশিদ হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানবীর এই বিষয়টিকে একটি বিস্ময়কর ধরনে বর্ণনা করিয়াছেন

جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں
اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی

যেই অন্তরের দরদপূর্ণ আহ্ ! লক্ষ লক্ষ দেল জ্বালাইয়া দিয়াছে ; সেই অন্তরে আল্লাহ্ রে ! নাজানি কিরূপ আগুনে ভর্তি।

আগুন যেমন এক ঘর হইতে অন্য ঘরে ছড়াইয়া পড়ে; তদ্রূপ এশকের আগুনও এক দেল হইতে অন্য দেলে স্থানান্তরিত হয়।

جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت
اک سینہ بہ سینہ ہے اک خانہ بخانہ ہے

আগুনের যেই স্বভাব; এশকেরও সেই স্বভাব। একটি ছিনা হইতে ছিনায়, অপরটি ঘর হইতে ঘরে।

আরেফে রূমী (রঃ) বলেন, একটি অন্তর হইতে অন্য অন্তর পর্যন্ত গোপন পথ বিদ্যমান আছে। এই অননুভব ও অদৃশ্য দাবীটি বুঝাইবার জন্য একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত অনুভবযোগ্য বাহ্যিক বিষয় দ্বারা পেশ করিতেছেন

که زدل تا دل یقیں روزن بود نے جدا و دور چوں دو تن بود
متصل نہ بود سفال دو چراغ نورشاں ممزوج باشد در مساغ

মাওলানা রূমী বলেন, এক অন্তর হইতে অন্য অন্তর পর্যন্ত গোপন পথটিকে এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝ যে, মাটির দুইটি চেরাগ যদি জ্বালানো হয় ; তবে ঐ চেরাগ দুইটির দেহ তো পৃথক পৃথক ; কিন্তু উভয়ের আলো এক সাথে মিশ্রিত। ঐ চেরাগদ্বয়ের আলোর মধ্যে কোন সীমারেখা নাই যে, এই আলো এই চেরাগের, আর ঐ আলো ঐ চেরাগের।

এইরূপে ঈমানদারগণের দেহও পৃথক পৃথক হয়; কিন্তু যখন একত্রে উঠাবসা হয়, তখন তাহাদের দেলের নূর ঐ স্থানে এক হইয়া যায়। অর্থাৎ দেহের বিভিন্নতার কারণে ঈমানের আলো পৃথক পৃথক হয় না।

অনুরূপভাবে শরীয়ত প্রবর্তনকারী হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরামর্শ করার আদেশ করিয়াছেন। উহাতে অন্যান্য হেকমতের মধ্যে একটি হেকমত ও উপকারিতা এই যে, দশটি প্রদীপের আলো যেমন একটি প্রদীপের আলোর তুলনায় অধিক। তদ্রূপ দশজন লোকের জ্ঞানের আলো একজনের জ্ঞানের আলোর তুলনায় অধিক হইবে। আর ঐ প্রখর আলোতে সঠিক তথ্য উদঘাটিত হইবে। এই বিষয়টিকে মাওলানা রূমী(রঃ) বলিতেছেন–

مشورہ کن با گروہ صالحاں بر پیمبر امر ہم شوری بداں
ایں خردہا چوں مصابیح انورست بست مصباح از یکے روشن تراست

নেককার দলের সাথে পরামর্শ করিতে থাক। কেননা, নবীজীর উপরও পরামর্শের আদেশ অবতীর্ণ করা হইয়াছে وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ الآية এবং أَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ (الآية) এই আয়াতদ্বয়ে ছাহাবায়ে কেরামদের প্রশংসা করা হইয়াছে যে, ইহারা নিজেদের প্রত্যেক ব্যাপারে পরস্পর পরামর্শ করিয়া লয়। মানবীয় জ্ঞান-আকল প্রজ্জ্বলিত চেরাগের ন্যায়। বিশটি প্রদীপের আলো নিশ্চয় একটি প্রদীপের আলো হইতে অধিক উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান।

মাওলানা রূমী বলেন, এ কারণেই তো রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংসার ত্যাগী হইয়া নির্জনবাসকে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, দুনিয়াকে একেবারে পরিত্যাগ করতঃ পাহাড়ের গুহায় বসিয়া থাকিলে পরস্পর বুদ্ধি পরামর্শ করার ধারা বজায় থাকে না। এ কথাটিই মাওলানা রূমী বলেন –

بہر ایں کرد ست منع آں باشکوہ — از ترہب وز شدن خلوت بکوہ

تا نہ گردد فوت ایں نوع التقا — کاں نظر بخت است و اکسیر بقا

এই জন্যই তো নবীজী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহত্যাগী ও পাহাড় অঞ্চলে নির্জনবাস অবলম্বন করাকে নিষেধ করিয়াছেন। যাহাতে এই ধরনের সাক্ষাতের উপকারিতা ও ফয়েয বরকত হইতে; যাহা নেককার লোকেদের সাহচর্য হইতে নছীব হয়, বঞ্চিত না থাকে। কোন কোন লোকের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা পরশ পাথরের বৈশিষ্ট্য রাখিয়াছেন যে, ঐ দৃষ্টির বরকতে ও কল্যাণে বদকার নেককার হয় এবং দুষ্ট শ্রেষ্ঠ হইয়া যায়। আকবর এলাহাবাদী এই বিষয়টি খুব সুন্দররূপে বলিয়াছেন–

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

কিতাবপত্র, ওয়ায–নছীহত এবং টাকা–পয়সার দ্বারা নয়, বুযুর্গ লোকদের দৃষ্টির কল্যাণে দ্বীন পয়দা হয়। এখানে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, যেই বুযুর্গদের কাহিনী এখানে বর্ণনা করা হইতেছে; ইহারাও তো দুনিয়া বর্জন করিয়াছিল। উত্তর এই যে, কোন বাদশার রাজত্ব বর্জন করতঃ ফকীরী দরবেশী অবলম্বন করা এবং দরবেশদের সাথে থাকা, ইহা সংসার ত্যাগী নয়। মানুষের সংশ্রব একেবারে পরিত্যাগ করিয়া নির্জনবাসী হওয়াকে বৈরাগ্য বা সংসার ত্যাগী বলা হয়।

মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন, ঐ মুখোশধারী বাদশাহ জানা নাই এশক মহব্বতের কি কি বাণী বলিয়া দিল; যাতে তাবূকের বাদশাহ তৎক্ষণাৎ নিজ ছিনার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সহিত গভীর সম্পর্কের দৌলত অনুভব করিল এবং অবস্থার ভাষায় ঐ ছন্দ আবৃত্তি করিল

جزاک اللہ کہ چشمم باز کردی مرا با جان جاں ہمراز کردی

আল্লাহ পাক আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন! আপনি আমার চক্ষু উন্মোচিত করিয়া দিয়াছেন এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাথে আমাকে একাত্ম করিয়া দিয়াছেন। তারপর ঐ মুখোশধারী ছাহেবে নেসবত বাদশাহকে বলিলেন, আমাকেও আপনার সঙ্গে নিয়া চলুন। আপনার ছিনা এশকে এলাহীর আগুনের প্রস্রবন, আপনার নিকট আমার দরখাস্ত

عشق حق کی آگ سے سینہ مرا بھر دیجئے

এশকের আগুন দ্বারা আমার ছিনা পরিপূর্ণ করিয়া দিন।

রাজত্ব পরিত্যাগ করতঃ শ্রমিকদের ইট প্রস্তুত করা এবং ফকীরী পোষাকে জীর্ণাবস্থায় থাকা এই বিষয়ের প্রমাণ যে, তাঁহারা অন্তরে অন্য একটি রাজত্ব দর্শন করিয়াছেন; যাহার সম্মুখে সপ্ত মহাদেশের রাজত্ব তুচ্ছ ও ধুলাবৎ। অত্র কিতাব প্রণেতা আমাদের শায়খ বলেন

کسی کی یاد میں ہے مضطرب جان حزیں تیری
گریباں چاک ہے اشکوں سے تر ہے آستیں تیری
ترے دل کو میسر ہے مقام قرب کی لذت
تجھے پھر منّ و سلویٰ کیوں نہ ہو نان جویں تیری

আপনার দুঃখিত প্রাণ কাহারও স্মরণে আছে পেরেশান, জামা ছেঁড়া, নয়নাশ্রুতে আস্তিন ভিজানো চুবানো। মনে হয় আপনার অন্তরে বিদ্যমান নৈকট্য স্থানের স্বাদ। সুতরাং মান্না ও সালওয়া আসমানী খানা আপনার নিকট যবের রুটি সদৃশ কেন পেশ হইবে না ?

মাওলানা রূমী বলেন, শুধু এই দুই বাদশাহকেই নয়, আরও অগনিত বাদশাহকে এশকের আগুন তাহাদের রাজত্ব এবং বংশধর হইতে বিছিন্ন করিয়া

দিয়াছে। এশক মহব্বত যখন খুনী ধনূকের উপর তীরে টান দেয় লক্ষ লক্ষ মস্তক তখন এক পয়সায় বিক্রি হয়।

এ কথাই মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন

صد ہزاراں سر بہ پولے آں زماں عشق خونی چوں کند زہ برکماں

আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে একবার নিহত হওয়া শত সহস্র জীবন হইতে উত্তম। আর এশকে এলাহীর দ্বারা যেই গোলামী ও দাসত্ব হাছেল হয়, শত সহস্র রাজত্ব উহার উপর নেছার ও বিলীন এবং কোরবান। প্রথমতঃ এশকে এলাহীর মধ্যে যদিও রিয়াযত, মুজাহাদা, সাধ্য-সাধনার কারণে দেহ বিরান ও শরীর উজাড় হয়; কিন্তু এই উজাড়তার মধ্যে যখন নেসবতের ভান্ডার (আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক) উন্মোচিত ও বিকশিত হইয়া যায় ; তখন আশেক অবস্থার ভাষায় বলিয়া উঠে

نیم جاں عشق نے کیا لیکن ہاتھ میں قرب لازوال ہے آج (اختر)

এশক ও মহব্বত যদিও আমাকে আধমরা করিয়াছে; কিন্তু চিরস্থায়ী নৈকট্য আজ আমার হাতের মুঠায়।

এই কাহিনীতে এই শিক্ষা রহিয়াছে যে.

اے نفس اگر بدیدۂ تحقیق بنگری درویشی اختیار کنی بر تونگری

ওহে নফস! তুমি যদি সত্যান্বেষণের দৃষ্টিতে দর্শন কর; তবে রাজত্ব ও ধনদৌলতের পরিবর্তে দরবেশী অবলম্বন করে নাও।

সুলতান ইবরাহীম এবনে আদহামের কাহিনী

এশকে হাকীকী তাঁহাকে বলখের রাজত্ব বর্জন করাইয়া মজযুবাবস্থায় নিশাপুরের গহ্বরে দশ বৎসর এবাদতে মশগুল রাখিল এবং বাতেনী রাজত্ব প্রদান করিল ..

ملک دل بہہ یا چنیں ملک حقیر

দেলের রাজত্ব ভাল না-কি বলখের এই তুচ্ছ রাজত্ব?

আল্লাহ পর্যন্ত উপনীত হওয়ার দুইটি তরীকা, যে সম্পর্কে কোরআন দ্বারা প্রামাণ পেশ করিতেছি-

(۱) اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

(১) আল্লাহ যেই বান্দাকে চাহেন নিজের দিকে টানিয়া লন। এই তরীকার নাম طریق جذب তরীকে জযব।

(۲) وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ

(২) আল্লাহ পাক ঐ বান্দাহকে হেদায়েত (পথপ্রদর্শন) দান করেন, যে আল্লাহ তা'আলার দিকে অগ্রসর ও মনোনিবেশ করে। এই তরীকার নাম তরীকে সলুক।

সলুক ইচ্ছাধীন কাজ। আর জয্‌ব অনিচ্ছাধীন জিনিস। অতএব বান্দা সলুকের জিম্মাদার। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক সালেককেও তাহার রিয়াযত মুজাহাদার বিনিময়ে আল্লাহ পাকের তরফ হইতে জয্‌ব নছীব হইয়া যায়। কেননা, আল্লাহর মেহেরবাণী এনায়েত ব্যতীত কোন লোকেরই কাজ সমাধা হয় না। জয্‌ব এবং সলুক উভয় পথ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ পাকের মেহরবাণীতে আসল মকসুদের নিকট পৌঁছাইয়া দেয় এবং নৈকট্যের জন্য ফলদায়ক হয়।

ذرہ سایہ عنایت بہتر است　　از ہزاراں کوشش طاعت پرست

আল্লাহ ত'আলার এনায়েত মেহেরবাণীর একটু ছায়া ও আশ্রয় এবাদতের উপর গর্বকারীর শত সহস্র চেষ্টা-প্রচেষ্টা হইতে উত্তম।

যখন আল্লাহ তা'আলার রহমত ও এনায়েত সুলতান এবনে আদহামের দিকে অগসর হইল; তখন রিয়াযত-মুজাহাদা ব্যতীতই বলখের বাদশাহর কাজ সমাধা হইয়া গেল। বলখের রাজত্ব ছাড়াইয়া দিলেন বটে, কিন্তু এমন একটি বাতেনী রাজত্ব দান করিলেন ; যাহার সম্মুখে সপ্ত মহাদেশের রাজত্ব বরং আসমান-যমীনের ধনভাণ্ডার একেবারে তুচ্ছ হইয়া গেল। বাদশাহ নিজেও জানিত না যে, রাজত্বের শ্যামল, তরুতাজা বাগিচা এশকাগ্নীতে ভস্মিভূত হওয়ার উপক্রম হইতেছে। কড়ি ছিনাইয়া নিয়া হীরা মুক্তা জওহারও প্রদান করা

হইতেছে। কাঁটাবন জ্বলিয়া পুড়িয়া চির বসন্ত, হেমন্তহীন ফুলবাগান বানানো হইতেছে। যখন যাহার সুদিন উপস্থিত হয়; তখন এরূপই হয়--

سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں
گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں

বন্ধুগণ, শোন! সুদিন যখন আগত হয়: সুযোগ পাওয়ার পথ তিনি নিজেই বলিয়া দেন।

হযরত ইবরাহীম এবনে আদহাম (রঃ) রাত্রে অট্টালিকায় শয়ন করিতে-ছিলেন। হঠাৎ পায়ের শব্দ অনুভব হইল। ঘাবড়াইয়া গেলেন যে, রাত্রিকালে শাহী অট্টালিকার উপর কোন্ লোকেরা এমন দুঃসাহস করিতে পারে ? জিজ্ঞাসা করিলেন হে আগন্তকগণ! আপনারা কারা ? ইহারা ফেরেশতা ছিলেন, বেখবর ও ভুলিয়া থাকা অন্তরের উপর আঘাত করিতে আসিয়াছিলেন। ফেরেশতাগণ উত্তর দিলেন, আমরা এখানে উট তালাশ করিতেছি। বাদশাহ বলিলেন, কি আশ্বর্য! শাহী অট্টালিকার উপর উট অন্বেষণ করা হইতেছে। তাঁহারা উত্তর দিলেন, ইহার চেয়ে অধিক আশ্চর্য আমাদের আপনার উপর যে, এই আরাম-আয়েশে, ভোগ-বিলাসে আল্লাহ পাককে তালাশ করা হইতেছে।

پس بگفتندش کہ تو بر تخت شاہ
چوں ہمی جوئی ملاقات از الٰہ

তাঁহারা বাদশাহকে বলিল, আপনি সিংহাসনে বসিয়া আল্লাহ পাকের সাক্ষাৎ কেন অন্বেষণ করিতেছেন ?

এতটুকু বলিয়া ঐ অদৃশ্য জগতের লোকগুলি উধাও হইয়া গেল। কিন্তু বাদশাহের অন্তরে এমন আঘাত লাগিল যে, মুলুক, রাজত্ব হইতে দেল ঠাণ্ডা ও শীতল হইয়া গেল।

ملک را برہم زن ادھم وار زود　　تا بیابی ہمچو او ملک خلود

মাওলানা রূমী (রঃ) উপদেশ প্রদান করিতেছেন, ওহে লোকসকল! হযরত ইবরাহীম এবনে আদহামের ন্যায় মুলুক ও দৌলতকে তাড়াতাড়ি বিদায় দাও, তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় তোমরাও স্থায়ী রাজত্ব অর্থাৎ বাতেনী রাজত্ব দ্বারা

সম্মানিত হইবে। মোটকথা, হাকীকী এশক হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রঃ)-কে রাজত্ব বর্জন করিতে বাধ্য করিয়া দিল এবং এই এশক মহব্বত জগতের সমস্ত স্বাদ হইতে দেলকে বিস্বাদ করিয়া দিল। হযরত কাছিদাহ বুরদাহ ওয়ালা কি সুন্দর উক্তি করিয়াছেন–

نَعَمْ سَرٰى طَيْفُ مَنْ اَهْوٰى فَاَرَّقَنِىْ
وَالْحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذَّاتِ بِالْاَلَمِ

হ্যাঁ, রাত্রে আমার হৃদয়ে স্বীয় প্রেমাষ্পদের কল্পনা আসিল, তখন আমার নয়নের নিদ্রা উড়িয়া গেল। মহব্বত প্রেম সমস্ত স্বাদ-আহলাদকে দুঃখ ও ক্লেশে রূপান্তরিত করিয়া দেয়।

অবশেষে অর্ধরাত্রিতে বাদশাহ গাত্রোত্থান করিল, কম্বল পরিধান করত ঃ নিজ রাজত্ব হইতে বাহির হইয়া গেল। এশকাগ্নির একটি আহ্! রাজত্বের জেলখানা জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিল এবং পাগলপারার এক হস্তাঘাত হুঁশ-জ্ঞানের জামা টুকরা টুকরা করিয়া দিল।

کھینچی جو ایک آہ تو زنداں نہیں رہا   مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا

বলখের রাজ্য ত্যাগ করিয়া হযরত ইবরাহীম এবনে আদহাম (রঃ) নিশাপুরের প্রান্তরে আল্লাহ পাকের যেকের এবং নারায়ে আশেকানা বুলন্দ করার কাজে নিয়োজিত ও মশগুল হইয়া গেলেন।

نعرۂ مستانہ خوش می آیدم   تا ابد جاناں چنیں می بایدم

হে মাহবূবে হাকীকী! নারায়ে মাস্তানা আমার খুবই ভাল লাগে। হে মাহবূব অন্তরঙ্গ বন্ধু! কিয়ামত পর্যন্ত আমি এই কাজই করিতে চাই।

جز بہ ذکر خویش مشغولم مکن   از کرم از عشق معزولم مکن

হে মাহবূবে হাকীকী! আপনার যেকের ব্যতীত আমাকে অন্য কোন কাজে ব্যস্ত ও মশগুল রাখিবেন না। আর আপনার রহম করমের বদৌলতে আমাকে আপনার এশক মহব্বত হইতে বরখাস্তও করিবেন না।

جان قربت دیده را دوری مده　　　یار شب را روز مهجوری مده

আয় আল্লাহ! যেই অন্তর আপনার নৈকট্যের শান-শওকত প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং নৈকট্যের স্বাদ আস্বাদন করিয়াছে; উহাকে দূরত্বের শাস্তি দিবেন না। আর নিশিরাত্রে উঠাইয়া আপনার স্মরণে ক্রন্দনের তৌফিক দান করতঃ যাহাকে আপনি নিজের দোস্ত বানাইয়াছেন; তাহাকে বিচ্ছেদের দিন দেখাইবেন না। অর্থাৎ পাপ ও অপকর্ম হইতে হেফাযতে রাখিবেন। কেননা, গুনাহ বান্দাহকে আপনার সান্নিধ্য হইতে দূর করিয়া দেয়। হে প্রকৃত মাহবূব! আপনার যেকের আপনার স্মরণই রূহের খোরাক, আহত দেলের মলম।

ذکر حق آمد غذا این روح را　　　مرہم آمد این دل مجروح را

একমাত্র আল্লাহ পাকের যেকেরই রূহের খোরাক! আর আল্লাহর মহব্বতে জখমী ও আহত দেলের জন্য শুধু আল্লাহর যেকেরই মলম।

عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے　　　غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے
اے دوست مگر رات کے سناٹے میں　　　لے لے کے ترا نام کوئی روتا ہے

জগত আঘোরে ঘুমাইতেছে, প্রত্যেকেই ভুলে গাফলতে পড়িয়া আছে, বন্ধু হে! কিন্তু রাত্রের নিরবতায় তোমার নাম জপ করিয়া কেহ কাঁদিতেছে।

ইববরাহীম এবনে আদহাম দশ বৎসর পর্যন্ত নিশাপুরের মাঠে- প্রান্তরে পাগলপারা হইয়া এবাদতে লিপ্ত থাকিলেন। মহামান্য গ্রন্থকার এই বিষয়টিকে নিজের উর্দু ছন্দে নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন

اک حکایت ابن ادھم کی سنو — تھے کبھی شاہ بلخ یہ دوستو
عشق حق نے جب کیا ان پر اثر — سلطنت ان پر ہوئی بس تلخ تر
ترک کرکے سلطنت اور مال وجاہ — چل پڑا شاہ بلخ جنگل کی راہ
کر رہا تھا نالۂ غم دردناک — دامن جیب و گریباں کرکے چاک
دس برس تک جذب میں پھرتا رہا — عشق حق میں رات دن گھلتا رہا
غار نیشاپور میں یہ جان پاک — رٹ رہی تھی اپنے رب کا نام پاک
"شاد باش اے عشق خوش سودائے ما — اے طبیب جملہ علت ہائے ما"
بے لباس فقر میں شاہ بلخ — گھر سے بے گھر ہوگیا شاہ بلخ
شاہی و شہزادگی سب چھوڑ کر — عیش کے سارے علائق توڑ کر
پڑ گیا بس حق سے رشتہ جوڑ کر — ماسوائے اپنے رخ کو موڑ کر

হযরত ইবরাহীম এবনে আদহামের একটি কাহিনী শোন, তিনি ছিলেন কোন দিন বলখের বাদশাহ। এশকে এলাহী যখন তাঁহার উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিল। রাজত্ব তাঁহার উপর তিক্ত হইয়া গেল। ধনসম্মান, রাজত্ব ত্যাগকরতঃ বলখের বাদশাহ মাঠের পথ ধরিলেন। জামার আঁচল চিরিয়া-ফাড়িয়া রোনাযারী-আহাযারী করিতে লাগিলেন। মজযুবাবস্থায় দশ বৎসর পর্যন্ত ঘুরাফেরা করিতে লাগিলেন এবং প্রেমাগ্নিতে দিবানিশি দগ্ধিত হইতে লাগিলেন। নিশাপুরের গহ্বরে এই পবিত্র প্রাণ, নিজ রবের নাম গাহিতে লাগিলেন ওহে উত্তম বেসাতী! তোমাকে ধন্যবাদ, ওহে সকল রোগের চিকিৎসক। ফকীরের বেশে বলখের বাদশাহ, গৃহ হইতে গৃহহীন হইয়াছেন। রাজত্ব, রাজ নন্দনত্ব বর্জন করতঃ ভোগ বিলাসের সকল উপকরণ চুরমার করতঃ আল্লাহ পাকের সহিত সম্পর্ক জুড়িলেন- আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু বর্জন করিলেন।

از پئے حق در غریبی ساختہ شاہی و شہزادگی در باختہ
جاہ شاہی نذر ذلِّ عشق ہے ہفت دولت بذل راہِ عشق ہے
عشق حق آساں نہیں ہے دوستو عشق حق ارزاں نہیں ہے دوستو

আল্লাহ পাকের জন্য ফকীরী মুসাফেরী অবলম্বন করিয়াছেন। রাজত্ব, রাজ তনয়ত্ব বিকাইয়া দিয়াছেন। এশকের লাঞ্ছনার উপর শাহি সম্মান উৎসর্গিত। এশকের পথে সপ্তরাজ্যের সম্পদ ব্যয়িত। বন্ধুগণ! এশকে এলাহী সহজলভ্য নয়! বন্ধুগণ! এশক সস্তা নয়। প্রণেতা উর্দু কাব্যে আরও বলিয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই-

এশক কখনও ফাঁসী-শূলীকে ভয় করে না। এশক ক্রন্দনরত প্রাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। প্রাণ তো "পানিকষ্ট?" হওয়ার দাবী করিয়াছে, বিপদ ও আহাযারীর তুফানকে সে কখনও পরোয়া করে না। আমার ধর্ম এশকের কল্যাণে জীবিত হওয়া। এই প্রাণ ও মস্তক দ্বারা বাঁচিয়া থাকা লজ্জার কারণ। এশকের পথ অতিশয় ভয়ংকর। দেল ও হৃদপিণ্ড এখানে গলিয়া রক্ত হয়। এশকের বেসাতী অতি মূল্যবান, এশক লাভে বহু নমক তেল ব্যয় করিতে হয়। এশকের মধ্যে আছে শত শত মান-অভিমান ও অহমিকা, শত শত অভিমান সহ্য করার পর এশক মহব্বত লাভ হয়। এশক রক্ত সমুদ্রের পথ, ভোগ বিলাসে পালিত লোকদের পথ ইহা নয়। আরেফগণ সর্বদা হাক মারেন নিরাপদ, নিরাপদ। কেননা, তাঁহারা রক্ত সমুদ্রে পাড়ি জমাইয়াছেন। এশক আমার কানে বলে নিচ হও নিচ, শিকারীর চেয়ে শিকার হওয়া ভাল। এশক বলে, আমার দ্বারে অবস্থান কর, ভিটা ছাড়া হও, বাতি প্রদীপের দাবী ছাড়, প্রজাপতি হও। এশক কখনও লজ্জাশরমের পরওয়া করে না, এশক কখনও ইজ্জত সম্মানের ফেকের চিন্তা করে না। আশেকী নদের একমাত্র খোরাক এশকে এলাহী। আল্লাহ পাকের এশক নেক লোকদের প্রাণের শীতলতা। শাহী দেহ আজ জীর্ণ পোষাক পরিহিত, শাহী মান-সম্মান ফকীরীতে লুকায়িত। মুদ্দাকথা, বলখের বাদশাহর পবিত্র প্রাণ আল্লাহর যেকেরের প্রতি যখন অতিশয় আসক্ত হইয়া গেল, তখন ফকীরীর স্বাদ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হইলেন। বাদশাহের প্রাণ আরেফের প্রাণ হইয়া গেল।

হযরত ইবরাহীম এবনে আদহাম (রঃ) যদি আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে রাজমুকুট, রাজ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া থাকেন; তবে কি বোকামী করিয়াছেন? কখনও নয়, বলখের একটি রাজত্ব কোন্ ছার! এরূপ শত শত রাজত্ব আল্লাহ

তা'আলার পথে কোনই মূল্য রাখে না। সত্যিকারের আশেক তো শুধু ইহাই বলেন

قیمت خود ہر دو عالم گفتئی　　نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

আয় আল্লাহ! আপনি নিজের মূল্য উভয় জগতকে ধার্য করিয়াছেন, উভয় জগতের বিনিময়ে যদি আপনাকে পাওয়া যায়; তবে এই মূল্য তো আনপার পবিত্র সত্তার মুকাবেলায় কিছুই নয়, মূল্য আরও বৃদ্ধি করুন। কেননা, এখনও বহু সস্তা। জীবন দান করিয়াও ইহাই বলেন

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی　　حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

জীবন বিসর্জন করিলাম; জীবন তো তাঁহারই দান। সত্য কথা এই যে, তাঁহার হক ও প্রাপ্য আদায় করা হয় নাই। জীবন তো তাঁহারই দান, যদি তাঁহার উপর জীবন উৎসর্গ করা হয়; তবে আর বড় কি কাজ করা হইল ?

کشتنی بہ از ہزاراں زندگی　　سلطنت ہا مردۂ ایں بندگی

আপনার মহব্বতে নিহত হওয়া হাজার হাজার জীবন হইতে উত্তম। আর অগনিত রাজত্ব আপনার দাসত্বের উপর উৎসর্গিত।

অতএব আল্লাহ পাকের মহব্বতের বেসাতি সস্তা নয়, হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ لَغَالِيَةٌ

ওহে লোকসকল! কান পাতিয়া শোন, আল্লাহর সদাই বেসাতী অতি দামী। কিন্তু যেই দামেই হাছেল হয় অতি সস্তা। যদি আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের স্বাদ ও মিষ্টি যৎসামান্য অন্তরে জোটে; তবে প্রিয় প্রাণ দৃষ্টিতে মূল্যহীন হইয়া যাইবে।

گر بہ بینی کرّ و فر قرب را　　جیفہ بینی بعد ازیں ایں شرب را

লোকসকল! আল্লাহর নৈকট্যের শান-শওকতকে যদি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুভব কর; তবে বিশ্ব ভুবনের সমগ্র স্বাদ তোমার চোখে মুরদার দৃষ্টিগোচর হইবে।

রাজত্ব পরিত্যাগ করাতে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের যেই চিরস্থায়ী রাজত্ব হযরত সুলতান ইবরাহীম এবনে আদহামের হাছেল হইয়াছে; ইহা অনুভব করিয়া তাহার পবিত্র প্রাণ অবস্থার ভাষায় বলিতেছিল

ملک دنیا تن پرستاں را حلال　　　ما غلام عشق و ملک لازوال

দুনিয়ার রাজত্ব দেহ পূজারীদের জন্য ধন্য হউক। আর আমরা তো এশক-মহব্বত এবং চিরস্থায়ী রাজত্বের দাস।

যাহার উপর কস্মিনকালেও ক্ষয় ও লয় আসে না, বিলীনতা আসে না এবং প্রাণ এশক-মহব্বতের ঐ রাজত্ব সহকারে আল্লাহ পাকের সমীপে উপস্থিত হয়। যদি ক্ষুদ্র একটি রাজত্ব ত্যাগ করার কারণে চিরস্থায়ী রাজত্ব হাছেল হয়; তবে কি ঐ ত্যাগ ও ত্যাজ্যের কারণে কোন বুদ্ধিমানের কষ্ট হইতে পারে ? কিম্বা যদি কোন প্রাসাদের ভিত্তিমূলে বিরাট ধনভাণ্ডার রক্ষিত থাকে; তবে কি ঐ বাড়ী ধ্বংস করিতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্তরে ব্যাথা পায়?

قصر چیزے نیست ویراں کن بدن　　　گنج در ویرانی است اے میر من

ওহে বন্ধু! ধনভাণ্ডার সব সময় জনহীন স্থানেই লুকাইয়া রাখা হয়। অতএব প্রাসাদ কোন বস্তু নয়, দেহ এবং উহার শক্তিকে অর্থাৎ নফসের চাহিদা ও খাহেশকে ধ্বংস কর। অর্থাৎ এই খাহেশগুলির চাহিদার উপর আমল করিও না। তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন কর। খাহেশে নফসানী উজার করার পর ঐ ধ্বংস স্তূপে আল্লাহর নৈকট্য ও গভীর সম্পর্কের বিরাট ধনভাণ্ডার প্রত্যক্ষ করিয়া লইবে।

হযরত সুলতান ইবরাহীম এবনে আদহাম (রঃ) রাজত্ব ত্যাগ করিয়া যেই নে'য়ামত পাইলেন এবং প্রান্তরে, নদীর ধারে কিনারে যেকের ও এবাদতের যেই মিষ্টি স্বাদ তাঁহার অন্তরে দান করা হইল; উহার আনন্দ সম্পর্কে তাঁহার নিকটই জিজ্ঞাসা করা চাই।

آه را جز آسماں ہمدم نبود　　　راز را غیر خدا محرم نبود

তাহার মহব্বত, বেদনাপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ও আহ্! এর আকাশ ব্যতীত কেহ সাথী ছিল না। অর্থাৎ জনমানব হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে ঐ আহাজারীতে

কেহ শরীক ছিল না এবং তাঁহার মহব্বতের গোপন রহস্য সম্পর্কে কেহই অবগত ছিল না। অর্থাৎ মাঠের ঐ নিরব নিস্তব্ধ স্থানে পূর্ণ সততা নিষ্ঠা ও এখলাছের সাথে হাকীকী মালেককে স্মরণ করিতেছিলেন। আশেকদের জন্য সারা বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ স্থান; যেখানে সে নিজ মাহবূবের সাথে নিবিড় আলাপ ও কানে কানে কথাবলার মর্যাদা লাভ করে।

خوشتر از ہر دو جہاں آنجا بود   کہ مرا با تو سر و سودا بود

উভয় জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান ঐটি ; যেখানে সেজদার মধ্যে আপনার পদযুগলে আমার মাথা এবং আপনার আমার গোপন রহস্যের এবং মহব্বতের কথাবার্তা হইতে থাকে। এই বিষয়টিকে খাজা আজিজুল হাসান ছাহেব মজযূব বলিতেছেন

تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی
اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دلنشیں ہوتی
وہاں رہتے جہاں دود فغاں کا آسماں ہوتا
وہاں بستے جہاں خاکستر دل کی زمیں ہوتی

মনের আশা এমন স্থান কোথাও হইত! একাকী বসিয়া থাকিতাম; বন্ধুর স্মরণ, সঙ্গী হইত। ওখানে অবস্থান করিতাম ; সেখানে আহাযারীর ধুম্রের আকাশ হইত। ওখানে বসতি করিতাম; যেখানে ভস্মীভূত অন্তরের ছাইয়ের ভূমি হইত।

মাহবূবে হাকীকীর নামের মিষ্টিস্বাদে আশেকের রূহ উন্মত্ত ও পাগলপারা হইয়া যায়। হযরত মাওলানা কান্দলুবী (রঃ) মাছনবীর পরিশিষ্টে বলেন

نام او چو بر زبانم می رود   ہر بن مو از عسل جوئے شود

আয় আল্লাহ! যখন আপনার পবিত্র নাম উচ্চারণ করি : তখন এমন মিষ্টি স্বাদ অনুভব হয়। যেন দেহের সমস্ত লোমকূপ হইতে মধুর নদী প্রবাহিত হইয়া

গেল। ইহাই তো সেই মিষ্টি স্বাদ; যাহা রাজাকে রাজ্য ত্যাজ্য করিতে বাধ্য করে। শেখ সাদী বলেন

بسودائے جاناں زجاں مشتغل　　بذکر حبیب از جہاں مشتغل
بیاد حق از خلق بگریختہ　　چناں مست ساقی کہ مے ریختہ

মালেকে হাকীকীর স্মরণে আশেকগণ নিজের প্রাণ হইতেও বেপরোয়া, মাহবূবের যেকেরে যখন মশগুল হন; বিশ্বভূবনের কোন খবরই রাখেন না। আল্লাহ পাককে স্মরণ করার জন্য জনমানব হইতে নির্জনতা অবলম্বন করিয়াছেন এবং নে'য়ামত দাতার উপর এমন আসক্ত যে, নে'য়ামতের দিকেও মনোযোগ রহে নাই। অর্থাৎ এই আশেক আল্লাহ পাকের সত্তার প্রতি আসক্ত। অতএব সুলতান ইবরাহীম এবনে আদহাম সর্বশ্রেষ্ঠ এনাম ও পুরস্কার ইহাই পাইলেন যে, আল্লাহ পাকের দরবারের নৈকট্য হাছেল হইয়া গেল। যে তাঁহাকে উন্মত্ত, বিভোর করিয়া দিল। সুলতানের প্রাণ আল্লাহ পরিচয়কারী প্রাণ তথা আরেফ হইয়া গেল। আরেফ রূমী বলেন

گر بہ بینی یک نفس حسن ودود
اندر آتش افگنی جان ودود

ওহে লোকসকল! যদি এক নিমিষের তরেও নিজের অন্তরে আল্লাহ পাকের নৈকট্যের জ্যোতি প্রত্যক্ষ করিয়া লও ; তবে স্বীয় প্রিয় জান ও প্রাণকে এশকে এলাহীতে রিয়াযত-মুজাহাদার আগুনে উৎসর্গিত করিবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি রেজামন্দির নিমিত্ত প্রত্যেক রিয়াযত-মুজাহাদা ও পরিশ্রম সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়া যাইবে এবং চিরজীবনের জন্য কোন সত্যবাদী আশেকের গোলামী ও দাসত্ব কবূল করিয়া লইবে এবং তাহার দরবারে পাগলপারা হইয়া এই দরখাস্ত করিবে

عشق حق کی آگ سے سینہ مرا بھر دیجئے

এশক মহব্বতের আগুন দ্বারা আমার ছীনা পরিপূর্ণ করিয়া দিন।

گر بہ بینی کر و فر قرب را　　جیفہ بینی بعد ازیں این شرب را

যদি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের শান-শওকত দেখিতে পাও; তবে উহার সামনে সমগ্র জগত স্বীয় স্বাদ সমবিভ্যহারে একেবারে তুচ্ছ ও মৃতবৎ মনে হইবে।

چو سلطان عزت علم برکشد　　جہاں سر بجیب عدم درکشد

যখন বাদশাহে হাকীকী নিজের ইজ্জত ও শান-শওকতের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেন। অর্থাৎ যেই অন্তরে তিনি স্বীয় শান-শওকত প্রকাশ করেন। তখন সমগ্র জগত অনস্তিত্বের আচঁলে নিজে মাথা গুজে। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্বের সামনে সারা পৃথিবী মর্যাদাহীন মনে হয়। যেই অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বিশেষ রহম করম দ্বারা ভুষিত করেন, দুনিয়ার অস্থায়িত্ব তাহার উপর প্রকাশ করিয়া দেন। ঐ অন্তর্দৃষ্টির কারণে এবং দুনিয়ার অস্থায়িত্ব দৃষ্টির সম্মুখে থাকার কারণে রিয়াযত মুজাহাদা ঐ বান্দার উপর সহজ হইয়া যায়। যদ্দরুন আল্লাহ পাকের নৈকট্য নছীব হয়। আল্লাহ তা'আলার আদত তো এই যে, বান্দাহ প্রথমে রিয়াযত মুজাহাদা করে, তারপর আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা নছীব হয়। কিন্তু কোন কোন সময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতের শান এরূপেও প্রকাশ করেন যে, গাফেল বান্দাহকে নিজের দিকে টানিয়া লন। যাহার নিদর্শন এই যে, বান্দার অন্তরে আল্লাহর দিকে মহব্বত ও টান অনুভব হয়। ইহাকেই 'তরীকে জযব' বলে। যাহাতে আল্লাহর নৈকট্য প্রথমে হয় তারপর রিয়াযত মুজাহাদার দিকে ঐ বান্দার আগ্রহ হয়। হযরত ইবরাহীম এবনে আদহামের উপরও আল্লাহ পাকের এই জযবের শান প্রকাশ হইয়াছিল। যারপর রাজত্ব হুকুমত তাহার অন্তরে তুচ্ছ ও অবাস্তব হইয়া গেল। মুদ্দাকথা, আল্লাহ ওয়ালাগণ স্বীয় অভ্যন্তরে আল্লাহ পাকের বিশেষ নৈকট্য ও গভীর সম্পর্ক অনুভব করেন এবং ঐ নে'য়ামতের কারণে তিনি মৃতবৎ দুনিয়ার অস্থায়ী স্বাদ হইতে বেপরোয়া হইয়া যান। আল্লাহ ওয়ালাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে, তাহাদের দেলে কি স্বাদ জুটিয়াছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন

رخ زرین من منگر کہ پائے آہنیں دارم
چہ میدانی کہ در باطن چہ شاہے ہمنشیں دارم

লোকসকল! আমার পাংশুবর্ণ চেহারা দেখিয়া মনে করিও না যে, আমি কষ্ট ক্লেশে ও ক্ষতির মধ্যে আছি। দেহ যদিও দূর্বল; কিন্তু লৌহপদের অধিকারী যে, দুনিয়ার কোন শক্তি খোদার ফজলে আমার পদযুগলকে শরীয়তের সরল সোজা পথ হইতে অপসারিত করিতে পারে না। তুমি কি জান ? আমার অন্তরে রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গতা বিদ্যমান আছে।

আল্লাহ পাকের বিশিষ্ট বান্দাগণ যদিও দেখিতে দূরাবস্থা, মলিন বেশ, এলোমেলো কেশ দৃষ্ট হন; কিন্তু রূহানিয়াতের দিক দিয়া লাখো লাখো মানুষের চেয়েও উচ্চতর উন্নততম হইয়া থাকেন। মাওলানা রূমী (রঃ) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে বর্ণনা করেন

ہاں وہاں ایں دلق پوشاں من اند
صد ہزار اندر ہزاراں یک تن اند

ওহে লোকসকল! সাবধান হও, গভীরভাবে কর্নপাত কর। এই জীর্ণ পোষাকধারীগণ আমার অতি বিশিষ্ট বান্দা, আমার নিকট ইহাদের একটি জীর্ণ-শীর্ণ ভাংগাচুরা দেহ লক্ষ লক্ষ মানবদেহের তুলনায় অতি উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতম।

ইহার কারণ এই যে, ইহারা নিজের মৃত্তিকাকে আল্লাহর সাথে সুগভীর সম্পর্কের বরকতে অতিমূল্যবান বানাইয়া লইয়াছে। এজন্য তাহাদের এক দেহের মাটি আল্লাহ পাকের সমীপে লক্ষ লক্ষ গাফেল ও নাফরমান মানুষের দেহসমূহ হইতে অধিক প্রিয়তম ও পছন্দনীয়। নতুবা আল্লাহ পাকের নিকট শুধু শরীরের কোন মুল্য নাই। দেহ কি ? দুই আনা দামের একটি শিশি যদি উহার মধ্যে আতর না থাকে। আর যদি উহাতে মূল্যবান আতর থাকে ; তবে এই শিশির মূল্যই এক লক্ষ টাকা ; যদি উহাতে এত মূল্যের আতর রাখা হয়।

যত দামের আতর থাকিবে শিশিটিও তত মূল্যে বিক্রয় হইবে। অত্রএব এই দেহাবয়বের মূল্য তখনই বৃদ্ধি পাইবে যখন উহাতে তাআল্লুক মাআল্লাহর (আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কের) আতর রাখা হইবে। এ কারণেই তো হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহ যেস্থানে দাফন করা হইয়াছে; যমীনের ঐ অংশ আরশ কুরছী হইতেও উৎকৃষ্ট, উত্তম। সুতরাং কাফেরের শরীরও মাটির তৈয়ারী, আর মোমেনের শরীরও মাটির তৈয়ারী, মূল উপাদান উভয়ের একই। কিন্তু একটি শুধু মাটি আর মাটি, আর একটিতে আল্লাহর সাথে

গভীর সম্পর্কের রত্নভাণ্ডার দাফন করা আছে। একটি খালি শিশি, আর একটিতে মহব্বতে এলাহীর আতর লুকায়িত আছে।

অতএব মোমেনের দেহ প্রাণের মূল্য তো এই যে, উহাকে আল্লাহ-তা'আলা নৈকট্য ও সন্তুষ্টির বিনিময়ে খরিদ করিয়া লইয়াছেন–

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক মুমেনের জানমালকে বেহেশতের বিনিময়ে খরিদ করিয়া লইয়াছেন। আর কাফেরের দেহের মূল্য এই যে, উহাকে দোযখের আগুনে জ্বালানো হইবে। আর চিরকালের জন্য উহাদিগকে আল্লাহ তা'আলার দীদার হইতে বঞ্চিত করিয়া দেওয়া হইবে।

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

কিছুতেই নয়, নিশ্চয় তাহারা স্বীয় রব হইতে সেদিন আড়ালে থাকিবে। শাস্তির এই শিরোনাম আল্লাহ পাকের মহব্বতের শান প্রকাশ করিতেছে। দুনিয়ার শাসনকর্তার ব্যাপার ইহার বিপরীত তাহারা যেহেতু শুধু শাসনকর্তা প্রিয় বা মাহবূব নয়। এইজন্য যতদিন যাবৎ দুনিয়ার সৃষ্টি কোন শাসনকর্তা আপরাধীদিগকে এই শাস্তি শুনায় নাই যে, তোমাকে এই অপরাধের কারণে আমার দর্শন হইতে বঞ্চিত রাখিতেছি ও দূর করিয়া দিতেছি। আর আল্লাহ তা'আলা কাফেরগণকে বলিবেন যে, তোমরা এই উপযুক্ত নও যে, আমি তোমাদিগকে আমার দর্শনের মর্যাদা দান করি। কোন ধরনে বলিবেন–

كَلَّا "কিছুতেই নয়" রব ও প্রতিপালক হওয়ার গুণটি বয়ান ফরমাইলেন, যাহা মাহবূব ও প্রিয় হওয়ার কারণ। অতএব যেই দেহের অভ্যন্তরে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও তাআল্লুক নাই ঐ দেহ احسن تقويم সুন্দর গঠন হইতে اسفل سافلين অতল তলে পৌঁছিয়া গেল। আর আল্লাহর নিকট উহা পেশাবের শিশি হইতেও জঘন্যতম। মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন

آں زجاجے کو ندارد نورِ جاں بول قارورہ است قندیلش مخواں

যেই অন্তরে আল্লাহ পাকের নূর নাই, উহাকে ফানূস বলিও না। মুর্দার দুনিয়ার মহব্বত এবং আল্লাহ হইতে গাফেল থাকার কারণে উহা পেশাবের শিশি সদৃশ ; যাহাতে পেশাব ভর্তি আছে। সুতরাং গাফেল অন্তরকে ফানূস বলা এবং উহার প্রশংসা করা দুরুস্ত নাই। অতএব এমন লক্ষ লক্ষ গাফেল লোকের দেহের মুকাবেলায় একজন নূরওয়ালা লোকের দেহ শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ পাকের বিশিষ্ট বান্দাহগণ দুনিয়ার মহব্বত হইতে আজাদ এবং আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের গ্রেফতার হন। এখানে দুনিয়ার মর্মও বুঝিয়া লওয়া চাই, প্রত্যেক ঐ বস্তু দুনিয়া ; যাহা মানুষকে আল্লাহ হইতে গাফেল ও বেখবর করিয়া দেয়। যদি ধনী লোককে তাহার এই ধন আল্লাহ হইতে গাফেল করিয়া দেয়; তবে এই ধন দৌলত দুনিয়া। আর যদি দরিদ্রকে তাহার এই দারিদ্র্য আল্লাহ পাক হইতে গাফেল করিয়া দেয়; তবে এই দরিদ্রতাও দুনিয়া। রাজত্ব ধনসম্পদের মধ্যে থাকিয়াও মানুষ দ্বীনদার হইতে পারে, আর দারিদ্র্য ও নিঃসম্পদের মধ্যেও মানুষ বেদ্বীন হইতে পারে। অতএব জানা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধের ধার ধারে না ; সে দুনিয়াদার, যদিও সে দরিদ্র ও কপর্দকহীন হয়। এরূপে বাদশাহ রাজত্ব ও ধনসম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যদি আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ পালন করে; তবে সে ওলী, দুনিয়াদার নয়।

چیست دنیا؟ از خدا غافل بدن نے قماش و نقرہ و فرزند و زن

মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হইতে গাফেল ও বেখবর থাকার নামই দুনিয়া, কাপড় চোপড় স্বর্ণ রৌপ্য বিবি বাচ্চাদের নাম দুনিয়া নয়। দুনিয়া পানিসদৃশ। পানি যেমন নৌকার নীচে থাকিলে নৌকা চলাচলের উপায় আর পানি নৌকার ভিতরে ঢুকিলে উহা হালাক ও নিমজ্জিত হওয়ার কারণ।

آب در کشتی ہلاک کشتی است آب اندر زیر کشتی پشتی است

নৌকার ভিতরে পানি সর্বনাশের কারণ, আর নৌকার নীচে পানি উহার সহায়। এরূপে দুনিয়া যদি দেলের বাহিরে থাকে, অর্থাৎ বিবি, সন্তানাদি মালদৌলত। মুদ্দাকথা, আল্লাহর সম্পর্ক ও মহব্বত যদি পার্থিব সম্পর্কের উপর প্রবল হয়; তবে এই দুনিয়া ক্ষতিকর নয়: বরং আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সন্তুষ্টিলাভ করার উপায়। কিন্তু যদি এই দুনিয়া অন্তরে প্রবেশ করে অর্থাৎ

দুনিয়ার মহব্বত আল্লাহপাকের মহব্বতের উপর প্রবল হয়: তবে ধ্বংস ও সর্বনাশের কারণ। কেননা, দেলকে আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য নির্ধারিত করিয়া পয়দা করিয়াছেন।

হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত আছে, আসমানে যমীনে আমি সংকুলান হই না কিন্তু মোমেনের দেলে মেহমানের ন্যায় আসিয়া যাই। অতএব অন্তর একটি শাহী প্রাসাদ, যাহার মধ্যে একমাত্র হাকীকী বাদশাহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর অবস্থান করা শোভনীয় নহে। যদি শাহী অট্টালিকায় মেথর, চামারকে স্থান দেয়; তবে অত্যন্ত যালেম অপরাধী এবং শাস্তির যোগ্য হইবে। অত্রএব দুনিয়ার মরা মুর্দারকে দেলের বাহিরে রাখ, দেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ হইতে দিও না। এখন কিরূপে বুঝা যাইবে যে, দেলের মধ্যে দুনিয়া প্রবেশ করিয়াছে কি-না! উহার পরিচয় ও নিদর্শন এই যে, যদি আখেরাতের প্রস্তুত, আল্লাহ তা'আল্লার সন্তুষ্টির চিন্তা–ভাবনা প্রত্যেক কদমে কদমে সর্বদা থাকে এবং শরী'য়তের প্রত্যেক আইন-বিধানকে দুনিয়ার সকল লাভের ও স্বার্থের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেয়; তবে বুঝিতে হইবে যে, দুনিয়া ঐ ব্যক্তির দেলের বাহিরে। তাহার অন্তর দুনিয়ার মহব্বত শূন্য। আর দুনিয়া এমন ব্যক্তির জন্য বরকতের কারণ, চিরস্থায়ী জীবন ও প্রকৃত হায়াত লাভের উপায় উপকরণ। আর যদি ধনসম্পদ, স্ত্রী-পুত্রের মায়া-মহব্বতে শরীয়তের কানূন-বিধানকে অগ্রাহ্য করে, হারাম হালালের চিন্তা করে না, পরকালের প্রস্তুতির একটুও গুরুত্ব নাই, সদাসর্বদা টাকা পয়সা কামাই করার ফেকের প্রবল; তবে বুঝিতে হইবে; এই ব্যক্তির দেলে দুনিয়া প্রবেশ করিয়াছে। এই দুনিয়াই সর্বনাশ ও বরবাদীর কারণ। খাজা মজযুব কি সুন্দুর বলিয়াছেন

کسبِ دنیا تو کر ہوس کم کر   اس پہ تو دین کو مقدم کر

অর্থাৎ দুনিয়া রোজগার তো কর; কিন্তু বেশী লোভ করিও না, দ্বীনকে ইহার উপর অগ্রগামী রাখ।

আল্লাহ ওয়ালাগণ নিজ বাহ্যিক অবস্থাকে টুটা-ফাটা, ভাংগাচুরা রাখেন। তাঁহারা এই অবস্থায়ই প্রফুল্ল ও আনন্দচিত্ত হন। ইহার কারণ এই যে, ইহারা স্বীয় অভ্যন্তরে শান–শওকতওয়ালা নৈকট্যের বাগান প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ সলীলতা, সজীবতা তাঁহাদিগকে বাহ্যিক চাকচিক্য, সাজসজ্জা হইতে বিরত ও বিমুখ করিয়া রাখে। ফুলবাগানের দেওয়ালের বাহ্যিক নকশার কি প্রয়োজন?

ما اگر قلاش و گر دیوانہ ایم   مست آں ساقی و آں پیمانہ ایم

যদিও আমি বাহ্যতঃ রিক্তহস্ত উদভ্রান্ত মনে হই; কিন্তু বাস্তবে প্রকৃত প্রস্তাবে দরিদ্র, রিক্তহস্ত; পাগল-দেওয়ানা কিছুই নই। বরং চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী সাকী ও আপ্যায়নকারীর মহব্বতের মদিরায় মত্ত-উন্মত্ত ও অপ্রকৃতিস্থ। আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও স্মরণের মধ্যে ঐ মিষ্টি স্বাদ ও মধুরতা, উন্মত্ততা, বিভোরতা আছে যে, জগতের সকল নে'য়ামত যিকরুল্লার স্বাদের সম্মুখে একেবারেই তুচ্ছ; কোনই মূল্য নাই। যাঁহাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের মহব্বতের স্বাদ আস্বাদন করাইয়াছেন এবং নিজের মিষ্টি স্বাদ নছীব করিয়াছেন; তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা কর, একবার আল্লাহ বলা বিশ্বভূবনের সমগ্র নে'য়ামত হইতে অধিক সুস্বাদু কি-না?

سر کے کٹنے کا مزہ یحییٰؑ سے پوچھ   لطف تن چرنے کا زکریاؑ سے پوچھ

মস্তক কর্তন করার আনন্দ-মজা ইয়াহইয়া (আঃ) -এর নিকট জিজ্ঞাসা কর, দেহ দ্বিখণ্ডিত করার আনন্দ হযরত যাকারিয়া (আঃ)–এর নিকট জিজ্ঞাসা কর। তলোয়ারে নীচে মাথা রাখার আনন্দ ইসমাঈল (আঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা কর।

বাহ্যপূজক লোকেরা এই আনন্দ অনুধাবন করিতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার গায়রত ও আত্মমর্যাদা বোধ স্বীয় মকবূল বান্দাদের এই বাতেনী দৌলতের উপর পর্দা ফেলিয়া রাখিয়াছেন; উহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। যাতে গায়র মুখলেছ কপট এবং অনন্বেষী লোকের গায়ে এই নে'য়ামতের বাতাসও না লাগে।

বিরান ও উজাড় স্থানেই ধনভাণ্ডার লুকাইয়া রাখা হয়। বাহ্যিক টুটাফাটা অবস্থা ও অনাবাদ দেহের অভ্যন্তরে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কের বিরাট সম্পদ লুক্কায়িত থাকে। মা'বুদ ও বান্দার মাঝে এই সম্পর্ক এটি রহস্য ও গুপ্তভেদ; যাহা অন্য বান্দা হইতে পুশিদা ও গোপন রাখা হয়।

ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے

এই গোপন সম্বন্ধ সম্পর্কে শুধু তুমি আর আমিই অবগত আছি।

আল্লাহ পাকের সহিত নেসবত বা গভীর সম্পর্কের রং প্রত্যেক বান্দার পৃথক ও ভিন্ন ভিন্ন হয়। প্রত্যেক আশেক ও প্রেমিকের আহাজারী পৃথক ধরনের হয়, প্রত্যেকের ফরিয়াদ করার তরীকা ভিন্ন হয়। এ জন্যই তো এক ওলী অন্য ওলীর বাতেনী অবস্থা এবং তাঁহার আহ্ ও বেদনার বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে অনবগত ও

বেখবর হন। যদিও উভয়ই সত্য ও একনিষ্ঠ আশেক; কিন্তু প্রত্যেক আশেকে ছাদেকের হা-হুতাশের স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন।

جو درد ہمارے دل میں ہے اس درد کی کوئی تھاہ نہیں
جو اور کے دل سے بھی نکلے وہ آہ ہماری آہ نہیں

অন্যের অন্তর হইতে যেই আহ্ বাহির হয় ঐ আহ্ আমার নয়, আমার অন্তরে যেই ব্যথা বেদনা বিদ্যমান ঐ ব্যথার কোন কুল কিনারা নাই।

হযরত ইবরাহীম এবনে আদহাম যখন স্বীয় অভ্যন্তরে নেসবত, আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্কের পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বল্য ও দীপ্তি অবলোকন করিলেন, তখন ফল কি হইল ?

جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے
وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا

সূর্য যখন বিকশিত হইল, তারকারাজি আত্মগোপন করিল।

ভরা মজলিসেও তিনি একাকী দৃষ্টিগোচর হইলেন। অর্থাৎ নফসের খাহেশ ও চাহিদা এবং বাহ্যিক সাজসজ্জা হইতে বেপরোয়া হইয়া গেলেন। কোথায় তাঁহার রাজমুকুট ও রাজসিংহাসন ? আর কোথায় তিনি এখন নদীর ধারে কুলে উপবিষ্ট হইয়া ছেড়াফাটা জামা সিলাই করিতেছেন। একদিন বলখ রাজত্বের উযীর এই পথ দিয়া যাইতেছিলেন–

دلق خود می دوخت آں سلطان جاں
یک امیرے آمد آنجا ناگہاں

প্রাণপ্রিয় বাদশাহ নিজের ছেড়া জামা সিলাই করিতেছিলেন। হঠাৎ ঐ স্থানে জনৈক আমীর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাদশাহকে এই অবস্থায় দেখিয়া ঐ দেলান্ধ আমীর সুলতানকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখিল এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, ইহা কেমন নির্বুদ্ধিতা ?

ترک کردہ ملک ہفت اقلیم را   می زند بر دلق سوزن چوں گدا

সপ্ত মহাদেশের রাজত্ব ত্যাগ করিয়া ফকীর ভিক্ষুকের ন্যায় সুই চালাইতেছেন! কাশফ-এলহামের দ্বারা হযরত সুলতান ইবরাহীম জানিতে পারিলেন যে, এই ব্যক্তি আমার এই ফকীরী দরবেশীর উপর হাসিতেছে। তখন তিনি নিজের কারামত এবং বাতেনী রাজত্বের শান-শওকত প্রকাশ করিলেন। যাহাতে আমীর তাঁহার কুধারণার উপর লজ্জিত হন, এবং উপলব্ধি করিতে পারেন যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের পর কি কি নে'য়ামত লাভ হয়। অতএব তৎক্ষণাৎ তিনি হাতের সুই নদীতে ফেলিয়া দিলেন এবং উচ্চস্বরে দো'আ করিলেন আয় আল্লাহ আমার সুই আমাকে দেওয়া হউক। তৎক্ষণাৎ নদীর উপরিভাগে এক লক্ষ মাছ আত্মপ্রকাশ করিল; যাহাদের ঠোঁটে এক একটি করিয়া স্বর্ণের সুচ ছিল।

صد ہزاراں ماہیئے اللّٰہیئے　　سوزنِ زر بر لبِ ہر ماہیئے

سر بر آوردند از دریائے حق　　کہ بگیر اے شیخ سوزنہائے حق

ঐ মৎস্যগুলি নদী হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিল, আয় শায়খ! আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে আপনি এই সুইগুলি গ্রহণ করুন। (সুলতান ইবরাহীম বলিলেন, স্বর্ণের সুচের প্রয়োজন আমার নাই, লৌহ নির্মিত সুই আমি চাই। অমনি একটি মৎস্য পানিতে ডুব দিল এবং সুলতানের ঐ সুই ঠোঁটে ধারণকরতঃ উপরে ভাসিয়া উঠিল। সুলতান নিজের সুইটি লইলেন।)

আমীর যখন এই কারামত প্রত্যক্ষ করিল তখন নিজের ভুল ধারণার ও অজ্ঞতার উপর ভীষণ লজ্জিত হইল। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল—

ماہیاں از پیر آگہ ما بعید　　ما شقی از دولت وایشاں سعید

বড়ই আফছোছ ও আক্ষেপের বিষয় যে, নদীর মৎস্যকুল এই পীরে কামেলের মকাম-মর্যাদা সম্পর্কে অবগত। আর আমি মানুষ হইয়া অনবগত। আমি বদনছীব, এবং এই দৌলত হইতে বঞ্চিত, আর মাছগুলি এই পরিচয়ের দ্বারা সৌভাগ্যশালী এবং নেকবখত। এই কল্পনা করার সাথে সাথে সে অঝোরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেক্ষণ পর্যন্ত সে ক্রন্দন করিতে থাকিল। এই ক্রন্দন ও লজ্জা এবং শায়খে কামেলের সাথে কিছুক্ষণ সাহচর্যের বরকতে ঐ আমীরের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল এবং আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অন্তরে সৃষ্টি

হইল। আল্লাহ পাক নিজের খাছ বান্দাদের সাহচর্য ও সান্নিধ্যের মধ্যে এই বরকতই রাখিয়াছেন যে, বদবখতীও নেকবখতীর দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া যায়।

পবিত্র হাদীছে আসিয়াছে

لَا يَشْقَى جَلِيْسُهُمْ

আল্লাহ পাকের বিশিষ্ট বান্দাহর সান্নিধ্যে উপবিশেনকারী বঞ্চিত ও বদবখত থাকিতে পারে না। লজ্জা ও ক্রন্দনের কারণে আমির চক্ষের নিমিষে কোত্থেকে কোথায় পেঁছিয়া গেল।

عاشقی پیداست از زاری دل — نیست بیماری چو بیماری دل (رومی)

অন্তর যখন কাঁদে তখন অন্তরে মহব্বত পয়দা হয়, দেলের এই বরকতময় রোগের ন্যায় কোন রোগ ব্যাধি নাই ; বরং যেই অন্তরে আল্লাহ পাকের মহব্বত নাই; বাস্তবে ঐ দেল দেলই নয়।

شکر ہے دردِ دل مستقل ہو گیا — اب تو شاید مرا دل بھی دل ہو گیا

যখন দরদে দেল তথা আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক মজবুত ও স্থায়ী হইয়া গেল তখন মনে কর বাস্তবে এই দেল দেল বলার যোগ্য হইল। হযরত সুলতান ইবারহীম এবনে আদহাম ঐ আমীরকে স্বীয় কারামত দেখানোর পর বলিলেন—

ملکِ دل بہ یا چنیں ملکِ حقیر

দেলের রাজত্ব উত্তম না-কি বলখের ন্যায় তুচ্ছ রাজত্ব ? আমাদের অত্র কিতাব প্রণেতা এই বিষয়টি উর্দু কবিতায় বর্ণনা করিয়াছেন। যাহার ভাবার্থ এই- তারপর বলখের বাদশাহ বলিলেন, ওহে উযীর! দেলের রাজত্ব উত্তম না-কি এই তুচ্ছ রাজত্ব ? বলখের রাজত্ব কোন্ কাজের ছিল? এখন আমার যেন্দেগী বড়ই আরামের। রাজত্বের শোরগোল মাথা ব্যাথা ছিল, এই ফকীরীর মধ্যে আমি জলস্থলের বাদশাহ। যেকেরের মিষ্টি স্বাদে আমি উন্মত্ত ও সন্তুষ্ট। এ-কাজ ও কাজের চিন্তা ফেকের হইতে আমি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। এশকের লাঞ্ছনাও সম্মানের ব্যাপার হইল। গ্রহণ করিলাম ফকীরী দরবেশী কিন্তু হইয়া গেল

রাজত্ব। শাহে বলখের সাহচর্যের কল্যাণে যখন উযীরের বাতেনী রাজত্ব অর্জিত হইল তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীত্ব হইতে এস্তেফা দিল এবং সুলতানের সাথে প্রান্তর বাস অবলম্বন করিল। সারাজীবন আকলের গোলামী করিয়াছিল; কিন্তু কার্যসিদ্ধি হইল পাগলপারার দ্বারা।

(۱) آزمودم عقل دور اندیش را — بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را

জ্ঞান-আকল ও দূরদর্শিতাকে পরীক্ষা করিলাম অবশেষে নিজেকে দেওয়ানা বানাইলাম। আর ইহা দ্বারাই কার্যসিদ্ধি হইল।

رستے میں ان کے ہوش کی پونجی گنوائیے — کھو جائیے دیوانوں کی صورت بنائیے

মাওলার পথে হুঁশ-জ্ঞানের সম্বল খতম কর, আমিত্বকে ভুলিয়া দেওয়ানার আকৃতি ধারণ কর।

ہر چہ غیر شورش و دیوانگی است — در رہ حق دوری و بیگانگی است

মহব্বত দেওয়ানাত্ব শোরগোল ব্যতীত আল্লাহর পথে সব কিছু দূরত্ব ও বেগানাত্ব।

عاشقم من بر فن دیوانگی — سیرم از فرہنگ و از فرزانگی

দেওয়ানা হওয়াই যখন কাজে আসিল এবং হাকীকী মাহবুব পর্যন্ত পৌঁছা গেল; তখন আমি পাগল ও দেওয়ানা হওয়ার বিষয়ের উপর আসক্ত হইয়া গেলাম এবং হুশ জ্ঞানের বিষয় হইতে তৃপ্ত হইলাম।

نعرہ مستانہ خوش می آیدم — تا ابد جاناں چنیں می بایدم (رومی)

হে মাহবূবে হাকীকী! আপনার স্মরণে মাস্তানা না'রা আমার খুব ভাল মনে হয়, আয় আল্লাহ! কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে নিজের মহব্বতে এরূপে ফরিয়াদ ও আহাযারী করার তৌফিক দান করুন।

ফায়েদাহ ঃ এই কাহিনীর মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ পাকের মহব্বত এবং আখেরাতের নে'য়ামত দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত নে'য়ামত হইতে

উৎকৃষ্ট, উত্তম এবং বড়। আর অস্থায়ী দুনিয়া হইতে অনিহা অনাগ্রহের শিক্ষা দিয়াছেন। হযরত মাজযুব বলেন

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے — یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

দেল লাগাইয়া রাখার স্থান দুনিয়া নয়, ইহা নছীহত উপদেশ গ্রহণ করার জায়গা, তামাশা নয়। শেখ সাদী বলেন

اے نفس اگر بدیدۂ تحقیق بنگری — درویشی اختیار کنی بر تونگری

ওরে নফস! যদি তুমি সত্য সন্ধানের দৃষ্টিতে চিন্তা কর ; তবে আকল এই ফায়ছালা করিতে বাধ্য হইবে যে, মালদারীর উপর ফকীরী অবলম্বন করিবে। সত্য সন্ধানী দৃষ্টি এই যে, একদিন এই ধরা হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেই হইবে। মৃত্যুর পর কবরের মধ্যে ফকীর বাদশাহ সমান।

ہندی و قپچاقی و رومی و حبش — جملہ یک رنگ اند اندر گور خوش
این شراب و این کباب و این شکر — خاک رنگین است جملہ اے پسر

হিন্দুস্থানী, বেলুচী, রোমান ও আফ্রিকান কবরস্থানে উপস্থিত হইয়া একই রং হইয়া যায় অর্থাৎ সকলেই মাটি হইয়া যায়। এই শরাব-কাবাব চিনি মধু সবই মৃত্তিকাপ্রসূত, কিন্তু হে বৎস! মাটিকে নানা রঙ্গে রঙ্গীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বেহালাবাদক বৃদ্ধের কাহিনী

হযরত ওমর (রাঃ)–এর খেলাফতের যুগে এক ব্যক্তি কোকিল কণ্ঠে মধুর স্বরে বেহালা বাজাইত। তাহার সুমধুর স্বরের উপর নারী–পুরুষ আবালবনিতা সকলেই মুগ্ধ ও কোরবান ছিল। কোন সময় যদি মত্ত হইয়া গাহিতে গাহিতে মাঠ অতিক্রম করিত ; তবে পশুপক্ষী তাহার আওয়ায শ্রবণের জন্য একত্রিত হইয়া যাইত। ধীরে ধীরে এই লোক যখন বয়োঃবৃদ্ধ হইল এবং বার্ধক্যের কারণে গলার স্বর বীতশ্রদ্ধ, অরুচিকর হইয়া গেল; তখন এই সুমধুর আওয়াযের প্রেমিকগণ দূরে সরিয়া গেল। এখন যেদিক দিয়া সে গমন করে কেহ জিজ্ঞাসাও করে না। সুনাম সুখ্যাতি সবই বিদায় হইয়া গেল এবং অজানা অচেনা উজাড়

বনে পেচকের ন্যায় আছাড় পাছাড় খাইতে লাগিল। অভুক্ত আর অভুক্তাবস্থায় জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল। মানুষের এই স্বার্থপরতা চিন্তা করিয়া একদিন অত্যন্ত দুঃখিত মর্মাহত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, আল্লাহ গো! আমি যখন কোকিল কণ্ঠী ছিলাম তখন মানুষ আমার উপর পতঙ্গের ন্যায় ঝাপাইয়া পড়িত। সর্বদিকে আমার খাতির সম্মান করা হইত। এখন বার্ধক্যের কারণে আমার গলার আওয়াজ খারাব হইয়া গিয়াছে। তাই এই খাহেশ পূজারী স্বার্থপর লোকেরা আমার ছায়াটি পর্যন্ত মাড়ায় না। এ ধরনের অকৃতজ্ঞ লোকদের সাথে আমি দেল লাগাইয়াছি, ইহা কোন্ পর্যায়ের ধোঁকা প্রবঞ্চনার সম্পর্ক ছিল। আহারে! আমি যদি আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতাম এবং স্বীয় রাত্রদিন আপনারই স্মরণে কাটাইয়া দিতাম, আপনার উপরই আশা ভরসা করিতাম; তবে আজ এই অশুভ দিন দেখিতে হইত না। বৃদ্ধ বেহালাবাদক মনে মনে খুবই লজ্জিত হইতেছিল এবং নয়নযুগল হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। হঠাৎ অদৃশ্য আকর্ষণ جذب غیبی তাহার অন্তরকে নিজের দিকে টানিয়া লইল।

হযরত গ্রন্থকারের একটি বয়েত

جو گرے ادھر زمیں پر مرے اشک کے ستارے   تو چمک اٹھا فلک پر مری بندگی کا تارا

এদিকে ভূমিতে যখন আমার নয়নাশ্রুর সেতারা পতিত হইল তখন আকাশে আমার বন্দেগীর নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ বেহালাবাদক একটি আহ্ ও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল এবং মানবকূল হইতে বিমুখ হইয়া পাগলপারা অবস্থায় মদীনা মুনাওওরার কবরস্থানের দিকে ছুটিল। একটি পুরাতন ভাংগা কবরের গহ্বরে যাইয়া বসিল, ক্রন্দনাবস্থায় সে আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করিল, আয় আল্লাহ! আমি আজ তোমার মেহমান। সমস্ত মানুষ যখন আমাকে ত্যাগ করিয়াছে; তবে তোমার দরবার ব্যতীত আমার আর কোন আশ্রয়স্থল নাই। তুমি ব্যতীত আমার আওয়াযের আর কোন খরিদ্দার নাই। আয় আল্লাহ! বন্ধুগণ সবই বেগানা হইয়াছে, আপন পর হইয়াছে, এখন আপনি ব্যতীত আমার কোন আশ্রয় নাই। আয় আল্লাহ! আমি বড় আশা মনে পোষণ করিয়া আপনার দরবারে উপস্থিত হইয়াছি। নিজ রহমত ও মেহেরবানীতে আপনি আমাকে তাড়াইয়া দিবেন না। গ্রন্থকার বৃদ্ধ বেহালাবাদকের এই আহাযারীকে উর্দু কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই

বৃদ্ধ বেহালাবাদক দো'আ করিল, আয় আল্লাহ! মানুষ পতঙ্গের ন্যায় ছিল যখন আমি মিষ্টকণ্ঠী ছিলাম। এখন আমার আওয়াযকে সকলেই বিদ্রূপ করে, বেহালা বাজনার এই বিষয়টি একেবারেই অকেজো। আপনার সাহায্যের এখন দরকার, গানবাজনার বিষয়টি একেবারেই অকেজো। বন্ধুরা সব বেগানা হইয়াছে, আমার পুরা কাহিনীটি একটি জ্বলন্ত আদর্শ। বৃদ্ধ বেহালাবাদক যদিও বদকার, কিন্তু আপনার দরবার অতি বিরাট। আপনার গলীর দেওয়াল আমার আশ্রয়। বড় আশা নিয়া আমি আপনার দিকে ছুটিয়া আসিয়াছি। আপনি ব্যতীত আমার জন্য কোন দ্বার খোলা নাই। আপনাকে ছাড়িয়া যাইব কোথায় ? উপায় উপকরণ সব কিছু নিঃশেষ হওয়ার পর একমাত্র আপনার দিকেই আমার দৃষ্টি। শাহী মেহেরবানীতে আপনি আমার নৌকা কূলে পৌঁছাইয়া দিন।

পুরাতন কবরের গর্তে বৃদ্ধ বেহালাবাদক এরূপ আহাযারীতে মশগুল ছিল। দু'নয়নে দেলের রক্ত প্রবাহিত করিতেছিল। এদিকে আল্লাহ পাকের রহমতের দরিয়া উথলিয়া উঠিল। হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট এলহাম আসিল, হে ওমর! আমার অমুক বান্দা যে মধুর স্বরের কারণে সারা জীবন মানুষের মধ্যে মকবূল ও মাহবূব রহিয়াছে। আর এখন বার্ধক্যের কারণে স্বর খারাব হওয়াতে সমস্ত লোক তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। আর রোযগারের উপায় উপকরণ বন্ধ হওয়া ও অসফলতার দুঃখবেদনা তাহার হেদায়েত এবং আমার দিকে প্রত্যাবর্তনের কারণ হইয়াছে। এখন আমার ব্যাপক রহমত তাহার ক্রেতা ও খরিদ্দার।

قبول است گرچه هنر نیست است که جز ما پناه دگر نیست است

যদিও গ্রহণযোগ্য নয়; তবুও গ্রহণ করিলাম। কেননা, আমি ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় নাই।

যদিও সারাজীবন সে নাফরমান ও উদাসীন ছিল, তবুও আমি তাহার আহাযারীকে কবূল করিতেছি। কেননা, আমার দরবার ব্যতীত আমার বান্দাগণের জন্য অন্য কোন আশ্রয়স্থল নাই। অতএব হে ওমর! বাইতুল মাল হইতে উল্লেখযোগ্য কিছু মুদ্রা লইয়া ঐ কবরস্থানে যাও এবং আমার অক্ষম অসহায় বান্দাকে আমার সালাম পেশ কর। তারপর এই মুদ্রা পেশ করতঃ বল যে, আজ হইতে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে নিজের নিকটের বান্দা বানাইয়া লইয়াছেন এবং নিজের ফজল মেহেরবানীকে তোমার জন্য খাছ করিয়া

দিয়াছেন। এখন তোমার মন খারাব ও অতিষ্ঠ করার দরকার নাই এবং মানুষের কাছে হাত পাতারও প্রয়োজন নাই। হে ওমর! আমার বান্দাকে বলিয়া দাও, আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্য হইতে তোমার রুজির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন সর্বদার জন্য।

عرش تک پہنچی تری آہ و بکاء   مشتری تیرا ہے خود رب العلاء
تیرے نالوں میں جو ہے خون جگر   تیری آہوں میں جو ہے درد جگر
گریۂ غمناک تیرا ہے قبول   رنج فاقہ سے نہ ہو تو اب ملول
جذب حق سے تو ہوا خاص خدا   پھینک دے اب چنگ و ساز دلربا

(১) তোমার আহাযারী ও ক্রন্দন আরশ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, আকাশের রব প্রতিপালক স্বয়ং তোমার ক্রেতা। (২) তোমার কান্না হৃদয়ের রক্ত মিশ্রিত তোমার হা-হুতাশে আছে হৃদয়ের ব্যথা বেদনা। (৩) তোমার দুঃখ মিশ্রিত ক্রন্দন গ্রহণীয়, অভুক্ত থাকার পেরেশানীতে এখন আর অতিষ্ঠ হইও না। (৪) আল্লাহ তা'আলার জযবের টানে তুমি আল্লাহ পাকের বিশিষ্ট বান্দা হইয়া গিয়াছ, এখন তোমার মনমোহিনী বেহালা বাজনা ফেলিয়া দাও। গ্রন্থকারের কবিতার ভাবার্থ।

হযরত ওমর (রাঃ) যখন অদৃশ্য ঘোষক হইতে এই আওয়ায শ্রবণ করিলেন, তখন অধীর হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বাইতুল মাল হইতে কিছু মুদ্রা লইয়া কবরস্থানের দিকে রওয়ানা হইলেন। সেখানে যাইয়া দেখেন, পুরাতন ভাংগা কবর গহ্বরে এক বৃদ্ধ বেহালা নিয়া শুইয়া আছেন এবং তাহার চেহারা ও দাড়ি অশ্রুতে ভিজা। এই লজ্জাশ্রু দ্বারাই তো সে এই মকামের অধিকারী হইয়াছে। এই ব্যাপারটি মাওলানা রূমী বলেন

پیر چنگی کے بود خاص خدا   حبذا اے سر پنہاں حبذا

বৃদ্ধ বেহালাবাদক কবে কোথায় আল্লাহ পাকের খাছ ও মকবূল বান্দা হইতে পারে, ওহে গুপ্তরহস্য তোমাকে মুবারকবাদ ধন্যবাদ।

আল্লাহপাকের এই কুদরতকে গুলযারে ইবরাহীম গ্রন্থ প্রণেতা বলেন

اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ زوجۂ فرعون ہووے طاہرہ
لاوے بت خانہ سے وہ صدیق کو کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو
زادۂ آذر خلیل اللہ ہو اور کنعاں نوح کا گمراہ ہو

লূত নবীর বিবি হইল কাফের, আর ফেরআউনের ভার্যা হইল পবিত্রা, টানিয়া আনিলেন মূর্তি আলয় হইতে ছিদ্দীককে, কাবা ঘরে সৃষ্টি করিলেন যিন্দিক কাফেরকে। আযর তনয় হইল আল্লাহর খলীল, আর নূহের পুত্র কেনান হইল পথভ্রষ্ট।

তখনকার খলীফা হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঐ পুরাতন কবরের সন্নিকটে আদব সহকারে দণ্ডায়মান হইয়া অপেক্ষায় রহিলেন যে, বেহালাবাদক জাগরিত হইলে আল্লাহ পাকের সালাম ও পয়গাম তাহাকে পৌঁছাইবেন। ইত্যবসরে হযরত ওমরের হাঁচি আসিল; যদ্দরুন বেহালাবাদকের চোখ খুলিয়া গেল। খলীফাতুল মুসলেমীনকে দেখিয়া ভয়ের প্রাবল্যে সে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল যে, বেহালার কারণে জানিনা আমার পিঠে কত দুর্রা পড়িবে। কেননা, হযরত ওমরের খেলাফতের যুগে দুর্রায়ে ফারুকীর বহুত খ্যাতি ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) যখন দেখিলেন যে, বেহালাবাদক থরথর করিয়া কাঁপিতেছে; তাহার দেহ কম্পিত প্রকম্পিত। তখন বলিলেন, ভীত সন্ত্রস্ত হইও না, আমি তোমার জন্য তোমার রব প্রতিপালকের নিকট হইতে অতি বড় সুসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছি এবং বলিলেন

درّۂ فاروق اس پر کیوں پڑے منفعل ہو کر جو رب سے رو پڑے
حق تعالیٰ نے مجھے الہام سے کر دیا آگاہ تیرے نام سے
اور دکھلایا مجھے تیرا مقام تاکہ حاضر ہو سکوں جائے قیام
حق تعالیٰ نے تجھے اپنا سلام مجھ سے فرمایا ہے اے عبد کرام
اور فرمایا ہے اس سے یہ کہو میں نے تجھ کو چن لیا اے خوش گلو

ফারুকী দুর্রা তাহার উপর কেন পড়িবে ? প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রভাবিত হইয়া যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন করে। আল্লাহ পাক এলহাম দ্বারা তোমার নাম আমাকে বাতলাইয়া দিয়াছেন, তোমার স্থান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন; যাতে আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারি। আমার মারফতে আল্লাহ পাক তোমাকে সালাম বলিয়াছেন, তিনি আরও বলিয়াছেন, হে মধুকণ্ঠী ! আমি তোমাকে মনোনীত করিয়া লইয়াছি এবং বলিয়াছেন বায়তুল মাল হইতে তাহার জন্য কিছু সম্পদ লইয়া যাও। মায়ের অন্তরে দয়া আমিই শিক্ষা দিয়াছি, প্রদীপ কি ? আমিই উহা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছি।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর মুবারক যবানে বেহালাবাদক যখন আল্লাহ তা'আলার ফজল করম দয়া রহমের ব্যাপার জানিতে পারিল, তখন রহমতের ভাণ্ডার প্রত্যক্ষ করাতে তাহার উপর শুকুর ও লজ্জার এক বিশেষ অবস্থা আসিয়া

پیر لرزاں گشت چوں ایں را شنید   دست می خائید و برخود می تپید

বৃদ্ধ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, লজ্জার কারণে হস্তদ্বয় চিবাইতে লাগিল। এবং নিজের উপর ক্রোধান্বিত হইতে লাগিল। নিজের উদাসীনতা এবং আল্লাহ পাকের মেহেরবানী স্মরণ করিয়া চিৎকার মারিয়া উঠিল। আরও বলিল, হে আমার নযীরবিহীন মাওলা! আমার নালায়েকী ও উদাসীনতা সত্ত্বেও আপনার অপূর্ব মেহেরবানী প্রত্যক্ষ করিয়া আমি লজ্জা শরমে বিগলিত হইয়া যাইতেছি। বেহালাবাদক যখন কাঁদিল এবং অনুশোচনা অনুতাপ সীমা অতিক্রম করিয়া গেল তখন নিজের বেহালাটিকে ক্রোধবশতঃ মাটিতে আছাড় দিয়া চুর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিল এবং উহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, তুমিই আমাকে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও রহমত হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছ। হকের প্রশস্ত পথ হইতে আমার উপর ডাকাতী করিয়াছ, সত্তর (৭০) বৎসর পর্যন্ত আমার রক্তপান করিয়াছ। অর্থাৎ তোমার কারণেই খেলা -তামাশা নাফরমানী করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়াছি। তোরই কারণে আল্লাহ পাকের নিকটে আমার চেহারা কালো ছিল। ঐ বৃদ্ধ লোকের কান্নাকাটি আহাজারীতে হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতে লাগিল এবং চক্ষু অশ্রুসজল হইতেছিল। তিনি বলিলেন, ওহে মিয়া! তোমার এই কান্নাকাটি আহাজারী তোমার আভ্যন্তরীন সজাগতার প্রমাণ, তোমার প্রাণ আল্লাহ পাকের নৈকট্য দ্বারা জীবন্ত, রওশন ও উজ্জ্বল। আল্লাহ পাকের দরবারে পাপীদের নয়নাশ্রু অতি মূল্যবান। কবি বলেন

اے جلیل اشک گنہ گار کے اک قطرہ کو
ہے فضیلت تری تسبیح کے سو دانوں پر

হে মহান আল্লাহ! পাপীদের অশ্রুর এক ফোটা, শত দানাবিশিষ্ট তসবীহর চেয়ে অধিক উৎকৃষ্ট।

کہ برابر می کند شاہ مجید   اشک را در وزن با خون شہید (رومی)

আল্লাহ পাক গুনাহগারের অনুশোচনায় নির্গত চোখের এক ফোটা অশ্রুকে শহীদগণের রক্তের সম ওজন করিয়াছেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাহচর্যের ফয়যের বরকতে বেহালাবাদক বৃদ্ধ পীরে তরীকত ও মা'রেফাত হইয়া গেলেন এবং বড় বড় ওলীগণের কাতারে প্রবেশ করিলেন।

ফায়েদা ঃ এই ঘটনার দ্বারা বুঝা গেল যে, নিজের দুরবস্থার কারণে কখনও নিরাশ হওয়া চাই না । সদা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার রহমত ও মেহেরবানীর আশা মনে পোষণ করা চাই। এতদ্বারা ইহাও জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে গভীর সম্পর্ক ব্যতীত অন্যান্য সম্পর্ক সংশ্রব সবই অস্থায়ী এবং উহাতে কৃতজ্ঞতার গন্ধ বাসও নাই। একমাত্র আল্লাহ পাকের সত্তাই এরূপ রহীম করীম চির জীবন্ত চির ব্যবস্থাপক ; যিনি প্রত্যেক অবস্থাতেই বান্দার ক্রেতা ও খরিদ্দার। অবশ্য যেই সম্পর্ক কোন লোকের সাথে শুধু আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে হয়, উহা আল্লাহ পাকের সাথে মহব্বত রাখার শামিল।

মেষপালক এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর কাহিনী

হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগে জনৈক মজযূব আল্লাহ তা'আলার সাচ্চা আশেক বকরী চরাইত এবং পাহাড়ের দূর্গম পথে নির্জনে ছেঁড়াফাড়া জীর্ণ বসনে কাঁদিয়া বেড়াইত এবং আল্লাহ পাকের দরবারে দরখাস্ত করিত-হে আল্লাহ! আয় আমার মাওলা! আপনাকে আমি কোথায় পাইব? আমি যদি আপনাকে পাইতাম; তবে আপনার চাকর হইতাম, আপনার ছেড়া কাপড় সিলাই করিতাম, আপনার মাথার চুল আঁচড়াইয়া দিতাম, কোন সময় আপনার রোগব্যাধি হইলে আমি

আপনার সেবা-শুশ্রুষা করিতাম। আয় আল্লাহ! আমি যদি আপনার বাড়ী চিনিতাম; তবে সকাল-বিকাল আপনার জন্য দুধ, ঘি নিয়া আসিতাম। আপনার হস্ত চুম্বন করিতাম, আপনার পদযুগল মালিশ করিতাম। আর যখন আপনার শোওয়ার সময় হইত আপনার শয়নকক্ষ উত্তমরূপে ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতাম। আয় আল্লাহ! আপনার উপর আমার বকরীর পাল উৎসর্গিত। আয় আল্লাহ ! বকরী পালের অজুহাতে আমি যে হায়, হায় শব্দগুলি উচ্চারণ করি বাস্তবে ইহা আপনার মহব্বতের তড়প ও দাপাদাপিতেই করিয়া থাকি। বকরীগুলি তো শুধু বাহানা মাত্র। মুদ্দাকথা সেই রাখাল নিজের এশকের পেরেশানী ও ভাবাবেগ এই ভাবে, বর্ণনা করিত--যাহা গ্রন্থ প্রণেতা মছনবীয়ে রূমীর ছন্দে কাব্যাকারে বর্ণনা করিয়াছেন যাহার মর্মার্থ এই-

হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগের এক রাখালের কাহিনী, সে নিজের স্রষ্টাকে পাহাড়ে-প্রান্তরে, মাঠে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে অন্বেষণ করিতেছিল, দুঃখের ক্রন্দনে বিগলিত হইতেছিল, এশকে এলাহীর অনলে দগ্ধিত হইতেছিল, ছেঁড়া কাপড়, সিদ্ধ বুক, চক্ষু সজল আল্লাহ পাকের জযবায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছিল, আদ্র চোখ হইতে রক্তের ক্রন্দন জারী ছিল, এশকের কারণে আহাযারী করিতেছিল। একদিন রাখাল বন্ধুর স্মরণে প্রান্তরের ধারে কাঁদিতেছিল, বলিতেছিল হে দোজাহানের অধিপতি আল্লাহ! কিভাবে কোথায় আমি আপনাকে পাইব? আপনাকে পাওয়ার কোন ঠিকানা নিদর্শন আমাকে বলিয়া দিন। হে জগতের বাদশা! আপনি ব্যতীত অন্তরে কোন শান্তি পাইনা, আপনার ঠিকানাও পাই না, আপনি ব্যতীত সকল ফুলবাগান কাঁটাবন, আপনি ব্যতীত জীবন আগুণ। আপনি ব্যতীত বুলবুলের সুমধুর স্বর কানে যেন কাকের বিশ্রী ডাক। আপনি ব্যতীত পাহাড়ের এই উপত্যকা, সবুজ শ্যামল রঙ্গিন ফুল সবই অযথা। এই যমীন-আসমান, চন্দ্র-সূর্য, এই মাঠ-ময়দান ও বাগান, জলস্থল আপনি ব্যতীত কিছুই আমার ভাল লাগে না। আপনি ব্যতীত আমি বাঁচিব কিরূপে? হে আল্লাহ! আপনাকে আমি যদি পাইতাম প্রত্যহ আপনার হস্তপদ দাবাইতাম। ঘিয়ে ভাজা রুটি আমি আপনাকে খাওয়াইতাম, আপনাকে মিষ্ট পানিও পান করাইতাম। হে রব! আমি আপনাকে সকাল-বিকাল আমার বকরীর দুধপান করাইতাম।

এরূপে ঐ রাখাল স্বীয় রবের সাথে মহব্বতের কথা বলিতেছিল। হঠাৎ হযরত মূসা (আঃ) ঐ পথে গমন করিতেছিলেন। হযরত মুসা (আঃ) যখন এই

সব কথাবার্তা শুনিলেন তখন বলিলেন, ওহে রাখাল! আল্লাহ পাকের কি চাকরের প্রয়োজন আছে? তাঁহার কি তোমার মত মাথা আছে যে, তুমি তাহার চুল আঁচড়াইবে? তাঁহার কি ক্ষুধা লাগে যে, তুমি তাঁহাকে বকরীর দুধপান করাইবে? আল্লাহ পাকের কি অসুখ হয় যে, তুমি তাঁহার সেবাযত্ন করিবে ? ওরে মূর্খ! আল্লাহ পাকের সত্তা ক্ষতি ও অভাবের সমস্ত বিষয় হইতে পাক-পবিত্র। তুমি অতি শীঘ্র তওবা কর, তোমার এইসব কথায় কুফরী অবধারিত হয়। নির্বোধের বন্ধুত্ব হুবহু শত্রুতা। আল্লাহ পাক তোমার এইসব খেদমতের মুখাপেক্ষী নন।

ঐ রাখাল হযরত মূসা (আঃ)-এর এইসব কথা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইল এবং ভয়-ভীতি ও নৈরাশ্যের প্রাবল্যে অতিশয় দুঃখ অস্থিরতায় জামা ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে প্রান্তরের দিকে পালাইয়া গেল। হযরত মূসা(আঃ)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হইল যে

تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی (رومی)

হে মূসা! তুমি আমার বান্দাকে আমা হইতে কেন পৃথক করিয়া দিলে? তোমাকে তো আমি আমার বান্দাদিগকে আমার দিকে মনোযোগী করার জন্য প্রেরণ করিয়াছি, পৃথক করার জন্য তো নয়। তোমর কাজ ছিল মিলাইয়া দেওয়া, পৃথক করিয়া দেওয়া তো নয়।

এ সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণেতার মছনবীর সারমর্ম ঃ

আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে ওহী আসিল হে মূসা! আমার বান্দাকে তুমি কেন পৃথক করিয়া দিলে ?

আদব রক্ষা করিয়া কথা বলা বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের কাজ, আহা বেচারা রাখাল কবে বুদ্ধিমান ছিল ?

হে মুসা! বুদ্ধিমানদের আদব-কায়দা অন্য ধরনের, অন্তর দগ্ধ লোকদের ব্যবহার অন্য ধরনের।

উম্মাদ পাগল লোকদের নিকট পথপ্রদর্শন কামনা করিও না, ছিন্ন বসনধারীকে রিফু করিতে বলিও না।

এশকে এলাহীতে যাহার পরিধেয় বস্ত্র ফাটা, আল্লাহর পক্ষ হইতে রিফু করার নির্দেশ নাই।

আমার পতঙ্গ কোথায় গেল ? কোন দিকে আমার ঐ দেওয়ানা গেল ?

এশকের যদিও আকল তমীয নাই ; কিন্তু শত শত জ্ঞান আকল উহার দাসী।

যদিও বাহ্যতঃ আদব হইতে দূরে ছিল, কিন্তু তাহার অন্তর আমার মহব্বতের রোগে ব্যাধিগ্রস্ত।

শহীদের রক্ত চোখের পানি হইতে অতি উত্তম, এই ভুল শত শত নির্ভুল হইতে উৎকৃষ্ট।

বাহ্যতঃ যদিও বেআদবীর শব্দ ছিল, কিন্তু অর্থের দিক দিয়া এশক মহব্বত ও জীবন বিসর্জন ছিল।

হে মূসা! নিজের দেওয়ানা পাগলদের বাক্য আল্লাহর দরবার অন্বেষণ করে।

প্রত্যেক লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র নির্ধারণ করিয়াছি। প্রত্যেককে পৃথক পৃথক পরিভাষা দান করিয়ছি।

ফায়েদাহ ঃ এই কাহিনী দ্বারা জানা গেল যে, কোন লোককে নছীহত উপদেশ দান করার সময় ইহাও বুঝা দরকার যে, হয়ত সে আল্লাহর নিকট মকবূল। কেননা, কোন কোন বান্দাহ মুখলেছ এবং আশেক হইয়া থাকে, নাফরমানী হইতে একেবারে সুরক্ষিত, কিন্তু বাহ্যিক রূপে তাহাদের শব্দ আদবে এলাহীর বিপরীত হয়, ইহা তাহাদের এশকের জোশ, আদব ত্যাগ করা নয়। যেমন মাওলানা রূমী একস্থানে বলিয়াছেন

گفتگوئے عاشقاں درکار رب　　جوشش عشق است نے ترک ادب

আশেকীনদের কথাবার্তা আল্লাহ পাকের কাজে নিয়োজিত, ইহা এশক মহব্বতের জোশ, আদব বর্জন করা নহে।

অতএব নছীহত করার সময় মধ্যবর্তীতার প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই, এত পরিমাণ তিরস্কার ভৎর্সনা করিবে না যাহাতে নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়। হযরত মূসা (আঃ) যেহেতু শরীয়তের প্রবর্তক ছিলেন কাজেই মজযুবের কথার উপর তিরস্কার করার প্রয়োজন ছিল, সত্য বিষয়ে সাবধান করার দরকার ছিল। সত্য বিষয়ে সাবধান করার উদ্দেশ্য সত্য বিষয় হইতে বিরত রাখা নয় ; বরং তরীকায়ে তালীমের সংশোধন করা উদ্দেশ্য । এই ঘটনার দ্বারা মূর্খ ছূফীদের জন্য জায়েয হইবে না আলেমগণের সংশোধন হইতে দূরে পলায়ন কর। আর নিজেদেরকে ওলামায়ে কেরাম হইতে ভাল মনে করাও জায়েয হইবে না। কেননা, আল্লাহ পাকের দরবারে আলেমদের মকাম মর্যাদা অনেক উচ্চ।

হযরত লোকমান (আঃ)–এর কাহিনী

হযরত লোকমান (আঃ) কোন ধনী লোকের বাড়ীতে চাকুরী করিতেন। আল্লাহ তা'আলার মহব্বত এবং সঙ্গতার কারণে এমন পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও উচ্চ চরিত্র ও অভ্যাসের অধিকারী ছিলেন ; যাহা মানবতার উচ্চস্তর সভ্যতা ভদ্রতা এবং আল্লাহ পাকের নিকট গ্রহনীয় হওয়ার প্রয়োগক্ষেত্র ছিল। যাহার বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সুরায়ে লোকমানে করিয়াছেন। হযরত লোকমান (আঃ)–এর এই চরিত্র মাধুর্য তাঁহার মনিবের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছিল । এমনকি এক পর্যায়ে মনিব তাঁহাকে স্বীয় নৈকট্যপ্রাপ্ত ও মাহবূব বানাইয়া লইলেন এবং নিজে তাঁহার প্রেমিক, ভিতরে ভিতরে তাঁহার দাস হইয়া গেলেন। মহব্বতের কারণে বাদশাহও গোলামে পরিণত হয়। ইহা মহব্বতের একটি কারামত। তারপর ঐ ধনী লোকটির অভ্যাস এই হইয়া গেল যে, প্রত্যেক নে'য়ামত সুস্বাদু খানা ভক্ষণ করার পূর্বে হযরত লোকমান (আঃ)–এর খেদমতে পেশ করিত, যখন হযরত লোকমান (আঃ) ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইতেন অবশিষ্ট নে'য়ামত ঐ ধনী লোকটি খাইত। হযরত লোকমান (আঃ) ধনী মনিবের মহব্বত ও অভ্যাসের খাতিরে ভক্ষণ করিতেন, অবশিষ্ট মনিবের জন্য পাঠাইয়া দিতেন।

একদিন খরমুজের মৌসুমে কোন স্থান থেকে খরমুজ আসিল। তখন হযরত লোকমান (আঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, রঈস ছাহেব হযরত লোকমান (আঃ)–কে ডাকিয়া আনিতে একটি গোলাম পাঠাইল। যখন হযরত লোকমান (আঃ) উপস্থিত হইলেন শেঠজী নিজ হাতে খরমুজের ফালা বানাইল, আর একটা ফালা মহব্বতের সাথে খাওয়াইতে লাগিল আর মনে মনে আনন্দ ও প্রফুল্লচিত্ত হইতেছিল যে, আমার এই মহব্বতের প্রতিক্রিয়া তাঁহার উপর কি হইতেছে।

হযরত লোকমান (আঃ) অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে ঐ ফালাগুলি ভক্ষন করিলেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন । এমন কি সত্তর (৭০) ফালা খাইয়া ফেলিলেন শুধু এক ফালা বাকী রহিল তখন ঐ রঈস বলিল, এই টুকরাটা আমি খাইব দেখি, এই খরমুজ কেমন মিষ্ট ছিল। ইহা বলিয়া সে ঐ ফালি মুখে রাখিতেই উহার তিক্ততায় জিহ্বার আগা হইতে গলা পর্যন্ত ফোসকা পড়িয়া গেল এবং এক ঘন্টা পর্যন্ত অজ্ঞান হইয়া রহিল যখন হুঁশ হইল জ্ঞান ফিরিল তখন হযরত

লোকমান (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ওহে প্রাণের প্রাণ! আপনি কিরূপে এই তিক্ত বিষাক্ত খরমুজকে গলাধঃকরণ করিলেন ? এবং এই গযবকে কিরূপে মেহেরবানী মনে করিলেন ? যখন এক ফালা খাওয়ায় আমার উপর এই বিপদ আসিল তখন সত্তর ফালা আপনি কিরূপে সহ্য করিলেন ?

হযরত লোকমান (আঃ) বলিলেন, হুযুর! আপনার এই নে'য়ামত সংবলিত হস্ত দ্বারা শত শত নে'য়ামত ভক্ষণ করিয়াছি, যাহার কৃতজ্ঞতার বোঝায় আমার কোমর বাঁকা হইয়া যাইতেছে। অতএব আমার লজ্জা আসিতেছিল যে, যেই হাতে এত পরিমাণ নে'য়ামত পাইয়াছি ও খাইয়াছি আজ যদি ঐ হাতে একটি তিক্ত বস্তু দান করা হয় ; তবে উহা হইতে কিরূপে দূরে সরিয়া যাই ও মুখ ফিরাইয়া লই? হুযুর! মিষ্টদ্রব্যদানকারী আপনার হাতের সুস্বাদ এই খরমুজের তিক্ততাকে মিষ্টি দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে।

لذت دست شکر بخش تو داشت — اندریں بطیخ تلخی کے گذاشت

মিছরী ও মিষ্টিদানকারী আপনার হাতের স্বাদ এই খরমুজের মধ্যে তিক্ততা রাখিল কোথায়? অর্থাৎ মিষ্টদানকারী হাতের প্রদত্ত তিক্ত বস্তুও মিষ্ট হইয়া যায়।

গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, আমার পীর ও মুরশিদ হযরত মাওলানা শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী (রঃ) স্বীয় ওয়াজ নছীহত ও হেদায়েতের মজলিসে এই ঘটনাকে অতি গুরুত্বসহকারে বলিতেন এবং এই বয়েতটি অত্যন্ত মজা লইয়া বার বার পাঠ করিতেন। আর এই ঘটনা বর্ণনা করত ঃ এই বিষয় শিক্ষা দিতেন ও নছীহত করিতেন যে, প্রত্যেক নিমিষে আল্লাহ তা'আলার অগণিত নে'য়ামত ও এহসান বান্দার উপর অহরহ হইতেছে; কিন্তু যদি কোন ঘটনা কিংবা বিপদ বাহ্যতঃ কষ্টদায়ক পেশ আসে; তবে মানুষ অকৃতজ্ঞ অধৈর্য হইয়া যায়। কিন্তু যেই বান্দাদিগকে আল্লাহ তা'আলা নিজের নেক ও মকবূল বান্দাদের সাহচর্যের বরকতে দ্বীনের নেক সমুঝ বুঝ দান করিয়াছেন তাহাদের দোষমুক্ত স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন অন্তর দুঃখ কষ্টের অবস্থায়ও স্বীয় প্রতিপালক রবের উপর সন্তুষ্ট থাকে। তখন ঐ বান্দা দ্বীনের এই সমুঝ বুঝ দ্বারা কাজ লয়, এবং চিন্তা করে যে, এই দুনিয়া আরোগ্যালয়, হাসপাতাল, আমরা সব রুগী। ডাক্তার কোন সময় রুগীকে বাদামের হালুয়া খাওয়ায়, আবার কোন সময় তিক্ত কুইনাইন পান করায় এবং উভয় অবস্থায় রুগীরই উপকার সাধিত হয়। এরূপে আল্লাহ তা'আলা ডাক্তার এবং শাসক ও দয়াবান মেহেরবান। অতএব ভাগ্যলিপির দ্বারা আমাদের উপর যে

কোন অবস্থা আসুক, আরাম আনন্দের হউক অথবা কষ্ট–ক্লেশের সর্ববস্থায় আমাদেরই উপকার উহাতে নিহিত আছে।

পবিত্র হাদীছে আছে, আল্লাহ পাকের জ্ঞানে কোন কোন বান্দার জন্য বেহেশতের যেই সুউচ্চ স্তর নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু ঐ মকাম পর্যন্ত উপনীত হওয়ার আমল তাহার নিকট নাই। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে কোন বিপদে আক্রান্ত করিয়া দেন যাহার উপর ধৈর্য ধারণ করিয়া ঐ স্তরকে হাছেল করার উপযুক্ত হইয়া যায়।

এক হাদীছে আছে, মোমেন বান্দার যখন জ্বর হয় তখন তাহার গুনাহসমূহ এরূপে ঝরিয়া যায় যেরূপে হেমন্তকালে গাছের পাতাসমূহ ঝরিয়া পড়ে।

অন্য এক হাদীছে আসিয়াছে, মোমেনের পায়ে কাঁটা ফুটিলেও সে উহাতে নেকী পায়।

অন্য এক হাদীছে আছে, কিয়ামত দিবসে যখন দুনিয়ার বিপদে ধৈর্য ধারনের বিনিময়ে ছওয়াব দিতে আরম্ভ করিবেন তখন প্রত্যেক বিপদগ্রস্থ বান্দা আকাংখা করিবে আহারে! দুনিয়াতে যদি আমার দেহের চামড়া কেঁচি দ্বারা কর্তন করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হইত ; তবে আজ কেমন উৎকৃষ্ট পুরস্কার পাইতাম।

অতএব প্রত্যেক মুমেনের কর্তব্য যে, কষ্ট–ক্লেশের অবস্থায়ও সন্তুষ্ট থাকা । অর্থাৎ মুখে দুঃখ প্রকাশ না করা এবং অন্তরে প্রতিবাদ না আনা। অবশ্য গুনাহ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা এবং বিপদ–আপদ হইতে মুক্ত থাকার জন্য খুব বেশী বেশী দো'আ করিতে থাকিবে, আয় আল্লাহ! আমরা দূর্বল, বিপদ মুছীবত সহ্য করার শক্তি নাই, আপনি নিজ রহমতে ও মেহেরবানীতে বিপদের নে'য়ামতকে সুস্থ ও নিরাপদের নে'য়ামত দ্বারা বদলাইয়া দেন। বালা মুছীবত চাওয়া নিষেধ। নিরাপদ, সুখ-শান্তি অন্বেষণ করা শরীয়তের হুকুম। বিপদ চাওয়া নিজের বাহাদুরীর দাবী করা, আর নিরাপদ, সুখ শান্তি চাওয়া নিজের দূর্বলতা অক্ষমতাকে প্রকাশ করা ; যাহা আল্লাহ পাকের নিকট অত্যন্ত প্রিয়।

زور را بگذار زاری را گزیں   رحم سوئے زاری آید اے مہیں

ওহে লোকসকল! নিজের শক্তিবলকে বর্জন কর, কান্নাকাটি আহাযারী অবলম্বন কর। কেননা, আল্লাহ তা'আলার রহমত ও মেহেরবানী কান্নাকাটির দিকেই অগ্রসর হয়।

با تضرع باش تا شاداں شوی   گریہ کن تا بے دہاں خنداں شوی

আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করিতে থাক; তাহা হইলে তুষ্ট-সন্তুষ্ট থাকিবে, কান্নাকাটি অবলম্বন কর; তাহা হইলে ঠোঁটের হাস্য ব্যতীত এমন স্নাত প্রস্ফুটিত ও হাস্যোজ্জ্বল থাকিবে যে, ঠোঁটমুখের হাজার মৃদু হাসি অন্তরের এই প্রসন্ন প্রফুল্লতার উপর উৎসর্গিত হইবে।

যদি হরহামেশা নিরাপদ, আরামই থাকে; তবে বান্দাসুলভ তবিয়ত ও মেযাজ সঠিক পথ হইতে সরিয়া যাইবে। কষ্ট মুছীবত ব্যতীত কান্নাকাটি, ভগ্নহৃদয় পয়দা হয় না।

হাদীছে কুদছীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ

আমি ভগ্নহৃদয়ের কাছে থাকি। ধৈর্যধারণের কারণে মন ভাঙ্গিয়া যায়। কেননা, ছবর ও ধৈর্যধারণ তিক্ত হয়, দুঃখ পেরেশানীর অবস্থায় যেই মনোযোগ অক্ষমতা কাকুতি-মিনতির সাথে বান্দাহ আল্লাহ পাকের দরবারে মুনাজাত, কান্নাকাটি, আহাযারী করে ; এই আকুতি–কাকুতি মিনতি সুখ ও আরামের অবস্থায় কিরূপে পয়দা হইতে পারে ? এই বিপদই মানুষকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয় এবং অন্তরে আল্লাহ তা'আলার সাথে গভীর সম্পর্ক পয়দা হইয়া যায়।

بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی   دشمنی خلق رحمت ہوگئی

বন্ধুর সাথে মহব্বত আরও বৃদ্ধি পাইল, মানুষের শত্রুতা রহমতের কারণ হইল।

জনৈক বুযুর্গ বলেন, পেরেশানীর অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার পথ অতি তাড়াতাড়ি এবং দ্রুতবেগে অতিক্রম হয়। উহার কারণ এই যে, দুঃখ পেরেশানীর কারণে মনের মধ্যে এক ধরনের মনভাংগা ও বিনয়–ভাব সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট সাহচর্য নছীব হয়।

আল্লাহ বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আল্লাহ তা'আলা আছেন। এই বিষয়টিকেই হযরত আসগর গঞ্জবী বলেন

خوشا حوادث پیہم خوشا یہ اشک رواں
جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے

ধন্যবাদ তোমাকে হে পরাম্পরা বিপদ ! ধন্য তোমাকে প্রবাহিত নয়নাশ্রু! বন্ধু হে! যেই অশান্তির সাথে তুমি আছ ; সেই পেরেশানীর কারণে আর কি পেরেশান হওয়া ? অর্থাৎ তুমি সাথে থাকিলে পেরেশানী তো পেরেশানীই নয়।

সারকথা এই যে, দুনিয়ার কয়েক দিনের জীবনের দিনগুলি আরাম-আয়েশের হউক কিংবা কষ্ট-ক্লেশের, সবই অস্থায়ী । অতএব আয়েশ-আরামে গর্বিত হওয়া উচিত নয় এবং দুঃখ-কষ্টে অভিযোগ প্রতিবাদ করাও সমীচীন নয়। আরামে শুকরিয়া জ্ঞাপন, কষ্টে ধৈর্য ধারণ, সন্তুষ্টি ও আত্মসমর্পণ করা চাই। জীবনের উদ্দেশ্য যদি দৃষ্টির সম্মুখে থাকে; তবে সকল সমস্যার সমাধান বাহির হইয়া আসিবে। জীবন-যাপনের উদ্দেশ্য তো শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার তরীকা তাহার বাতলানো আইন-কানুনের উপর গুরুত্ব সহকারে আমল করা। ক্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকা। যদি সুন্নতের অনুসরণ, অনুকরণ নছীব হয়; তবে আরাম কিংবা কষ্ট উভয় অবস্থা ঐ বান্দার জন্য মুবারক, উপকারী, কল্যাণকর এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উপায়। যদি সুন্নতের পায়রবী ভাগ্যে না জোটে ; তবে আরাম-আয়েশ কোন ছার ?

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানুবী (রঃ) বলেন, গোনাহগার নাফরমান বান্দার উপরও কষ্ট-বিপদ আসে। আর নেককার লোকদের উপরও আসে; তবে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কিরূপে হইবে যে, এই বিপদ ও কষ্ট ক্লেশ পাপের প্রায়শ্চিত্ত না-কি আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের উপায় ? উহার পরিচয় এই যে, যেই বিপদ ও কষ্ট-ক্লেশে সুন্নতের পায়রবী অনুসরণ নছীবে থাকে এবং অন্তরে আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত প্রসন্নতা এবং সন্তুষ্টির সম্পর্ক ও সম্বন্ধ অনুভব

হয়; তবে বুঝিতে হইবে যে, এই কষ্ট-ক্লেশ আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের উপায়। আর যেই কষ্ট-ক্লেশে অন্তরে অন্ধকার, অজানা অচেনা ভাব এবং আল্লাহ পাক হইতে দূরত্ব অনুভব হয় এবং আল্লাহ পাকের দিকে রুজু হওয়া কান্নাকাটি আহাযারী করার তৌফিক না হয়; তবে বুঝা চাই যে, ইহা পাপকাজ ও গর্হিত আমলের প্রায়শ্চিত্ত। এমতাবস্থায় বেশী বেশী এস্তেগফার, ক্ষমাপ্রার্থনা করা চাই। সূরায়ে নূহের মধ্যে এস্তেগফার করার বরকত উল্লেখ আছে। এস্তেগফারের দরুন আল্লাহ তা'আলা সময় মত বৃষ্টি দান করেন। ফলের বাগান দান করেন, আওলাদ ফরযন্দে বরকত হয়।

غم چو بینی زود استغفار کن　　　غم بامر خالق آمد کار کن

বিপদ আসিলে তাড়াতাড়ি এস্তেগফার, ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহর হুকুমে বিপদ আসে। এ কারণে প্রাত্যহিক আমল যেকের ইত্যাদিতে অলসতা করিও না এবং কাজে মন দাও; বরং পূর্বের অনুপাতে আল্লাহ পাকের প্রতি অধিক মনেযোগী হও।

چوں خدا خواہد کہ ما یاری کند　　　میل ما را جانب زاری کند

আল্লাহ পাক যখন আমাদের প্রতি মেহেরবানী করিতে চাহেন। তখন আমাদের মধ্যে কান্নাকাটি আহাযারীর আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া দেন।

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানুবী (রঃ)–এর অন্তরে অনেক দিন পর্যন্ত এই প্রশ্ন ছিল যে, সালেক ও তরীকতপন্থীকে কঠোর রিয়াযত-মুজাহাদা করার পর যেই মকাম ও স্তর দান করেন, মুজাহাদা ব্যতীত তো সেই মকাম সালেককে দান করিতে পারেন; তবে বান্দার মুজাহাদার এই কষ্টকে আল্লাহ পাকের রহমত ও দয়া কিরূপে পছন্দ করেন ?

মাওলানা থানুবী (রঃ) বলেন, একদিন নিজে নিজেই অন্তরে এই প্রশ্নের উত্তর আসিল, উহা এই যে, মুজাহাদা রিয়াযত ব্যতীত যদি তরীকতপন্থী সালেককে সমস্ত মকাম দান করা হইত ; তবে নে'য়ামতের কদর হইত না। তখন নে'য়ামতের স্থায়িত্ব ও উন্নতি হইত না। যেমন শুকুর দ্বারা নে'য়ামত বাড়ে, এ কথা কুরআনে স্পষ্ট বর্ণিত আছে। এরূপে শুকুর না করিলে নে'য়ামতের শুকুর

ও কদর না করিলে নে'য়ামত ছিনাইয়া লওয়ার আশংকা আছে। এ সম্পর্কে হযরত খাজা ছাহেব বলেন

مے یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خوں
کیوں میں کسی کو مفت دوں مے مری مفت کی نہیں

বিনা পরিশ্রমে এই মদিরা আমি পাই নাই। কলিজা-গুর্দা-রক্ত পানি হইয়াছে। বিনামূল্যে আমি কোন লোককে কেন দিব? আমার এই মদিরা বিনামূল্যের নয়। মাওলানা রুমী বলেন

با چناں رحمت کہ دارد شاہ ہش
بے ضرورت از چہ گوید نفس کش

জ্ঞানের বাদশাহ আল্লাহ পাক এত পরিমাণ দয়ালু, দয়ার সাগর বিনা প্রয়োজনে রিয়াযত মুজাহাদার নির্দেশ কেন দিবেন ?

মাওলানা রুমী (রঃ) এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন, রিয়াযত মুজাহাদা ব্যতীত কলবে আল্লাহ তা'আলার নূর পয়দা হয় না।

دریعقل ادراک ایں ممکن بدے　　قہر نفس از بہر چہ واجب شدے

শুধু আকল দ্বারা যদি এই নূর অনুভব করা সম্ভব হইত ; তবে নফসের উপর কষ্ট-ক্লেশ মুজাহাদার আদেশ কেন ওয়াজেব হইত ?

গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, অশান্তি পেরেশানীর অবস্থায় কান্নাকাটি আহাযারী করার যতটুকু তৌফিক হয়, আরাম ও সুখ-শান্তির অবস্থায় স্বভাবতঃ ততটুক তৌফিক হয় না। কিন্তু বিপদ চাওয়া সমীচীন নয়, সুখ-শান্তি নিরাপদ চাওয়া চাই। অবশ্য আল্লাহ পাকের তরফ হইতে যদি কোন আপদ-বিপদ আসিয়া পড়ে; তবে ঘাবড়াইয়াবে না, অধৈর্য হইবে না ; বরং মনে করিবে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁহার আপন বানাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন এবং আমার মর্তবা বৃদ্ধি করিতেছেন। দুঃখ-কষ্টও বান্দার জন্য একটি নে'য়ামত। এই দিশাহারা অবস্থায় অন্তরের অন্তস্থল হইতে দো'আ বাহির হয়, সেজদার স্থল নয়নাশ্রুতে ভিজিয়া যায়, মুনাজাতের স্বাদ পাওয়া যায়; যাহা স্বয়ং একটি বিরাট নে'য়ামত।

از دعا نبود مراد عاشقاں   جز سخن گفتن بآں شیریں دہاں

মাহবূবের সাথে কথা বলার আনন্দ উপভোগ করা ব্যতীত মুনাজাত করার দ্বারা আশেকের আর কোনই উদ্দেশ্য নাই।

মুদ্দাকথা আহাযারী করার তৌফিক পেরেশানীর অবস্থায়ই নছীব হয়। আমাদের আহাযারী ও কান্নাকাটি আল্লাহ পাকের নিকট অতি প্রিয় ও পছন্দনীয়। মাওলানা বলেন

نالم اورا نالہا خوش آیدش   از دو عالم نالۂ و غم بایدش

আমি কাঁদি, আমি ক্রন্দন করি। কেননা, আমার কান্নাকাটি মাহবূবে হাকীকীর খুব ভাল লাগে, উভয় জগত হইতে বান্দার কান্দাকাটি আল্লাহ পাকের নিকট খুব পছন্দনীয়।

اے خوشا چشمے کہ آں گریاں اوست   اے ہمایوں دل کہ آں بریاں اوست

যেই চোখ আল্লাহ পাকের স্মরণে কাঁদে; উহা অতি মুবারক চোখ। আর যেই অন্তর আল্লাহ পাকের মহব্বতে ভুনাভাজা ; ঐ দেলও অতি মুবারক দেল।

تا نہ گرید طفل کے جوشد لبن   تا نہ گرید ابر کے خندد چمن

যাবত শিশু ক্রন্দন না করে; মায়ের স্তনে দুধ উথলিয়া উঠে না। যাবত বৃষ্টি বর্ষিত না হয়; তাবত উদ্যান তরুতাজা সবুজ শ্যামল হয় না।

زابر گریاں باغ سبز و تر شود   زانکہ شمع از گریہ روشن تر شود

মেঘের ক্রন্দনে বাগান সবুজ শ্যামল ও তরুতাজা হয়। আর প্রদীপ যত বেশী কাঁদে ; তাহার জ্যোতি ততই বেশী বাড়ে।

ہر کجا اشک رواں رحمت بود   ہر کجا آب رواں خضرت بود

যেখানে নয়নাশ্রু-প্রবাহিত হয় সেখানেই রহমত বর্ষিত হয়। আর যেখানে পানি প্রবাহিত হয় ; সেই স্থানেই সবুজতা সজীবতা বৃদ্ধি পায়।

که برابر می کند شاه مجید اشک را در وزن با خون شهید

আল্লাহ তা'আলা পাপীদের অনুশোচনার অশ্রুকে শহীদগণের উষ্ণ শোনিতের সম ওজন মনে করেন।

مایه در بازار دنیا این زر است مایه اینجا عشق و دو چشم تر است

এই দুনিয়ার বাজারের মূলধন স্বর্ণ-রৌপ্য। আর আল্লাহ পাকের দরবারের মুলধন এশক মহব্বত আর অশ্রু সজল দুনয়ন।

জনৈক বুযুর্গ বলেন

سهر العيون لغير وجهك ضائع
وبكاهن لغير وجهك باطل

হে মাহবূবে হাকীকী! আপনি ব্যতীত চক্ষুকে বিনিদ্র রাখা চোখকে বিনষ্ট করার সমতুল্য। আর আপনার বিয়োগ বেদনা ও বিচ্ছেদ যাতনা ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য ক্রন্দন করা একেবারেই অযথা।

কষ্ট-ক্লেশে ধৈর্যধারণ করা যদিও তিক্ত ব্যাপার; কিন্তু ইহা বিস্ময়কর ও আশ্চর্য ধরনের পরশমনি। বহু বৎসর রিয়াযত মুজাহাদা যিকর, শোগল দ্বারা যে মকাম পাওয়া যায় না ছবর ও ধৈর্য ধারণের বরকতে অতি তাড়াতাড়ি উহা পাওয়া যায়। সুতরাং তরীকতপন্থীর উচিত যে, ছবরের তিক্ততাকে এই বিরাট নে'য়ামতের কারণে উহা মিষ্ট মনে করা। মাত্র কিছু দিনের কষ্ট তারপর তো কেবল হাসি আর আনন্দ। প্রাণের অর্ধেক নিয়া শত শত প্রাণ দান করেন।

نیم جان بستاند و صد جان دهد آنکه در وهمت نیاید آن دهد

অর্ধেক জান গ্রহণ করেন আর একশত জীবন দান করেন। আর এমন জিনিস দান করেন ; যাহা তোমার খেয়াল কল্পনায়ও আসে না। ছবর আজব পরশ পাথর।

صد ہزاراں کیمیا حق آفرید   کیمیائے ہمچو صبر آدم نہ دید

শত সহস্র স্পর্শমনি আল্লাহ পাক সৃষ্টি করিয়াছেন ; কিন্তু আদম সন্তানের জন্য ছবর ও ধৈর্য সর্বশ্রেষ্ঠ স্পর্শমনি।

صبر بگزیدند و صدیقیں شدند

যাহারা ছবর অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা দ্বীনের মধ্যে মজবূত হইয়া বেলায়েতের সর্বোচ্চ মকাম, আখেরী মনযিল ছিদ্দিক পদে ভূষিত হইয়াছেন।

گفت پیغمبر خداش ایماں نداد   ہر کہ را نبود صبوری در نہاد

পয়গাম্বর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ পাক ঐ বান্দাহকে ঈমানও দান করেন না ; যাহারা জন্মগত চরিত্রে ছবরের খাছলত রাখেন নাই।

ہفت سال ایوب با صبر و رضا   در بلا خوش بود با ضیف خدا

হযরত আইয়ুব (আঃ) সাত বৎসর পর্যন্ত বিপদে আল্লাহর মেহমানদের (পোকার) সাথে সন্তুষ্ট ও রাযী ছিলেন।

হযরত আইয়ুব (আঃ) যখন ঐ কষ্টদায়ক রোগ হইতে মুক্তি পাইলেন এবং পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেলেন, তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হুযুর। বিপদকালে আপনি অধিক সন্তুষ্ট ছিলেন না-কি এখন সুস্থাবস্থায় অধিক সন্তুষ্ট ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ পাকের লক্ষ লক্ষ শুকুর যে, তিনি আমাকে সুস্থতার নে'য়ামত দান করিয়াছেন। কিন্তু অসুখ ও বিপদকালে সকাল-বিকাল অদৃশ্য জগত হইতে প্রাণপ্রিয় আল্লাহ পাকের যে আওয়ায আসিত যে, আইয়ুব! কেমন আছ ? এই আওয়াযে এমন আনন্দ পাইতাম যে, লক্ষ কোটি জীবন উহার উপর উৎসর্গিত। রোগ সম্পর্কে ঐ জিজ্ঞাসা সমস্ত কষ্টকে ভুলাইয়া দিত। ঐ আওয়ায শ্রবণ করার জন্য মন কেবল ছটফট করে ; যাহার আগমন এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কষ্ট-ক্লেশে দুঃখ প্রকাশ ও প্রতিবাদ কিছুতেই করা চাই না। ইহা মস্তবড় বেয়াদবী। কেননা, দুঃখ-সুখের বন্টন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই হয়। গোলাম

ও দাসের শান তো ইহাই যে, মনিবের সন্তুষ্টির উপর রাযি-খুশী থাকা। মালেক নিজের মালে স্বাধীন, যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে নিজের সাচ্চা গোলাম বানাইয়া লন এবং তাহার পছন্দনীয় কাজ করার তৌফিক দেন, আমীন। এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের কবিতার সারমর্ম এইঃ

বন্ধুর দোষ বলা প্রেমের বেলায় কখনও ভাল নয়,
তাঁহার প্রত্যেকটি ব্যবহার আমার জন্য অন্যায় নয়।
বাহ্যিকরূপে যদিও বিপদ কিন্তু উহা দয়াপূর্ণ,
যাহাতে আমাদের ভালাই নিহিত, উহা কখনও শাস্তি নয়।
বান্দার অপূর্ণ প্রেম ভালবাসা কখনও পরিপূর্ণ হয় না,
যাবৎ নফসের চাহিদা বিলীন ও বিলোপ না হয়।
আমাদের উদ্দেশ্য সাধন না হওয়া যদি তাহার উদ্দেশ্য হয়,
তবে তাহার সন্তুষ্টিই আমরা চাই অন্য কোন দাবী নাই।
তোমার যাহা পছন্দ আমাদেরও উহা পছন্দ হউক,
তোমার যাহা পছন্দ নয়; উহা লইয়া কি করিব ?
আমার অন্তরে তোমার মহব্বতের ব্যথা; ইহা তো তোমারই দান,
তোমা হইতে উদাসীন সেই; যাহার উপর তোমার দান নাই।
আমার বিচ্ছেদ ব্যথার ক্রন্দনে হে সাধু! তুমি হাসিও না,
এশকের বেদনার সম্মুখীন তো তুমি হও নাই।
যাহাকে দেখ দুনিয়ার সম্পদে আছাড় খাইয়া পড়িয়া আছে,
আখতার মনে কর সে এশকে এলাহী পায় নাই।

জনৈক পাহাড়ী দরবেশের কাহিনী

এক দরবেশ গিরিসংকটে যাইয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট অঙ্গীকার করিল যে, আমি দুনিয়ার সমস্ত সম্পর্ক হইতে বিমুখ হইয়া আপনার এবাদতে এখানে অবস্থান করিব এবং ক্ষুধার জ্বালায় যখন অতিষ্ঠ হইব, তখন আপনার তরফ হইতে প্রদত্ত বস্তুর অপেক্ষায় থাকিব। নিজে কোন লোকের কাছে চাহিব না, এই মাঠের বৃক্ষ হইতে কোন ফল বা পত্র ছিড়িয়াও খাইব না, অবশ্য যেই ফল বায়ুর

আলোড়নে বৃক্ষ হইতে নিজে নিজে পড়িয়া যাইবে; শুধু উহা খাইয়া জীবন অতিবাহিত করিব।

বেশ কিছুদিন এই দরবেশ স্বীয় অঙ্গীকারের উপর কায়েম থাকিল। এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে পরীক্ষাসমূহ আরম্ভ হইল। আর পরীক্ষার কারণ এই ছিল যে, দরবেশ নিজের অঙ্গীকারে ইনশাআল্লাহ আমি এই ওয়াদায় কায়েম থাকিব বলে নাই। যেহেতু ইনশাআল্লাহ না বলাতে দরবেশের দাবী, অহংকার ও নিজের সাহস শক্তির উপর গর্ব প্রকাশ পাইতেছে। কাজেই তাহার এই কর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহাকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইল। তাহার অন্তর হইতে তাওয়াক্কুলের আলো বিদূরিত হইয়া গেল, তাহার অন্তর হইতে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করার শক্তি সাহস হঠাৎ একেবারে হারাইয়া গেল। এদিকে আল্লাহ তা'আলা বাতাসকে নির্দেশ দিলেন ঐ পাহাড়ের উপত্যকার দিক হইয়া গমন করিও না। ফলে পাঁচ দিন পর্যন্ত বাতাস একেবারে বন্ধ থাকার কারণে বৃক্ষ হইতে কোন ফল ভূমিতে পড়িল না। ক্ষুধার তীব্রতায় সেই দরবেশ অস্থির হইয়া গেল, অতিশয় অধৈর্য হইয়া পড়িল। দৌর্বল্য ও ক্ষীণতা তাহাকে স্বীয় ওয়াদা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে বাধ্য করিল। ঐ দরবেশ দৃঢ়তার পর্বত হইতে পথভ্রষ্টতার কূপে পতিত হইল। যখন নিজের ওয়াদা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া ঐ বৃক্ষের ফল ছিড়িয়া খাইতে আরম্ভ করিল তখন আল্লাহ পাকের গায়রত (আত্মমর্যাদাবোধ) উথলিয়া উঠিল এবং ঐ দরবেশকে শাস্তি দেওয়া হইল। কেননা, আল্লাহ পাকের আদেশ, যে ওয়াদা অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা পুরা কর।

এখন ঐ দরবেশের শাস্তির কাহিনী শুনুন ঃ– একদল চোর ঐ পাহাড়ের ধারে অবস্থান করিল। জনৈক সংবাদদাতা শহরের দারোগাকে এই সংবাদ জানাইয়া দিল যে, চোরের দল অমুক পাহাড়ের ধারে অবস্থান করিতেছে। দারোগা চোরের দল গ্রেফতার করার পূর্বে পাহাড়ের ধারে ঐ দরবেশকে দেখিয়া মনে করিল এ ব্যক্তি একটি চোর; তৎক্ষণাৎ তাহাকে পাকড়াও করিল। দরবেশ চেচামেচি অনেক করিল যে, আমি চোর নই, কিন্তু দারোগার সিপাহীরা ওদিকে মোটেই কর্ণপাত করিল না। তাহার ডান হাত বাম পাও কাটিয়া ফেলিল। ইত্যবসরে জনৈক আরোহী ঐ পথে যাইতেছিল, যখন এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল তখন দারোগা ও তাহার সঙ্গীদিগকে খুব ধমকাইতে লাগিল যে, আরে কুত্তা ! তুই এই নেক ও বুযুর্গ দরবেশের সাথে এই কি ব্যবহার করিলি ? ইনি তো অমুক শায়খে

কামেল ও যুগের আবদাল, যিনি দুনিয়া হইতে পৃথক হইয়া এই নির্জন স্থান অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণ মাত্র দারোগার শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং ভয় ও লজ্জায় খালি পায়ে খালি মাথায় ঐ দরবেশের নিকট দৌড়াইয়া গেল এবং নিজের ভুলের উপর হাউ মাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কসম খাইয়া বলিল যে, আপনি একজন বুযুর্গ মানুষ আমি জানিতাম না। ভুলে আমি একজন চোরের সদস্য মনে করিয়া এই ব্যবহার করিয়াছি। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আমাকে মাফ করিয়া দিন, নতুবা আমি এখনই আল্লাহর গযবে আক্রান্ত হইয়া হালাকা হইয়া যাইব। দরবেশ বলিলেন, ভাই! তোমার কোন দোষ নাই, আমি স্বয়ং অপরাধী। আমি নিজ মনিবের সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছি; যদ্দরুন আমি এই শাস্তি পাইলাম।

گفت می دانم سبب این نیش را   می شناسم من گناه خویش را

দরবেশ বলিলেন, আমি এই দংশনের কারণ জানি, এই শাস্তির কারণ সম্পর্কে আমার অন্তর খুব অবগত আছে যে, আমার কোন পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই শাস্তি আমার উপর চাপিয়াছে।

من شکستم حرمت ایمان او   پس یمینم برد دادستان او

আমি আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকারের মর্যাদা ভঙ্গ করিয়াছি। এই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমার হাত পাও কাটাইয়া দিয়াছেন।

مخلصان هستند دائم در خطر   امتحانها هست در ره ای پسر

একনিষ্ঠ ও মুখলেছ বান্দাগণ সমসময় শংকিত থাকেন। ওহে বৎস! আল্লাহর পথে তাহাদের বিরাট বিরাট পরীক্ষা হয়।

یا مکن نذرے کہ نتوانی وفا   بر خطر منشیں و بیروں جہ ہلا

এমন মান্নত ও অঙ্গীকার করিও না; যাহা পূর্ণ করার শক্তি ও সাহস নাই এবং আশংকার স্থানে বসাই উচিত নয় যে মানুষ বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়।

ফায়েদাহ ঃ প্রথমত ঃ গায়র শরয়ী মান্নত করা উচিত নয়। যেমন কেহ এরূপ বলে যে, আমি খানা খাইব না, পানি পান করিব না ইত্যাদি। দরবেশের এই মান্নত অঙ্গীকার এ ধরনেরই ছিল। দ্বিতীয়তঃ নিজের সাহস বলের উপর দৃষ্টি করা চাই না। সর্ব ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের উপর ভরসা রাখিবে এবং তাঁহার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করিবে। আর যেই কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, ইনশাল্লাহ্ বলা নিজের জন্য অবধারিত করিয়া লইবে। যদি কোন সময় ভুল ভ্রান্তি হইয়া যায়; তবে স্মরণ হওয়া মাত্র বলিবে। আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানী ব্যতীত নিজের হস্ত ও বাহু দ্বারা কিছুই হয় না।

ذرۂ سایہ عنایت بہتر است　　　از ہزاراں کوشش طاعت پرست

আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানীর যৎকিঞ্চিত ছায়া এবাদতকারীদের হাজার হাজার চেষ্টা তদবীর হইতে উত্তম।

دریں راہ حق عجز و مسکینیست　　　بہ از طاعت خویشتن بینیست

আল্লাহ্ তা'আলার পথে বিনয়তা, অক্ষমতা প্রকাশ করা এবাদত বন্দেগীতে গর্বিত হওয়ার চেয়ে অনেক উত্তম। খাজা ছাহেব বলেন ঃ

ناز تقوی سے تو اچھا ہے نیاز رندی
جاہ زاہد سے تو اچھی مری رسوائی ہے

তাকওয়া পরহেযগারীর গর্ব হইতে তো আকল সম্মত অস্বীকারীর আকাংক্ষাই ভাল। দরবেশের মান সম্মান হইতে অপদস্ততাই উত্তম।

দ্বীনের উপর সুদৃঢ়ভাবে কায়েম থাকার জন্য আল্লাহ্ পাকের সমীপে দো'আ করিতে থাকিবে যে, হে আমার রব! এক নিমিষের জন্যও আমাকে আমার সোপর্দ করিবেন না, আমার সকল অবস্থাকে আপনার মর্জি মাফিক ঠিকঠাক করিয়া দিন, আমার শেষ মুহূর্ত ঈমানের সাথে করুন। আমীন।

হযরত বেলাল (রাঃ)–এর কাহিনী

چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا
نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا (مجذوبؒ)

ওহে হেমন্তকাল! তুমি যদিও বাগানের রূপ রং একেবারেই বদলাইয়া ফেলিয়াছ, পরিবর্তন করিয়া দিয়াছ, কিন্তু আমরা ফুলের ডাল ছাড়ি নাই, নিজের বাসাও বদলাই নাই।

دعویٔ مرغابی کردہ است جاں — کے ز طوفان بلا دارد فغاں (رومی)

প্রাণ পানি-কাউ হওয়ার দাবী করিয়াছে, সুতরাং নদীর ভয়ংকর তুফান ও প্রবল ঝড় দেখিয়া কখনও ফরিয়াদ ও শোরগোল করে না। বরং সে বলে–

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی — حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

জীবন দিয়া দিলাম, জীবন তো তাঁহারই প্রদত্ত চিজ, আসল ব্যাপার এই যে, হক আদায় করা হয় নাই।

হযরত বেলাল (রাঃ) আফ্রিকাবাসী ছিলেন। উমাইয়া এবনে খাল্‌ফ নামীয় এক কাফেরের গোলাম ছিলেন। আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে যখন তাঁহার ঈমান নছীব হইল, তখন ছিল ইসলামের সূচনা লগ্ন, প্রাথমিক যুগ। ইসলামের শত্রুগণ মুসলমানদের শান্তিতে থাকা সহ্য করিত না। আল্লাহ পাকের নূরকে নির্বাপিত করার যথাসম্ভব চেষ্টায় লিপ্ত ছিল; কিন্তু আল্লাহ পাক ফরমাইলেন, আমি আমার এই নূরকে পরিপূর্ণ করিয়া ছাড়িব, কাফেরদের যতই অপছন্দ হউক না কেন। হযরত বেলাল (রাঃ) ইচ্ছা করিলে স্বীয় ঈমানকে গোপন রাখিতে পারিতেন এবং এই গোপনীয়তার কল্যাণে কাফেরদের কষ্ট দেওয়া হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আল্লার মহব্বত তাঁহাকে তৌহীদের কলেমা প্রকাশ করিতে বাধ্য করিল এবং এশক হাকীকী তাঁহাকে নারায়ে আহাদ আহাদ বুলন্দ করিতে ব্যতিব্যস্ত করিল।

جان او چو خنجر عشقش بدید — پا بجولاں جانب مقتل دوید

আশেকের প্রাণ মাশুকের হাতে খঞ্জর (ধারাল ছোরা) দেখিতে পাইল তখন নির্ভয়ে নিঃশঙ্কায় বধ্যভুমির দিকে সজোরে ধাবিত হইল।

خنجرش چو سوئے خود راغب بدید   سر نہادن آں زماں واجب بدید

ঐ সাচ্চা আশেক ও প্রেমীক যখন মাশুক ও প্রেমিকার খঞ্জর দেখিতে পাইল, তখন খঞ্জরের নীচে মাথা রাখা ওয়াজেব ও অবধারিত মনে করিল।

بر سر مقطوع اگر صد خندق است
پیش درد او مزاح مطلق است

আল্লাহর এশকে মাথা কাটা প্রেমিকের সম্মুখে যদি একশত খন্দক থাকে; তবে প্রেমিকের প্রেম বেদনার সম্মুখে একটি বিদ্রূপের চেয়ে বেশী নয়, তাহার একটি লম্ফ (লাফ) সমস্ত গর্তগুলি অতিক্রম করিয়া লয়। তাহার আভ্যন্তরীন ব্যথা বাহ্যিক কষ্টকে বেপরোয়া করিয়া দেয়।

دعوئ مرغابی کردہ است جاں   کے ز طوفان بلا دارد فغاں

প্রাণ পানিকাউ হওয়ার দাবী করিয়াছে। সুতরাং নদীর ভয়ঙ্কর ও প্রবল ঝড় দেখিয়া কখনও ফরিয়াদ ও শোরগোল করে না, নদীর পাখী তুফানে প্রভাবিত হয় না, বরং ঢেউয়ের উত্থান-পতনের উপর প্রবল থাকে। এরূপে আশেকের প্রাণ বিপদের ঝড়—ঝাপটায় প্রভাবিত না হইয়া আল্লাহ পাকের রাস্তা অতিক্রম করিতে থাকে।

হযরত বেলাল (রাঃ) তো উচ্চস্বরে 'আহাদ, আহাদ' বলিতেন, যদ্দরুন ঐ কাফেরের রাগ ও ক্রোধ বেলালের উপর অত্যাচার, নির্যাতন মারপিটের আকারে ফাটিয়া পড়িল। তাঁহাকে এত পরিমাণ মারিল যে, সারা দেহ রক্তাক্ত করিয়া দিল। ঐ আহতাবস্থায় গরম গরম বালুর উপর টানিত এবং বলিত যে, আগামীতে কখনও আহাদ আহাদ শব্দ উচ্চারণ করার দুঃসাহস করিও না। হযরত বেলাল (রাঃ) অবস্থার ভাষায় বলিতেন

بجرم عشق تو ہم میکشند و غوغائیست
تو نیز بر سر بام آکہ خوش تماشائیست

আপনাকে ভালবাসার অপরাধে এই কাফেরের দল আমাকে জীবনে বধ করিতেছে ও শোরগোল করিতেছে। হে মাহবূবে হাকীকী ! আপনিও দুনিয়ার আকাশে তশরীফ আনয়ন করুন এবং আপনার আশেকের এই তামাশা প্রত্যক্ষ করুন যে, কি উৎকৃষ্ট তামাশা।

একদিন হযরত আবুবকর (রাঃ) ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন এবং হযরত বেলাল (রঃ) ঐ শোচনীয় ও সাংঘাতিক রক্তাক্ত অবস্থায় উচ্চস্বরে "আহাদ, আহাদ"-এর না'রা লাগাইতেছিলেন। এই আওয়ায শুনিয়া হযরত আবু বকর ছিদ্দীক দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঐ আওয়াযের মধ্যে হযরত আবু বকর ছিদ্দীকের পবিত্র প্রাণ মাহবূবে হাকীকীর সুবাস অনুভব করিল ; যদ্দারা তিনি স্বাদে নিমগ্ন হইয়া গেলেন

بوئے جاناں سوئے جانم می رسد

মাহবূবের খোশবূ আমার প্রাণে পৌঁছিতেছে।

হযরত বেলালের এই নির্যাতন ও অত্যাচারের অবস্থা দেখিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রাণ শিহরিয়া উঠিল এবং চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি হযরত বেলাল (রাঃ)-কে নির্জনে ডাকিয়া বুঝাইলেন যে, একাকী অবস্থায় আল্লাহর নাম লইও, এই কষ্টদায়ক লোকটির সম্মুখে প্রকাশ করিও না, নতুবা এই মালাউন তোমাকে নির্যাতন করিবে। হযরত বেলাল (রাঃ) আরয করিলেন, হে শ্রদ্ধেয় হুযূর! আপনি নবীয়ে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাচ্চা দোস্ত। আপনার উপদেশ গ্রহণ করিতেছি।

দ্বিতীয় দিন পুনরায় হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) ঐ পথে যাইতে ছিলেন, তারপরও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। হযরত বেলাল (রাঃ) আহাদ আহাদ ধ্বনি উচ্চারণ করিতেছেন আর ঐ কাফের উমাইয়া তাহাকে জঘন্যরূপে মারপিট করিতেছে। এক পর্যায়ে সারাদেহ রক্তাক্ত হইয়া গেল। এই সাংঘাতিক বেদনাময় দৃশ্য দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন এবং হযরত বেলাল (রাঃ)-কে পুনরায় নছীহত করিলেন যে, ভাই! এই কষ্টদাতার সম্মুখে আহাদ কেন বল ? মনে মনে চুপি চুপি আহাদ আহাদ বল, হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা, তওবা করিতেছি। এখন হইতে আপনার পরামর্শের বিরুদ্ধাচারণ করিব না।

بلبل کو نہ کر تو اے ناداں پابند سکوت و خاموشی
جب اس کو چمن یاد آئیگا فریاد لبوں تک آئے گی

ওরে নির্বোধ! বুলবুলকে চুপ থাকিতে বাধ্য করিও না, বাগানের কথা মনে পড়িলেই উহার ঠোটে আসিবে ফরিয়াদ ও শোরগোল।

باز پندش داد باز او توبہ کرد   عشق آمد توبۂ او را بخورد

হযরত ছিদ্দীক আকবর (রাঃ) তাহাকে নিরব থাকার জন্য উপদেশ দিলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) পুনঃ তওবা করিলেন। এশক আসিয়া তাঁহার তওবা খাইয়া ফেলিল। মাশুকের যেকের ব্যতীত আশেক শান্তি পায় না।

মুদ্দাকথা হযরত বেলাল (রাঃ) শত সহস্র কষ্ট মুছীবত সত্ত্বেও এশকের রহস্য গোপন রাখিতে পারিলেন না। আহাদ আহাদ উচ্চারিত হইতে লাগিল।

عشق خونی چوں کند زہ بر کماں   صد ہزاراں سر بہ پولے آں زماں

খুনী এশক যখন ধনুকের তারে তীর রাখে তখন লক্ষ লক্ষ মস্তক এক পয়সার বিনিময়ে বিক্রি হয়।

تن بہ پیش زخم خار آں جہود   جان او مست و خراب آں ودود

হযরত বেলালের দেহ ঐ জালেম কাফেরের সম্মুখে জখমী, আহত ছিল। কিন্তু তাহার রূহ আল্লাহ তা'আলার দরবারের নৈকট্যে মত্ত উন্মত্ত ছিল।

আল্লাহ তা'আল্লার সাথে এই মহব্বতের নামই হাকীকী মহব্বত। বড়ই আফসোস ও আক্ষেপের বিষয় এই যে, আজকাল লোকেরা নফসের পূজাকে মহব্বত বলে। তওবা, তওবা, ইহা কিছুতেই মহব্বত নয়। রূপক সৌন্দর্যের কারণে যেই মহব্বত হয় উহা এশক নয়, উহা ফিসক তথা মহাপাপ। ইহা রুটির কুফল। রুটি না পাইলে বন্ধুরা এশক ভুলিয়া যায়, রুটির অন্বেষণে দৌড়ায়। আল্লাহ তা'আলার প্রতি এশক মহব্বত ইহা মুমেনের মূল উপাদানের রাখা হইয়াছে। এ কারণে যদি রুটি নাও পায়; তবুও মোমেনের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার মহব্বত কম হয় না। বাস্তবে মহব্বত ঐ

আত্মসমর্পণের নাম ; যে মাহবূবে হাকীকী যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করিবেন আর বান্দাহ প্রত্যেক ব্যবহারে রাযী ও খুশী থাকিবে।

عاشقی چیست؟ بگو بندۂ جاناں بودن
دل بدست دگرے دادن و حیراں بودن

এশক-প্রেম কি বস্তু ? বল, মাহবূব ও প্রেমাষ্পদের দাস হইয়া যাওয়া, নিজের জান প্রাণকে অন্যের হাতে সোপর্দ করা ও দিশাহারা হওয়া!!

আল্লাহ তা'আলা আপন বান্দাগণের দূরাবস্থা কান্নাকাটি অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং শত সহস্র রহমত ও মেহেরবাণী সত্ত্বেও নিজের মকবূল বান্দাগণের দো'আ কোন কোন সময় দেরিতে কবূল করেন, যাহাতে প্রয়োজন মিটিয়া যাওয়ার কারণে তাহার আহাযারীর ধারাবাহিকতা বন্ধ হইয়া না যায়। আর আমার দরবারে আল্লাহ গো, আল্লাহ গো! বলিতে থাকে এবং কান্নাকাটি করিতে থাকে।

خوش ہمی آید مرا آواز او وان خدایا گفتن وآں راز او

তাহার আল্লাহ গো! বলা কান্নাকাটি করা, তাহার অন্যান্য শব্দাবলী আমার খুবই ভাল লাগে।

نالۂ مومن ہمی داریم دوست گو تضرع کن کہ ایں اعزاز اوست

মোমেনের কান্না আমি ভালবাসি, মোমেনকে কাঁদিতে, আহাযারী করিতে বল, ইহাই তাঁহার সম্মান ও ইজ্জত।

عشق از اول چرا خونی بود تا گریزد ہر کہ بیرونی بود ;

এশক মহব্বতের পথ দূর হইতে রক্ত রাঙ্গা পথ মনে হয়, যাতে গায়র মুখলেছ গায়র আশেক এই পথে কখনও পাও না বাড়ায়। আসলে এই রক্তাক্ত দৃশ্য বন্ধুর বাড়ীর দারোয়ান, যাহাতে অপরিপক্ক আশেক এদিকে না আসে। নতুবা মহব্বত যখন পাকা হয় তখন আশেকের শান ও অবস্থা এই হয়

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت
سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

আশেকে ছাদেক সত্য প্রেমিক তো ইহাই বলে যে, ওহে মাহবূব! আপনার তরবারীর নীচে বধ হওয়ার এই মর্তবা শক্রর ভাগ্যে যেন না জোটে। আপনার খঞ্জর ও তরবারী পরীক্ষা করার জন্য আপনার বন্ধুবর্গের মস্তক ও গর্দান বিদ্যমান আছে।

মনে কর, কোন আশেক কাহারও প্রেমে পড়িয়া দশ বৎসর যাবত বিচ্ছেদ বেদনায় বিগলিত হইতেছে এবং বন্ধু বিয়োগে শুষ্ক হইয়া কন্টকসদৃশ হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ তাহার প্রেমাষ্পদ আসিয়া তাহাকে এমন সজোরে চাপিয়া ধরিল যে, তাহার পাজরের হাড়গুলি চূর্ণ-বিচুর্ণ হইতে লাগিল এবং চক্ষু বাহিরে নির্গত হওয়ার উপক্রম হইল। আর ঐ মাহবূব প্রেমাষ্পদ এরূপ বলে যে, আমার এই আচরণ যদি তোমার ভাল না লাগে; তবে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিয়া অন্যের সাথে কোলাকুলি করিব এখন বলতো সে কি বলিবে, যদি বাস্তবিকই আশেক ও প্রেমিক হইয়া থাকে; তবে ইহাই বলিবে যে

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے — یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

তোমার পদতলে আমার প্রাণ বাহির হউক: ইহাই তো অন্তরের অন্তঃস্থলের আকাংক্ষা এবং ইহাই আরজু আবেদন।

ঐ সময় অন্যান্য লোকেরা তাহার দেহের বাহ্যিক কষ্ট দেখিয়া ইহা মনে করিবে যে, বড় কষ্টে আছে ; কিন্তু স্বয়ং তাহার অন্তরের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে, সে কেমন আনন্দের উদ্যানে ও বাগানে আছে। সে তো এই সময়টুকুকে গনীমত বিনা পরিশ্রমে অসীম সম্পদ মনে করিবে এবং সে কামনা করিবে যে, এহেন সময় দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হউক। অতএব রূপক প্রেম ও এশকে মাজাযীর প্রতিক্রিয়া যখন এই তখন বাস্তব ও হাকীকী এশকের স্বাদ নিজেই অনুমান কর।

جرعہ خاک آمیز چوں مجنوں کند — صاف گر باشد ندانم چوں کند

মাটিমিশ্রিত এক ঢোক যখন পাগল করিয়া ফেলে, পরিষ্কার হইলে জানিনা কি করিয়া ফেলিবে ?

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়া লওয়া চাই যে, যাহারা এশকে এলাহীতে নিহত তাঁহারা যদিও বাহ্যতঃ কষ্ট-মুছীবতে বেষ্টিত দৃষ্টিগোচর হয়, কাপড়ে তালি লাগানো, ক্ষুধায় চেহারা মলিন ও পাংশুবর্ণ, কিন্তু তাহাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য ও নৈকট্যের যে বাগান সবুজ শ্যামল তরতাজা ফলে ফুলে ভরপুর আছে ; উহার সংবাদ যদি রাজা-বাদশাহগণ পাইত ; তবে শাহী মুকুট ও রাজসিংহাসনের আনন্দ একেবারে ভুলিয়া যাইত।

ہاں وہاں ایں دلق پوشاں من اند
صد ہزار اندر ہزاراں یک تن اند

আল্লাহ পাকের তরফ হইতে মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন, এই টুটা-ফাটা বস্ত্র পরিহিত দুর্দশাগ্রস্ত লোকগুলি আমার খাছ বান্দা, লক্ষ লোকের মধ্যে এমন একজন ভাগ্যবান পয়দা হয়। আল্লাহ পাকের মহব্বতই জগতের উদ্দেশ্য। ইহাই জেন্দেগীর প্রাণ।

মোটকথা, হযরত বেলাল (রাঃ) শত আগ্রহে শত শত মুছীবত বরদাশত করিতেছিলেন। কেননা, তাঁহার সম্মুখে আল্লাহর সন্তুষ্টির বিরাট পুরস্কার ছিল।

عاشقم بر رنج خویش و درد خویش
بہر خوشنودی شاہ فرد خویش

আমি আমার মাহবূবের সন্তুষ্টির জন্য নিজের দুঃখবেদনার প্রতি আসক্ত।

হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর কয়েক বার নছীহত করা সত্ত্বেও যখন প্রত্যেকবার এই তামাশাই অবলোকন করিলেন যে, কাফের উমাইয়া অত্যাচার নির্যাতন করিতেছে। আর হযরত বেলাল (রাঃ) আহাদ আহাদ না'রা উচ্চারণ করিতেছে তখন হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) এই ঘটনা হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে পেশ করিলেন। হযরত বেলাল (রাঃ)-এর মুছীবত শ্রবণ করিয়া রাহমাতুল লিল আলামীন হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চক্ষু ব্যথায় অশ্রু সজল হইয়া গেল।

নবীজী বলিলেন, ওহে ছিদ্দীক! বেলালকে এই বিপদ হইতে মুক্ত করার ব্যবস্থা তদবীর কি ? হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) আরয করিলেন, ইহা রাসূলাল্লাহ! আমি উহাকে খরিদ করিয়া লইব। নবীজী বলিলেন, বহুত আচ্ছা, তবে বেলালের খরিদদারীতে আমিও শরীক হইতে চাই। আল্লাহু আকবার!! কেমন সৌভাগ্য হযরত বেলালের যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে খরিদ করিতেছেন। ঐ কালো বর্ণের দেহের অভ্যন্তরে আল্লাহর মহব্বতের এমন নূরানী জ্যোতির্ময় দেল ছিল যে, নবীজী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহার ক্রেতা হইলেন।

মুদ্দাকথা, হযরত ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ) উমাইয়া এবনে খালাফের নিকট গেলেন, ঐ সময়ও ঐ কাফের হযরত বেলাল (রাঃ)-কে মারধর করিতেছিল। বলিলেন, এই ওলীআল্লাহকে কেন মারিতেছ ? উমাইয়া বলিল, তোমার যদি এতই সহানুভীতি হামদর্দি থাকে ; তবে টাকা আন এবং ইহাকে লইয়া যাও।

হযরত ছিদ্দীক আকবর (রাঃ) বলিলেন, শুভ্রদেহী কালো অন্তর একটি য়াহুদী গোলাম তুমি লও, উহার বিনিময়ে এই কৃষ্ণদেহী উজ্জ্বল দেলওয়ালা এই হাবশী গোলাম আমাকে দিয়া দাও।

تن سپید و دل سیه هستش بگیر   در عوض ده تن سیاه و دل منیر

হযরত ছিদ্দীক আকবর (রাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)- কে সাথে লইয়া নবীজীর দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি কেমন জিনিস খরিদ করিলাম ? সাদা শরীর এবং কালো অন্তর গোলাম দিয়া আসিলাম, এবং কালো দেহ নূরানী অন্তর লইয়া আসিলাম। হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন, অতি উত্তম জিনিস খরিদ করিয়াছেন ছিদ্দীক ছাহেব। নবীয়ে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বেলাল (রাঃ)-কে নিজের মুবারক ছিনায় লাগাইলেন। মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন

مصطفیٰؐ اش در کنار خود کشید   کس چه داند لذتے کو را چشید

হযরত বেলাল (রাঃ)-কে হযরত মুহাম্মদ মুছতাফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রহমতের কোলে তুলিয়া লইলেন, হযরত বেলাল (রাঃ)-এর অন্তর ঐ মুহূর্তে যেই আনন্দ প্রফুল্লতা অনুভব করিলেন। কোন্ ব্যক্তি উহা বুঝিতে সক্ষম হইবে ?

সুলতান মাহমূদ ও ইয়াযের কাহিনী

একদিন ভোরবেলা সুলতান মাহমূদ রাজত্বের সভাসদগণের আকলবুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য শাহী ধনভাণ্ডার হইতে একটি অতিমূল্যবান একটা মুক্তা বাহির করাইলেন। সর্বপ্রথম উযীর মহোদয়ের হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মুক্তা কত মূল্যে বিক্রয় হইবে ? উযীর আরয করিল হুযুর। স্বর্ণ বোঝাই দুই শত গাধার চেয়েও ইহার মূল্য অনেক বেশী ইহা অতি মূল্যবান মুক্তা।

সুলতান মাহমুদ বলিলেন, আচ্ছা, তবে আমার আদেশে এই মূল্যবান মুক্তাকে চুর্ণ বিচুর্ণ করিয়া ফেলুন। উযীর বলিল, হুযূর! আমি এই মূল্যবান মুক্তা বিনাশ করিব না। আমি আপনার ধনভাণ্ডারের হিতাকাংক্ষী আর এই মুক্তা ভাঙ্গিয়া ফেলা বদখাহী হইবে। বাদশাহ তাহাকে খুব সাবাশী দিলেন এবং একটি শাহী উপঢৌকন দান করিলেন এবং ঐ মুক্তাকে উযীরের হাত হইতে লইয়া অন্য একজন বাদশাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত উচ্চপদধারীকে দিলেন এবং তাহার নিকটেও ইহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বলিল, হুযূর! এই মূল্যবান মুক্তার দাম আপনার রাজত্বের অর্ধেক। আল্লাহ তা'আলা এই মুক্তা হেফাযতে রাখুন। বাদশাহ তাহাকেও আদেশ করিলেন, এই মুক্তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেল। সে বলিল, হুযূর! এমন মূল্যবান মুক্তাকে ভাঙ্গিবার জন্য আমার হস্ত আলোড়িত হইতে পারে না। এই মুক্তাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা রাজধনভাণ্ডারের সহিত শত্রুতার সমার্থ হইবে। সুলতান মাহমূদ তাহাকেও শাহী তোহফা দান করিলেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মোটকথা, বাদশাহ রাজত্বের ১৬৫ জন সদস্যকে একে একে ডাকিয়া আনিয়া এই ব্যবহার করিলেন এবং সকলেই উযীরের পদাংকানুসরণ করিল এবং শাহী উপঢৌকন হাছেল করতঃ সুলতানের প্রশংসাও কুড়াইয়া লইল। বাদশাহ যখন সকলের পরীক্ষা সমাপ্ত করিলেন এবং সকলকে পুরস্কার প্রদান করিলেন। সর্বশেষে ইয়াযকে ডাকিলেন এবং মুক্তা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, ইয়ায! সকলেই এই মুক্তাকে দেখিয়াছে তুমিও ইহার চমক–ধমককে দেখ এবং চিন্তা করিয়া বল, ইহার মূল্য কত হইতে পারে?

ইয়ায আরয করিল, হুযূর! এই মুক্তার মূল্য আমি যতই বলি না কেন উহার চেয়েও অনেক দামী এবং অধিক মূল্যবান হইবে। বাদশাহ হুকুম দিলেন, আচ্ছা

তবে এই অমূল্য মুক্তা এখনই ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দাও। ইয়ায বাদশার মেযাজ বুঝিত এবং বুঝিতে পারিয়াছিল যে, বাদশাহ এখন পরীক্ষা করিতেছেন। বাদশাহর হুকুম শ্রবণমাত্র সে ঐ অতি মূল্যবান মুক্তাকে চুর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল, পুরস্কার-উপঢৌকনের একটুও লোভ করিল না। ইয়াযের মুক্তা চুর্ণ-বিচূর্ণ করার সাথে সাথে রাজত্বের সমস্ত রুকন, সভাসদগণ চেচাইয়া উঠিল এবং বিশিষ্ট মহলে শোরগোল পড়িয়া গেল। রাজত্বের সকল উযীর বলিতে লাগিল, আল্লাহর শপথ, এই লোকটি নেমকহারাম, অকৃতজ্ঞ যে এই জ্যেতির্ময় সম্মানিত মুক্তাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ইয়ায বলিল, সম্মানিত বুযুর্গগণ! বাদশাহর নির্দেশের মূল্য বেশী না-কি এই মুক্তার ?

ওহে লোকসকল! তোমাদের দৃষ্টি মুক্তার উপর, বাদশাহর উপর নয়। আমি আমার দৃষ্টিকে বাদশাহর উপর নিবদ্ধ রাখিব। কেননা, বাদশাহের দিক হইতে দৃষ্টি সরাইয়া মুক্তার দিকে মনোযোগী হওয়া বাদশাহর মহব্বতে ও তাবেদারীতে শিরক তুল্য।

(۱) گفت ایاز اے مہتران نامور — امر شہ بہتر بقیمت یا گہر

(۲) من ز شہ بر می نگردانم بصر — من چو مشرک روئے نارم در گہر

(۳) گوہر امر شاہ بود اے ناکسان — جملہ بشکستید گوہر رامیان

(۴) چوں ایاز ایں راز بر صحرا فگند — جملہ ارکاں خوار گشتند و نژند

ইয়ায বলিল, ওহে নামী দামী বুযুর্গগণ! মুল্যায়নে বাদশাহর হুকুম উত্তম না-কি মুক্তা!

আমি বাদশাহ হইতে দৃষ্টি অপসারণ করিব না, মুশরিকের ন্যায় মুক্তার দিকে মুখ করিব না।

ওরে নালায়েকগণ! আসল মুক্তা তো বাদশাহর আদেশ, তোমরা সকলেই বাদশাহর আদেশের মুক্তা ভাঙ্গিয়াছ। যখন ইয়ায রাজত্বের কর্মকর্তাদের সম্মুখে এই রহস্য প্রকাশ করিল, সকল কর্মকর্তা (যাহারা ইয়ায বাদশাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে অন্তরে হিংসা পোষণ করিত) তাহার বিজয়ে অপদস্ত লজ্জিত হইয়া গেল।

ফায়েদাহ ঃ এই কাহিনীতে নছীহত, উপদেশ পাওয়া গেল যে, হাকিমের হুকুমের পর প্রকৃত আদব হুকুমের উপর আমল করা। ইয়ায মাহমূদকে মহব্বত করিত আর উযীর আমীরগণ নিজের গদি, পদ এবং বেতনকে ভালবাসিত। এই আকল ও শুভবুদ্ধি ইয়াযের মধ্যে ছিল, মহব্বতের কল্যাণেই ইয়াযের মধ্যে এই সুবুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছিল, মহব্বত স্বয়ং মহব্বতের আদব শিক্ষা দান করে। এই সুবুদ্ধি ও মারেফাত শুধু আকলের দ্বারা আসে না, মহব্বতের দ্বারাই পয়দা হয়। শয়তানের মধ্যে আকল তো ছিল; কিন্তু এশক ও মহব্বত ছিল না। কাজেই সে আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর প্রতিবাদ করিয়া বসিল। অথচ আল্লাহ পাকের হুকুমের মাহাত্ম্যের চাহিদা তো এই ছিল যে, তৎক্ষণাৎ আমল করিত। ফল এই দাঁড়াইল যে, সে মালাউন দরবারে এলাহী হইতে বিতাড়িত হইল। আর হযরত আদম (আঃ) আশেক ছিলেন, নিজের ত্রুটিকে স্বীকার করার সাথে সাথে মাহবূবে হাকীকীকে রাজী-খুশী করার চিন্তা ফেকেরে নয়নাশ্রুর নদী প্রবাহিত করিয়া দিলেন।

এই কাহিনীর মধ্যে আল্লাহ পাকের আদেশ-নিষেধের মর্যাদা এবং বিনা বাক্য ব্যয়ে আমল করার জ্বলন্ত আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে। মাহমূদ ও ইয়াযের সম্পর্ক মনিব ও গোলামের সম্পর্ক ছিল। আর আল্লাহ তা'আলার সাথে আমাদের সম্পর্ক এরচেয়ে অশেষ অধিক গভীর সম্পর্ক। আমাদের দেহের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট পালিত লালিত দাস ও গোলাম। আর এমন আধিপত্য যে অন্য কেহ ইহাতে শরীক নাই।

জেহাদের মাসআলার মধ্যে এই আদবের শিক্ষা যে, কাফেরও আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলার দান-দক্ষিণা লালন-পালন তাহাদের উপরও ব্যাপকভাবে করেন যেমন মুমেনের উপর, কিন্তু এতদসত্ত্বেও যখন জেহাদের নির্দেশ হয় তখন এই চিন্তা নিতান্ত বেআদবী যে, এতগুলি লোকের লালন পালনে আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্র, পূর্ব-পশ্চিমের মেঘমালা, উত্তর-দক্ষিণের বায়ু, সমুদ্র-পাহাড়, লক্ষ লক্ষ মেসিন, লক্ষ লক্ষ কারিগর–শ্রমিক, লক্ষ লক্ষ জীবজন্তু কাজে নিয়েজিত ছিল। যাহাদের প্রতিপালনের জন্য জীবন–ধারণের জন্য সমগ্র সৃষ্টিজগতকে তাহাদের খেদমতের জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে ঐ মানুষগুলিকেই জেহাদের সময় মিনিটের মধ্যে সেকেণ্ডের মধ্যে বধ করার হুকুম

হইতেছে। এখন এখানে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করার অবকাশ নাই। এক্ষণ আল্লাহ তা'আলার হুকুমের মাহাত্ম্যের সামনে সমগ্র বিশ্ব-ভূবনের কোনই মূল্য নাই। শাহী নির্দেশ ভাল না-কি মুক্তা? এখন আদবের চাহিদা এই যে, কাফেরদের গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হউক।

بے حکم شرع آب خوردن خطاست   دگر خوں بفتوٰی بریزی رواست

শরীয়তের নির্দেশ ব্যতীত এক ফোটা পানি পান করাও অপরাধ। যেমন রমযান মাসে রোযার বিধান, আর যখন জেহাদের ফতুয়া হয় তখন রক্তপাত ওয়াজেব।

گوہر حق را با مر حق شکن   بر زجاجہ دوست سنگ دوست زن

হক তা'আলার মুক্তাকে হক তা'আলার নির্দেশে ভাঙ্গিয়া ফেল, বন্ধুর কাঁচকে (আল্লাহর সৃষ্টিকে) বন্ধুর নির্দেশের পাথর দ্বারা (অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে) ভাঙ্গিয়া ফেল।

বন্ধুর নির্দেশের সম্মুখে কাঁচের মূল্যের দিকে দৃষ্টি করিবে না। এমন যেন না হয় যে, কাঁচের মূল্য আমল করার পথে প্রতিবন্ধক হয়।

এই কাহিনীর মধ্যে মাওলানা রূমী একটি ব্যাপক কানুন বর্ণনা করিয়াছেন। যদ্দারা মানুষ নিজের দাসত্ব ও গোলামীকে পথভ্রষ্টতা ও নাফরমানী হইতে রক্ষা করিতে পারে।

এই ঘটনার মধ্যে সালেকীন ও তরীকতপন্থীদের জন্য এই ছবক ও শিক্ষা রহিয়াছে যে, আল্লাহর মর্জির বিপরীত নফসের যত চাহিদা আছে উহা যতই মূল্যবান সুস্বাদু রঙ্গীন দৃষ্ট হউক না কেন আল্লাহ পাকের আশেকীন ও প্রেমিকগণের উচিত কোন অন্যায় খাহেশের উপর কিছুতেই আমল করিবে না, বরং এই খাহেশ ও চাহিদার মুক্তাকে হুকমে এলাহীর পাথর দ্বারা বিনা দ্বিধায় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিবে এবং কোন সুশ্রী গোঁফবিহীন ছেলে কিংবা আজনবী নারীকে দেখিবে না, যদিও জীবন যাওয়ার উপক্রম হয়।

হযরত যুন্নুন মিসরীর কাহিনী

آں دم کہ دل بعشق دہی خوش دمے بود
درکار خیر حاجت ہیچ استخارہ نیست

ঐ সময়টা কতই না বরকতময় যখন দেলকে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে উৎসর্গিত করা হয়, এবং এমন ভাল কাজে এস্তেখারা করার প্রয়োজন নাই। কতই না বরকতময় সময় ছিল যখন হযরত যুন্নুন মিসরীকে আল্লাহ তা'আলা নিজের মহব্বতের ব্যথা বেদনা দান করিলেন।

بلبل کو دیا نالہ تو پروانہ کو جلنا غم ہم کو دیا ایسا جو مشکل نظر آیا

বুলবুলকে ক্রন্দন দান করিলেন, আর পতঙ্গকে দিলেন পুড়িয়া মরার স্পৃহা, আমাদিগকে এমন পেরেশানী দান করিলেন যাহা মুশকিল দেখা গেল। অন্তরে একটি তড়প সৃষ্টি হইল, যদ্দরুন আহাযারী কান্না ও ফরিয়াদ আরম্ভ হইল।

আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের একটুকানি দুঃখ-দরদ উভয়জগতের নে'য়ামত হইতে বহু উর্ধ্বে। ইহা এমন ব্যথা যে, সমস্ত দুঃখ–দরদ চিন্তা–ভাবনা হইতে মুক্ত করিয়া দেয়, এবং ইহা এমন উৎকৃষ্ট রোগ যে যাবতীয় রোগ–ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি দান করে ঐ অন্তর যাহা শুধু দুনিয়ার অস্থায়ী স্বাদ মজা সম্পর্কে অবগত ছিল এশকে হাকীকীর ফয়েয বরকতে এখন উহার উড্ডয়ন আসমানের উপরে আরশ পর্যন্ত।

پر ابدالاں چو پر جبرئیل می پرد تا ظل سدرہ میل میل

ওলী-আবদালগণের উড্ডয়ন হযরত জিব্রাঈল (আঃ)–এর উড্ডয়নের ন্যায়, ছিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত হাজার হাজার মাইল উড্ডয়ন করেন।

আরেফ লোকদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট সান্নিধ্যের অনুভূতির বরকতে ঐ বিশেষ হাল অবস্থা অনুভব করেন যাহার শান-শওকতের সম্মুখে শরাব ও মদিরা তাহার মত্ততার মধ্যে ঐ হাল অবস্থার ভিখারী মনে হয়। আর আরেফের কলবের শূন্যস্থান এত প্রশস্ত যে, আসমান স্বীয় ঘূর্ণয়নে তাহার হুশজ্ঞানের কয়েদী। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আরেফের রূহ আল্লাহ

তা'আলার ফয়েয ও বরকতের কারণে দুনিয়ার সাথে নামেমাত্র সম্পর্ক থাকে, আর আলমে আখেরাতের সাথে সম্পর্ক প্রবল থাকে।

মাওলানা রূমী বলেন

بادہ در جوشش گدائے جوش ماست
چرخ در گردش اسیر ہوش ماست

শরাব তদীয় জোশের ব্যাপারে আমাদের জোশের ভিক্ষুক, আকাশ তাহার ঘূর্ণয়নে আমাদের হুঁশ-জ্ঞানের কয়েদী।

আমার শায়খ ও মুর্শিদ হযরত আবদুল গনী ফুলপুরী (রঃ) হযরত থানবী (রঃ) –এর নিকট নিজের বাতেনী অবস্থা লিখিয়াছিলেন যে, হযরত! আমার এমন অনুভব হয় যে, দুনিয়ার বুকে নয়; আখেরাতের যমীনে চলাফেরা করি। দুনিয়ার কাজকর্ম আখেরাতের ফেকেরের অন্তরায় হয় না। আল্লাহ তা'আলার সাথে মজবুত সম্পর্ক অন্তরে যখন দৃঢ় ও বদ্ধমূল হয়, তখন এরূপ অবস্থাই হইয়া যায়। আর কোন কোন সময় আরেফগণের উপর বিশিষ্ট মেহেরবানীর বিশেষ অবস্থা আনন্দ উৎফুল্লকে শব্দ প্রকাশ করিতে পারে না। যেই রূহের উপর এই বিশেষ অবদান অবতীর্ণ হয়, সেই শুধু বোঝে এবং আনন্দ প্রফুল্লতা উপভোগ করে।

جب کبھی وہ ادھر سے گذرے ہیں   کتنے عالم نظر سے گذرے ہیں

তিনি যখন এই পথে গমন করিয়াছেন ; কত যে জগত দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আল্লার মহব্বতে হযরত যুন্নুন মিসরী বিস্ময়কর অবস্থার সম্মুখীন হইলেন। মাওলানা রূমী বলেন, এমন শোরগোল পাগলামী বিরাজ করিতেছিল যে, তাহার আহাযারী হা-হুঁতাশে মানুষের কলিজা ওষ্ঠাগত হইতেছিল। এশক মহব্বতে কান্না ও ফরিয়াদ ব্যতীত আর কিছুই ভাল লাগে না।

কান্নাকাটি আহাযারী দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পথ অতি তাড়াতাড়ি অতিক্রম করা যায়, এত পরিমাণ নৈকট্য লাভ হয় যে, শত শত বৎসরের রিয়াযত মুজাহাদার দ্বারা ইহা ভাগ্যে জোটে না। মহব্বতের সর্বোচ্চ পুরস্কার এই তড়প ও আছাড় পাছাড়। যখন হযরত যুন্নুন মিসরীর এশক মহব্বতের জোশ সীমা অতিক্রম করিয়া গেল এবং তাঁহার আহাযারীতে মানুষ অক্ষম ও অতিষ্ঠ হইল, তখন বাহ্য ছূফীদের একটি দল তাঁহাকে জেলখানায় বন্দী করিল।

যখন হযরত যুন্নুন মিসরী জেলখানার দিকে তুষ্ট মনে সন্তুষ্টচিত্তে যাইতেছিলেন, তখন তাহার দোস্তবন্ধুগণও হামদরদীস্বরূপ সাথে সাথে চলিতেছিল। যখন তাঁহাকে জেলখানায় প্রবেশ করাইয়া গেট বন্ধ করিয়া দিল, তখন দোস্তবন্ধুগণ চিন্তা-ফেকের আরম্ভ করিল যে, ব্যাপার কি ? এতবড় বাতেনী শায়খ মুরশিদকে জেলখানায় আবদ্ধ করা হইল, মনে হয় বাতেনী চন্দ্রকে পাগলামীর মেঘ দ্বারা ঢাকিতে চান এবং জনসাধারণের ক্ষতি হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন অথবা বুদ্ধিমান লোকদের সাহচর্য হইতে অতিষ্ঠ হইয়া নিজেকে পাগল বানাইয়াছেন। অবশেষে তাহারা জেলখানায় লৌহগেইটের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল যে, হুজূর! আমরা আপনার একনিষ্ঠ ও মুখলেছ দোস্ত ও বন্ধু! আপনার অবস্থা জানার জন্য উপস্থিত হইয়াছি এবং আমরা ভাবিয়া হয়রান হইতেছি যে, কে আপনার উপর পাগলামীর দোষারোপ করিল ? আপনি তো জ্ঞান আকলের সমুদ্র। এই বাহ্যিক ছুফী লোকেরা আপনার নৈকট্যের মকাম, বাতেনী বুলুন্দী সম্পর্কে অনবগত এবং আপনাকে পাগল ও দেওয়ানা মনে করে। অথচ আপনি তো আল্লাহ পাকের আশেক। আমরা আপনার সাথে সাচ্চা মহব্বত রাখি এবং পরম হিতৈষী বন্ধু। মেহেরবানী করতঃ আমাদিগকে এই রহস্য খুলিয়া বলুন যে, আপনি এই জেলখানার মধ্যে নিজের জানকে কেন বিনষ্ট করিতেছেন ? বন্ধুদের নিকট গুপ্ত রহস্য গোপন রাখা সমীচীন নয়।

হযরত শায়খ যুন্নুন মিসরী তাহাদের কথাবার্তার মধ্যে এখলাছের গন্ধ অনুভব করিলেন না। অতএব এখলাছের পরীক্ষা করার জন্য তাহাদের দিকে পাথর উঠাইয়া দৌড়াইলেন যেমন পাগল অতিষ্ঠ হইয়া মানুষকে মারার জন্য দৌড় দেয়। এই ব্যাপার দেখা মাত্র ঐ সকল লোকেরা আঘাতের ভয়ে পালাইয়া গেল। তাহাদের পলায়ন দেখিয়া তাহাদের ভক্তি মহব্বতের উপর অট্টহাসিতে ফাটিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন এই দরবেশের বন্ধুদোস্তদিগকে তো দেখ, ওরে নির্বোধের দল! তোমরা দোস্তী মহব্বতের কি বুঝিবে ?

کے گراں گیرد ز رنج دوست دوست
رنج مغز و دوستی او را چو پوست

সাচ্চা ও একনিষ্ঠ দোস্ত দোস্তের দুঃখ-কষ্ট হইতে কবে কোথায় দূরে সরিয়া যায় ? বন্ধুর বন্ধুত্ব তো খোল ও আবরণ। দোস্তের পক্ষ হইতে দুঃখ–কষ্ট প্রকৃত মগয ও মস্তিষ্ক।

دوست ہمچو زر بلا چوں آتش است
زر خالص در دل آتش خوش است

দোস্তবন্ধু তো স্বর্ণ সদৃশ, আর বালা-মুছীবত আগুনের ন্যায়, খালেছ স্বর্ণ আগুনের ক্লেশে আরো উজ্জ্বল হয়, সন্তুষ্ট হয়। আর কাচ্চা অপরিপক্ক আশেকের অবস্থা এই হয়

تو بیک زخمے گریزانی ز عشق   تو بجز نامے نمی دانی ز عشق

ওহে শ্রোতা শোন, তুমি যখন মাত্র একটি আঘাতেই এশক হইতে ইস্তিফা দিয়াছ এবং পলায়নের পথ অবলম্বন করিয়াছ, তবে তোমার এশকের বূবাতাস ও গন্ধও লাগে নাই। তুমি শুধু এশকের নাম শুনিয়াছ। অতএব মহব্বতের পথ এত সহজ নয়, কলব ও কলিজাকে রক্ত পানি করিতে হয় ; তবে এই পথ অতিক্রম হয়।

نازپروردۂ تنعم نبرد راہ بدوست
عاشقی شیوۂ رندان بلاکش باشد

আয়েশ-আরামে লালিত-পালিত ব্যক্তি বন্ধুর পথ কি অতিক্রম করিবে? বন্ধুত্ব তো বিপদ সহিষ্ণু ছূফীর কাজ; যে আল্লাহর পথের প্রত্যেক বিপদ বরদাশত করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

অত্রএব আল্লাহ তা'আলার পথে বীর পুরুষের ন্যায় পাও রাখা চাই। আমাদের এক বুযুর্গ বাবা ছাহেব মাওলানা থানুবী ছাহেবের খলীফা মুজাযে ছোহবত (এছলাহে নফসের অনুমতিপ্রাপ্ত খলীফা) তিনি বলিতেন–

مان لے اور ٹھان لے

অর্থাৎ প্রথমে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক ও মহব্বত স্থাপন কর, তারপর তাঁহার পথে যে কষ্ট-ক্লেশ আসিবে, উহা বরদাশত করার অঙ্গীকার করিবে। দুনিয়ার ব্যবসা–বাণিজ্য চাকরী–নকরীর জন্য মানুষেরা কত প্রকারের বিপদ মুছীবত সহ্য করে। আর ইহা তো আখেরাতের কারবার।

এশকে মাজাযীর চিকিৎসার কাহিনী

জনৈক তালেবে এলম নফসের এছলাহ ও সংশোধনের জন্য কোন বুযূর্গের খেদমতে হাযির হইল এবং শায়খের সাব্যস্তকৃত যেকের-শোগল গুরুত্ব সহকারে সমাধা করিতে লাগিল, কিন্তু যেই চাকরানী শায়খের বাড়ী হইতে তাহার জন্য খানা আনিত ঐ চাকরানীকে বারংবার দেখার কারণে তাহার অন্তরে ঐ চাকরানীর মহব্বত পয়দা হইয়া গেল। অনন্তর যখন ঐ খাদেমা খানা লইয়া আসিত এই ছাত্র মুরীদ খানার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে উহাকে প্রেমসুলভ দৃষ্টিতে দেখিতে থাকিত। ঐ খাদেমাটিও আল্লাহওয়ালী ছিল, তাহার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইল যে, এই ব্যক্তি আমাকে খারাব নযরে দেখে। ঐ খাদেমার নূরানী অন্তর ঐ বদনযরের অন্ধকার অনুভব করিয়া লইল, সে শায়েখের খেদমতে যাইয়া বলিল, হুযূর! আপনার অমুক মুরীদ আমার প্রেমে আক্রান্ত হইয়াছে যেকের-শোগলে তাহার এখন কি লাভ হইবে ? তাহাকে প্রথমে এশক মাজাযীর রোগ মুক্ত করুন।

আল্লাহওয়ালাদের অবস্থা এই যে, তিনি বন্ধু-বান্ধব, মুরীদ, খাদেমদিগকে যথাসম্ভব লজ্জিত করেন না এবং ইহারা কোন লোকের খারাব দেখিয়া নিরাশ হন না। ইহারা আরেফ বিল্লাহ । তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে আল্লাহ পাকের দান ও মেহেরবানীর উপর। আর আল্লাহ তা'আলার দান মেহেরবানীর অবস্থা তো এই-

جوش میں آئے جو دریا رحم کا — گبر صد سالہ ہو فخر اولیاءؑ
تم کسی کافر کو مت جانو حقیر — رحمت حق کیا عجب ہو دستگیر
خاتمہ ہونے سے پہلے ہے امید — کافر و مشرک ہو بل میں بایزید

আল্লাহ পাকের রহমতের দরিয়া যখন উথলিয়া উঠিবে তখন শত বৎসরের কাফেরও ফখরুল আউলিয়া হইয়া যাইবে। কোন কাফেরকে তুচ্ছ মনে করিও না, আশ্চর্যের কি আছে যে, আল্লাহ তাদের সহায় হইবে? মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আশা আছে যে, চক্ষের নিমিষে বায়েযীদ বোস্তামীর ন্যায় হইয়া যায়।

শায়খ ব্যাপারটি অবগত হওয়া সত্ত্বেও ঐ মুরীদকে ধমক তিরস্কার করিলেন না। তিনি বিষয়টি অবগত আছেন ইহা প্রকাশও করিলেন না। অবশ্য দেলে ফেকের আসিল, এই মুরীদ এশক মাজাযী হইতে কিরূপে মুক্তি পাইবে?

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে একটি বিহিত ও তদবীর অন্তরে আসিল, যাহার উপর তিনি আমল করিলেন। ঐ খাদেমাকে জোলাবের ঔষধ খাওয়াইলেন এবং বলিলেন, তোমার যতবার দাস্ত আসিবে, একটি গামলায় জমা করিতে থাক। খাদেমার বিশবার দাস্ত হইল, যদ্দরুন সে অত্যন্ত দুর্বল ও ক্ষীণ হইয়া গেল। চেহারা পাংশুবর্ণ হইল, চক্ষু কোটরাগত হইল, চেহারা ভাঙ্গিয়া গেল। কলেরা রুগীর চেহারা যেরূপ ভয়াবহ ও বিশ্রী হইয়া গেল, চেহারার সৌন্দর্যতা লাবণ্যতা দূরীভূত হইল। শায়েখ খাদেমাকে বলিলেন, আজ খানা লইয়া যাও, স্বয়ং শায়েখও আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুরীদ যখন খাদেমাকে দেখিল খানা লওয়ার পরিবর্তে ওদিক হইতে মুখ ঘুরাইয়া ফেলিল এবং বলিল, খানা রাখিয়া দাও । শায়খ তৎক্ষণাৎ আড়াল হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, ওরে নির্বোধ! আজ তুমি এই খাদেমার দিক হইতে চেহারা ফিরাইলে কেন, এই বাঁদীর মধ্যে কোন জিনিস কম হইয়াছে। যদ্দরুন তোমার এশক প্রেম বিদায় গ্রহণ করিল ? তারপর শায়েখ খাদেমাকে বলিলেন, মলমূত্রের ঐ গামলা নিয়া আস, যখন সম্মুখে রাখিয়া দিল। শায়খ মুরীদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আরে নির্বোধ! এই খাদেমার শরীর হইতে এই পরিমাণ মলমূত্র ব্যতীত আর কিছু বাহির হয় নাই। এখন বুঝা গেল, তোমার মাশুক ও প্রেমাষ্পদ বাস্তবে এই মলমূত্রগুলি ছিল যাহা বাহির হইয়া যাওয়ার কারণে তোমার এশক প্রেমও অদৃশ্য হইয়া গেল। শায়খ মুরীদকে বলিলেন, এই বাঁদীর সাথে যদি তোমার মহব্বত ছিল; তবে এখন ঐ মহব্বত ঘৃণায় কেন রূপান্তরিত হইয়া গেল।

শায়খের এই তদবীরে এশক মাজাযী নাপাক হওয়া ঐ ব্যক্তির উত্তমরূপে বুঝে আসিল, নিজের এই অপকর্মে অতিশয় লজ্জিত হইয়া আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করিয়া সাচ্চা দেলে তওবা করিল এবং এশকে হাকীকীর দৌলতে ভূষিত হইল। এশকে মাজাযী সম্পর্কে মাওলানা রূমী বলেন

زلف جعد و مشکبار و عقل بر — آخر او دم زشت پیر خر
نرگس چشم خماری همچو جاں — آخر اعمش بیں و آب از وے چکاں

কোঁকড়ানো সুগন্ধযুক্ত মনোহর চিত্তাকর্ষক কেশ অবশেষে বার্ধক্য কালে বৃদ্ধ গর্দভের লেজের ন্যায় খারাব মনে হয়।

আজ যেই নার্গিস ফুলের ন্যায় আধবুজা পটলকাটা চোখের উপর প্রাণ বিসর্জন করিতেছ, বৃদ্ধকালে উহার পরিণামের দিকে লক্ষ্য কর ঐ চক্ষু হইতে বদবূদার পানি টপটপ করিয়া ঝরিতেছে নেত্র নালীর রোগ দেখা দিয়াছে।

کودکے از حسن شد مولائے خلق بعد پیری شد خرف رسوائے خلق

একটি সুশ্রী ছেলেকে দেখ, সৌন্দর্য লাবণ্যতার কারণে মানুষের সরদার ও মুনিব সাজিয়াছে, কিন্তু যখন বুড়া মিয়া হইয়া গেল তখন মানুষের মধ্যে তুচ্ছ ভাবে চলাফেরা করে।

روز دیدی طلعت خورشید خوب
مرگ اورا یاد کن وقت غروب

উদয়কালে সূর্যকে কেমন সুন্দর দীপ্তিমান দেখিতে পাও, কিন্তু অস্তকালে উহার মৃত্যুকে স্মরণ কর।

بدر را دیدی برین خوش چار طاق
حسرتش را ہم ببیں اندر محاق

পূর্ণিমার চন্দ্রকে আকাশে কত সুন্দর আলোকময় প্রত্যক্ষ কর ; কিন্তু যখন সে ধীরে ধীরে ক্ষয় হইতে থাকে তখন উহার আক্ষেপের প্রতিও লক্ষ্য কর।

اے بدیدہ لوتہائے چرب خیز فضلۂ آں را ببیں در آب ریز

ওহে মিয়া! তুমি তো উত্তম খাদ্যের টাটকা ঘ্রাণ ও সুন্দর ডিজাইনের উপর আসক্ত, কিন্তু পায়খানার মধ্যে উহার মলের প্রতি দৃষ্টি কর উহার পরিনাম।

زادۂ دنیا چو دنیا بے وفا است گرچہ رو آرد بتو آں رو قفا است

দুনিয়াদারগণ দুনিয়ার ন্যায় অকৃতজ্ঞ, তোমার দিকে মুখ করিলে মনে কর ইহা চেহারা নয়, মাথার পিছনের অংশ।

عشق پاکاں درمیان جاں نشاں
دل مدہ الا بمہر دل خوشاں

যখন দুনিয়া ও দুনিয়ার অধিবাসীদের অকৃতজ্ঞ বুঝা গেল, তখন পাক বান্দা তথা আল্লাহ ওয়ালাদের মহব্বত অন্তরে স্থাপন কর, অন্য কাহারও সাথে দেল

লাগাইও না, শুধু আল্লাহ তা'আলার মকবূল ও খাছ বান্দাগণের সাথে দেল লাগাও।

আল্লাহ তা'আলার নিকটে মকবূল হওয়ার নিদর্শন এই যে, ঐ বান্দাগণের নিকটে বসিলে দেলের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি অনিহা সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ পাকের প্রতি মন আকৃষ্ট হয় এবং বাহ্যিকরূপে এই ব্যক্তি সুন্নতের অনুসারী হওয়া চাই এবং সুন্নত অনুসারী কোন বুযুর্গের সাহচর্যপ্রাপ্ত ও খলীফা তথা অন্যকে মুরীদ করার অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়া চাই। এ সমস্ত গুণ-গুণাবলী থাকার পর কিছুতেই কাশফ কারামত তালাশ করিও না। কাশফ কারামত এগুলি গায়র এখতিয়ারী বিষয়। আল্লাহ পাকের দরবারে কবূল হওয়া না হওয়া গায়র ইখতিয়ারী বিষয়ের সহিত কোনই সম্পর্ক নাই। নৈকট্য অনৈকট্যের নির্ভর গায়র ইখতিয়ারী বিষয়ের উপর রাখেন নাই।

কাহিনীর সারমর্ম এই যে, ঐ সত্যান্বেষী মুরীদ এশক মাজাযীর বিপদ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মুক্তি পাইত না, কিন্তু একজন মকবূল বান্দার সাহচর্যের ফয়েয বরকতে সে ঐ নাপাক এশক হইতে মুক্তি পাইয়া গেল। এই বিষয় সম্পর্কে হযরত আরেফ রূমী (রঃ) বলেন, আল্লাহ পাকের রাস্তা শুধু আকল দ্বারা অতিক্রম করা যায় না। কোন আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গের সাহচর্যে চরিত্র সংশোধনের নিয়্যত ও উদ্দেশ্যে হাযির হওয়া একান্ত কর্তব্য ও জরুরী। যদি কামেল মকবূল বুযুর্গ লোকের আনুগত্য হইতে দূরে সরিয়া থাক ; তবে চিরকাল অসম্পন্ন থাকিয়া যাইব ; কামাল ও পূর্ণতা কখনও ভাগ্যে জুটিবে না। যেমন শায়খ আবু আলী সীনা ফালসাফার মহাগুরু হওয়া সত্বেও মৃত্যুকালে আকলকে নিঃসম্বল দেখিত এবং শুধু বিফল বেফায়দা নিষ্ফল বলিত এবং স্বীকার করিতে যে, আমরা আকল ও ধীশক্তির ঘোড়া অযথা দৌড়াইয়াছি। বুঝশক্তি স্মরণশক্তির ধোকা ও অহমিকায় পড়িয়া আল্লাহ ওয়ালাদের আনুগত্য বরণ করি নাই, শুধু কল্পনার সমুদ্রে সাতরাইতেছিলাম।

মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন, মা'রেফাতের সমুদ্রে সাতার কাটা জ্ঞান–আকল ও স্মরণশক্তি দ্বারা কাজ লওয়া একেবারেই অযথা। সেখানে তো নূহ আলাইহিস সালামের কিশতী তথা আল্লাহ ওয়ালাদের সাহায্যের প্রয়োজন। লক্ষ্য কর, হযরত নূহ (আঃ)–এর ছেলে কেনান আকলের ঘোড়া দৌড়াইল যে, উঁচু উঁচু

পাহাড় আমাকে তুফান হইতে বাঁচাইয়া লইবে এবং আল্লাহর কিশতীকে সে তুচ্ছ ভাবিল, পরিণতি কি হইল ? ঐ সাধারণ নৌকা আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে তুফান হইতে হেফাযত ও নিরাপদে রহিল আর উঁচু উঁচু পাহাড়ের উপর তুফান পৌঁছিল। কেনান ডুবিয়া মরিল।

ضعف قطب در تن بود در روح نے
ضعف در کشتی بود در نوح نے

আল্লাহ পাকের ওলীদের দুর্বলতা তাহাদের দেহের মধ্যে; রূহের মধ্যে নয়। দুর্বলতা নৌকার মধ্যে; হযরত নূহের মধ্যে নয়।

অতএব তোমরা যেহেতু সঠিক দৃষ্টির অধিকারী নও, এজন্য আল্লাহ ওয়ালাদের মহব্বত এবং তাহাদের আনুগত্যের কিশ্‌তী তোমাদের কাছে তুচ্ছ মনে হয়। আর ইউরোপবাসীদের আনুগত্যের আকলের পাহাড়কে অতি বিরাট মনে কর।

কিন্তু সাবধান! বাহ্যতঃ এই তুচ্ছ কিশ্‌তীকে তুচ্ছ ভাবিও না। অর্থাৎ আল্লাহ ওয়ালাগণ অধিকাংশ সময় ছেড়াফাড়া পুরাতন পোষাকে থাকেন এবং সাদাসিধা জীবন-যাপন করেন, কিন্তু এই সাদাসিধা থাকার কারণে তাহাদিগকে তুচ্ছ মনে করিও না; বরং তাহাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার যে ফযল করম ও মেহেরবানী আছে ; ওদিকে দৃষ্টি কর। আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য কিশ্‌তীর উচ্চ মর্যাদা ও শানের দিকে দৃষ্টি কর, আকলের পর্বতের চুড়ার দিকে দেখিও না। কেননা, আল্লাহর গযবের একটি মাত্র ঢেউ পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে পারে, কিন্তু ঐ কিশ্‌তী যাহা আল্লাহ পাকের রহমতের ছায়ায় চলিতেছে; উহার বাহ্য দেহ ও শক্তিকে দেখিও না। কেননা, এই কিশ্‌তী নফস ও শয়তানের তুফান হইতে ছহী সালামতে অতিক্রম করিয়া যাইবে। যেহেতু উহার উপর আল্লাহ পাকের কুদরত ও রহমতের ছায়া আছে। তুমি যদি এই নছীহত উপদেশের উপর আমল না কর; তবে তোমাকে অবশেষে নিজের আকলের ত্রুটি স্বীকার করিতে হইবে এবং অনুতাপ অনুশোচনা করিতে হইবে। অতএব যদি ভুল-ভ্রান্তি অন্যায়-অনাচার হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চাও; তবে আল্লাহ ওয়ালাদের পায়ের ধুলা নিজের চোখে সুরমা বানাও, তাহা হইলে তোমার পদস্খলন হইবে না ; ঠোকর খাইবে না। যাহারা দ্বীনের পথ নিজের আকল দ্বারা অতিক্রম করে; তাহারা তওবা ভঙ্গকারী হয়। তাহাদের তওবার অবস্থা এই হয় যে, শয়তান আসিয়া একটি ফুঁক মারিল,

অমনি তাহাদের তওবা ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের অহংকার অহমিকার অবস্থা এই হয় যে, আল্লাহ ওয়ালা লোকদিগকে তুচ্ছ মনে করে । এ ধরনের লোকেরা সারাজীবন নাকেছ ও অপূর্ণই থাকিয়া যায়। সুতারাং ওহে লোকসকল! নিজের জন্য কোন পথপ্রদর্শক অন্বেষণ কর এবং আল্লাহ ওয়ালাদের সান্নিধ্য সাহচর্যকে স্পর্শমণি মনে কর।

হযরত শাহ আবুল হাসান খারকানী (রঃ)–এর ঘটনা

জনৈক সত্যান্বেষী ভক্ত দরবেশ হযরত শাহ আবুল হাসান খারকানীর সাথে সাক্ষাত করার মানসে তালকান হইতে খারকান পর্যন্ত দূর দারায পথ সফর করিল। এই সফরে বিভিন্ন পাহাড় পর্বত উপত্যকা অতিক্রম করিয়াছে। অন্বেষণ এবং মুলাকাতের তৃষ্ণা ও মহব্বত সব কিছু করাইয়া থাকে।

ঐ দরবেশের অন্তরে মহব্বতের একটি তড়প ছিল যে, এই লম্বা ভ্রমণের কষ্ট–ক্লেশকে সহ্য করিতে বাধ্য করিতেছিল মহব্বতের শান বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক।

ہم طورِ عشق سے تو واقف نہیں ہیں لیکن
سینہ میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے ہے

এশক মহব্বতের ধারা আমি কিছুই বুঝি না, কিন্তু মনে হয় বুকের মধ্যে কে যেন চাপিয়া ধরিয়াছে।

আল্লাহ পাকের মহব্বতে কি হয়? জন্মগত স্বভাবের দিক দিয়া বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়।

بگوشِ گل چہ سخن گفتہ کہ خندان است
بہ عندلیب چہ فرمودہ کہ نالان است

ফুলের কানে জানিনা কি বলিয়াছেন; যাহার খুশিতে সে শুধু হসিতে থাকে, আর বুলবুলকে আপনি কি বলিয়ছেন; সে এশকের ব্যথা বেদনায় কান্নাকাটি ক্রন্দন ও আহযারীতে মশগুল।

— ৭

আল্লাহ তা'আলা যেই বান্দার উপর যখন যে অবস্থা চাহেন তাহার উপর জারি করেন। আমার শায়খ মুর্শিদ হযরত শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী (রঃ) আমার নিকট সময় সময় জনৈক আশেকে মজযূবের ঘটনা বর্ণনা করিতেন। কোন এক মজযূব কোন বস্তিতে বাস করিতেন। আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে তাঁহার অন্তরে কবযের অবস্থা নাযিল হইল। ছুফীদের পরিভাষায় কবয ঐ অবস্থাকে বলে যে, দেলের উপর অথর্বতার নিষ্ক্রিয়তার একটি অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে সান্নিধ্যের যে অবস্থা বিরাজিত থাকে উহাতে শিথিলতা অনুভব হইতে থাকে। এবাদত–বন্দেগীতে মন লাগে না, যেকেরের মিষ্টি স্বাদ এবং প্রফুল্লতার অবস্থা ছিনাইয়া লওয়া হয়। এই অবস্থা পয়দা করার উদ্দেশ্য সালেকের লালন তরবিয়তে উন্নতির ব্যবস্থা করা। কেননা সব সময় যদি সান্নিধ্যতা, প্রসন্নতা এবং প্রত্যক্ষ মুশাহাদার অবস্থা বিদ্যামান থাকে ; তবে আত্মগরিমা, খোদ পছন্দি, আত্মদর্শন সৃষ্টি হইবে; যাহা তরীকতের এই পথে ধ্বংস ও সর্বনাশের কারণ। বান্দার যত রকমের গুনাহ আছে সবই আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ, কিন্তু তন্মধ্যে অহংকার, আত্মদর্শন অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও খারাব। কবযের অবস্থার সম্মুখীন হইলে নম্রতা-বিনয়তা, কিংকরতা মন ভাংগন পয়দা হয় ; যাহা আল্লাহ পাকের নিকটে অত্যন্ত প্রিয় ও পছন্দনীয়। আব্‌দ অর্থ বান্দা, ইহার অর্থের মধ্যেই অপদস্থতা দেলভাঙ্গা শামেল আছে। সুতরাং বান্দা হইয়া অহংকার, অহমিকা, আত্মগর্বতার নেশায় মত্ত থাকা অত্যন্ত সর্বনাশের কাণ্ড ও ব্যবহার; ইহা বান্দা হওয়ার বিপরীত।

ز خاک آفریدت خداوند پاک   تو اے بندہ افتادگی کن چو خاک

আল্লাহ পাক তোমাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি ওহে বান্দা! মাটির ন্যায় খাকসারী নম্রতা–বিনয়তা অবলম্বন কর।

কবযের উল্লিখিত অবস্থা কোন সময় গুনাহের কারণেও পয়দা হইয়া যায়। কেননা, গুনাহের দ্বারা অন্তরে অন্ধকার পয়দা হয়; যদ্দরুন এবাদত বন্দেগীতে মন লাগে না। উভয় অবস্থায় বেশী বেশী এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা অত্যন্ত উপকারী। আমার শায়েখ ও মুর্শিদ শাহ ফুলপুরী (রঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যত কঠিন কবয পয়দা হউক, অন্তরে যতই অন্ধকার এবং অথর্বতা সৃষ্টি হউক, বহু বৎসরেও যদি দেলের এই অবস্থা উপশম না হয়; তবে প্রত্যেক দিন ওযু করিয়া প্রথম তওবার নিয়্যতে দুই রাকাত নফল নামায পড়িবে

তারপর সেজদায় যাইয়া আল্লাহ পাকের দরবারে লজ্জা ও বিনয়ের সাথে খুব কান্নাকাটি করিবে, খুব এস্তেগফার করিবে। তারপর এই ওযীফাকে ৩৬০ বার পড়িবে

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

এই ওযীফার মধ্যে ইয়া হাইয়ু, ইয়া কাইয়ুমু আল্লাহ তা'আলার এমন দুইটি নাম; যাহা সম্বন্ধে এসমে আযম হওয়ার রেওয়ায়েত আছে। সম্মুখের ঐ খাছ আয়াত ; যাহার বরকতে হযরত ইউনুস (আঃ) তিন অন্ধকার হইতে মক্তি পাইয়াছেন– প্রথম রাত্রির অন্ধকার, দ্বিতীয় পানির তলদেশের অন্ধকার, তৃতীয়, মাছের পেটের অন্ধকার। এই তিন অন্ধকারের মধ্যে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের অবস্থা কি ছিল ; উহা স্বয়ং আল্লাহ পাক বর্ণনা করিয়াছেন–

وَهُوَ كَظِيْمٌ

গলা আটকাইয়া শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস (আঃ)–কে এই আয়াতে কারীমার বরকতে পেরেশানী হইতে মুক্তি দান করিয়াছিলেন। সম্মুখে ইহাও ফরমাইয়াছেন–

وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

অর্থাৎ এরূপে আমি ঈমানওয়ালাদিগকেও মুক্তি দান করিতে থাকি। অতএব জানা গেল কিয়ামত পর্যন্ত মুক্তি পাওয়ার জন্য নোসখা (ব্যবস্থাপত্র) অবতীর্ণ করা হইয়াছে। যে কোন মোমেন যে কোন পেরেশানী বিপদে বেশী বেশী এই আয়াত শরীফ পাঠ করিবে, ইনশাআল্লাহ মুক্তি পাইবে।

এই আয়াত শরীফের মধ্যে আছে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার বর্ণনা এবং নিজের নাপাকী ও নালায়েকীর স্বীকারুক্তি, আর এই স্বীকারুক্তির মধ্যে আছে নিজের লজ্জা প্রকাশ করা। আর লজ্জিত হওয়াই তওবার মূল হাকীকত এবং রূহ। এই আয়াতের শুরু ও শেষে তিন তিনবার দরূদ শরীফও পাঠ করা চাই।

কাহিনী এই চলিতেছিল যে, বস্তির অধিবাসী ঐ মজযূব তাহার উপর কঠিন কবয উপস্থিত হইল। আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে যে নৈকট্য তাহার জন্য ছিল। আল্লাহ পাকের হুকুমে এ নৈকট্যের ঐ সূর্যের উপর মেঘ চড়াও করিয়া

দিলেন। তখন বিচ্ছেদ-বেদনায় অস্থির হইয়া বনে-জঙ্গলে বিচ্ছেদের ক্রন্দন করতঃ নিজের গ্রাম্য ভাষায় এই অশান্তি ও তিক্তযুগকে এই ভাবে নিজের মাওলাকে শুনাইত

ڈلیا بِنا بھتوا اُداس موری سجنی

দালিয়া বেনা ভাতুওয়া উদাস মুরী সজনী। অর্থাৎ হে আমার প্রিয়তম মাহবূব! ডাল ব্যতীত ভাত মজা লাগে না। এরূপে আমার জীবনের দিনগুলি আপনার বিচ্ছেদের কারণে উদাস ও স্বাদহীন বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে, দিন তো কাটিতেছে না।

از غم ما روزها بیگاه شد — روزها با سوزها همراه شد
از فراقت تلخ شد ایام ما — دور شد از جان ما آرام ما

পেরেশানীর কারণে আমার দিনগুলি আমার নিকট অপরিচিত অনুভব হইতেছে, আর আমার দিবানিশি বিচ্ছেদ জ্বালার সাথে মিলিত হইয়াছে।

ওহে মাহবূব! আপনার বিচ্ছেদ-বিয়োগে আমার যেন্দেগীর দিন তিক্ত হইয়া গিয়াছে, আর আমার রূহ হইতে আমার আরাম শান্তি ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে।

আমার মুর্শিদ (রঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করতঃ চক্ষু সজল হইয়া যাইতেন এবং অশ্রুর ভাষায় আশ্চর্যজনক অবস্থা প্রকাশ হইত। মহব্বতের উক্তির স্বাদ তো মহব্বত ওয়ালা ও দরদ ভরা অন্তরই অনুভব করিতে পারে।

لذت درد کو بے درد بھلا کیا جانے

যাহার অন্তরে ব্যথা নাই ; ব্যথার মজা সে কি বুঝিবে?

মোটকথা, ঐ মুলাকাতকামী দরবেশ বহু কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করিয়া কোন প্রকারে খারকান উপস্থিত হইল। এবং জিজ্ঞাসা করিতে করিতে হযরত শাহ আবুল হাসান খারকানী (রঃ)-এর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দ্বারে করাঘাত করিল। হযরত শাহ ছাহেব বাড়ীতে ছিলেন না, জ্বালানী কাষ্ঠ আনার জন্য জঙ্গলে তশরীফ নিয়া গেছেন, বাড়ীর ভিতর হইতে শাহ ছাহেবের বিবি জিজ্ঞাসা

করিলেন কে ? আরয করিল, আমি মুসাফির, বহুত দূরের সফর অতিক্রম করিয়া হযরত শাহ্ ছাহেবের সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে হাযির হইয়াছি।

বিবি ছাহেব অত্যন্ত বদমেজাজ ও রুক্ষ স্বভাবের ছিলেন, অধিকাংশ সময় হযরত শাহ্ ছাহেবের সাথে ঝগড়া–কলহ করিতেন। মুসাফিরের এই ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করার কারণে অত্যন্ত ক্রোধান্বিতা হইলেন এবং বলিলেন, ও মিয়া! দুনিয়াতে তোমার কাম–কাজ ছিল না ? এত দীর্ঘ সফরের কষ্ট অযথা বরদাশত করিয়াছ, হযরত শাহ্ ছাহেব খারকানীকে অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা ও অকথ্য খারাব কথা বলিলেন, যাহা নকল করাও গোস্তাখী বেআদবী হইবে। ঐ মুখলেছ লোকটি যখন হযরত শায়খের বিবির মুখে এই বদতমীযীর বাক্য শুনিল, তখন সে সহ্য করিতে পারিল না। বলিল, যদি হযরত শায়খের সাথে তোমার বৈবাহিক সম্পর্ক না হইত; তবে এখনি আমি তোমার দেহকে টুকরা টুকরা করিয়া দিতাম, এতটুকু বলিয়া সে মহল্লার লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিল যে, হযরত কোথায় তশরীফ নিয়া গিয়াছেন? কেহ বলিল, যুগের কুতুব জঙ্গলে লাকড়ী আনার জন্য গিয়াছেন। শায়খের মহব্বতে ঐ ভক্ত মুরীদ জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হইল, আর পথে চিন্তা করিতে লাগিল, এত বড় শায়েখ এরূপ বদস্বভাব নারীকে জানিনা কেন সম্পর্কের মর্যদা দান করিয়াছেন, সে এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আক্রান্ত ছিল। হঠাৎ দেখে যে, সম্মুখ থেকে এক ব্যক্তি বাঘের পিঠে আরোহন করিয়া আসিতেছেন আর লাকড়ীর একটি বোঝাও বাঘের পিঠে রাখা আছে। ইনিই যুগের কুতুব সুলতানে মা'রেফাত হযরত শাহ আবুল হাসান খারকানী (রঃ) ছিলেন।

হযরত শাহ ছাহেব (রঃ) যখন ঐ মুরীদকে দেখিলেন, তখন তিনি হাসিয়া দিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, বিবি ছাহেবার কর্কশ কথা শুনিয়া এই লোক দুঃখিত মর্মাহত হইয়াছে। বলিলেন

گر نہ صبرم می کشیدے بار زن   کے کشیدے شیر نر بیگار من

যদি আমার ধৈর্য ঐ রুক্ষ স্বভাবের নারীর তিক্ত উক্তি বরদাশত না করিত ; তবে এই সিংহ বিনা পারিশ্রমিকে বিনা পয়সায় আমার কাজ কেন করিত ?

بار آں ابلہ کشیم و صد چو او
نے ز عشق رنگ و نے سودائے او

ঐ নির্বোধ মহিলা এবং ওর মত শত শত ভারী বোঝা বহন করি ও যাতনা বরদাশত করি, আর এই মুজাহাদা ও কষ্ট শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য। ঐ বদমেযাজ মহিলার সৌন্দর্য ও রং রূপের এশক মহব্বতে নয়।

چونکہ باشم در خلائق اے جواں   عجب در من آید از تعظیم شاں

আমি যেহেতু লোকদের মধ্যে মাহবূব ও মকবূল, সে কারণে মানুষের তা'যীম সম্মানে আমার মধ্যে আত্মদর্শন পয়দা হইয়া যায়।

پس علاج عجب ایں زن می کند
عجب و کبر از نفس بیروں می کند

অতএব আমার খোদপছন্দী আত্মদর্শন ও অহংকারের চিকিৎসা ও সংশোধন এই মহিলা করিয়া থাকে। অর্থাৎ আমার সাথে যখন গোস্তাখী বদতমীযীর ব্যবহার করে, তখন মস্তিষ্ক হইতে সকল গর্ব অহংকার বাহির হইয়া যায়। মানুষের তাযীম প্রশংসায় যাহা পয়দা হয়। এবং এরূপে নফসের খোদপছন্দী ও অহংকারের সংশোধন হইয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র জগতের রব, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, ত্রাণদাতা। যাহেরী বাতেনী সমস্ত রবুবিয়াত তাঁহারই তরফ হইতে হয় অতএব ছালেকীনদের বাতেনী তরবিয়াতের জন্য গায়েবী ব্যবস্থা করা হয়। আর অল্প বেশী প্রত্যেক সালেকের সাথে তাহার শক্তি অনুসারে দুঃখ পেরেশানীর ব্যবহার করা হয়। মানুষের নফস যতই সংশোধিত পরিচচ্ছন্ন হউক না কেন কিন্তু তাহার জন্মগত চরিত্র প্রত্যাবর্তনের আশংকা আছে।

نفس فرعون است ایں سیرش مکن   تا نیاید یاد زاں کفر کہن

নফসের আসল স্বভাব ফেরআউনের মত। অতএব উহাকে তৃপ্ত করিও না। কেননা, সুযোগ পাইলেই তাহার পুরাতন কুফর মনে পড়িবে। অর্থাৎ সমস্ত বদস্বভাব খোদাপছন্দি অহংকার ইত্যাদি মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে জোশ মারিতে থাকিবে।

আমার মুর্শিদ হযরত শায়েখ ফুলপুরী (রঃ) আমাকে একজন বুযুর্গের ঘটনা শুনাইয়াছিলেন যে, ঐ বুযুর্গের খাদেমা বাঁদী শায়েখকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মোরগ খাইতে ও উৎকৃষ্ট কাপড় পরিতে দেখিয়া একদিন তাহার অন্তরে এই প্রশ্ন জাগিল যে, ইনি কেমন বুযুর্গ যিনি সর্বদা আয়েশ-আরামে থাকেন কোন সময় কোন কষ্ট করেন না। ঐ সরলসোজামনা বাদী নিজের এই প্রশ্ন ঐ বুযুর্গের খেদমতেও প্রকাশ করিয়া বলিল, হুযূর! আমি শুনিয়াছি বুযুর্গানে দ্বীন বড় বড় মুছীবত সহ্য করেন তখন তাহাদিগকে বেলায়েতের বাতেনী দৌলত দান করা হয়। আর আপনাকে তো আমি সব সময় মোরগ খাইতে এবং উৎকৃষ্ট কাপড় পরিতে দেখি।

বাদীর এই কথা শুনিয়া ঐ বুযুর্গ একটি দীর্ঘশ্বাস টানিলেন এবং বলিলেন, আমার পিঠের কাপড় সরাইয়া দাও, কাপড় সরাইয়া দিলে দেখিতে পাইল পিঠের মধ্যে একটি নালী ঘাও আছে যেখান হইতে সবসময় পুঁজ বহিতেছে, আর এই কষ্ট সব সময় থাকে। ইহা দেখিয়া খাদেমা অত্যন্ত লজ্জিতা হইল এবং নিজের ফাছেদ কল্পনার জন্য ওজরখাহী করিল।

আল্লাহওয়ালাগণ নিজের মজলিসে কোন সময় ঠাট্টা-বিদ্রূপও করেন, দামী, উত্তম কাপড়ও পরিধান করেন, উৎকৃষ্ট খাদ্যও ভক্ষণ করেন, দোস্ত বন্ধুদের দাওয়াতও কবূল করেন, মানুষ তাহাদের হস্তপদ চুম্বন করে, কিন্তু তাহাদের অন্তরের কাছে জিজ্ঞাসা কর যে, তাহাদের মানসিক অবস্থা কি?

ہنسی بھی ہے میرے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے
مگر جو دل رو رہا ہے پیہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے

হাসিও আছে আমার ঠোঁটে হামেশা, চক্ষুও আমার সজল নয়, কিন্তু আমার ক্রন্দনের সংবাদ কেহ রাখে না।

ফায়েদাহঃ এই কাহিনীর শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন বিপদ–আপদ আসিয়া পড়ে; তবে ঘাবড়ান না চাই। কেননা, ঐ কষ্ট-ক্লেশের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে যেই নে'য়ামত দান করা হইবে ; উহা এই কষ্ট-ক্লেশ হইতে বহুগুণ বেহতর হইবে। কোন সময় ছোট মুছীবত বড় বিপদ হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় হয়। যেমন এই কাহিনী দ্বারা জানা গেল যে,

বিবির বদমেযাজী রুক্ষ স্বভাব খোদপছন্দী, অহংকারের ন্যায় ধ্বংসাত্মক বিপদ হইতে মুক্তির উপায় হইয়া গেল।

অবশ্য কষ্ট-ক্লেশ আপদ-বিপদের দরখাস্ত করা চাই না; বরং সুখ-শান্তির দরখাস্ত করিতে থাকিবে যে, আয় আল্লাহ! আমরা দুর্বল বিপদ সহ্য করার শক্তি নাই, আপনার কাছে সুখ-শান্তি চাই। আল্লাহ তা'আলার সমীপে সুখ-শান্তিই তো চাহিবে। তারপর যে অবস্থায় আল্লাহ পাক রাখেন রাযী থাকিবে। বিপদ দূর হওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতির সাথে দো'আ করিতে থাকিবে।

হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রূমীর কাহিনী

হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) নিজ শতাব্দীর অনেক বড় মহামানব। আল্লাহ তাঁহাকে নিজ মা'রেফাত ও পরিচয়ের বিরাট অংশ দান করিয়াছিলেন। ৬০৪ হিজরী সনে বলখ শহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর বংশধর ছিলেন। বাদশাহ মুহাম্মদ খাওয়াযেমের নাতী ছিলেন। ছয় বৎসর বয়সকালে যখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে হযরত ফরীদুদ্দীন আত্তার (রঃ)-এর খেদমতে লইয়া গেলেন তখন হযরত আত্তার স্বীয় মাছনবী "আসরার নামা" তাঁহাকে বরকত হিসাবে হাদিয়াস্বরূপ দান করিলেন এবং তদীয় পিতাকে বলিলেন, এই ছেলে একদিন বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিবে।

কয়েক বৎসর পর মাওলানা রূমী(রঃ) এলম ও শিক্ষার পূর্ণতা অর্জনের জন্য শাম দেশে তশরীফ নিয়া গেলেন। সাত বৎসর পর্যন্ত বিবিধ এলম শিক্ষা করিতে থাকিলেন। সমস্ত মজহাবগুলি সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত ছিলেন। এলমে ফেকাহ, এলমে কালাম এবং তর্কশাস্ত্রে বিশেষ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ফিলসফী, বিজ্ঞান ও তাছাওওফ বিষয়ে তাহার কোন নযীর ছিল না। এলম শিক্ষা করার পর মাওলানা রূমী (রঃ) শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত হইলেন। কিন্তু মাওলানাকে তো এশক মা'রেফত শিক্ষা দেওয়ার জন্য পয়দা করা হইয়াছিল। তাঁহার অন্তরে এশক মহব্বতের আগুন রাখা হইয়াছিল।

আর আশেকগণের ছবক হয় মাহবূবের আলোচনা, আর তাহাদের মুদাররেছ ও শিক্ষক হয় বন্ধুর সৌন্দর্য। এই জন্যই তো তাঁহাদের ছবকের শান এই হয়

درس شاں آشوب و چرخ و زلزلہ
نے زیادات است و باب و سلسلہ

আশেক লোকদের ছবক মাহবূবে হাকীকীর স্মরণে কান্নাকাটি করা, বিভোরতা ও নর্তন, মানতেকের কিতাব পড়ানো তাহাদের ছবক নহে।

آں طرف گو عشق می افزود درد　　بو حنیفہ شافعی درسے نہ کرد

পবিত্র শরী'য়তের ফেকাহ শাস্ত্রের জন্য ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ) ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-কে পয়দা করা হইয়াছে। এরূপে তরীকে এশকের ফেকাহের জন্য আল্লাহ তা'আলা মাওলানা রূমীকে পয়দা করিয়াছেন।

عاشقاں را شد مدرس حسن دوست

আশেকদের জন্য মাহবূবের সৌন্দর্যের শিক্ষক। অর্থাৎ কিতাব পড়া ব্যতীতই গায়েব হইতে তাহাদের অন্তরে এলম দান করা হয়।

بینی اندر خود علوم انبیاء　　بے کتاب و بے معید و اوستا

যদি আল্লাহ তা'আলার সাথে সঠিক সম্পর্ক কলবে নছীব হয়; তবে কিতাব ও উস্তাদ ব্যতীত এলমে নবুওওত অন্তরে ঢেউ খেলিতে থাকিবে।

خم کہ از دریا در و راہے بود　　پیش او جیحونہا زانو زند

সমুদ্রের সাথে যেই মটকার সম্পর্ক নছীব হয়; উহার সামনে জয়হুনের ন্যায় বহু নদী আদব বশতঃ হাটু গাড়িয়া বসে। কেননা, জয়হুন নদী তো শুকাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র মটকা যাহার সম্পর্কে সমুদ্রের সাথে উহা কখনও শুষ্ক হইবে না। এরূপে ঐ আরেফবিল্লাহ ; যাহার কলব আল্লাহর সাথে সঠিক সম্পর্ক জুড়িয়া রাখিয়াছে। তাঁহার সম্মুখে যাহেরী এলমের বড় বড় আলেমগণ নতজানু থাকেন।

এই বিষয়টিকে মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ ছাহেব বর্ণনা করিয়াছে

کسی نے اپنے بے پایاں کرم سے مجھے خود کر دیا روح المعانی
جو آ سکتا نہیں وہم و گماں میں اسے کیا پا سکیں لفظ و معانی

কেহ যেন আমাকে তাহার অসীম মেহেরবানীতে স্বয়ং আমাকে রূহুল মা'আনী (কোরআন পাকের বিখ্যাত তফসীর) করিয়া দিয়াছে, যাহা ধারণায়, কল্পনায় আসে না, শব্দ ও অর্থ উহা কি উপলব্ধি করিবে ?

আল্লাহ পাক যদি বান্দার হেদায়েতের সুব্যবস্থা না করেন ; তবে কেহই হেদায়েত পাইতে পারে না। অন্তরে আল্লাহ পাকের মহব্বত ঐ সময় পয়দা হয়; যখন আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে জযব ও আকর্ষণ করেন। সুতরাং কোন লোকের কোন হালতের উপর গর্ব করা উচিত নয়। কেননা, এই ব্যথা মহব্বত জ্বালা যাতনা সবই তাহার জযবের কল্যাণে।

মাওলানা রূমীকে (রঃ) যেই ছবকের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে ; অদৃশ্য হইতে উহার ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়া গেল। হযরত শামছুদ্দীন তাবরিযীর ছিনার মধ্যে এশক মা'রেফতের যেই সমুদ্র তরঙ্গায়িত ছিল তিনি নিজের মনিমুক্তা বাহিরে ছড়াইবার জন্য এশকের ভাষা অন্বেষণ করিতেছিলেন। দো'আ করিলেন, আয় আল্লাহ! নিজের মহব্বতের যেই ধনভাণ্ডার আপনি আমার ছিনার মধ্যে রাখিয়াছেন আপনি নিজের এমন একজন বিশিষ্ট বান্দা আমাকে দান করেন ; যাহার ছিনার মধ্যে এই আমানত ঢুকাইয়া দেই। আর ঐ বান্দাহ এশকের ভাষায় আমার গোপন রহস্যাবলীকে কোরআন-হাদীছের আলোকে বর্ণনা করিবে। দো'আ কবূল হইল, আদেশ হইল রোম দেশে যাও, সেখানে তুমি জালালুদ্দীন রূমীকে পাইবে, আমি তাহাকে এই কাজের জন্য নির্বাচিত করিয়াছি।

غیب سے سامان رومی کا ہوا شمس تبریزی نے کی حق سے دعا
اے خدا جو آگ میرے دل میں ہے جو تڑپ اس نیم جاں بسمل میں ہے
اے خدا ملتا کوئی بندہ مجھے جو صحیح معنوں میں ہو لائق ترے
وقت رخصت کا ہے اب میرا قریب کس کو سونپوں یہ امانت اے حبیب

مولوی رومی کو کر مولائے روم   اس کو فارغ کر تو از غوغائے روم

অদৃশ্যজগত হইতে রূমীর ব্যবস্থা হইয়া গেল, শামস তাবরিযী আল্লাহ পাকের দরবারে দো'আ করিলেন, আল্লাহ গো! আমার অন্তরে যেই আগুন আছে, অর্ধমৃত প্রাণে যেই তড়প আছে, যদি কোন বান্দাহ পাইতাম যে সত্যিকারে যোগ্য ব্যক্তি। তবে তাহার নিকট এই আমানত সোপর্দ করিয়া যাইতাম। বন্ধু হে! আমার চির বিদায়ের সময় অতি সন্নিকটে, এই আমানত কাহাকে দিয়া যাইব ? হঠাৎ অদৃশ্য হইতে আওয়ায আসিল, শামস তাবরীয! তুমি অতি সত্ত্বর রোম দেশে যাও, মৌলবী রূমীকে রোমের মাওলা বানাইয়া দাও।

ঐ গায়েবী আওয়ায শ্রবণমাত্র হযরত শামস তাবরীযী রোমের দিকে রওনা হইলেন এবং কাউনিয়া তশরীফ আনিলেন। সেখানে স্বর্ণকারদের মুসাফিরখানায় অবস্থান করিলেন। মুসাফিরখানার গেইটে একটি বারান্দা ছিল যেখানে গণ্যমান্য লোকজন অধিকাংশ সময় আসিয়া বসিত। এস্থানেই মাওলানা আর হযরত শামস তাবরীযীর পরস্পর সাক্ষাতৎ হইল এবং অধিকাংশ সময় একত্রে বসার সুযোগ হইতে লাগিল। হযরত শাসম তাবরীযীর সাহচর্যে মাওলানা রূমীর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। এশকে হাকীকী যখন মাওলানা রূমীকে পূর্ণ প্রভাবিত করিল তখন মাওলনার উপর মত্ততা বিভোরতা পুরাপুরি বিস্তার করিল। শিক্ষা দান ওয়ায নছীহত করণ ছুটিয়া গেল। হযরত শামস তাবরীযীর সাহচর্য হইতে এক নিমিষের তরেও পৃথক হইতেন না। শহরময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। মাওলানা বলিতেন

نعرۂ مستانہ خوش می آیدم   تا ابد جاناں چنیں می بایدم

হে মাহবূব হাকীকী! আপনার মহব্বতে নারায়ে মাস্তানা আমার খুব ভাল লাগে, হে মাহবূব! কিয়ামত পর্যন্ত এই পাগল পারা ও মত্ততার অবস্থাকে প্রিয় মনে করি। মাওলানা রূমীর অবস্থা এরূপ হইল

دل مضطرب کا یہ پیغام ہے   ترے بن سکوں ہے نہ آرام ہے

পেরেশান হৃদয়ের পয়গাম এই যে, তোমা ব্যতীত না আছে শান্তি, না আছে আরাম। আমার কাজ শুধু দাপাদাপি করা, ইহাই একমাত্র মহব্বত প্রণয়ের পুরস্কার।

মাওলানা রূমীর উপর যখন এশক এলাহীর বিকাশ ঘটিল তখন শহরে এই হাঙ্গামা রটিয়া গেল যে, শামস তাবরীযী (রঃ) রূমীর উপর যাদুমন্ত্র করিয়াছে। বিপদের আশংকায় হযরত শামস তাবরীযী সকলের অলক্ষ্যে দামেশক চলিয়া গেলেন। তাঁহার বিচ্ছেদে মাওলানা রূমী অত্যন্ত মর্মাহত ও দুঃখিত হইলেন। রূমীর অশান্তি দেখিয়া কিছু লোক হযরত শামসুদ্দীন তাবরীযীকে পুনরায় ডাকিয়া আনিলেন। তারপর কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কোন কোন আলোচনা লেখকগণ লিখিয়াছেন যে, হযরত শামসুদ্দীন তাবরীযীকে কেহ শহীদ করিয়া দিয়াছে।

পীরের এই বিচ্ছেদ-বিয়োগে মাওলানা রূমী অত্যন্ত অস্থির হইয়া গেলেন, জীবন তিক্ত বিষাক্ত হইয়া গেল।

از فراقت تلخ شد ایام ما دور شد از جان ما آرام ما

আপনার বিচ্ছেদ ও বিয়োগে আমার জীবন তিক্ত, আমার প্রাণ হইতে আমার শান্তি দূর হইয়া গিয়াছে'

از فور غم بروں آید فغاں نالۂ عشقم رود تا آسماں

ওহে মাহবূব ! আপনার বিচ্ছেদ যাতনার দুঃখে কষ্টে অন্তরের ক্রন্দন ও ছটফট বাহিরে চলিয়া আসে, আর আমার এশকের আহাযারী আকাশে যাইয়া পৌঁছিতেছে।

اے صبا پیغام دور افتادگاں از کرم برشاہ جانِ مارساں

ওহে ভোরের মৃদু সমীরণ! মেহেরবানী করতঃ বহুদূরে পড়িয়া থাকা আশেকের পয়গাম আমার প্রিয় মাহবূব পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দাও।

لطف تو چوں یاد می آید مرا بوئے تو جانم بجوید در سرا

আপনার মেহেরবানী যখন আমার মনে পড়ে, তখন আমার জান প্রাণ আপনার খুশবূকে এই জগতে পাগলপারা হইয়া অন্বেষণ করে।

মাওলানা জালালুদ্দনি রূমীর উপর তাহার পীর শামসুদ্দীন তাবরীযীর প্রভাব কিরূপ পড়িয়াছিল, তদীয় কিতাব মাছনবীয়ে রূমীর দ্বারা প্রতীয়মান হয়। মাছনবীয়ে রূমীর মধ্যে মাওলানা রূমীর মুবারক যবান হইতে যেই সাড়ে আটাইশ হাজার (২৮৫০০) বয়েত বাহির হইয়াছে। এই অগ্নি বাস্তবে হযরত তাবরীযীরই ছিল। যাহা প্রকাশের জন্য একটি রসনার প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা'আলা মাওলানা জালালুদ্দীন রূমীকে শামসুদ্দীন তাবরীযীর রসনা বানাইয়া দিলেন।

اے سوختہ جاں پھونکدیا کیا مرے دل میں
ہے شعلہ زن اک آگ کا دریا مرے دل میں (خواجہ صاحبؒ)

ওহে দগ্ধিত প্রাণ! কি ফুঁকিয়া দিলেন আমার অন্তরে ? দাউ দাউ করা একটি অগ্নি সমুদ্র আমার অন্তরে বিদ্যমান।

মাওলান রূমী বাদশাহের দৌহিত্র এবং নিজ যুগের যবরদস্ত মুহাদ্দেছ মুফাসসীর ছিলেন । যখন তিনি পালকীতে চড়িয়া গমন করিতেন, তখন মাওলানা মহব্বতে শত শত শাগরেদ পায়ে হাটিয়া পীছে পীছে চলিত। এখন সেই মাওলানা রূমীই আল্লহর মহব্বতে নিজের পীরের সকল আসবাবপত্র, গাটুরী বোচকা মাথায় লইয়া অলিগলি ঘুরিতেছেন–

این چنیں شیخ گدائے کو بکو   عشق آمد لاابالی فاتقو (رومی)

এত বড় শায়খ, আলেম, এলমের সমুদ্র আজ ফকীর সাজিয়া ঘরে ঘরে ঘুরিতেছেন, এশক মহব্বত যখন আসে তখন এই হাল অবস্থায়ই আসে। অতএব ওহে এশক মহব্বতের মিথ্যা দাবীদার! একটু সাবধান হও।

পীরে কামেলের সান্নিধ্য সাহচর্য মাওলানাকে কি বানাইয়াছে । মাওলানা নিজেই উহা বর্ণনা করিতেছেন

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم
تا غلام شمس تبریزی نہ شد

শামস তাবরীযীর গোলাম না হওয়া পর্যন্ত মৌলভী রুমী রুমের একচ্ছত্র মাওলা হয় নাই। তাবরীযীর এশক মহব্বত মাওলানা রুমীকে এমন দেওয়ানা পাগল করিয়া দিল যে, পালকীও রহিল না, জোব্বা পাগড়ীও থাকিল না, ছাত্র শাগরেদগণের ভিড়ও নাই। এলমের শান-শওকতের উপর দারিদ্রাবস্থা ফকীরী হালত প্রবল হইয়া গেল, এলমের সঠিক তত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হইয়া গেলেন।

علم نبود الاّ علم عاشقی   ما بقی تلبیس ابلیس شقی

বাস্তবে আসল ও প্রকৃত এলম আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের নাম। ইহার পরিবর্তে যদি বাহ্য এলমের মুখ্য উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের মহব্বত হইতে বিমুখীতা হয়; তবে এমন এলম অভিশপ্ত ইবলীসের ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রনা বৈ আর কিছুই নয়।

علمے کہ رہ بحق ننماید جہالت است

যেই এলম আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিবার পথ দেখায় না, উহা মূর্খতা।

علم کا پندار اہل علم کو   رکھتا ہے محروم حق سے دوستو

বন্ধুগণ! এলমের গর্ব অহমিকা আলেমদিগকে আল্লাহ হইতে ও সৎপথ হইতে বঞ্চিত রাখে। এলমের সারমর্ম একমাত্র আল্লাহর এশ্‌ক মহব্বত অর্জন করা। এতদ্ব্যতীত সবই শুধু ধোকা আর ধোকা।

কিন্তু এলমের এই গর্ব পীরে কামেলের সাহচর্য ব্যতীত অন্তরে হইতে বাহির হয় না। এলমের পাগড়ী যখন মহব্বতের পাগড়ীতে বিলীন করিয়া দেওয়া হয়, তখন কার্যসিদ্ধি হয় ও সাফল্য লাভ হয়। মাওলানা বলেন-

قال را بگذار مرد حال شو   پیش مرد کاملے پامال شو

মৌখিক বাক্য-বিতণ্ডা ও শুধু কথাবার্তা বর্জন কর, হাল বিশিষ্ট মানুষ হও। অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত হাছেল কর, কিন্তু ইহা ঐ সময়ই পাইবে যখন কোন মহব্বতওয়ালা লোকদের ছোহবত ও সাহচর্য অবলম্বন করিবে। আগুনের যাহা বৈশিষ্ট্য; এশক মহব্বতের বৈশিষ্ট্যও উহাই। ইহা এক

ছিনা হইতে অন্য ছিনায় স্থানান্তরিত হয়, অন্যটি একঘর হইতে অন্য ঘরে যাইয়া লাগে।

শামস তাবরীযীর দৃষ্টি মাওলানা রূমীর উপর পরশ পাথর তথা স্পর্শমনির কাজ করিয়াছে। মাওলানা রূমীকে এমন ফয়েয ও বরকত দান করিয়াছে; যাহা সারাজীবন বিরাট বিরাট রিয়াযত মুজাহাদা সাধ্য-সাধনার দ্বারাও হাছেল হইত না। ইহাই একমাত্র কারণ যে, পীরের প্রত্যেকটি কথার সাথে রূমীর মহব্বত হইয়া গিয়াছিল। এমনকি পীরের তাবরীয শহরের সাথেও রূমীর মহব্বত হইয়া গিয়াছিল। মাছনবীয়ে রূমীর মধ্যে যেখানে তাবরীযের নাম আসিয়াছে সেখানে তাবরীয শহরের প্রশংসায় একাধিক বয়েত বলিয়াছেন।

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব মুহাজিরে মক্কী (রঃ) বলিয়াছিলেন, মাওলানা রূমী (রঃ) মছনবী শরীফে আল্লাহর ওলীগণের যে সমস্ত গুণ ছেফাত বর্ণনা করিয়াছেন ; উহা তাঁহার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কৃত ছিল। যেহেতু নিজের পীর হইতে তিনি রিয়াযত মুজাহাদা ব্যতীত আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কের, তাআল্লুক মাআল্লাহর অকূল সমুদ্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইজন্য আল্লাহর ওলীদের প্রশংসায় তিনি মত্ত ও বিভোর এবং আত্মহারা হইয়া যাইতেন। বলেন

پیر باشد نردبان آسمان   تیر پراں از کہ گردد از کمان (رومی)

আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য পীর সিড়ি সদৃশ। দ্রুতবেগে তীরের উড্ডয়ন ধনুক ব্যতীত কখনও হয় কি ?

মাওলানা রূমী (রঃ) কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত নির্জনে পীরের খেদমতে থাকিয়া স্বীয় ছিনার অভ্যন্তরে এশকের আগুন টানিয়া লইয়াছেন। যে সম্বন্ধে হযরত শামস তাবরীযী আল্লাহ তা'আলার দরবারে দো'আ চাহিয়াছেন যে, আয় আল্লাহ! আমাকে এমন এক বান্দাহ দান করুন যে আমার মহব্বতের আগুন সহ্য করিতে পারে। শায়খে কামেলের সাহচর্যের ফয়েযের বরকতে মাওলানা রূমীর উপর বাস্তব ঈমানের প্রত্যক্ষ দর্শন এবং নিজের উপর বাস্তবায়ন অনুভব করিতেছিলেন, এবং প্রকৃত এশক ও মহব্বতের ফয়েযের বরকতে মাওলানা রূমীর ছিনার মধ্যে এলম ও মা'রেফতের সমুদ্র ঢেউ খেলিতেছিল। এলমের এই সমুদ্র এত প্রশস্ত যে, আজ পর্যন্ত উম্মতের ওলীগণ ইহা দ্বারা ফয়েয লাভ করিতেছেন, এবং এই মছনবী আজও অন্তরে এশকে এলাহীর আগুন লাগাইতেছে। মাওলানা রূমীর এলম ও মা'রেফতের সন্ধান মাছনবী শরীফ পাঠ করিলে পাওয়া যায়। এখন

মাওলানা রূমীর সূক্ষ্ম এলমের একটি দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি। যদ্দ্বারা প্রকাশ পায় যে, মাওলানার এশকের স্থান কত উচ্চতর। বলিতেছেন

بر برون کُہ چو زد نور صمد   پارہ شد تا در درونش ہم زند

কোহে তুরের উপরাংশে যখন আল্লাহর নূর বিকশিত হইল, তখন তূর পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। যাহাতে নূর যেন শুধু উপরে উপরে না থাকে; বরং তুরের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করে

گرسنہ چوں بر کفش زد قرص ناں
واشگافد از ہوس چشم و دہاں (رومی)

ক্ষুধার্ত লোকের হাতে যখন রুটির টুকরা রাখিয়া দেওয়া হয় তখন ভক্ষণের লোভে চোখ বিষ্ফোরিত ও মুখ খুলিয়া যায়।

তুর পাহাড়ের অবস্থাও ইহাই ছিল; সে যেন মুখ খুলিয়া দিল যে, রূহের খোরাক যেরূপে তাহার হাতে অর্থাৎ বাহ্য দেহের উপর রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে ঐ রূপে তাহার অভ্যন্তরেও পৌছাইয়া দেওয়া হউক। আস আমার চোখে, প্রবেশ কর দেলে।

কোহে তুরের চুর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার আশেকানা অবস্থাকে এখানে মাওলানা বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্বারা মাওলানার আশেকানা সম্পর্ক প্রকাশ হইতেছে। শামস তাবরীযীর এশকের আগুনের বরকতে মাওলানা রূমীর নেসবত মা'আল্লাহ কত উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। মাওলানার উক্তির দ্বারা উহার অনুমান করা যাইতে পারে। মাওলানা বলেন

سیر زاہد ہر مہے یک روزہ راہ
سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ (رومی)

শুষ্ক ছুফীর পথচলার গতি প্রত্যেক মাসে একদিনের সমান হয়, আর আশেকীনে ছাদেকীনের রূহ প্রত্যেক নিঃশ্বাসে হাকীকী বাদশাহের সিংহাসন পর্যন্ত উড্ডীন হয়।

خواب را بگذار امشب اے پدر   یک شبے در کوئے بے خواباں گذر
(رومی)

বাপু হে ! এক রাত্র নিদ্রা ত্যাগ করিয়া একটু বিনিদ্র লোকদের গলিতে তো আসিয়া দেখ।

بنگر ایشاں را کہ مجنوں گشتہ اند   ہمچو پروانہ بوصلش کشتہ اند (رومی)

তারপর এই বিনিদ্র রজনীর লোকগুলিকে প্রত্যক্ষ কর যে, হাকীকী এশক মহব্বত তাহাদিগকে কেমন দেওয়ানা পাগল করিয়াছে। আর পতঙ্গের ন্যায় নৈকট্যের তজল্লির দ্বারা কেমন খুন হইতেছে।

ہیں بیا ئیدا ے پلیداں سوئے من
کہ گرفت از خوئے یزداں خوئے من

ওরে নফসানী খাহেশের ময়লায় আবিষ্ট, উদাসীন মানুষ! আমার দিকে আস, আমার চরিত্র এলাহীর চরিত্র দ্বারা চরিত্রবান হইয়া গিয়াছে।

اولیا را در دروں ہا نغمہ ہا ست
طالباں را زاں حیات بے بہاست

আল্লাহ তা'আলার ওলীদের অন্তরে হাকীকী এশকের শত সহস্র গানের তাল বিদ্যমান ও পুশিদা আছে। যদ্দ্বারা তালেবীন সালেহীনদিগকে অমূল্য জীবন দান করা হয়।

اے تواضع بردہ پیش ابلہاں   اے تکبر کردہ تو پیش شہاں (رومی)

ওহে শ্রোতা শোন! তুমি দুনিয়াদার লোকদের সম্মুখে যাইয়া তাহাদের নিকট দুনিয়ার জন্য নতজানু হও। নম্রতা অবলম্বন কর। অথচ আখেরাতের ব্যাপারে উদাসীন হওয়ার কারণে এই বেওকুফ লোকেরা আল্লাহ ওয়ালাদের খেদমতে কদাচিৎ যদিও যায় ; তবে তাহাদের সাথে অহংকারসুলভ ব্যবহার করে। অথচ এই মহোদয়গণই বাস্তবে রাজা-বাদশাদের শানের অধিকারী, বরং তাহাদের বাতেনী দৌলত সম্পদ তথা আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সপ্ত মহাদেশের রাজত্বের ঈর্ষার কারণ বটে।

باز سلطاں گشتم و نیکو پیم   فارغ از مردارم و کرگس نیم (رومی)

আমি শাহী রাজপাখী, রাজ মহব্বতের বদৌলতে উত্তম চরিত্রবান হইয়া গিয়াছি। এশকে হাকীকীর ফয়েযের বরকতে আমার শকুনসুলভ স্বাভাব শাহী বাজ স্বভাবে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ প্রথমে মুরদার দুনিয়ার উপর শকুনের ন্যায় আসক্ত ছিলাম। আর এখন ঐ মহব্বত মহব্বতে এলাহীর দ্বারা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। মরা ভক্ষণ করা হইতে বিরত হইয়াছি।

چون بمردم از حواس بو البشر   حق مرا شد سمع و ادراک و بصر
نور او در یمن و یسر و تحت و فوق   بر سر و بر گردنم مانند طوق (رومی)

যখন আমার গর্হিত ও কদার্য স্বভাব মুরশিদে কামেলের সাহচর্যের ফয়েযের বরকতে ফানা ও বিলীন হইয়া গেল এবং আমার নফস সৎ স্বভাবের দ্বারা ভূষিত হইল, তখন আল্লাহ তা'আলার নূর দ্বারা শ্রবণ করি, আল্লাহ তা'আলার নূর দ্বারা দর্শন করি। আল্লাহর নূর আমি আমার ডান দিকে, বাম দিকে, উপরে-নীচে দেখিতে পাই, আর আল্লাহ পাকের নূরকে নিজের মস্তক ও গ্রীবার মধ্যে গলাবেড়ীর ন্যায় পাই।

হযরত শামসুদ্দীন তাবরীযীর ফয়েযের বরকতে মাওলানা রূমী এশকে হাকীকীর যেই মকাম ও মর্যাদা হাছেল করিয়াছেন এবং তাঁহার রূহের মধ্যে এশকে এলাহীর যেই হাল অবস্থা পয়দা হইয়ছে ; উহার কিছুটা অনুমান নিম্নের কালাম দ্বারা হয়–

باده در جوشش گدائے جوش ماست
چرخ در گردش اسیر ہوش ماست

মদিরা নিজের জোশের মধ্যে আমাদের জোশের ভিক্ষুক ও ফকীর। আকাশ তাহার ঘূর্ণনে আমাদের হুঁশের কয়েদী।

باده از ما مست نے کہ ما ازو   قالب از ما ہست نے کہ ما ازو (رومی)

শরাব আমাদের দ্বারা মত্ত-মাতাল, শরাব দ্বারা আমরা নেশাগ্রস্থ নই, আমাদের দেহ আমাদের রূহের ফয়েযের কল্যাণে বিদ্যমান। আমাদের রূহ দেহের মুখাপেক্ষী নয়।

রূহের মধ্যে যখন আল্লাহ পাকের সাথে বিশিষ্ট গভীর সম্পর্ক পয়দা হয়, তখন রূহের গুণ ও ছেফাত নফসের উপর প্রবল ও প্রভাবশালী হয়। আর রূহ যেহেতু আল্লাহ পাকের বিশিষ্ট নির্দেশের সহিত সম্পর্ক রাখে, এবং আলমে দুনিয়া আলমে আখেরাতের তুলনায় জেলখানা। অতএব আরেফের রূহ যখন স্বীয় অভ্যন্তরে এশকে হাকীকীর নিদর্শন প্রতিক্রিয়া অনুভব করে তখন এই অস্থায়ী জগতের মত্ততাকে নিজের হাকীকী ও চিরস্থায়ী মত্ততার তুলনায় মুখাপেক্ষী ও ভিক্ষুক মনে হয়। খাজা আজিজুল হাসান মজযুব সাহেব বলেন

عجب کیا گر مجھے عالم بایں وسعت بھی زنداں تھا
میں وحشی بھی تو وہ ہوں لامکاں جس کا بیاباں تھا (مجذوبؒ)

পৃথিবী এত প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি উহাকে জেলখানা মনে করি, তবে বিস্ময়ের কি আছে ? আমিও ঐ বনের পশু; উর্ধ্বজগত যাহার প্রান্তর ছিল।

মাওলানা রূমীর রূহের মধ্যে যখন বাতেনী হালের স্বাদ প্রতিভাত হইল, তখন তাহার নিকট শুধু কথাবার্তা অনর্থক হওয়া প্রকাশ হইয়া গেল। বাস্তবভিত্তিক ও হালসুলভ ঈমানের সম্মুখে দলীল প্রমাণ দ্বারা অর্জিত ঈমান ও অন্যের অনুসরণ দ্বারা অর্জিত ঈমানের কোনই মূল্য নাই।

پائے استدلالیاں چوبیں بود
پائے چوبیں سخت بے تمکیں بود

মাওলানা বলেন, দলীল প্রমাণের পাও, লাকড়ীর তৈরী পাও হয়। আর লাকড়ীর পাও অতিশয় দুর্বল। ইহার বিপরীত তাকওয়া পরহেযগারী, নেক আমল এবং এশকে হাকীকীর বরকতে আল্লাহ পাকের যেই পরিচয় ও মা'রেফত হাছেল হয় উহা নিতান্ত দৃঢ় ও মজবূত হয়। অন্তরের সূক্ষ্মজ্ঞান দ্বারা যেই ঈমান প্রদত্ত হয়; উহা বাহ্য চক্ষুর প্রত্যক্ষ দর্শনের উর্ধ্বের জিনিস। আল্লাহ ওয়ালাদের সাহচর্য এবং যিকরুল্লাহর আধিক্যের দ্বারা যাহা নছীব হয়; উহা পর্বত সমান দৃঢ় ও মজবূত হয়। সারা পৃথিবীও যদি কুফর শিরকে নিমজ্জিত হইয়া যায়: কিন্তু এমন

লোকের ঈমান সর্বাবস্থায় স্বীয় তৌহীদ ও একত্ববাদের ঝাণ্ডাবাহী হয়। শেখ সাদী বলেন

موحد چہ بر پائے ریزی زرش چہ فولاد ہندی نہی بر سرش
امیدو ہراسش نباشد زکس ہمیں است بنیاد توحید بس

কামেল মোমেনের পদযুগলে স্বর্ণের স্তুপ রাখিয়া দেও কিংবা গ্রীবার উপর কোষমুক্ত তরবারী রাখ, কিন্তু মালের লোভ তাহাকে একত্ববাদ হইতে বিরত রাখিবে না। আর তরবারীর ভয়ও তাহাকে তৌফিক হইতে ফিরাইতে পারিবে না। যে লোক একত্ববাদী যে মানুষের নিকট হইতে কোন আশা পোষণ করে না, কোন লোকের ভয়েও সে ভীত হয় না।

কিন্তু বর্তমান যুগে পশ্চিমা সভ্যতার আসক্ত লোকেরা যমানার তালে তাল মিলাইয়া চলাকে জীবনের মাপকাঠি বানাইয়া রাখিয়াছে এবং উহার নামকরণ করিয়াছে পলিসি। যাহার উৎস এই যে, যুগানুযায়ী রং বদলাইতে থাকে, ঈমান যতই ক্ষতিগ্রস্থ হউক না কেন ?

পলিসী কি জিনিস ? পা-লিসী ফারসী ভাসায় পালিসী অর্থ পাও চাটা। অতএব পশ্চিম প্রসূত লোকেরা যুগের গতির পাও চাটিতেছে।

স্মরণ রাখুন ; পলিসি এবং হকপন্থী লোক একস্থানে একত্রিত হইতে পারে না। হক্কানী লোকের শান তো এই যে, তাহার তো একমাত্র আল্লাহ লা শরীকের সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়। আর পলিসি ওয়ালাদের তো সর্ব যুগের খোশামোদ তোষামোদ করিতে হয়; যাহাতে যুগযমানা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। এ কারণে সে সর্বদা চিন্তান্বিত পেরেশান থাকে। আর কামেল মোমেনগণ যুগের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শুধু মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে। এ সম্পর্কে আমার একটি বয়েত এই-

سینکڑوں غم ہیں زمانہ سازکو اک ترا غم ہے ترے ناسازکو (اختر)

যুগের সাথে যোগাযোগকারীদের চিন্তা-ভাবনার শেষ নাই। আর তোমার এই নালায়েক বান্দার চিন্তা শুধু তুমিই।

হযরত জালালুদ্দীন (রঃ) সকল মানুষের অন্তরে আল্লাহ পাকের সাথে গভীর সম্পর্ক পয়দা করার আহ্বান জানাইতেছেন। তিনি যেই নে'য়ামতকে আস্বাদন করিয়াছেন; উহা ব্যাপক করিতে চাহিতেছেন।

شَرِبْنَا وَأَهْرَقْنَا عَلَى الْأَرْضِ جُرْعَةً
فَلِلْأَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِيبُ

আমরা তো পান করিয়াছি আর মাটিতে এক ঢোক ফেলিয়া দিয়াছি। কেননা দাতা লোকদের পেয়ালা হইতে মাটিরও একটু অংশ আছে।

মাওলানা রূমী বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলার ওলীগণ অনেক গুপ্তরহস্য গোপন রাখেন; উহা প্রকাশ করেন না। কেননা, মধ্যম ধরনের সাধারণ জ্ঞান উহা উপলব্ধি করিতে অক্ষম। কিন্তু তবুও কোন কোন সময় অনিচ্ছা সত্ত্বে তাঁহাদের রসনা হইতে কিছুটা প্রকাশ হইয়া যায়। যেমন হাঁচি ও হাই লওয়ার সময় ইচ্ছা ব্যতীত মুখ খুলিয়া যায়। অতএব কোন কোন গুপ্তরহস্য ; যাহা আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদের মুখে প্রকাশ করিতে চাহেন। তখন তাঁহাদের উপর কোন শক্তিশালী অসহনীয় অবস্থা সৃষ্টি করিয়া কিছু বলাইয়া দেন। যাহাতে তরীকত পন্থীগণ ঐ জগতের কিছু সুগন্ধ খুশবু প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাদের অন্তরও এই অস্থায়ী দুনিয়া হইতে অপসারিত হইয়া অদৃশ্য জগতের শান–শওকত আনন্দ-উল্লাসের দিকে আকৃষ্ট ও ধাবিত হয়।

گر ببینی یک نفس حسن ودود　　اندر آتش افگنی جان و وجود
گر ببینی کر و فر قرب را　　جیفه بینی بعد ازیں ایں شرب را (رومی)

লোকসকল! যদি এক নিমিষের তরে তোমরা আল্লাহ পাকের নৈকট্যের তজল্লি ও জ্যোছনা প্রত্যক্ষ করিয়া লও ; তবে আগ্রহের প্রাবল্যে নিজের প্রিয় প্রাণকে রিয়াযত মুজাহাদার অগ্নিতে সোপর্দ করিয়া দিবে। আর যদি আল্লাহপাকের নৈকট্যের শান-শওকত, জাঁকজমক স্বীয় অভ্যন্তরে দেখিয়া লও; তবে অস্থায়ী দুনিয়ার এই চাকচিক্য ও স্বাদ তোমার নিকট মরা ও মুরদার মনে হইবে।

এখন মাওলানা রূমীর ঐ নছীহত শ্রবণ করুন ; যাহার উপর আমল করিলে মানবীয় রূহ আল্লাহর তজল্লির প্রতি আসক্ত হইয়া যায়। আর অন্তর মুরদার দুনিয়া হইতে বিরাগ ভাজন হইয়া যায়।

راہ کن اندر بواطن خویش را
دور کن ادراک غیر اندیش را

স্বীয় অন্তরে আল্লাহ তা'আলার পথ পয়দা কর, কিরূপে পয়দা হইবে? গায়রুল্লাহ কল্পনাকারী অনুভূতিকে দূরে সরাও, গায়রুল্লাহ যখন দেল হইতে বাহির হইয়া যাইবে তখন অন্তরে আল্লাহ পাকের নূর প্রবেশ করিবে।

کیمیا داری دوائے پوست کن
دشمناں را زیں صناعت دوست کن

ওহে মানুষ! তুমি একটি পরশ পাথরের অধিকারী, ঐ স্পর্শমণি কি ? উহা আল্লাহর এশক মহব্বত ; যাহা তোমার নিকট গচ্ছিত রাখা আছে। আর ঐ স্পর্শমণির বৈশিস্ট্য ও স্বভাব এই যে, তোমার মন্দ স্বভাবগুলি পরিবর্তন করিয়া দেয়। অতএব তুমি দেহ এবং উহার খাহেশ কামনা-বাসনার চিকিৎসা ঐ পরশমণির দ্বারা কর। তাহা হইলে ঐ বদস্বভাব ও মন্দ চরিত্রগুলি নেক স্বভাব ও উত্তম চরিত্রের দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। এবং নিজের শত্রু নফস ও শয়তানকে এই পরশমণি দ্বারা নিজের বন্ধু বানাইয়া লও। যাহাতে তোমার কু-আদেশকারী নফস সু-আদেশদাতা শান্ত–শিষ্ট নফস হইয়া যায় ; পথভ্রষ্ট না করে।

چوں شدی زیبا بداں زیبا رسی   کہ رہاند روح را از بے کسی   رومی ،

শায়খে কামেলের সংশোধন করার উপর আমল করার কারণে যখন তোমার মন্দ স্বভাবগুলি উত্তম স্বভাবে পরিবর্তন হইয়া যাইবে তখন তুমি সৌন্দর্যময় হইয়া যাইবে। যখন সৌন্দর্যময় হইয়া যাইবে তখন ঐ পরম ও চরম সৌন্দর্যময়ের নিকটবর্তী হইয়া যইবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত ও হাকীকী সৌন্দর্যময়, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন ; উহাকে অসহায়তা হইতে মুক্তি দেন। অর্থাৎ নিজের খাছ ও বিশিষ্ট নৈকট্য দান করেন।

মাওলানা রূমী (রঃ)-এর শামস তাবরীযীর সাহচর্যের ফয়েয ও বরকতে আল্লাহর মহব্বতে হাহুতাশ করা এবং পাগলপারা হওয়া নছীব হইয়াছে। যদ্দ্বারা সলুক ও তরীকতের মনযিলগুলি অতি দ্রুতবেগে অতিক্রম করিয়াছেন। এ কারণে মাওলানার এ ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আল্লাহর পথ এশক মহব্বত ও পাগলপারা হওয়ার পথ। নিজে বলেন

هرچه غیر شورش و دیوانگی است
در رہ حق دوری و بیگانگی است (رومی)

হা-হুতাশ ও পাগলপারা ব্যতীত যাহা কিছু আছে; ঐ সবই আল্লাহ তা'আলার পথে দূরত্ব ও বোগানা, সম্পর্কহীন।

نعرهٔ مستانہ خوش می آیدم تا ابد جانان چنیں می بایدم (رومی)

নারায়ে মাস্তানা আমার ভাল লাগে, হে মাহবূব! কিয়ামত পর্যন্ত এরূপে দেওয়ানা ও পাগল হইয়া থাকিতে চাই।

غیر آں زنجیر زلف دلبرم گر دو صد زنجیر آری بردرم (رومی)

মাহবূবের কেশের শৃংখল (পবিত্র শরীয়তের আহকাম বিধান) ব্যতীত যদি দুইশত বেড়ীও আমার পায়ে আটকায় ; তবে আমি সবগুলিকে ভাংগিয়া-চুরিয়া ফেলিব।

মাওলানা রূমী (রঃ) এশক মহব্বতের অকূল সমুদ্র ছিলেন। মাহবূবের আলোচনা ব্যতীত আশেকের কিছুই ভাল লাগে না। এজন্য কোন কোন সময় আশেকের এ অবস্থা হয় যে, সে অন্য কোন আল্লাহর দেওয়ানা ও পাগলের সান্নিধ্য কামনা করে; যাহার সাথে হাকীকী মাহবূবের কথা আলোচনা করিয়া উদ্বিগ্ন অশান্ত অন্তরকে সান্ত্বনা দান করা যায় । দুই পাগল একত্র বসিয়া আলাপ-আলোচনা করিলে সময়টা বেশ ভালই কাটে।

হযরত শামসুদ্দীন তাবরীযীর তিরোধানের পর মাওলানা এমনই একজন দেওয়ানার অন্বেষণ করিতেছিলেন। একদিন এই পেরেশান অবস্থায় ছালাহুদ্দীন স্বর্ণকারের দোকানের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। সে রূপার উপর হাতুড়ি

মারিতেছিল পাত বানাইবার জন্য। হাতুড়ি এভাবে মারিতেছিল যে উহার মিহিন আওয়ায দেলওয়ালা ঐ আওয়াযে নিজের কলবে এশক মহব্বতের বিশেষ অবস্থা অনুভব করে। আর মাওলানা তো আদ্যোন্ত এশক মহব্বত এবং দগ্ধিত প্রাণ ছিলেন। এই আওয়াজ শ্রবণ করিয়া একেবারে বেহুশ হইয়া গেলেন। এদিকে ছালাহুদ্দীন স্বর্ণকারের হাত আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া গেল। হাতুড়ি মারিয়া মারিয়া বহুত রৌপ্য বরবাদ করিয়া দিল। অবশেষে ছালাহুদ্দীনের অন্তরে মাওলানার বাতেনী ফয়যের কাল্যাণে এশকে এলাহীর আগুন লাগিয়া গেল। এবং এশকের প্রাবল্যে তখনই দোকান বিলাইয়া দিলেন এবং মাওলানা রূমীর সঙ্গী হইয়া গেলেন।

নয় বৎসর পর্যন্ত ছালাহুদ্দীন (রঃ) মাওলানা রূমীর খেদমতে ছিলেন, তাহার সাহচর্যে মাওলানা রূমী অনেক সান্ত্বনা পাইলেন। অবশেষে ৬৬৪ হিজরীতে ছালাহুদ্দীন (রঃ) ইনতেকাল করিলেন। তাহর ইনতিকালের পর মাওলানা নিজের মুরীদগণের মধ্য হইতে মাওলানা হুসামুদ্দীন চালপীকে স্বীয় অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাইয়া লইলেন। তারপর যতদিন জীবিত ছিলেন তাহার সাহচর্যে মাহবূবে হাকীকীর বিচ্ছেদ যাতনা হালকা ও লঘু করিতে থাকিলেন।

এই মাওলানা হুসামুদ্দীন চালপীর উৎসাহ প্রদান করার কারণেই মাওলান রূমীর বিখ্যাত রচনা মাছনবী শরীফ লিখিয়াছেন। এই তথ্যের দিকে মাওলানা রূমী (রঃ) মাছনবীর মধ্যে স্বয়ং এরশাদ করেন।

همچناں مقصود من زیں مثنوی   اے ضیاء الحق حسام الدین توئی (رومی)

মাওলানা হুসামুদ্দীন চালপীকে মাওলনা রূমী সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, উল্লেখিত ঐ কাহিনীর মধ্যে যেরূপে তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির উদ্দেশ্যে গভীর পানিতে আখরূট নিক্ষেপ করিয়া পানির শব্দ শ্রবণ করা এবং উহার বুদ্বুদ ভুরভুরি দর্শন করছিল। এরূপে ওহে হুসামুদ্দীন এই মছনবী দ্বারা তুমিই আমার উদ্দেশ্য।

مثنوی اندر اصول و ابتدا   جملہ بہر تست و بر تست انتہا (رومی)

এই মাছনবী শুরু হইতে তোমারই জন্য এবং তোমার উপরই উহার শেষ ও সমাপ্তি।

قصدم از الفاظ او راز تو است
قصدم از انشاش آواز تو است

এই মছনবী দ্বারা আমার উদ্দেশ্য তোমার রহস্য বর্ণনা করা। কেননা, ইহার শব্দাবলী প্রণেতার কামালত ও মাহাত্ম্যের নিদর্শন। আর বাস্তবে ইহার প্রণেতা আপনিই, আমি তো শুধু একটি আড়াল মাত্র। আর ইহার রচনা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য আপনার শব্দ ; যাহা আমি আপনার অন্তরে বিষয়বস্তু উদিত হওয়ার সময় নিজ কর্ণে শ্রবণ করি।

একদা মছনবী বর্ণনা করিতে করিতে হঠাৎ মাওলানা রূমী খামূশ ও চুপ হইয়া গেলেন। বলিলেন যে, এখন অদৃশ্য জগত হইতে অন্তরে বিষয়বস্তুর আগমন হইতেছে না। এ কারণে বিষয়বস্তুতে কোন স্বাদ মজা পাইতেছি না। সুতরাং এখন চুপ থাকাই বাঞ্ছনীয়। এস্থানে বলিয়াছেন

سخت خاک آلود می آید سخن ‎ ‎ ‎ اے حسام الدیں درِ چہ بند کن (رومی)

আমার অন্তরের কূপ হইতে বাক্যের পানির অতিশয় মৃত্তিকা মিশ্রিত আসিতেছে। সুতরাং ওহে হুসামুদ্দীন! বাতেনী কূপের দ্বার বন্ধ করিয়া দাও। অর্থাৎ চুপ থাক, বেশী কথা বলার ফরমাইশ এখন আর করিও না।

মাছনবী রচনার ধরন এই ছিল যে, মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) অনর্গল ছন্দ মিলাইয়া বলিতে থাকিতেন। আর মাওলানা হুসামুদ্দীন উহা লিপিবদ্ধ করিতেন। কোন কোন সময় এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে যে, মাছনবী বলিতে ও লিখিতে লিখিতে ফজরের আযান হইয়া গিয়াছে।

মাছনবী শরীফের বিষয়বস্তু সবই এলহামী। মাছনবী পাঠ করিলে সহজেই ইহা অনুধাবন করা যায়, কিন্তু স্বয়ং মাওলানা রূমী একটি বয়েতের মধ্যে এই কথাটি পরিষ্কার বর্ণনা করিয়াছেন

قافیہ اندیشم و دلدار من
گویدم مندیش جز دیدار من

যখন আমি ছন্দ সম্বন্ধে চিন্তা-ফিকির করিতে থাকি, তখন আমার প্রিয় মাহবূব আমাকে বলে, এখন ছন্দের ফিকির করিও না; আমার দীদারে মশগুল

থাক। অর্থাৎ শুধু আমার দিকে মনোযোগী হইয়া থাক, ছন্দ আমি অন্তরে দান ও এলহাম করিব। তুমি স্বীয় অন্তরকে ছন্দ অন্বেষণে লিপ্ত ব্যাপৃত করিও না।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এবং রোমের রাষ্ট্রদূতের কাহিনী

রোম দেশের বাদশাহর রাষ্ট্রদূত যখন হাদিয়া উপঢৌকন লইয়া মদীনা শরীফে উপস্থিত হইল, তখন জনগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, বাদাশাহর অট্টালিকা ও রাজপ্রাসাদ কোথায়? জনগণ উত্তরে বলিল–

قوم گفتندش کہ اورا قصر نیست
مر عمرؓ را قصر جان روشنے ست

লোকেরা বলিল, আমাদের বাদশাহর কোন রাজপ্রাসাদ নাই। অবশ্য আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর রাজিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অট্টালিকা তো তাঁহার প্রাণ ; যাহা আল্লাহ তা'আলার সহিত গভীর সম্পর্ক এবং নৈকট্যের তজল্লিতে জ্যোতির্ময়। যাহা তাহাকে সারা বিশ্বের শাহী মহল হইতে বেপরোয়া অমুখাপেক্ষী করিয়া দিয়াছে। এবং বলিল, আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর (রাঃ)- কে মদীনার কবরস্থানে পাইবেন। কবরস্থানে যাইয়া রোমের রাষ্ট্রদূত দেখিলেন।

যে, হযরত ওমর (রাঃ) গায়ের জামা খুলিয়া শুধু লুঙ্গী পরিধান করিয়া মাটিতে শুইয়া আছেন। না আছে সিংহাসন, না আছে রাজমুকুট, ফৌজ-লশ্‌কর বডিগার্ড কিছুই নাই ; কিন্তু তাহার চেহারার উপর দৃষ্টি পড়িতেই রোমের রাষ্ট্রদূত ভয়–ভীতিতে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং মনে মনে বলিতে লাগিল–

گفت با خود من شہاں را دیدہ ام   پیش سلطاناں بہ بگزیدہ ام
از شہانم ہیبت و ترسم نبود   ہیبت ایں مرد ہوشم را ربود
بے سلاح ایں مرد خفتہ بر زمیں
من بہفت اندام لرزاں چیست ایں

আমি বড় বড় বাদশাহ রাজাগণকে দেখিয়াছি, এবং দীর্ঘদিন বাদশাহদের সংসর্গে রহিয়াছি। বাদশাহগণ হইতে কখনও ভয়–ভীতি অনুভব করি নাই। কিন্তু এই ছেঁড়া বসন লোকটির ভয়ে আমার হুঁশ-জ্ঞান উড়িয়া যাইতেছে। এই লোকটি কোন সমরাস্ত্র ব্যতীত পাহারাদার ব্যতীত একাকী মাটিতে শুইয়া আছে, কিন্তু ব্যাপার কি তাহার ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে ? অথচ এমন কম্পমান যে, আমাকে সাতটি দেহ দেওয়া হইলেও এই কম্পন সহ্য করিতে পারিবে না এবং সকল দেহ কম্পন করিতে থাকিবে। তারপর ঐ দূত আপন মনে বলিতে লাগিল।

هیبت حق است این از خلق نیست
هیبت این مرد صاحب دلق نیست

এই ভয়-ভীতি ছেঁড়া পোষাক পরিধানকারীর নয়। বাস্তবে ইহা আল্লাহ পাকের ভয়। কেননা, ঐ ছেঁড়া কাপড় পরিধানকারী বাদশাহর অন্তর আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও বিশেষ সান্নিধ্য দ্বারা মর্যাদাবান। অতএব ইহা আল্লাহর সাথে সঙ্গতার ভীতি বৈ কিছু নয়; যাহা সত্যনিষ্ঠ পুরুষটির চেহারায় প্রতিভাত ও বিকশিত হইতেছে। তারপর ঐ রাষ্ট্রদূত হযরত ওমর (রাঃ)–এর সাহচর্যের ফয়েয ও বরকতে মুসলমান হইয়া গেল।

هر که ترسد از حق و تقوی گزید ترسد از وے جن و انس و هر که دید

মাওলানা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এবং তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে, তাহাকে জিন মানুষ সকলেই ভয় করিবে এবং যে কেহ তাহাকে দেখিবে, তাহার উপর ঐ সত্যনিষ্ঠ লোকটির ভয় প্রবল হইবে।

ফায়েদাহ ঃ এই কাহিনীতে এই ছবক পাওয়া যায় যে, মানুষের মান-সম্মান আল্লাহ তা'আলার সাথে মজবূত ও সঠিক সম্পর্ক দ্বারা নছীব হয়। বাহ্যিক চাকচিক্য সাজানো গোছানোর দ্বারা নয়। যেমন যুগের নির্বোধ লোকেরা স্বীয় রব প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট রাখে এবং তাঁহার নাফরমানি করা সত্ত্বেও বিরাট বাংলো বৈঠকখানা, মূল্যবান পোষাক ও কারবারের আশ্রয় গ্রহণ করে? কিন্তু তাহাদের ইজ্জত, মানসম্মানের যে স্থান ইহা সকলেই দেখিতেছে যে, অনুপস্থিতিতে গালি খায়। আজ রাষ্ট্র প্রধান, পদ চলিয়া গেলে যেই সেই। দুনিয়ার বাদশাহির অর্থ

বায়ুর উপর রাজত্ব। ফারসী ভাষায় "বাদ' অর্থ বায়ূ। আর আল্লাহর ওলীগণ প্রকৃত শাহ্। এইজন্য তাঁহাদিগকে শাহ্ বলা হয়। জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর দুনিয়া ইজ্জতের সাথে তাঁহাদের নাম লয়।

হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর রাজমুকুটের কাহিনী

মাওলানা রূমী (রঃ) ঘটনা লিখিয়াছেন, একদা হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম আয়নার সম্মুখে স্বীয় তাজ মাথায় রাখিলেন ; কিন্তু ঐ তাজ বাঁকা হইয়া গেল। তিনি উহা সোজা করিলেন, পুনরায় উহা বাঁকা হইয়া গেল। এইরূপে তিনবার সোজা করিলেন ; কিন্তু তাজ তিন বারই বাঁকা হইয়া গেল। অতএব তিনি আল্লাহ পাকের ভয়ের আধিক্যে সেজদায় পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তারপর মাথায় মুকুট রাখিলে উহা আর বাঁকা হইল না। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম বুঝিয়াছিলেন যে, আমার কোন ব্যাপার আল্লাহ তা'আলার পছন্দ হয় নাই। এই কারণে তাঁহার দৃষ্টি আমা হইতে ঘুরিয়া গিয়াছে। এ কারণেই এই মুকুট নিষ্প্রাণ হওয়া সত্ত্বেও ঘুরিয়া গিয়াছে। খাজা মজযুব ছাহেব বলেন

نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا
نظر اک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا

ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্টি বদলাইয়া গেল, বন্ধু-বান্ধবের মেযাজ পরিবর্তন হইল। মাহবূবের দৃষ্টি পরিবর্তনের সাথে সাথে সমগ্র পৃথিবী বদলাইয়া গেল।

হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম পয়গাম্বর ছিলেন। আর নবী পয়গাম্বর নিষ্পাপ হন। ইহাতে মনে প্রশ্নের উদ্রেক হয় তাঁহার দ্বারা কি কোন অন্যায় হইয়াছিল ? উত্তর এই যে, অন্যায় তিনি করেন নাই, কিন্তু নবী (আঃ) যদি নিজের ধারণা ও এজতেহাদ বশত ঃ অতি উত্তমকে ছাড়িয়া শুধু উত্তমকে অবলম্বন করেন ; তবে এ কারণেও তাহাদিগকে পাকড়াও করা হয়। অথচ ঐ কাজ বাস্তবে জায়েযই হয়। অতএব এ ধরনের কোন ব্যাপার হইয়া থাকিবে। এখন মাওলানা রূমী বলেন

خاک و باد و آب و آتش بنده اند
با من و تو مرده با حق زنده اند

এই ঘটনায় অন্য একটি প্রশ্ন জাগে যে, তাজ বা মুকুট নিষ্প্রাণ ছিল। নিষ্প্রাণ বস্তু নড়াচড়া কিরূপে করিল ? মাওলানা উল্লিখিত বয়েতে এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছেন যে, মটি বাতাস, আগুন, পানি এই চারটিকে উপাদান উপকরণ বলে। যদ্দারা বস্তু প্রস্তুত ও সৃষ্টি হয়। এই উপাদান চারটি বাস্তবে মৃত ও নিষ্প্রাণ; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সাথে উহাদের সম্পর্ক জীবতদের মতই। এই সকল জড়পদার্থ ও উদ্ভিদ আল্লাহ পাকের নির্দেশ বুঝে এবং আদেশ শ্রবন মাত্র পালন করে।

এক ব্যক্তির মুখ বাঁকা হওয়ার কাহিনী

এক ব্যক্তি নবীয়ে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক নাম বেতমীযী ও বিদ্রূপের সাথে উচ্চারণ করিয়াছিল।

آں دہن کژ کرد از تسخر بخواند نام احمدؐ را دہانش کژ بماند

باز آمد کاے محمدؐ عفو کن اے ترا الطاف علم من لدن

যে ব্যক্তি মুখ বিকৃত করিয়া বিদ্রূপ করতঃ নবীজীর নাম উচ্চারণ করিয়াছিল; তাহার মুখ বক্রই বক্র থাকিয়া গেল। ঐ বদবখত নালায়েক মাফ চাহিবার জন্য হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হইয়া বলিল, আমাকে মাফ করিয়া দিন।

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنۂ پاکاں زند

মাওলানা বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন লোককে অপদস্ত করিতে চাহেন, তখন তাহাকে পাকপবিত্র লোকদের উপর দোষ চাপানের দিকে আকৃষ্ট করিয়া দেন। আর এই আকৃষ্ট করা তাহার গর্হিত কাজের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপই হয়। অর্থাৎ কোন পাপের শাস্তিস্বরূপই এ ধরনের বিপদ আসে যে, কোন ওলী আল্লাহকে খারাপ বলা এবং খোটা দেওয়া আরম্ভ করে এবং এই অপরাধকে তাহার লাঞ্ছনা, ধ্বংস এবং অপদস্তের কারণ বানাইয়া দেওয়া হয়।

ور خدا خواہد کہ پوشد عیب کس کم زند در عیب معیوباں نفس

আর আল্লাহ পাক যখন কোন বান্দার দোষ-ক্রুটি লুকাইয়া রাখিতে চাহেন তখন আল্লাহ পাক তাহাকে দোষী লোকদের দোষের উপর চুপ থাকার তৌফিক দান করেন।

چوں خدا خواہد کہ ماں یاری کند   میل مارا جانب زاری کند

আল্লাহ তা'আলা যখন আমাদের উপর এহসান ও মেহেরবানী করিতে চাহেন ; তখন আহাযারী করার দিকে আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়া দেন।

اے خنک چشمیکہ آں گریان اوست

وے ہمایوں دل کہ آں بریان اوست

ঐ চোখ শীতল হউক; যাহা হাকীকী মাহবূবের জন্য কাঁদে। আর ঐ অন্তর অত্যন্ত বরকতময়; যাহা তাহার এশকের জ্বালায় ভুনা হয়।

از پئے ہر گریہ آخر خندہ ایست

مرد آخر بیں مبارک بندہ ایست

আল্লাহ পাকের মহব্বতে ও ভয়ে প্রত্যেক ক্রন্দনের শেষফল আনন্দ ও খুশীর হাসি। আর পরকাল পরিণামদর্শী ব্যক্তি; বড়ই মুবারক বান্দাহ।

ہر کجا آب رواں سبزہ بود   ہر کجا اشک رواں رحمت شود

যেখানে পানি প্রবাহিত হয় ; সেখানে শস্য-শ্যামল উৎপন্ন হয়। এরূপে যেখানে অশ্রু প্রবাহিত হয়; সেখানে আল্লাহর রহমতের বাগান ঝলমল করে। এতদ্বারা উদ্দেশ্য, অন্তর তৃপ্ত হয়। পবিত্র হাদীছে উল্লেখ আছে--দুই প্রকারের ফোটা আল্লাহ তা'আলার অতি প্রিয়-এক অশ্রুর ঐ ফোটা ; যাহা আল্লাহর ভয়ে প্রবাহিত হয়। আর দ্বিতীয় রক্তের ঐ ফোটা ; যাহা জিহাদের পথে আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত করা হয়।

مرحمت فرمود سید عفو کرد   چوں زجرأت توبہ کرد آں روئے زرد

যখন ঐ বক্র মুখ ব্যক্তি গুনাহের উপর দুঃসাহস করা হইতে তওবা করিল, তখন দোজাহানের সর্দার নবীয়ে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহার কছুর-অন্যায় মাফ করিয়া দিলেন।

رحم خواہی رحم کن بر اشکبار　　رحم خواہی بر ضعیفاں رحمت آر

তুমি যদি আল্লাহ পাকের নিকট হইতে রহম-করম পাইতে চাও ; তবে অশ্রুসজল নয়নে যাহারা মাফ চায়; তাহাদের উপর দয়া ও রহম কর। তুমি যদি আল্লাহর রহমত চাও, তবে প্রথমে তুমি দুর্বলদের প্রতি দয়া কর।

রাতের প্রদীপ এবং পানিগাভী

নদীর গাভী কিংবা ষাঁড় নদী হইতে মুক্তা কুড়াইয়া আনে এবং রাত্রে উহার আলোতে সবুজ মাঠ হইতে সুগন্ধি ঘাস অতি তাড়াতাড়ি ভক্ষণ করে। এ কারণে ঐ জন্তুর মল আম্বর হয়। কেননা, উহার খোরাক নার্গিস, চামেলী, নীলুফার ইত্যাদি সুগন্ধি যুক্ত পরিষ্কার ঘাস।

এখন মাওলানা রুমী (রঃ) এই বিষয় হইতে কথার মোড় ঘুরাইয়া বলিতেছেন যে, যেরূপে সামুদ্রিক গাভীর খুশবূদার খোরাক খোশবূ হাছেল হওয়ার কারণ হয়, তদ্রূপ যে লোকের রূহানী খোরাক নূরে জালাল তথা যেকর ও এবাদত হয় ; তাহার মুখ হইতে প্রতিক্রিয়াশীল বাক্য কেন বাহির হইবে না ? এই বিষয়টিকেই এই বয়েতে বর্ণনা করিয়াছেন

ہر کہ باشد قوت او نور جلال　　چوں نزاید از لبش سحر حلال

যেকের ও এবাদত-বন্দেগী যাহার খোরাক হইবে, তাহার ওষ্ঠদ্বয় হইতে প্রতিক্রিয়াশীল বাক্য কেন পয়দা হইবে না?

তারপর সামুদ্রিক গাভী তৃণক্ষেত্রে মুক্তার আলোকে বিচরণ করিতে করিতে যখন মুক্তা হইতে দূরে চলিয়া যায়, তখন কোন মুক্তা ব্যবসায়ী যে ঐ মুক্তা আহরণের উদ্দেশ্যে সেখানে বৃক্ষের উপর কালো কাদা লইয়া বসিয়া থাকে ঐ মুক্তার উপর কালো কাদা নিক্ষেপ করে। যদ্দরুন তৃণক্ষেত্র অন্ধকার হইয়া যায়। কেননা কাদা মুক্তার আলোর কিরণ প্রতিভাত হইতে বিরত রাখে। ঐ নদীর গাভী কিছুক্ষণ ঐ চারণভূমিতে ছুটাছুটি করে শিং দ্বারা ঐ লোকটিকে আঘাত করার জন্য, কিন্তু মুক্তা ব্যবসায়ী লোকটি তো বৃক্ষের উপর নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকে। অতঃপর নদীর গাভী যখন নিরাশ হইয়া যায়; তখন সে যেখানে মুক্তা রাখিয়াছিল

সেখানে আসে। কিন্তু সেখানে আসিয়া দেখে কাদা আর কাদা; যাহা শাহী মুক্তার উপর রাখা আছে। অতএব কাদা মাটি দেখিয়া গাভী পালাইয়া যায়।

এখন মাওলানা এখানে বিরাট একটি উপদেশ প্রদান করিতেছেন যে, অভিশপ্ত ইবলীস শয়তানও ঐ জন্তুর ন্যায় ছাইয়েদেনা হযরত আদম আলাইহিস সালামের মাটির পুতুল দেখিয়া পলাইয়া গেল এবং সম্মান সূচক সেজদা করিতে অস্বীকার করিল এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশের প্রতিবাদ করিল যে, মাটি হইতে আগুন উত্তম। ইহা মাটির তৈরী আর আমি আগুনের সৃষ্টি। অথচ বদবখত ইবলীসের এই জ্ঞান হইল না যে, এই মাটি পানির অভ্যন্তরে খেলাফতে এলাহীর মুকুটধারী ছাইয়েদেনা আদম আলাইহিস সালামের পবিত্র রূহ গুপ্ত অছে।

اهبطوا افگند جاں را در بدن تا بگل پنہاں بود در عدن

আল্লাহ পাকের নির্দেশ "নীচে অবতরণ কর" হযরত আদম আলাইহিস সালামের রূহকে মাটির দেহে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার কাদা পানির পুতুলে মূল্যবান মুক্তা ছিল।

اے رفیقاں زیں مقیل وزاں مقال
اتقوا ان الھوی حیض الرجال

বন্ধুগণ! অযথা বাক্যালাপ হইতে আত্মরক্ষা কর, নিশ্চয় খাহেশে নফসানী পুরুষগণের ধাতুসদৃশ। অর্থাৎ জীবনকে শুধু ভোগ উপভোগ অযথা তর্ক-বিতর্কে বিনষ্ট করার পরিবর্তে তরীকতের পথ অতিক্রম করার জন্য এখনই মশগুল হইয়া যাও।

کاں بلیس از متن طیں کور و کر ست
گاؤ کے داند کہ در گل گوہر ست

মাটির অভ্যন্তরে কি লুক্কায়িত ছিল; ঐ সম্পর্কে ইবলসি শয়তান বেখবর, অন্ধ ও বধির ছিল। নদীর গাভী কি জানিত যে, কাদার মধ্যে মুক্তা পুশিদা আছে?

ফায়েদাহ ঃ- এরূপে যুগের নির্বোধ লোকেরা আল্লাহ ওয়ালাদের বাহ্যিক দূরবস্থা ও নিঃসম্বলতাকে নিজেদের ডাকবাংলা, অন্যান্য চাকচিক্য এবং দামী দামী পোষাকের সাথে তুলনা করিয়া ধোকায় আক্রান্ত হইয়া যায়। তাহাদের ইহা জানা নাই যে, বিরানস্থানে উজাড় ভূমিতেই ধনভাণ্ডার থাকে এবং এই সম্বলহীনতার মাঝেই সম্বলের আমীর ও সরদার এবং এই পাগলামীর মধ্যে শত

শত জ্ঞানবুদ্ধি লুক্কায়িত আছে । অর্থাৎ আল্লাহ ওয়ালাদের রূহের অভ্যন্তরে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কের ধনরত্ন রক্ষিত আছে। তাঁহাদের নিঃসম্বলতা দেখিয়া ধোকা খাওয়া চাই না। আল্লাহ পাক ঐ ঔদ্ধত্যপূর্ণ লোকদিগকে হেদায়েত দান করুন, যাহারা আল্লাহ ওয়ালাদের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিয়া বঞ্চিত থাকে।

মোটকথা, ঐ মুক্তা ব্যবসায়ী বৃক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিতে থাকে যে, ঐ আহমক নদীর গাভী কোন সময় ঐ কাদা মাটি হইতে নিরাশ হইয়া নদীর দিকে চলিয়া যায়, তখন বৃক্ষ হইতে নীচে নামিয়া মুক্তা বাহির করতঃ সফলকাম হইয়া প্রত্যাবর্তন করে। এরূপে আল্লাহ ওয়ালাদের নিকট হইতে উপকার হাছেল করিতে যাইয়া তাহাদের মাটির দেহের প্রতি দৃষ্টি করিও না। তাঁহাদের রূহ হইতে আল্লাহ পাকের খোশবূর ঘ্রান লও। যেমন মজনূ যখন জানিতে পারিল যে, লায়লা মৃত্যুবরণ করিয়াছে; তখন কবরস্থানে যাইয়া কান্নাকাটি করিতে করিতে প্রত্যেক কবরের মাটি শুঁকিতেছিল। এক পর্যায়ে যখন লায়লার কবরে পৌঁছিল তখন মাটির ঘ্রান লইয়া বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, এটাই লায়লার কবর। মাওলানা বলেন

ہمچو مجنوں بو کنم ہر خاک را تا بیابم خاک لیلیٰ بے خطا

মজনূর ন্যায় আমিও প্রত্যেক মাটিকে শুঁকিতে থাকি। এক পর্যায়ে আমি নির্ভুলরূপে লায়লার মাটি পাইয়া যাই। এরূপে মাওলার খোশবূ আল্লাহ ওয়ালাদের নিকট হইতে সাচ্চা মজনূ সাচ্চা অন্বেষুগণ পাইয়া থাকেন। তাহারা কয়েকটি মজলিসে এবং কয়েকদিনের সাহচর্যে শুঁকিয়া লন যে, এই দেহের অভ্যন্তরে যে দেল আছে; উহা তা'আল্লুক মা'আল্লাহর বিশেষ তাজাল্লি ও জ্যোতি দ্বারা সম্মানিত ও মর্যাদাবান।

নবীয়ে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সফরে ছাহাবায়ে কেরামদিগকে বলিলেন, আমি য়্যামন দেশের দিক হইতে আল্লাহর খোশবূ পাইতেছি। ইহা হযরত ওয়ায়েছ করনীর খোশবূ ছিল। যিনি য়্যামন দেশের করন নামীয় কোন এক বস্তিতে বাস করিতেন। অত্যন্ত আল্লাহ ওয়ালা, আল্লাহ ও রসূলের সাচ্চা আশেক ছিলেন। নিজ মাতার খেদমতের কারণে নবীজীর দরবারে উপস্থিত হইতে পারিতেছিলেন না।

گفت پیغمبر کہ بر دست صبا از یمن می آیدم بوئے خدا

হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, "বায়ুর মারফত আমার দিকে য়্যামনের দিক হইতে আল্লাহ পাকের খোশবূ আসিতেছে।" হাদীছ শরীফেও আছে, আমি য়্যামনের দিকে হইতে রহমানের সুগন্ধ পাইতেছি।

আজকালও আল্লাহ পাকের সাচ্চা আশেকীন তালেবীন আল্লাহ ওয়ালাদের দিক হইতে আল্লাহর খোশবূ পাইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে ফায়েদা হাছেল করিতে লজ্জাবোধ করেন না।

اے عدوئے شرم واندیشہ بیا
کہ دریدم پردۂ شرم وحیا

ওহে এশ্‌ক-লজ্জা শঙ্কার শত্রু! আমার নিকট আস, আমি লজ্জা-শরমের আবরণ ছিড়িয়া ফেলিয়াছি। অর্থাৎ ঐ অপছন্দনীয় লজ্জা ; যাহা আল্লাহ পাকের আদেশ-নিষেধের প্রতিবন্ধক ; আমি উহা একদিকে রাখিয়া দিয়াছি।

হযরত মূসা (আঃ)-এর ধৈর্য-সহ্যের কাহিনী

হযরত শো'আয়েব আলাইহিস সালামের গৃহে হযরত মূসা (আঃ)-এর বকরী চরাইবার কাহিনী কোরআনে মজীদে স্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে। ঐ সময় একটি বকরী হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট হইতে পালাইয়া গেল। উহার পিছনে দৌড়াইতে দৌড়াইতে হযরত মূসা (আঃ)-এর পায়ে ফোসকা পড়িয়া গেল। তিনি ঐ বকরীর অন্বেষণে এত দূরে চলিয়া গেলেন যে, বকরীর পাল আর দেখা যায় না। অবশেষে বকরীটি শ্রান্ত-ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া একস্থানে দাঁড়াইয়া গেল। তখন হযরত মূসা (আঃ) উহাকে পাইলেন। তিনি বকরীর উপর ক্রোধান্বিত হইয়া ঝাঁটা মারার পরিবর্তে উহার শরীর হইতে ধূলাবালি ঝাড়িলেন, আদর-যত্ন করিয়া পিঠে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। মায়ের ন্যায় উহার উপর দরদ দেখাইত লাগিলেন। এত কষ্ট বরদাশত করার পরও বকরীর উপর রাগ করিলেন না। মন খারাপ করিলেন না; বরং বকরীর কষ্ট দেখিয়া তঁহার অন্তর নরম হইল। চোখে পানি আসিল এবং বকরীকে বলিতে লাগিলেন, আমার উপর তোর দয়া হয় নাই বিধায় আমাকে কষ্ট দিয়াছিস, শ্রান্ত-ক্লান্ত করিয়াছিস; কিন্তু তোর নিজের উপর দয়া রহম কেন হইল না ? আমার পায়ের ঠোসা এবং কাঁটার উপর তোর রহম আসে নাই ; কিন্তু তোর নিজের উপর তো রহম আসা উচিত ছিল। তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতা দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

মূসা নবুওয়াতের জন্য যোগ্য অর্থাৎ উম্মতের জন্য চিন্তা-ভাবনা করা, তাহাদের পক্ষ হইতে কষ্ট সহ্য করার জন্য ধৈর্য এবং যেই দেলগুর্দার প্রয়োজন হয় ঐ সৌন্দর্য ইহার মধ্যে বিদ্যমান আছে।

با ملائک گفت یزداں آں زماں
کہ نبوت را ہمی زیبد فلاں

ফেরেশতাদিগকে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, নবুওয়াতের জন্য অমুক শোভা পায়। হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "প্রত্যেক নবী বকরী চরাইয়াছেন।" বোখারী শরীফে এই হাদীছ উল্লেখ আছে। মাওলানা রূমী (রঃ) ইহার হেকমত–গূঢ় রহস্য বর্ণনা করিতেছেন

تا شود پیدا وقار و صبر شاں　　　کردشاں پیش از نبوت حق شباں

مصطفیٰ فرمود خود کہ ہر نبی　　　کرد چوپانیش برنا یا صبی

যেহেতু বকরী চরানের দরূন নবীগণের ছবর ধৈর্য প্রকাশ হইয়া যায়। এজন্যই তো নবুওয়াতের পূর্বে তাঁহাদিগকে বকরীর রাখাল বানানো হয়। বকরীর রাখালী তাহাদের মধ্যে ছবর ও বরদাশ্‌ত করার অভ্যাস পয়দা করে। কেননা, বকরীর পাল সাধারণতঃ বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে। উহাদিগকে একত্রিত করিয়া রাখা ও দেখাশুনা করাতে খুবই পেরেশানী হয়। যেমন এই কাহিনীতে হযরত মূসা (আঃ)–কে পেরেশান করিয়াছে।

گفت سائل ہم تو نیز اے پہلواں
گفت من ہم بودہ ام دہرے شباں

কোন প্রশ্নকারী নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনিও কি হে সৃষ্টির সরদার? নবীজী বলিলেন, হাঁ, আমিও কিছুদিন বকরী চরাইয়াছি।

لاجرم حقش دہد چوپانیے　　　بر فراز چرخ مہ روحانیے

আল্লাহ তা'আলা এই রাখালগিরির পর রূহানী রাখালী দান করেন। অর্থাৎ আসমান-চন্দ্রের উপর রূহানী রাখালী। অর্থাৎ বান্দাদের এরশাদ তরবিয়াতের যিম্মাদার বানান। অতএব বকরী চরানের হক আদায় করার পর নবুওয়াতের পদ দান করেন।

হযরত ছফুরা (আঃ)-এর কাহিনী

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের চেহারা মুবারকে কোহে তুরের তাজাল্লির পর এমন শক্তিশালী তাজাল্লি থাকিত যে মুখোশ ব্যতীত যে ব্যক্তি তাঁহার চেহারা দেখিত ; তাহার চোখের জ্যোতি ধাঁধা লাগিয়া শেষ হইয়া যাইত। তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে এমন একটি মুখোশ দান করুন যে এই শক্তিশালী নূরকে ঢাকিয়া রাখে এবং আপনার বান্দাদের চোখের কোন ক্ষতি না হয়। এরশাদ হইল, কোহে তূরে আপনার দেহে যেই কম্বল ছিল সেই কম্বল দ্বারা মুখোশ বানাইয়া লও। যেই কম্বল কোহে তূরের তাজাল্লিকে বরদাশ্ত করিতে পারিয়াছে, নিঃসন্দেহে ইহা আরেফের পোষাক। হে মূসা! এই কম্বল ব্যতীত কোহে কাফও আসিয়া চেহারার তাজাল্লি রোধ করিতে পারিবে না। উহাও কোহে তূরের ন্যায় খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যাইবে। আল্লাহ পাকের কুদরতে আল্লাহ ওয়ালাদের দেহ অনুপম এই নূর বরদাশত করা শক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে। যেই জিনিসকে কোহে তূর সহ্য করিতে পারে নাই। আল্লাহ পাকের কুদরতে আরেফের অন্তর উহা বহন করিতে সক্ষম হয়। এই বিষয়টিকেই হাদীছে কুদ্সীতে নবীয়ে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন

که نگنجیدم در افلاک و خلا　　در عقول و در نفوس باعلا

আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যেস্থলে আমি সংকুলান হইনা। উর্ধ্ব জগতের আকল ও নফসের মধ্যেও না। আমাকে ধারণ ও বহন করিতে পারে এমন সাধ্য কাহারও নাই। কিন্তু

در دلِ مومن بگنجیدم چو ضیف
بے زچون وبے چگونہ وبے کیف

মুমেনের অন্তরে মেহমানের মত আসীন হই, কখন কিরূপে কি অবস্থায় ব্যতীত। অর্থাৎ এইসব প্রশ্নের অবকাশ নাই। মেহমানের সাথে উপমা সম্মান ও প্রিয়পাত্র হিসাবে।

بے چنیں آئینہ ایں خوبی من   بر نتابد نے زمیں وے نے زمن

এমন দর্পন ব্যতীত আমার জামাল ও সৌন্দর্যকে কেহ বরদাশত করিতে পারে না, যমীনও না, আসমানও না।

কাহিনীর সারমর্ম হযরত মূসা (আঃ) স্বীয় কম্বলের মুখোশ বানাইয়া লইলেন, এবং মুখোশ ব্যতীত লোকদিগকে তাঁহার দেখিতে নিষেধ করিলেন। হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানবী (রঃ) লিখিয়াছেন, জৌনপুরে হযরত কুতবুল মাদার নামে এক বুযূর্গ গত হইয়াছেন, তাঁহার মূসাবী নেসবত ছিল। মুখোশবিহীন তাহার চেহারা কেহ দেখিতে পারিত না।

ঐ কম্বল এমন কাজ করিল; যাহা লৌহ প্রাচীরও করিতে পারিত না। হযরত মূসা (আঃ)-এর পোষাক ব্যতীত যদি লৌহ মুখোশও হইত ; তবুও কোহে তূরের তাজাল্লির পর যেই নূর তাঁহার চেহারায় ছিল উহা রুখিতে পারিত না। ঐ মুখোশ এশ্‌কে এলাহীর উষ্ণতার সঙ্গী ছিল, দহনের সময় উহা জনৈক আরেফ বিল্লাহর খের্কা বা জুব্বা ছিল। এইজন্য উহা নূরের রক্ষা কবয এবং আবরণ হইয়া গেল।

এখন হযরত ছফুরা আলাইহিস সালাম; যিনি হযরত মুসা (আঃ)-এর ভার্যা ছিলেন এবং স্বীয় স্বামীর নবুওয়াতের সৌন্দর্যের আসক্তা ছিলেন ঐ মুখোশের কারণে অস্থির হইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি যখন ধৈর্যের বাহিরে চলিয়া গেলেন তখন অধীর হইয়া প্রথমে এক চোখ দ্বারা হযরত মূসা (আঃ)- এর চেহারার নূর দেখিলেন। তদ্দ্বারা ঐ চোখ চলিয়া গেল, এর পরও তিনি ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন না এবং দ্বিতীয় চোখটিও খুলিয়া দিলেন। দ্বিতীয় চোখ দ্বারা যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর চেহারা দেখিতে চাহিলেন তখন উহা জ্যোতিহীন হইয়া গেল। মাওলানা বলেন

ہمچناں مرد مجاھد ناں دہد   چوں بروزد نور طاعت جاں دہد

এরূপে আল্লাহর পথে মুজাহিদ প্রথমে রুটি দান করে, অর্থাৎ রুটি দ্বারা সৃষ্ট শক্তিকে আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়ের অনুসারী করিয়া দেয়, কিন্তু তাহার যখন এবাদতের নূর ক্রিয়াশীল হয় তখন প্রাণটিও সোপর্দ করিয়া দেয়।

জনৈকা স্ত্রী লোক হযরত ছফুরা (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার উভয় চোখের জ্যোতি বিনষ্ট হওয়ার কারণে মনে কোন আফসোস, পেরেশানী আসে কি?

گفت حسرت میخورم که صد هزار
دیده بودے تا همی کردم نثار

হযরত ছফুরা বলিলেন, আমার তো আফসোস আর আক্ষেপ এই যে, এমন লক্ষ চক্ষু যদি আমাকে দান করা হইত ; তবে আমি সবগুলিকে মাহবূবের দীপ্তিমান চোহারা দর্শনার্থে উৎসর্গিত করিয়া দিতাম।

হযরত ছফুরা বলিলেন, আমার চোখ হইতে জ্যোতি তো চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু চক্ষু গহ্বরের বিরান স্থানে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের চেহারার বিশিষ্ট নূর প্রবেশ করিয়াছে। হযরত ছফুরার স্বামী প্রীতির এই মাকাম ও কালাম আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত পছন্দ হইল এবং গায়েবী ভাণ্ডার হইতে তাঁহার উভয় চক্ষুর দর্শন শক্তিতে এমন জ্যোতি দান করিলেন যদ্বারা তিনি সর্বদা হযরত মূসা (আঃ)-কে দেখিতেন, এবং আল্লাহ ঐ চক্ষুদ্বয় আর কখনও ঐ খাছ নূরের কারণে বিনষ্ট হয় নাই।

একটি ইঁদুর ও ভেক-এর বন্ধুত্বের কাহিনী

কোন একটি নদীর ধারে একটি ইঁদুরের সাথে একটি ভেকের দোস্তী হইয়াছিল। আর এই মহব্বত এশক প্রেমের পর্যায়ে যাইয়া পৌঁছিল। এমনকি উভয়ে একটি নির্ধারিত সময়ে প্রত্যেক দিন ভোরে নিয়মিত সাক্ষাৎ করিত। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মত বিনিময় করিত। উভয়ের অন্তর পরস্পর সাক্ষাতের দরূন আনন্দিত প্রফুল্লিত হইত। একে অপরের নিকট কেচ্ছা-কাহিনী বলিত এবং শুনিত। যখন পরস্পর সাক্ষাত মোলাকাত হইত তখন পাঁচ, সাত বৎসরের কেচ্ছা-কাহিনী মনে পড়িত। মাওলানা বলেন, সামঞ্জস্য হইলে অবস্থা এই হয়।

جوشش نطق از دل نشان دوستی است   بستگی نطق از بے الفتی است

অন্তর থেকে কথাবার্তা বলার জোশ উঠা মহব্বতের আলামত, মুখে কথা আটকিয়া যাওয়া মহব্বত না থাকার নিদর্শন।

دل کہ دلبر دید کے ماند ترش　　بلبلے گل دید کے ماند خمش

যেই অন্তর প্রিয়বরকে দেখিতে পাইল সে কি কখনও বেজার মুখ তিক্ত চেহারা হইয়া থাকিতে পারে? বুলবুল ফুল দেখে চুপ থাকিতে পারে কি ?

یار چوں با یار خود بنشستہ شد　　صد ہزاراں لوح دل دانستہ شد

বন্ধু যখন বন্ধুর সাথে বসে অন্তরের লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠা অবগত হইয়া যায়।

لوح محفوظ است پیشانی یار　　راز کونینش نماید آشکار

মাহবূবের ললাট লওহে মাহফুয সদৃশ, আশেকের উপর উভয় জগতের গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দেয়।

ہادی راہ ست یار اندر قدوم
مصطفیٰ زیں گفت اصحابی نجوم

ইয়ার বন্ধু পথ প্রদর্শক হইয়া থাকেন। এ কারণেই তো নবীয়ে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার ছাহাবাগণ নক্ষত্রসদৃশ, নক্ষত্র দ্বারা দুনিয়ার পথের পরিচয় পাওয়া যায় আর ছাহাবা দ্বারা আখেরাতের পথের হেদায়েত হয়।

উল্লেখিত বয়েতগুলি দ্বারা মাওলানা রূমীর (রঃ)-এর উদ্দেশ্য এই যে, এশকে মাজাযীর মুলাকাত-সাক্ষাত যেরূপ মাজাযী মহব্বতের রহস্য উদঘাটন করে। তদ্রূপ আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পর মহব্বতকারীদের সাক্ষাত-মুলাকাতও হাকীকী মহব্বতের রহস্য প্রকাশ করিয়া দেয়। অতএব যেই মহব্বতের কারণ আল্লাহ পাকের সত্তা, এই মহব্বতও আল্লাহ পাকের দিকে পথ প্রদর্শন করে। যেমন মুরীদ নিজের মুরশিদকে ভালবাসে, মহব্বত করে। মুরীদ যখন নিজের শায়খ ও মুরশিদের নিকট বসে তখন মুরশিদের কলব হইতে ফয়েয বরকত মা'রেফতের এলম মুরীদের কলবে উদ্ভাসিত হয় ; যাহা পূর্বে হইত না। তরীকত পন্থী সালেকীনগণ দিবারাত্রি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। বন্ধুর ললাট লৌহ

মাহফুয হওয়ার অর্থ এই যে, মুরীদ নিজের শায়খের যিয়ারত–মুলাকাতের দ্বারা অতি বিস্ময়কর এলমসমূহ এবং ফয়েয বরকত অনুভব করে। দেলের রোগগুলির চিকিৎসাও অনুভব করে এবং আল্লাহ তা'আলার সহিত গভীর সম্পর্ক ও একীন বিশ্বাসে উন্নতি অনুভব করে।

তারপর মাওলানা বলেন, নক্ষত্র দ্বারা দুনিয়ার পথের সন্ধান ও দিক নির্ণয়ের জন্য যেরূপ শর্ত আছে যে, ধুলাবালি যেন না উড়ে ও মেঘ না থাকে ; যাতে আসমান পরিষ্কার দেখা যায়। যদি তোমার এবং আকাশের মাঝখানে ধুলাবালি মেঘ বৃষ্টি থাকে ; তবে তারকা দ্বারা পথের সন্ধান মিলিবে না। তদ্রূপ আল্লাহ ওয়ালাদের নিকট যখন উপস্থিত হও ; তখন চুপ করিয়া তাঁহাদের কথা শোন, তর্ক-বিতর্কের ধুলা মেঘ উড়াইওনা। তাঁহাদের কথার প্রতি প্রশ্ন প্রতিবাদ করিও না। এরকম ব্যরহারে শায়খের মন খারাব হইয়া যাইবে। যদ্দ্বারা ফয়েয ও বরকত বন্ধ হইয়া যাইবে। তবে ইহার অর্থ এই নয় যে, শায়খের সম্মুখে একেবারেই মুখ খুলিবে না। কেননা, একেবারে কিছু না বলাও ফয়েয বন্ধ করিয়া দেয়। কেননা, মুরীদের সমস্ত প্রয়োজন শায়েখ জানে এরূপ তো নয়। অতএব নিজের প্রয়োজনীয় বাতেনী হালত শায়খের কাছে বল, পরামর্শ লও, শায়খের সামনে কথা না বলার অর্থ আজে বাজে কথা বলা নিষেধ। একেবারে কথা না বলিলে পরস্পর মহব্বত পয়দা হইবে না। একে অপর হইতে দূরে থাকিবে : যাহা ক্ষতিকর।

زاں مئے کاں مے چو نوشیدہ شود
اب نطق از گنگ جوشیدہ شود

কোন মুরশিদে কামেলের নিকট হইতে যখন মহব্বতে এলাহীর শরাব পান করা হয়, তখন বোবা লোকের মুখেও কথার ঢেউ খেলে।

অর্থাৎ আল্লাহ ওয়ালাদের সাহচর্যের দরুন যখন অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত পয়দা হয় তখন অল্প শিক্ষিত লোকেরাও হেদায়েতের বিষয়বস্তু বর্ণনা করিতে থাকে, যাহার দৃষ্টান্ত হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব মুহাজেরে মক্কী (রঃ) ছিলেন। তনি তো শুধু কাফিয়া পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু বড় বড় আলেম, মুহাদ্দেছ, মুফাসসেরগণের শায়খ ও মুরশিদ ছিলেন।

از پئے کہ یافت زاں مے خوش لبی
صد غزل آموخت داؤد نبی

যখন হইতে মহব্বতে এলাহীর মদিরার দ্বারা হযরত দাউদ (আঃ) সুমধুর কণ্ঠ লাভ করিলেন। শত শত গজল তিনি লিখিয়া লইলেন।

جملہ مرغاں ترک کردہ چیک چیک
ہمزباں و یار داؤد ملیک

এমন কি সমস্ত পাখী চেচামেচি ও কিচির মিচির বর্জন করত ঃ হযরত দাউদ (আঃ)–এর সান্নিধ্যে তাঁহার আওয়াজ শুনিতে আরম্ভ করিল।

কাহিনীর দিকে প্রত্যাবর্তন

মাওলানা পুনরায় আসল কাহিনীর দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, বলেন, একদিন ইঁদুর ভেককে বলিল, আপনি তো পানির মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকেন, আর আমি স্থলে বিচ্ছেদের যাতনা ভোগ করিতে থাকি। আমি নদীর কিনারে পানির ধারে তোমাকে ডাকাডাকি করিতে থাকি আর তুমি তো পানির অভ্যন্তরে আশেকের আওয়াজ শোননা। আমি শুধুমাত্র নির্ধারিত সামান্য সময়ের কথাবার্তায় তৃপ্ত হই না। নামায যদিও পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ; কিন্তু আশেকীনদের নামায সর্বদা, তাঁহারা নফল নামায পড়ার আনন্দ-ও উপভোগ করেন।

نیست زر غبا نشان عاشقاں
سخت مستسقی است جان صادقاں

একদিন পর একদিন সাক্ষাত করা আশেক লোকদের জন্য নয়, সাচ্চা আশেকগণের প্রাণ তো অত্যন্ত পিপাসা কাতর।

نیست زر غبا وظیفہ ماہیاں زانکہ بے دریا ندارند انس جاں

একদিন পর মুলাকাত করা মৎস্যদের জন্য নহে, নদী ব্যতীত তো প্রাণই বাঁচে না।

در دل عاشق بجز معشوق نیست
درمیان شاں فارق و مفروق نیست

প্রেমিকের অন্তরে প্রেমিকা ব্যতীত আর কিছুই নাই, তাহাদের মাঝখানে কোনই আবরণ নাই।

یک دم ہجران بر عاشق چو سال   وصل سال متصل پیشش خیال

এক মিনিটের বিচ্ছেদ প্রেমিকের নিকট এক বৎসর মনে হয়। একাধারে এক বৎসরের মুলাকাত আশেকের নিকট মনে হয় একটু কল্পনা ও খেয়াল মাত্র।

নদীর পানি যত ভয়ঙ্করই হউক না কেন মাছের নিকট উহা এক ঢোক মাত্র। অর্থাৎ অথৈ পানিতেও মাছ ঘাবড়ায় না।

সম্মুখে মাওলানা বলেন, দুনিয়াদার লোকেরা এশকে মাজাযী তথা রূপক প্রেম অতি তাড়াতাড়ি বুঝিতে পারে, কিন্তু নবী-ওলীগণের মুবারক প্রাণে আল্লাহ পাকের যেই মহব্বত নিহিত আছে উহা বোঝেনা। কারণ এই যে, নফসের খাহেশ ও চাহিদাকে বিলীন ও ফানা না করা পর্যন্ত আল্লাহ পাকের মহব্বতের আনন্দ পাওয়া যায় না। এই নে'য়ামত উহারাই পায় ; যাঁহারা নিজেকে মিটাইয়াছেন। কাজেই শুধু জ্ঞান-আকল দ্বারা ইহা অনুধাবন ও অনুভব করা সম্ভব নয়।

دربعقل ادراک این ممکن بدے   قہر نفس از بہر چہ واجب شدے
باچناں رحمت کہ دارد شاہ ہش   بے ضرورت چوں بگوید نفس کش

আকল দ্বারা যদি আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অনুভব করা সম্ভব হইত ; তবে নফসের রিয়াযত -মুজাহাদার কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ তা'আলা এতবড় দয়ালু ও মেহেরবান হওয়া সত্বেও বিনা প্রয়োজনে কেন বলিয়াছেন, নফসের বিরূদ্ধাচরণ কর, খাহেশে নফসানীকে পরাভূত কর। মুজাহাদার দ্বারাই নফসের মধ্যে শিথিলতা-বিলীনতা সৃষ্টি হয়। আর ইহার উপরই আল্লাহ তা'আলার মা'রেফত ও পরিচয় নির্ভর করে। ছাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী (রঃ) যখন হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানবীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হুযুর! ফকীরী দরবেশী কোন্ জিনিসের নাম ? হুযুর থানবী (রঃ) বলিলেন, আত্ম-বিলীন ও নিজেকে মিটাইয়া দেওয়ার নাম।

কাহিনীর দিকে প্রত্যাবর্তন

তারপর আসল কেচ্ছার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, ইঁদুর বলিল বন্ধুবর ভেক! তোমার সুন্দর চেহারা দর্শন ব্যতীত আমি এক মিনিটও স্থির থাকিতে পারি না। দিনে আমার জীবন-যাপনের সম্বল তোমর দীদার ও দর্শন। আর রাত্রে আমার সান্তনা ও নিদ্রা একমাত্র তুমিই। আমার উপর তোমার অতি বড় এহসান ও মেহেরবানী হইবে ; যদি আমাকে আনন্দিত প্রফুল্লিত সন্তুষ্টচিত্ত কর, এবং সময় অসময় তোমার সাক্ষাৎ দ্বারা আমাকে সাফল্যমণ্ডিত কর।

از مروت باشد ار شادم کنی　　وقت بے وقت از کرم یادم کنی

আমাকে খুশী করা আপনার মানবতার নিদর্শন হইবে আর মেহেরবানী করতঃ সময় অসময় আমাকে স্মরণ করুন।

بے نیازی از غم من اے امیر　　ده زکوٰة حسن و بنگر در فقیر

ওহে মুনীব! আপনি তো আমার দুঃখ পেরেশানীর ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন, আপনার সৌন্দর্যের যাকাত দিন, আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন, আপনার দর্শন দান করিয়া সন্তুষ্ট করুন এই ফকীর মিসকীনকে।

এখন মাওলানা আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু ও প্রত্যাবর্তন করিলেন, আর এই কেচ্ছা কাহিনীর দ্বারা মাওলানার উদ্দেশ্যও ইহাই।

این فقیر بے ادب نادر خور است
لیک لطف عام تو زاں برتر است

আয় আল্লাহ! তোমার এই বান্দাহ ফকীর মিসকীন বেআদব ও নালায়েক অপদার্থ ; কিন্তু আপনার ব্যাপক মেহেরবানী ইহার বহু উর্ধ্বে।

می نجوید لطف عام تو سند　　آفتابے بر حدثہا می زند

আয় আল্লাহ! আপনার ব্যাপক মেহেরবানী সাটিফিকেট ও যোগ্যতা তালাশ করে না, আপনার সূর্য নাপাক মলের উপরও ক্রিয়াশীল হয়।

شمس ہم معدہ زمیں را گرم کرد تا زمیں باقی حدثہا را بخورد

আপনার সূর্য যমীনের পাকস্থলীকে গরম করিয়া দিল ; যাহার উত্তাপে নাপাকীকে নিজের মধ্যে টানিয়া লইল।

جزو خاکی گشت و رست از وے نبات
هٰكَذَا يَمْحُوا الْإِلٰهُ السَّيِّئَاتْ

ঐ নাপাক মল যমীনের অংশ হইয়া গেল এবং উহা দ্বারা উদ্ভিদ উৎপন্ন হইল। এরূপে আল্লাহ তা'আলা খাতা কছুর মিটাইয়া দেন।

چوں خبیثاں را چنیں خلعت دہد طیبیں را تا چہ بخشد در رسد
آں دہد حق شاں کہ لا عین رأت کاں نگنجد در زبان و در لغت

আল্লাহ পাক যখন নাপাক বস্তুকে এমন নে'য়ামত দান করেন তখন পাক-পবিত্রদিগকে কত কিছু দান করিবেন। আল্লাহ পাক নিজের বিশিষ্ট বান্দাগণকে এমন কিছু দিবেন ; যাহা চক্ষুও দেখে নাই আর যাহা ভাষা ও অভিধানে আসে না, প্রকাশও করা যায় না।

ماکیئم ایں را بیاں کن یار من روز من روشن کن از خلق حسن

আমরা কে ? ইহা আপনিই বর্ণনা করুন, হে আমার মাহবুব! আমার দিলকে উত্তম চরিত্রের দ্বারা উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় করুন।

ব্যাখ্যাঃ এখানে মাওলানা রূমী (রঃ) আল্লাহ তা'আলার কার্যাবলী ও বিস্ময়কর কুদরত বর্ণনা করিতেছেন যে, আয় আল্লাহ! আপনার দয়ার সূর্য দুনিয়াতে দীপ্তিমান হইয়া ভূমিতে পতিত নাপাক মলের কিছু অংশকে শুষ্ক করিয়া জ্বালানী বানাইয়া দেয়। যদ্দ্বারা চুলায় আলো ও নূর হইয়া যায়। আর কিছু অংশ ভূমিতে প্রবেশ করাইয়া সার বানাইয়া দেয়। যদ্দ্বারা উদ্ভিদ গোলাব, বেলী খোশবূদার চারা উৎপন্ন হয়। ভূমধ্যে নাপাকীর সূক্ষ্ম অংশ এরূপে প্রবেশ করে যে, সূর্য যমীনের অভ্যন্তরকে গরম করিয়া দেয়, উত্তাপের বৈশিষ্টই টানিয়া লয়। অতএব আয় আল্লাহ! নাপাক বস্তুর উপর আপনার এমন দয়া ও মেহেরবানী; তবে নিজের নেককার ও আশেকগণকে নাজানি কত কিছু দিবেন। এমন

নে'য়ামত দান করিবেন ; যাহা কোন চক্ষুও দেখে নাই, কানেও শোনে নাই, খেয়াল কল্পনায়ও আসে নাই। যেমন হাদীছে কুদসীতে উল্লেখ আছে।

সম্মুখে মাওলানা বলিতেছেন, কোন লোকের উপর অদৃশ্য জগত হইতে এলম ও মা'রেফত অবতরণ হওয়া এই বিষয়ের নিদর্শন যে, ঐ ব্যক্তির কলবে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে মেহেরবানীর বিশিষ্ট দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই বিষয়টি এই ধরনে বর্ণনা করিতেছেন

چوں بہ بینی برلب جو سبزہ مست

پس بداں از دور کانجا آب ہست

তুমি যখন নদীর ধারে সবুজ শ্যামল ঘাস দেখিতে পাও, তখন দূর থেকেই বিশ্বাস কর যে, ঐ স্থানে পানি আছে।

گفت سیماہم وجوہ کردگار　　که بود غماز باراں سبزہ زار

আল্লাহ তা'আলা ফরমাইয়াছেন, আমার নবীর–ছাহাবাগণের চেহারায় তাহাদের কলবের নূর বিকশিত উদ্ভাসিত হয়। আর এই নূরের আধিক্য বেশী বেশী এবাদত-বন্দেগী বিশেষতঃ তাহাজ্জুদের নামায, এস্তেগফার এবং শেষ রাত্রের আহাযারীর কারণে হয়। দ্বিতীয় পঙক্তিতে আরেকটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন যে, সবুজ ঘাস বৃষ্টির সন্ধান দেয়।

گر بیارد شب نہ بیند ہیچ کس　　که بود در خواب ہر نفس و نفس

تازگی ہر گلستان جمیل　　ہست بر باراں پنہانی دلیل

যদি রাত্রে বৃষ্টি হয় এবং কেহ না দেখে। কেননা, রাত্রে সকলেই অঘোরে ঘুমাইয়া থাকে; কিন্তু প্রভাতে যখন বাগানকে সজীব সবুজ তরুতাজা দেখে ; তবে সকলেই বুঝিতে পারে যে, রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছে।

কাহিনীর দিকে প্রত্যাবর্তন

তারপর মাওলানা ইঁদুরের কাহিনীর দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, ঐ ইঁদুর ভেককে বলিল, ওরে ভাই! আমি তো স্থলবাসী, তুমি জলের অধিবাসী। আমি তো অক্ষম, পানিতে আসিতে পারি না। তুমি তো শুষ্কস্থানে আসিতে পার, কিন্তু তুমি কিরূপে বুঝিতে পারিবে যে, আমি তোমার সাক্ষাতের প্রত্যাশী ? দীর্ঘক্ষণ

পর্যন্ত এই বিষয় নিয়ে পরামর্শ হইতে লাগিল। অবশেষে এই সিদ্ধান্ত পেশ করিল যে, একটি লম্বা রশি আনা হইক, উহার একদিক তোমার পায়ে বাঁধা থাকিবে দ্বিতীয় মাথা আমার পায়ে বাঁধা থাকিবে। যখন আমার সাক্ষাৎ করিতে মনে চাহিবে তখন রশি নাড়া দিব। আর যখন তুমি পানির মধ্যে রশির নড়াচড়া অনুভব করিবে তখন তুমি নদীর কুলে আসিবে। এভাবে আমাদের উভয়ের সাক্ষাৎ মুলাকাত হইতে থাকিবে।

ইঁদুরের এই উক্তি ভেক–এর খুব খারাব লাগিল এবং মনে মনে বলিল, এই খবীছ শয়তান আমাকে নিজের কারাবন্দে আনিতে চায়।

ایں عجب نبود کہ کور افتد بچاہ   بو العجب افتادن بینائے راہ

ইহা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, অন্ধ কূপে পড়িয়া যায়, আশ্চর্যের ব্যাপার তো এই যে, চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি কুপে যাইয়া পড়ে।

এই ধারণা সত্ত্বেও ভেক স্বীয় অন্তরে আকর্ষণ অনুভব করিল যে, ইঁদুরের দরখাস্ত গ্রহণ করা হউক। আকলের উপর যখন মানবিক খাহেশ ও চাহিদা প্রবল হইয়া যায় তখন ইহা অতি ভয়ানক পরিণতির সূচনা হয়।

এখন ভেকের ধ্বংস ও সর্বনাশের ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন যে, তাহারা উভয়ে রশি নাড়া দিয়া দিয়া বারংবার সাক্ষাত–মুলাকাতের স্বাদ গ্রহণের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। একদিন এই খারাব সংশ্রবের অশুভ পরিণতি সামনে আসিল। অর্থাৎ ঐ খবীছ ইদুরকে একটি চিল আসিয়া ছো মারিয়া উর্ধ্বে লইয়া চলিল। রশির দ্বিতীয় মাথা যেহেতু ভেকের পায়ে বাধা ছিল। একারণে সাথে সাথে ভেকও পানির অভ্যন্তর হইতে (যাহা ভেকের আরাম ও নিরাপদের স্থান ছিল) চিলের সঙ্গে সঙ্গে উপরে লটকিয়া গেল। খবীছ ইঁদুরের পরিণতি যাহা হইল, ভেকেরও তাহাই হইল। অর্থাৎ উভয়কে বধ করিয়া চিল গ্রাস বানাইল। ভেক যদি পানির ভিতর থাকিত এবং খবীছ ইঁদুরের সাথে দোস্তীর এই সম্পর্ক স্থাপন না করিত ; তবে পানির অভ্যন্তরে চিলের শত্রুতা উহার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করিতে পারিত না এবং চিলের তাজা গ্রাস হইতে হইত না।

ফায়েদাহ ঃ- এই ঘটনায় মাওলানা রূমী (রঃ) অসৎ সাহচর্য হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য কত সুন্দররূপে উপদেশে প্রদান করিয়াছেন। আনন্দদায়ক কাহিনীও এবং হেদায়েতের পথও। গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, এই কাহিনীর মধ্যে রূহ, নফস

এবং শয়তানকে এরূপে মিল করা যায় যে, নফস খবীছ ইঁদুরের ন্যায় মন্দ স্বভাবের দিক দিয়া, আর রূহ ভেক সদৃশ যে, আল্লাহ পাকের নৈকট্যের পানিই উহার আসল কেন্দ্র। আর চিল শয়তানের মত। অতএব নফস নিজের খাহেশ ও চাহিদা পূরণ করার জন্য রূহকে নানাধরণে ফুসলাইতে থাকে এবং উহার সাথে রশি বাধার চেষ্টা করিতে থাকে। এখন যাহার রূহ নফসের খাহেশ মানিয়া লয় এবং উহার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। শয়তান ঐ নফসকে যেখানে সেখানে চায় হেঁচড়াইয়া লইয়া যায়। রূহও অপদস্থ হইয়া উহার সাথে ঘুরিতে থাকে নফসের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে।

অবশেষে শয়তান যখন দোযখে যাইবে তখন নফস যাহা উহার থাবায় আটকা ছিল, সেও দোযখে যাইবে। আর রূহ যে গুনাহের মধ্যে নফসের সাথে সম্পর্কিত ছিল সেও দোযখে শাস্তি ভোগ করিবে। আল্লাহ পাক এই ঘটনার দ্বারা আমাদিগকে উপদেশ গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। নফস ও শয়তান হইতে আমাদিগকে হেফাযতে রাখুন ; যাহার রূপ এই হইবে যে–

(ক) আল্লাহ তা'আলার যেকের হইতে রূহ যেন গাফেল না থাকে। কোন সময় অন্তর ও রসনার উভয়ের দ্বারা , কোন সময় অন্তর দ্বারা যেকের করিবে। এই সবের বিস্তারিত বিবরণ বুযুর্গানে দ্বীনের নিকট জানিয়া লইবে।

(খ) নফস ও গুনাহের যত আনন্দই সম্মুখে পেশ করুক না কেন ওদিকে ফিরিয়াও দেখিবে না। নফসকে নিজের শত্রু মনে কর, শত্রুও বিরাট ভয়ানক শত্রু। নফস ইবলীস হইতেও সাংঘাতিক মহাশত্রু।

(গ) শয়তানের অছঅছার উপর লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা পড়িতে থাক এবং কোন আল্লাহ ওয়ালার কৃপাদৃষ্টির ছত্রছায়ায় থাক। অর্থাৎ তাঁহাদের সান্নিধ্য দ্বারা তাহাদের এলম ও নছীহত দ্বারা উপকার অর্জন করিতে থাক। শয়তানের দখল ঐ সময় হয়, যখন আমাদের রূহ নফসের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং সন্ধি করে। সুতরাং শয়তানের অনিষ্ট হইতে আত্মরক্ষার জন্য নফসের সাথে বিরোধিতা করা অতীব জরুরী। যে ব্যক্তি নফসকে পরাস্ত করিয়া রাখিবে, ইনশাআল্লাহ সে শয়তানের উপর প্রবল থাকিবে। নফসের উপর প্রবল হওয়া সহজ নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আল্লাহ ওয়ালার সাথে শক্তিশালী ও সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করা না হয়। শক্তিশালী সম্পর্ক উদ্দেশ্য মহব্বত সামঞ্জস্যতা, আর সঠিক সম্পর্ক দ্বারা তাহার বাতলানো উপদেশ নছীহতের উপর আমল করা। অর্থাৎ

নিজের বাতেনী হাল–অবস্থা বর্ণনা করতঃ পরামর্শ গ্রহণ করা এবং উহার উপর আমল করা। ইহাতে কিছুদিনের মধ্যে রং বদলাইয়া যায়।

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

কিতাব, ওয়ায নছীহত, এবং টাকা পয়সার দ্বারা পয়দা হয় না ; বুযুর্গ লোকদের কৃপাদৃষ্টির দ্বারাই দ্বীন পয়দা হয়।

তোতা ও দোকানীর কাহিনী

জনৈক দোকানদার একটি তোতা পাখী পুষিয়াছিল। ঐ সবুজ রং মিষ্টকণ্ঠী তোতার সাথে ঐ দোকানদারের অত্যন্ত মহব্বত ছিল। আর এই তোতা সুন্দর সুন্দর কথাবার্তা কহিয়া ক্রেতাবর্গকে খুব খুশী করিত। দোকানদার যখন দোকানে না থাকিত, তখন এই তোতাই দোকানের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। একদিন দোকানদার দোকানে ছিল না, হঠাৎ একটি বিড়াল কোন ইঁদুরকে ধরার জন্য আক্রমণ করিল, তোতা ভাবিল, হয়ত আমাকে ধরিতে চায়। তোতা প্রাণরক্ষার জন্য একদিকে পলাইল। ওদিকে মূল্যবান বাদাম তেলের বোতল রাখা ছিল সমস্ত তেল পড়িয়া গেল। দোকানদার আসিয়া নিজের গদির উপর তেলের চিকনাই অনুভব করিল এবং দেখিল যে, বোতলের তেল পড়িয়া গিয়াছে। সে ক্রোধ বশতঃ তোতার মাথায় সজোরে আঘাত করিল যদ্দরুণ তোতার মাথার চুল পড়িয়া মাথায় টাক পড়িল। তোতা দোকানদারের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া কথা বলা একবারে ছাড়িয়া দিল।

তোতার এই কার্যে দোকানদার অতিশয় পেরেশান হইয়া পড়িল এবং অত্যন্ত লজ্জিত হইল যে, আমি এখন কি করিব ? কেননা, তোতার মিষ্টি কথায় দোকানদার খুব আনন্দ পাইত। কয়েকদিন পর্যন্ত তোতাকে খোশামোদ তোষামোদ করিল, নানাধরনের ফল তাহার সামনে রাখিল ; যাহাতে তোতা সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু তোতা একেবারে চুপ ছিল। ঐ দোকানে যেসব ক্রেতা আসিত তোতার চুপ থাকাতে তাহারাও আশ্চর্য বোধ করিত, আফসোস করিত। একদিন ঐ দোকানের সম্মুখ দিয়া জনৈক কম্বল পরিহিত ফকীর নেড়ে মাথা যাইতেছিল তখন তোতা উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, ওরে টাক পড়া মাথা টাকুয়া! কোন্ কারণে তুমি টাকুয়া হইয়াছ ? তুমিও কি বোতল হইতে তেল ফেলিয়াছিলে ? তোতার

এই কেয়াস অনুমানে লোক সকল হাসিয়া উঠিল। তোতা কম্বল পরিহিত ফকীরকেও নিজের উপর কেয়াস করিল, এখন মাওলানা রূমী (রঃ) নছীহত বলিতেছেন

کارپاکاں را قیاس خود مگیر   گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر

ওহে প্রিয়! পবিত্র লোকদের ব্যাপারকে নিজের উপর কেয়াস করিও না, যদিও লেখার মধ্যে শের (বাঘ) ও শীর (দুধ) এক ধরনের হয়। (ফারসী ভাষায়)

شیر آں باشد کہ مردم میخورد   شیر آں باشد کہ مردم می خورد

শের অর্থ বাঘ মানুষ খায়। আর শীর অর্থ দুধ যাহা লোকেরা খায়।

جملہ عالم زیں سبب گمراہ شد   کم کسے ز ابدال حق آگاہ شد

সারা বিশ্ব এই ভুল কেয়াসের কারণে পথভ্রষ্ট হইয়া গেল, অতি দুর্লভ ধরনের লোকেরা আল্লাহর ওলী ও আবদাল কুতুব সম্পর্কে অবগত হইল।

اشقیا را دیدۂ بینا نبود   نیک و بد در دیدہ شاں یکساں نمود

বদবখত লোকেরা সত্য দর্শনের চক্ষু হইতে বঞ্চিত ছিল, নেকবদ, ভালমন্দ তাহাদের দৃষ্টিতে একরকম দৃষ্টিগোচর হইত।

ہمسری با انبیا برداشتند   اولیا را ہمچو خود پنداشتند

নিজেদের ভ্রান্ত কেয়াস ও অনুমানে নবীদের সাথে সমকক্ষতার দাবী করিত, আবার কোন সময় ওলীগণকে নিজের সমান ভাবিত।

گفت اینک ما بشر ایشاں بشر
ما و ایشاں بستۂ خوابیم و خور

তাহাদের বেয়াদবীর উপর যদি কেহ প্রতিবাদ করিত; তবে বলিত, আরে! আমরাও মানুষ, ইঁহারাও মানুষ। আমরা এবং ইঁহারা উভয়েই শোওয়া-খাওয়ার পাবন্দ। কাজেই আমাদের এবং তাহাদের মধ্যে পার্থক্য কি ?

সম্মুখে মাওলানা বর্ণনা করিতেছেন বাহ্য আকৃতি একপ্রকার হইলেও হাকীকত ও মূলবস্তু এক হওয়া যরুরী নয়। এই দাবীটিকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতেছেন।

(১) বোলতা এবং মৌমাছি ফুলের রস আহরণ করে, উভয়ের খোরাক এক ; কিন্তু বোলতার মধ্যে ঐ রস বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া উহার দংশনে জমা করিল। আর মৌমাছির মধ্যে ঐ রস মধু বানাইল।

(২) দুই প্রকারের হরিণ একই ধরনের ঘাস খাইল, একটির মধ্যে ঐ ঘাস মল বানাইল, অন্য হরিণের মধ্যে ঐ ঘাস কস্তুরি (খালেছ মেশক) বানাইল। (মৃগনাভী)

(৩) দুই প্রকারের নলকে একই ঘাটের পানি দেওয়া হইল, একটির ভিতর ফাঁকা ও খালী, অপরটির মধ্যে মিষ্ট রস ভর্তি যাহাকে ইক্ষু বলে।

(৪) একটি বদকার লোক রুটি, ভাত তরকারী খায়, তাহার ভিতর এই খাদ্যদ্রব্য কৃপণতা, হিংসাবিদ্বেষ ও নফসানী খাহেশ পয়দা করে। আর ঐ রুটি, ভাত তরকারী একজন আল্লাহর ওলী যখন ভক্ষণ করে তখন ঐ খাদ্যদ্রব্য তাঁহার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার এশক ও মা'রেফত পয়দা করে।

(৫) লবণাক্ত পানি আর মিঠা পানির আকৃতি তো একই ; কিন্তু উভয়ের মূল প্রকৃতি ও বাস্তব কত পৃথক। এরূপে নেকবখত এবং বদবখত, নেক ও বদ উভয়ের আকৃতি এক, কিন্তু উভয়ের স্বভাব চরিত্র কখনও এক নয়।

(৬) মানুষ যে কাজ করে তদনুরূপ বান্দরও করে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান।

(৭) যাহারা প্রত্যেক জিনিসের মূলতত্ত্ব বোঝে না ; তাহারা মো'জেযা আর যাদুর মধ্যে পার্থক্য বোঝে না। অথচ মো'যেজা আল্লাহর রহমত ; যাহা আল্লাহর মকবূল বান্দা নবীগণকে দেওয়া হয়। আর যাদু আল্লাহ পাকের লা'নত, যাহা মরদূদ লোকদের সাথে থাকে।

(৮) মোমেন মুনাফেকের বাহ্য আমল একই প্রকার, কিন্তু মূলতঃ আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

(৯) আসল স্বর্ণ এবং মেকী স্বর্ণ দেখিতে একই বর্ণ, কিন্তু কষ্টি পাথরে ধরা পড়ে, তখন বুঝা যায় উভয়ের মধ্যে কত ব্যবধান।

(১০) দুইটি চেহারা, একটি দোস্তের দিকে, অপরটি স্বয়ং নিজেকে দেখিতেছে, উভয়ের মধ্যে কত পার্থক্য।

সারমর্ম এই যে, আল্লাহ ওয়ালা লোকদিগকে নিজের উপর কেয়াস করিও না। তাঁহাদের বাতেনী অবস্থার দিকে লক্ষ্য কর। তাঁহারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সম্পর্ক হাছেল করার কারণে সপ্ত মহাদেশের অধিকারী বাদশার ঈর্ষার কারণ। তাঁহাদের নিকট হইতে উপকার হাছেল কর, তাহাদিগকে নিজের মত মনে করিও না।

বরতনে রক্ষিত বস্তুর মূল্যে বরতনের মূল্যায়ন হয়। মানুষের শরীর একটি বরতন সদৃশ। যদি উহাতে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের দৌলত সম্পদ থাকে ; তবে উহাকে অতি মূল্যবান মনে কর। যেমন শিশি, প্রত্যেকটির দাম দুই আনা, কিন্তু এক শিশিতে আতর রাখা আছে উহার মূল্য পাঁচ টাকা, অপরটিতে পানি, উহার দাম দুই আনা। আর যদি উহাতে পেশাব থাকে ; তবে উহার দাম দুই আনাও নয়। অতএব এই শিশিকে অপর শিশির তুলনা করা কিরূপে ঠিক হইবে ? আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁহার নেক ও মকবূল বান্দাগণের তা'যীম সম্মান করার তৌফিক দান করুন এবং তাহাদের নিকট হইতে ফায়েদাহ হাছেল করার তৌফিক দান করুন।

নামরূদের অকৃতজ্ঞতার কাহিনী

আল্লাহ পাক মৃত্যুর ফেরেশতা হযরত আযরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এ যাবত কত লোকের জান কবয করিয়াছ ? উহাদের কার উপর তোমর অধিক রহম ও দরদ আসিয়াছে ? তিনি উত্তর দিলেন, দরদ ও রহমত তো সকলের উপরই আসিয়াছে ; তবে একটি ঘটনায় আমাকে সর্বাধিক মর্মাহত করিয়াছে। ঐ ঘটনা এই যে, একদিন আমি আপনার নির্দেশে সংঘাতিক ঢেউয়ের দিনে একটি নৌকা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম, নৌকাটি টুকরা টুকরা হইয়া গেল। তারপর আপনি বলিলেন, নৌকার সকল আরোহীর জান কবয কর, শুধু একটি মেয়েলোক ও তদীয় নবপ্রসূত শিশু। উহারা উভয়ে একখানা কাষ্ঠখণ্ডের উপর রহিয়া গেল। কাষ্ঠখণ্ডটিকে ঢেউ নদীর কূলে ভিড়াইলে উভয়ের মুক্তির কারণে

আমার অন্তর সন্তুষ্ট হইল। তারপর আপনি মাতার জান কবয করিতে আদেশ করিলেন। আপনার হুকুমে আমি যখন মায়ের জান কবয করিলাম, শিশুটি একাকী রহিয়া গেল। তখন আমার কেমন লাগিল তাহা আপনিই জানেন। কিন্তু আপনার হুকুম অনুযায়ী আমল করিতে আমি বাধ্য, আপনার হুকুম অমান্য করার সাধ্য কাহার আছে ?

نیست کس را زہرۂ چون و چرا　　ہست سلطانی مسلم مر ورا

আপনার হুকুমের সামনে চুলচেরা বিচার করার দেলগুর্দা কাহারও নাই। সর্বসম্মত ভবে প্রকৃত রাজত্ব তো একমাত্র আপনারই।

প্রভু হে! মাতার জান কবয করার সময় মনে অনেক দুঃখ অনুভব করিয়াছি, ঐ শিশুর অসহায়তার খেয়াল অন্তর হইতে এখনও যায় নাই।

আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, ঐ শিশুর ঘটনা শোন ঃ আমি কিরূপে তাহার লালন-পালন করিয়াছি, আমি ঢেউকে আদেশ করিলাম, শিশুকে এমন বনে ফেলিয়া দাও যেখানে সাওসান রায়হান নামীয় খোশবূদার ফুল এবং সুস্বাদ মেওয়াদার বৃক্ষ আছে। মিঠা পানির ঝরনা আছে। আমি ঐ শিশুকে লালন-পালন করিয়াছি। লক্ষ লক্ষ সুমধুর কণ্ঠী পাখী ঐ বাগানে মধুর তানে গান গাহিত। নসরীনের পত্র দ্বারা তাহার শয্যা প্রস্তুত করিয়াছি ; যাহাতে ঐ শিশু আপদ-বিপদ হইতে নিরাপদে থাকে। আমি সুর্যকে আদেশ করিয়াছি তোমার কিরণ ঐ শিশুর দিকে তীব্র প্রখর করিও না। বায়ুকে নির্দেশ দিয়াছি শিশুর উপর দিয়া মৃদু গতিতে প্রবাহিত হও। মেঘমালাকে আদেশ করিয়াছি শিশুর উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিও না। হেমন্তকে আদেশ করিয়াছি ঐ বাগানের শোভা ছিনাইয়া লইও না।

সারকথা, ঐ বাগানটি আরেফ ওলীদের রূহের ন্যায় ঝঞ্ঝা বায়ু, লু উত্তপ্ত হাওয়া হইতে সুরক্ষিত ছিল। একটি নেকড়ে বাঘ বাচ্চা প্রসব করিয়াছিল, আমি তাহাকে আদেশ করিলাম যে, ঐ শিশুকে দুধপান করাও। এক পর্যায়ে ঐ শিশু মোটা-সোটা সিংহমানব হইয়া গেল। যখন দুধ ছাড়াইবার সময় হইল আমি জিনসমূহকে আদেশ করিলাম ঐ শিশুকে কথাবার্তা শিখাও, রাজত্ব করিবার প্রশিক্ষণ দাও। তাহাকে আমি এরূপে লালন-পালন করিয়াছি ; যাহা সমস্ত মানুষের জন্য আশ্চর্যজনক, বিস্ময়কর! আমার কাজকর্ম এরূপ বিষ্ময়কর হইয়াই থাকে।

আমি আইয়্যুবের শরীরে পোকা পুষিয়াছি, আইয়্যুবের অন্তরে পোকার প্রতি পিতৃস্নেহ দান করিয়াছি। এমনকি কোন পোকা দেহ হইতে বাহির হইয়া দূরে

চলিয়া গেলে তাহার মনে হইত যেন আমার সন্তান আমা হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে।

داده من ایوب را مهر پدر بهر مهمانی کرمان بے ضرر

আমি আইয়্যুব (আঃ)-কে পিতৃস্নেহ মহব্বত দান করিয়াছিলাম ; ক্ষতি ব্যতীত পোকার মেহমানদারীর জন্য।

مادران را مهر من آموختم چون بود شمعے کہ من افروختم

মাতার অন্তরে মহব্বত আমিই শিক্ষা দিয়াছি, ঐ প্রদীপ কেমন হইবে যাহাকে আমিই প্রজ্জ্বলিত করিয়াছি।

মোটকথা, ঐ শিশুর উপর আমি শত শত মেহেরবানী ও শত শত রহম-করমের সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছি। যাহাতে সে কোন মাধ্যম ব্যতীত আমার দয়া মেহেরবানী প্রত্যক্ষ করিত পারে এবং সে যেন উপায় উপকরণের টানাটানিতে না পড়ে। আর ঐ শিশুর সকল সাহায্য-সহায়তা যেন আমার দ্বারাই হয়। কেননা উপায়-উপকরণের আবরণ তাহার সম্মুখে ছিল না। অর্থাৎ সম্বল উপায়-উপকরণ ব্যতীত লালন-পালন করার চাহিদা তো এই যে, সে অন্য কাহারও প্রতি যেন দৃষ্টি না করে এবং এই ওযর যেন পেশ করিতে না পারে যে, উপায়-উপকরণের প্রতি দৃষ্টি করার কারণে আপনার এন'আম ও দানের প্রতি মনোযোগী হইতে পারি নাই এবং কোন খারাব বন্ধুর অভিযোগও যেন পেশ করিতে না পারে যে, অমুক আমাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে।

কিন্তু হে আযরাঈল! ঐ শিশু আমার কি শুকুর আদায় করিল? পরবর্তীকালে এই শিশুই নমরূদ হইল। আমার খলীল ইবরাহীম (আঃ)-কে পুড়াইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল।

এই নফস অতিশয় সর্বনাশা শত্রু, আল্লাহর দরবারে উহার অনিষ্ট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। আন্যান্যদের জন্য মাতাপিতার লালন-পালন পর্দা হইয়া যায়, কিন্তু ঐ অথর্ব নালায়েক মাধ্যম ব্যতীত নিজের পকেটে অনেক মুক্তা আমার নিকট হইতে পাইয়াছিল।

گرگ درنده است نفس بد یقین
چه بهانه می نهی بر هر قرین

নফস নেকড়ে বাঘের ন্যায় অত্যন্ত ক্ষতিকারক, তুমি তোমার পথভ্রষ্টতার দোষারোপ কোন সঙ্গী–সাথীর উপর রাখিবে ?

زین سبب می گویم ای بنده فقیر   سلسله از گردن سگ بر مگیر

এ কারণেই তো আমি বলি যে, ওহে ফকীর বান্দা! কুকুরের গলার শিকল হাত ছাড়া করিও না। অর্থাৎ নফসকে কয়েদ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখ। তুমি যদি পরাভূত হও; তবে তাড়াতাড়ি কোন আল্লাহ ওয়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর, তাহা হইলে তাঁহার শেষ রাত্রির আহাযারী দো'আ ও সাহচর্যের বরকতে তুমিও প্রবল হইয়া যাইবে।

یار غالب جو که تا غالب شوی   یار مغلوبان مشو هین ای غوی

কিন্তু এমন মুরশিদ তালাশ কর যিনি হালের উপর প্রবল হয়, হালের পরাভূত না হয়। তুমি ঐ প্রবলের সাহচর্যে থাকিয়া প্রবল হইয়া যাইবে। যদি পরাভূত লোকদের সাহচর্যে থাক ; তবে তুমিও পরাভূত হইয়াই থাকিবে। সাহচর্য যেরূপ হইবে ঐ ধরনেরই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ হইবে। মনে কর সাহচর্য একটি বীজ। অতএব যেই জিনিসের বীজ বপন করিবে ঐ জিনিসের বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে।

হযরত লোকমান (আঃ)–এর হেকমত

হযরত লোকমান (আঃ)–কে যখন তাঁহার মনিব খরিদ করিলেন, তখন মনিব তাহাকে খুব স্নেহ মহব্বত করিতেন। কিন্তু অন্যান্য গোলাম তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিত। একদিন সকল গোলামকে বাগানে পাঠাইলেন ফল আনিবার জন্য। সকল গোলাম একজোট হইয়া ভাল ভাল ফলগুলি খাইয়া ফেলিল এবং মনিবের নিকটে লোকমানের নামে মিথ্যা দোষারোপ করিল যে, লোকমান পেট পুরিয়া ভাল ভাল ফলগুলি খাইয়া ফেলিয়াছে। যদ্দরুন মনিব হযরত লোকমান (আঃ)–এর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন।

হযরত লোকমান (আঃ) মনিবকে বলিলেন, আপনি এই দোষারোপের যাঁচাই করুন। ফল আমি খাই নাই, আমি আপনাকে একটি তদবীর শিখাইয়া দিতেছি যদ্দ্বারা আপনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, ফল কাহারা ভক্ষণ করিয়াছে। লোকমানের কথায় মনিবের অন্তরে কৌতুহলের উদ্রেক হইল যে, দেখি এ কাজ কে করিয়াছে। মনিব জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা বল ঐ তদবীরটি কি ? হযরত লোকমান (আঃ) বলিলেন, আপনি শিকারে যাওয়ার প্রস্তুতি নিন সকল গোলাম সমভিব্যাহারে। আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া আগে আগে যাইবেন, সকল গোলামকে পেট ভর্তি গরম পানি পান করাইয়া আপনার পিছে পিছে দ্রুতবেগে দৌড়াইতে বলিবেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিবেন, অপরাধী কারা ?

মোটকথা, পেট ভর্তি গরম পানি পান করিয়া দ্রুতবেগে দৌড়ের কারণে সকলেই বমন করিতে আরম্ভ করিল, যে সকল গোলাম ফল খাইয়াছিল বমনের সাথে সেই ফলগুলি বাহির হইয়া পড়িল। আর লোকমান যেহেতু ফল খায় নাই তাঁহার পেট হইতে শুধু সাদা পানি নির্গত হইল। হযরত লোকমানের ঐ হেকমতের দরূণ দোষী–নির্দোষী, অপরাধী–নিরপরাধী স্পষ্টরূপে ধরা পড়িয়া গেল। সমস্ত গোলামের মাথা লজ্জা–শরমে অবনত হইল। লোকমানের হেকমত দেখিয়া মনিব খুব খুশী হইলেন এবং মনিবের নিকটবর্তী লোক হইয়া গেল।

حکمت لقماں چو تاند آں نمود
پس چہ باشد حکمت رب ودود

মাওলানা বলেন, হযরত লোকমান (আঃ)–এর হেকমতের যদি এই অবস্থা হয়; তবে প্রকৃত মালেক ও মনিব মেহরেবান রাব্বুল আলামীনের হেকমতের কি অবস্থা হইবে ?

আহ্ মকবূল হওয়ার ঘটনা

জনৈক বুযূর্গ ব্যক্তি ; যিনি সদা সর্বদা জমা'আতের সাথে নামায পড়ায় অভ্যস্ত। একদা কোন নামাযের সময় মসজিদের দরজায় উপস্থিত হইলে ইমামের আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহর আওয়ায শুনিলেন। জমা'আত শেষ হইয়া যাওয়াতে এত পরিমাণ মর্মাহত হইলেন যে, দুঃখের চোটে আহ্ বের হইল এবং ঐ আহার মধ্যে তাহার অন্তরের রক্তের গন্ধ আসিতেছিল।

گفت آه و درد ازاں آمد بروں — آه او میداد از دل بوئے خوں

জামা'আত শেষ হওয়ার দুঃখে আহ্ বাহির হইল, ঐ আহ্‌টিও অত্যন্ত কষ্টপূর্ণ ছিল। কেননা, ঐ কষ্টে তাহার অন্তর গলিয়া রক্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহার ঐ 'আহ্' এর মধ্যে দেলের রক্তের গন্ধ আসিতেছিল। মসজিদের মধ্যে এক দেলওয়ালা বুযুর্গ দেখিতে পাইলেন যে, একটি আলো মসজিদের বাহিরে আসিল এবং উর্ধ্বে আরশ পর্যন্ত চলিয়া গেল। তিনি মসজিদের বাহিরে আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, এক ব্যক্তির জমা'আত ছুটিয়া যাওয়ার কারণে আহ্ বাহির হইল। তিনি বুঝিয়া গেলেন যে, এই 'আহ্' এরই ঐ নূর ছিল। ঐ বুযুর্গ আরয করিল, হযরত! আপনার আহ্ আমাকে দান করুন, ইহার বদলে আপনি আমার জামা'আতসহ নামায কবূল করুন। তিনি নিজের আহ্ এবং উহার মর্তবা বোঝেন নাই। জমা'আতের নামাযের সাথে বিনিময় করিলেন। রাত্রে ঐ দেলওয়ালা বুযুর্গ স্বপ্নে দেখেন, জনৈক গায়েবী আওয়ায দাতা বলিতেছে, ওহে মিয়া সাহেব! আপনি আবে হায়াত (সঞ্জীবনী সলিল) আবে শেফা (রোগ আরোগ্যকারী পানি) ক্রয় করিয়াছেন, আপনি ঐ 'আহ'এর অতি উত্তম বিনিময় করিয়াছেন। এই আহ্‌টি ঐ বান্দার অত্যন্ত এখলাছপূর্ণ ছিল।

شب بخواب اندر بگفتش ہاتفے — کہ خریدی آب حیوان و شفے
حرمت ایں اختیار وایں دخول — شد نماز جملۂ خلقاں قبول

রাত্রে স্বপ্নে দেখিল, অদৃশ্য আওয়াযদাতা বলিতেছে যে, তুমি আবে হায়াত ও আবে শেফা খরিদ করিয়াছ। তোমার এই বিনিময়ের সম্মানে সকল মুছল্লিদের নামায কবূল হইয়া গেল।

ফায়েদাহ ঃ- এই ঘটনায় নিম্নবর্ণিত উপদেশ পাওয়া যাইতেছে–

১। কোন লোককে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়।

২। এখলাছের দ্বারা আমলের মর্তবা মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

৩। এখলাছের ওছীলায় অনেক সময় ত্রুটির তদারক হইয়া যায়।

مرکب توبہ عجائب مرکب است
تا فلک تازد بہ یک لحظہ ز پست

তওবার বাহন অতি আশ্চর্যজনক বাহন, নিম্নস্থান ও অপদস্ততা হইতে সম্মান ও কবূলিয়তের উচ্চস্তরে তৎক্ষণাৎ পৌঁছাইয়া দেয়।

৪। এই ঘটনায় এই ছবক পাওয়া যায় যে, আমলে যখন ত্রুটি দেখা দেয় তখন অন্তরের ব্যথা দরদসহ কান্নাকাটি আহাযারী ও তওবা করা চাই।

৫। এই ঘটনার দ্বারা জমা'আতের সাথে নামায পড়ার গুরুত্বের ছবক পাওয়া যায়।

হাতীর তথ্য অনুসন্ধানে মতভেদ

কোন এক দেশে কোন লোকই হাতী কখনও দেখে নাই। সে দেশে হিন্দুস্থান হইতে একটি হাতী আনা হইল। উহাকে একটি অন্ধকার ঘরে রাখা হইল যেখানে দুচোখে কিছুই দেখা যায় না। অন্ধকার ঘর, হাতীও কালো বর্ণের। দর্শকদের ছিল অত্যন্ত ভীড়। চোখে তো কিছু দেখা যায় না, কাজেই হাত দ্বারা তালাশ করিয়া করিয়া হাতী দেখিতে লাগিল। যেই ব্যক্তির হাত হাতীর যে অংশে পড়িল সে নিজের জ্ঞান আকল দ্বারা অনুমান করিয়া হাতী বুঝিতে লাগিল। সুতরাং যেই ব্যক্তির হাত হাতীর কানে পড়িল সে বলিতে লাগিল, ইহা তো একটি তালের পাখা মনে হয়। আর যে ব্যক্তির হাত হাতীর পিঠে পড়িল সে বলিল, হাতী একটি চৌকির ন্যায়। আর যাহার হাত হাতীর পায়ে পড়িল সে বলিতে লাগিল হাতী তো একটি স্তম্ভের ন্যায়। আর যে ব্যক্তির হাত হাতীর শুড়ে যাইয়া পড়িল সে বলিতে লগিল, আমার বিবেচনায় হাতী একটি নলের ন্যায়।

সারকথা এই যে, সকল জ্ঞানী লোকজন বিরাট মতভেদে আক্রান্ত হইল। মাওলানা রূমী বলেন

در کف ہر کس اگر شمعے بُدے
اختلاف از گفت شاں بیروں شدے

যদি প্রত্যেক লোকের হাতে এক একটি প্রদীপ থাকিত ; তবে ইহারা মতভেদ হইতে মুক্তি পাইত।

গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, আজকাল সারা বিশ্বে আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তা, রেসালত-নবুওয়াত, মানব জীবনের উদ্দেশ্য, হাশর, কেয়ামত উত্যাদির মধ্যে মতভেদ আছে। এই অন্ধকার দুনিয়াতে যাহারা ওহীয়ে এলাহীর নূর হইতে

অমুখাপেক্ষী হইয়া দুনিয়া আখেরাতে সংগীন রঙ্গীন সম্পর্ককে বুঝার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্কের হকসমূহকে শুধু নিজের আকল দ্বারা নির্ধারিত করিতে চায় অথবা গায়র ওহী ওয়ালার আকল দ্বারা সাহায্য মদদ গ্রহণ করে ; তাহাদের দৃষ্টান্ত প্রদীপ ব্যতীত অন্ধকারে হাতী দেখার ন্যায়। বাস্তব পর্যন্ত কেহই পৌঁছিতে পারে না।

একজন অন্ধলোক যদি নিজে নিজে পথ অতিক্রম করিতে চায় কিংবা অন্য একজন অন্ধের লাঠি ধারণ করিয়া পথ চলে ; তবে উভয় অবস্থায় ধ্বংস ও মঞ্জিল বঞ্চিত হইবেই। এই পথিক ও পথপ্রদর্শক উভয়ে অন্ধ হওয়ার কারণে সংখ্যায় যতই অধিক হউক না কেন তাহাদের সমষ্টি অন্ধই হইবে, চক্ষুষ্মান হইবে না। অতএব প্রত্যেক বস্তুর হাকীকত ও মূলতথ্যের সঠিক অনুসন্ধানের জন্য শুধু আকল যথেষ্ট নয়, আলোরও প্রয়োজন আছে। কেননা উল্লেখিত কাহিনীর মধ্যে সব লোকই তো আকলমান বুদ্ধিমান ছিল; শুধু আলো ছিল না।

অতএব, মুসলমানদের উচিত, আখেরাতের ব্যাপারে অনুসন্ধান ও মানব জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের অনুসরণ কিছুতেই করিবে না। তাহাদের নিকট আলো নাই, নতুবা তাহাদের ন্যায় তোমাদিগকেও পায়খানা মলমূত্রের কারখানা বানাইয়া দিবে। অর্থাৎ তোমাদিগকে তাহারা শুধু এই ছবক পড়াইবে যে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য শুধু ভোগ-সম্ভোগ ও পানাহার করা, মলমূত্র ত্যাগ করা, ইহা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আলো শুধু আল্লাহ পাকের ওহী, আর নবীজীর সুন্নত। যাহা নবীজীর অনুকরণ, অনুসরণ দ্বারা পাওয়া যাইবে। প্রকৃত আলো তো ঐ চৌদ্দশত বৎসরের পুরাতন আলো; যাহা হেরা পর্বত হইতে বাহির হইয়াছিল। এই নূতন রৌশনী ও আলো হইতে আল্লাহ রক্ষা করুন।

تیرا اے نئی روشنی منہ ہو کالا
دلوں میں اندھیرا ہے باہر اُجالا

ওরে নব্য আলোধারী মুখটি তোমার কালো।
দেলে তোমার আধার উপরে শুধু আলো॥

একটি মাছির অলীক কল্পনা

একস্থানে একটি গর্দভ প্রস্রাব করিল, পরিমাণ এত ছিল যে, শুষ্ক তৃণ উহাতে ভাসিতে লাগিল। একটি মাছি একটি তৃণের উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিল যে, আমি সমুদ্রে ভ্রমণ করিতেছি। আর ভাসমান এই তৃণ আমার বিরাট সামুদ্রিক জাহাজ। অন্যান্য মাছিকুলের তুলনায় সে নিজেকে অনেক বড় ভাবিতে লাগিল এবং এমন আনন্দ সে জীবনে কখনও পায় নাই। অতএব তাহার মস্তিষ্কে এই খেয়াল চাপিল যে, অন্যান্য মাছিদের সম্মুখে নিজের উচ্চ মর্যাদার ঘোষণা করিবে। মাওলনা রূমী (রঃ) মাছির এই আত্মম্ভরিতার গালগল্প এরূপে প্রকাশ করিতেছেন

یک مگس بر برگ کاہ و بول خر　　ہمچو کشتیبان ہمی افراشت سر

গাধার পেশাবে একটি খড়কুটা ভাসে

বসিয়া রক্ষিকা এক নাবিক হইয়া হাসে।

گفت من دریا و کشتی خواندہ ام

مدتے در فکر آں می ماندہ ام

বলে, আমি সিন্ধু ও জাহাজ পড়িয়াছি কত,

যুগ যুগ ধরে আমি ভাবি অবিরত।

মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন, এই মাছি যেরূপ বোকামিতে আক্রান্ত ছিল। এরূপে আমাদের যুগের জ্ঞানী বুদ্ধিমানগণও নিজেদের অলীক কল্পনা ; বরং অবাস্তব চিন্তা-ফেকের, ধ্যান-ধারণার নাম রাখিয়াছে অনুসন্ধান, গবেষণা, তথ্য অন্বেষণ। এবং আল্লাহ প্রেরিত ওহীর সূর্যালোকে লাভবান, জ্ঞানার্জন করার মধ্যে নিজেদের সম্মানহানী ভাবিয়া বাদূরের ন্যায় রবি হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে এবং অলীক কল্পনার অন্ধকারে মস্তক নিম্ন দিকে রাখিয়া লটকিয়া থাকাকে মানবতার চরম উৎকর্ষ মনে করে।

صاحب تاویل باطل چوں مگس　　وہم او بول خر و تصویر خس

যাহারা অলীক কল্পনা খেয়ালে আক্রান্ত হইয়া ওহীয়ে এলাহীর নূর হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে, তাহাদের দৃষ্টান্ত ঐ মাছির ন্যায়। এমন ব্যক্তি নিজের বিকৃত

ও দুষ্ট খেয়াল কল্পনাকে নিজের মুক্তি ও সফলতার উপায় উপকরণ সাব্যস্ত করে এবং আল্লাহ তা'আলার ওহীকেও নিজের মতের অধীন করিতে চায় বরং প্রত্যেক স্থানে বলে, "আমি ইহা বলি, আমি এই মনে করি, আমার মত এই, ইত্যাদি আজে-বাজে উক্তি হাকিতে বকিতে থাকে। উম্মতের এজমা (ঐক্যমত) ছাহাবায়ে কেরামের আকীদা ফায়ছালার উপরও নিজে ফায়াছালা প্রদান করে।

এক চামড়া শ্রমিক এবং উহার চিকিৎসা

জনৈক কাঁচা চামড়া শ্রমিক বাজার অতিক্রম করিতেছিল। হঠাৎ আতর ব্যবসায়ীদের গলিতে যাইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সে আতর ব্যবসায়ীদের দোকানের খোশবূ সহ্য করিতে পারিল না। কেননা দুর্গন্ধময় পরিবেশে অবস্থান করিতে করিতে দুর্গন্ধ বদবূ তাহার স্বভাবগত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আতরের খোশবূতে এই ব্যক্তি বেঁহুশ হইয়া সড়কে পড়িয়া গেল। ইত্যবসরে সেখানে জনতার বিরাট ভীড় জমিয়া গেল। কেহ ওযীফা পড়িয়া ফুঁক দিতেছে, কেহ গোলাপের পানি ছিটাইতেছে, কেহ হাত-পায়ে তালু মালিশ করিতেছে। কিন্তু এই তদবীর ব্যবস্থার কারণে হুঁশ ফিরিয়া আসা এবং প্রকৃতিস্থ হওয়ার পরিবর্তে বেঁহুশী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। তাহার ভ্রাতার কানে যখন এই সংবাদ পৌছিল। তখন দৌড়াইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল এবং তৎক্ষনাৎ খোশবূ শুকিয়া বুঝিতে পারিল যে, তাহার ভাই খোশবূর কারণে বেঁহুশ হইয়া গিয়াছে। সে ঘোষণা করিল, খবরদার, সাবধান, এখন তাহার উপর কেহ গোলাব পানি ছিটাইবে না ; কোন সুগন্ধি সুবাস যেন নিকটে আনা না হয়। সে তৎক্ষনাৎ সে স্থান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং কুকুরের পচামল আস্তিনে লুকাইয়া ভীড় ঠেলিয়া ভ্রাতার নিকট উপস্থিত হইল। উহার কিয়দাংশ তাহার নাসিকায় ঢুকাইয়া দিল। উহার বদবূতে তৎক্ষণাৎ উহার হুঁশ-জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। জনতা স্তম্ভিত হইয়া রহিল যে, তাহার ভাই কোন মূল্যবান তীব্র সুগন্ধি শুঁকাইয়া দিল; যাহা এখানে আতর ব্যবসায়ীদের নিকটও পাওয়া গেল না। মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন

اندکے سرگین سگ در آستیں
خلق را بشگافت و آمد با چنیں

তাহার ভাই দৌড়াইয়া যাইয়া কুকুরের মল আস্তিনে লুকাইয়া আনিল এবং ভীড় ঠেলিয়া নিজের ভ্রাতার নিকট উপস্থিত হইল।

سر بگوشش برد ہمچو رازگو   پس نہادہ چرک بر بینی او

নিজের মাথা ভ্রাতার কানের কাছে লইয়া গেল, যেন কোন গুপ্তভেদ তাহার কানে কানে বলিবে। তারপর তাহার নাকে কুকুর মল গুলি বানাইয়া রাখয়া দিল।

ফায়েদা ঃ যাহারা আল্লাহ এবং রসূলের মহব্বত ও আনুগত্যের খোশবূ হইতে উৎকণ্ঠা বোধ করিতেছে এবং সুন্নতের জেন্দেগীর পায়রবী করার ব্যাপারে যাহাদের অন্তর উদাসীন। তাহাদের মধ্যে ঐ রোগ মনে করা চাই; যাহা এই কাহিনীর মধ্যে চামড়া শ্রমিকের ছিল। অর্থাৎ পুতিগন্ধময় সমাজ এবং গোনাহ ও পাপ পঙ্কিল পরিবেশে একটি দীর্ঘ জীবন অতিবহিত করিয়াছে তাহার অন্তর ও মস্তিষ্ক। ঐ দুর্গন্ধের সহিত অন্তরঙ্গ ও পরিচিত হইয়া গিয়াছে। এখন উহার চিকিৎসা শুধু ইহাই যে, ধীরে ধীরে ঐ দুর্গন্ধময় পরিবেশ হইতে বাহির হইয়া সুবাসিত বাগান সুগন্ধি উদ্যানের ভ্রমণ করিতে থাকিবে। আল্লাহ ওয়ালাগণের মজলিসে বসিবে, তাহাদের সাহচর্য অবলম্বন করিবে। তারপর সেখানে কিছুকাল অবস্থান করার পর এই ব্যক্তিই বলিবে, হায় রে! আমি কি পরিমাণ দুর্গন্ধের মধ্যে ছিলাম। অতীতের দুর্গন্ধময় জীবনের কল্পনা করিয়া অশ্রু বর্ষণ করত ঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিবে। আর আল্লাহ ওয়ালাগণের সাহচর্যের শুকুর গুযারী করিবে। এখন তাহার নাসিকা দিন দিন সুগন্ধি অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসুলের মহব্বত এবং গোলামীর স্বাদে মত্ত ও বিহ্বল হইবে এবং বলিয়া উঠিবে

میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا
مرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں

আমি যেন থাকি সদা বেহেশত উদ্যানে,
কারুকার্য আছে মোর হৃদয় কাননে।

যাদুমন্ত্রমুগ্ধ রাজপুত্রের কাহিনী

এক বাদশাহর একটি মাত্র ছেলে ছিল সুদর্শন, সুমতি, সচ্চরিত্র। বাদশাহ কোন সুদর্শনা, সুনয়না, চন্দ্রানন, নেককার, পরহেযগার যুবতীর সহিত ছেলের সম্বন্ধ পাকাপোক্তা করিতে চাহিলে রাজপুত্রের মাতা এই সংবাদ জানিতে পারিয়া বাদশাহকে বলিল, আপনি শুধু দ্বীনদারী তাকওয়া পরহেযগারী দেখিতেছেন ; কিন্তু আপনার তুলনায় মানসম্মান ধন-দৌলতের দিক দিয়া এ বংশ হীন ও খাটো। এতদশ্রবণে বাদশাহ যে উত্তর প্রদান করিলেন মাওলানা রূমী উহা বর্ণনা করিতেছেন–

گفت رو ہر کہ غم دیں برگزید   باقی غمہا خدا ازوے برید

বাদশাহ বলিলেন, দূর হও নির্বোধ! যে ব্যক্তি দ্বীনের দুঃখ-কষ্ট অবলম্বন করে ; আল্লাহ তা'আলা সকল পার্থিব দুঃখ–কষ্ট পেরেশানীকে দূর করিয়া দেন।

অর্থাৎ পরকালের চিন্তা–ভাবনা মূসা (আঃ)–এর লাঠিসদৃশ, যে যাদুকরদের সাপ–বিচ্ছু গিলিয়া ফেলিয়াছিল। এরূপে আখেরাতের চিন্তা–ভাবনা দুনিয়ার যাবতীয় দুঃখ-ক্লেশকে গিলিয়া ফেলিবে।

(۱) ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے   ترا ذرّۂ غم اگر ہاتھ آئے
(۲) سیکڑوں غم ہیں زمانہ ساز کو   اک ترا غم ہے ترے ناساز کو (اختر)

মাওলা গো! তোমার একটু ফেকের–চিন্তা লাভ হইলে দুনিয়ার যাবতীয় চিন্তা হইতে মুক্ত হইব। জগদ্বাসীদের অন্তরে শত শত চিন্তা–ফেকের বিদ্যমান। আমি অধমের অন্তরে একমাত্র তোমারই চিন্তা–ফেকের।

অবশেষে নিজের বিবির উপর নিজের রায়কে প্রবল বলিতে সফলকাম হইলেন এবং শাহজাদার শাদীমুবারক সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বহুকাল অপেক্ষা করিল; কিন্তু শাহজাদা কর্তৃক কোন সন্তানাদি পয়দা হইল না। বাদশাহ ভাবিতে লাগিলেন, ব্যাপার কি? রাজপুত্রের স্ত্রীতো অতি সুন্দরী, চন্দ্রানন, অতুলনীয়া, কিন্তু সন্তান হয় না কেন? বাদশাহ নিজের বিশিষ্ট উপদেষ্টাগণকে আলেম–নেককার লোকদিগকে একত্রিত করিলেন এবং গোপনে এই ব্যাপারে পরামর্শ করিলেন। অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে, ঐ শাহজাদার উপর জনৈকা

কাবুলী বৃদ্ধা যাদুমন্ত্র করিয়াছে। যদ্দ্বারা রাজপুত্র এই সুদর্শনা সুন্দরী চন্দ্রের ঈর্ষার পাত্রী বিবিকে ঘৃণা করে এবং শাহজাদার দৃষ্টিতে চন্দ্রানন বিবি কুৎসিত দৃষ্ট হয়। আর ঐ বদসূরত কুৎসিত বুড়ীর নিকট গমনাগমন করে এবং যাদুর কারণে বহুদিন যাবত ঐ কুৎসিত বৃদ্ধার প্রেমে বন্দী ও আবদ্ধ আছে।

এই সংবাদে বাদশাহ অত্যন্ত দুখিত ও মনক্ষুন্ন হইলেন। ছদকা–খয়রাত অনেক করিলেন। সেজদায় পড়িয়া কান্নাকাটি বহু করিলেন। ক্রন্দনের উচ্ছাস এখনও কমে নাই হঠাৎ একজন গায়েবী লোকের আবির্ভাব হইল এবং বলিল, আপনি এখনই আমার সাথে কবরস্থানে চলুন। বাদশাহ তাহার সঙ্গে কবরস্থানে গেলেন। ঐ গায়েবী লোকটি একটি পুরাতন কবর খনন করিল এবং উহাতে বাদশাহকে দেখাইল যে, যাদুমন্ত্র সম্বলিত একশত গিরাবিশিষ্ট একটি চুল কবরের মধ্যে দাফন করা ছিল। তারপর ঐ গায়েবী লোকটি এক একটি গিরাকে কিছু পড়িয়া ফুক দিয়া খুলিয়া ফেলিল। আর ঐদিকে শাহজাদা সুস্থ হইতে লাগিল। সর্বশেষ গিরাটি খোলামাত্র রাজপুত্র ঐ খবীছ পেত্নী বুড়ির প্রেম হইতে মুক্তি পাইয়া গেল এবং তাহার চোখের ঐ নযরবন্দী চলিয়া গেল। যদ্দ্বারা নিজের সুন্দরী বিবি কদাকার এবং কুৎসিৎ খবীছ বৃদ্ধা নারী খুবছুরত মনে হইত।

তারপর এ বুড়ীকে যখন শাহজাদা দেখিল তখন শাহজাদার অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইল এবং নিজের আকলের উপর হতভম্ব হইয়া রহিল এবং নিজের সুন্দরী বিবিকে যখন দেখিল তখন চন্দ্রের ন্যায় খুবছুরত চেহারা দেখিয়া বেঁহুশ হইয়া গেল। ধীরে ধীরে সুন্দরী বিবির সৌন্দর্য সহ্য করার ক্ষমতাও আসিতে লাগিল। সম্মুখে মাওলানা রূমী (রঃ) এই কাহিনী দ্বারা নছীহত করিতেছেন।

হে লোক সকল! আপনারা রাজপুত্র সদৃশ, আর এই দুনিয়া কুৎসিত বৃদ্ধা নারী। সে দুনিয়ার প্রেমাসক্তদিগকে যাদু করিয়া রাখিয়াছে। যদ্দ্বারা সে এই অস্থায়ী দুনিয়ার রং সুবাসের প্রেমে আক্রান্ত হইয়া আখেরাত হইতে এবং আল্লাহ ও রসূলের নূর হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছে। নতুবা দুনিয়ার হাকীকত তো শুধু ইহাই; যাহা হযরত মজযূব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন

جہاں در اصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی
بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی

পৃথিবী তো উজাড় ভূমি, যদিও দেখিতে জনপদ

স্বপন সত্তার বাস্তব রূপ শুধু এতটুকুই! চোখ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই মানুষ কিংবদন্তী কাহিনী হইয়া যায়।

رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل
یہ خزاں ہے جو باندازِ بہار آئی ہے

যুগের রং রূপের মোহে মজিও না হে প্রাণ,
ইহা তো হেমন্তের রূপ করিছে ধারন।

يَا صَاحِبِي لَا تَغْتَرِرْ بِتَنَعُّمٍ فَالْعُمْرُ يَنْفَدُ وَالنَّعِيمُ يَزُوْلُ
وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُوْلُ

বন্ধুগণ! দুনিয়ার আরাম –আয়েশের উপকরণ দেখিয়া ধোকায় পড়িও না। জীবন খতম হইবে ধন–দৌলত নিঃশেষ হইবে। কোন মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে বহন করিয়া লইয়া যাও। তখন একীন কর যে, ইহার পর তোমাকেও লোকেরা বহন করিয়া কবরের দিকে লইয়া যাইবে।

হারূন রশিদ বাদশাহের একটি ছেলে রাজত্ব বর্জন করিয়া ফকীরী জীবন-যাপন করিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বে তাহার এক বন্ধুকে উক্ত বয়েতদ্বয় দ্বারা নছীহত করিয়াছিল।

ফায়েদাহ ঃ যেই চোখে দুনিয়া যাদু করিয়াছে উহার চিকিৎসা এই ঃ

(১) আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে একনিষ্ঠ মহব্বত রাখা।

(২) বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করা।

(৩) আল্লাহ ওয়ালাদের সাহচর্যে বেশী বেশী উপস্থিত হওয়া এবং নিজের মত-চিন্তাধারাকে বিলিন করিয়া তাহাদের কথাবার্তা গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা। আর উহা অনুযায়ী আমল করা এবং দুই রাকাত নফল নামায পড়িয়া আল্লাহ পাকের দরবারে হেদায়েত প্রাপ্তির জন্য দো'আ করা।

হযরত আলী (রাঃ)–এর এখলাছের ঘটনা

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর এখলাছের একটি বিখ্যাত ঘটনাঃ একবার তিনি জনৈক কাফেরকে যুদ্ধ প্রান্তরে পরাস্ত করিয়া তাহার বুকের উপর বসিলেন এবং কাফেরকে হত্যা করিবার জন্য তরবারী উঠাইলেন। হঠাৎ ঐ কাফের হযরত আলী (রাঃ)–এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করিল। কাফেরের এই বেআদবির কারণে তাঁহার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তরবারী খাপে ঢুকাইয়া কাফেরের বক্ষ হইতে উঠিয়া গেলেন, উহাকে বধ করিলেন না।

কাফের বলিল, আমীরুল মোমেনীন! ব্যাপার কি? আপনার চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করার ধৃষ্টতার পর আমাকে তখনই কতল করা আপনার উচিত ছিল। কেননা, আপনি আমাকে পুরাপুরি পরাভূত করিয়াছিলেন। এখানে হত্যা করার অন্তরায় কি ছিল ?

হযরত আলী (রঃ) ফরমাইলেন, ওরে কাফের! আমি তো তোমাকে শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য কতল করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। তুমি আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করিয়া আমার নফসকে ক্রোধান্বিত করিয়া দিয়াছ। তাই তোমাকে যদি আমি কতল করিতাম; তবে এই কাজ আমার নফসের ক্রোধের কারণে হইত, একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে হইত না। আর আল্লাহ পাক এখলাছ ও একনিষ্ঠতা ব্যতীত কোন আমল কবূল করেন না। কাজেই তোমাকে কতল করা আমার এখলাছের বিপরীত মনে হইল। এই জন্য আমি এই কাজ হইতে বিরত রহিলাম।

হযরত আলী (রাঃ)–এর এই উক্তি শুনিয়া ঐ কাফের স্তম্ভিত হইয়া রহিল এবং তাহার অন্তরে ঈমানের আলো প্রজ্জ্বলিত হইয়া গেল। সে বলিল, হে আমীরুল মুমেনীন! এমন ধর্মকে গ্রহণ করা আমি সৌভাগ্য মনে করি। যেই ধর্মে এমন এখলাছ শিক্ষা দেওয়া হয়। নিশ্চয় এই ধর্ম সত্য। এই ঘটনা সম্পর্কে মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন

از علی آموز اخلاص عمل   شیر حق را داں مطہر از دغل

ওহে শ্রোতামণ্ডলী! আমলের এখলাছের সবক হযরত আলী (রাঃ) হইতে শিক্ষা কর। আল্লাহর সিংহকে ধোকা প্রবঞ্চনা হইতে পাক–পরিচ্ছন্ন মনে কর।

در غزا بر پہلوانے دست یافت
زود شمشیرے بر آورد و شتافت

যুদ্ধাবস্থায় এক কাফের পাহলোয়ানের উপর প্রবল হইলেন এবং তাড়াতাড়ি খাপ হইতে তলোয়ার বাহির করিলেন। তখন ঐ শত্রু তাঁহার পবিত্র চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করিল। অথচ তিনি আল্লাহ তা'আলার, হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সমস্ত অলীগণের মাহবূব। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী (রঃ) তরবারী খাপে ঢুকাইলেন এবং উহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

ফায়েদা ঃ এই কাহিনীর দ্বারা আমলে এখলাছের অনেক বড় সবক পাওয়া যায়। যে কোন কাজ করিবে নিয়্যাত দুরুস্ত করিয়া লইবে। যদি এখলাছ থাকে, তবে দুনিয়া-ও দ্বীন হইয়া যাইবে। যেমন, এক ব্যক্তি হালাল রোযগারের জন্য সবরী সবরী বলিয়া হাক ছাড়িতেছে। তাহার নিয়্যাত এই যে, ইহা দ্বারা ছেলেপেলেদেরে জন্য আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মুতাবেক হালাল রুযী কামাই করিব ; তাহা হইলে প্রত্যেক হাক-ডাকে তাহার আমলনামায় ছওয়াব লেখা হইবে। আর যদি কেহ সোবাহনাল্লাহ, সোবহানাল্লাহ বলিতেছে আর নিয়্যাত এই যে, ইহা দ্বারা লোকেরা আমাকে বুযূর্গ মনে করিবে, আমাকে টাকা-পয়সা হাদিয়া দিবে ; তবে এই ব্যক্তির সোবাহানাল্লাহ পড়াও দুনিয়া, দ্বীন নহে।

অতএব আমলের মধ্যে এখলাছের বহু প্রয়োজন। নতুবা সমস্ত আমল বরবাদ হইয়া যাইবে। আর এখলাছ শিখিতে চাহিলে কোন এখলাছ ওয়ালা বান্দার নিকট হইতে শিখিতে হইবে। আল্লাহ ওয়ালাদের সাহচর্যে এই নে'য়ামত পাওয়া যায়, শুধু কিতাব দ্বারা পাওয়া যায় না। কিতাবী এলম এবং আল্লাহ ওয়ালাদের সাহচর্য উভয়েরই প্রয়োজন। বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ ওয়ালাদের সংসর্গে থাকে ; সে প্রয়োজন মত এলম-ও শিখিয়া লয় এবং মকবূল ও মাহবূবও হইয়া যায়। আর আল্লাহ ওয়ালাদের খেদমতে না যাইয়া শুধু কিতাব দ্বারা কখনও চরিত্র সংশোধন হইতে পারে না। কেননা, নিজের চরিত্র নিজে সংশোধন করিতে পারে না, সংশোধন করনেওয়ালার দরকার।

সাওদাগর ও পিঞ্জিরাবদ্ধ তোতার কাহিনী

জনৈক সওদাগরের নিকট মিষ্টভাষী সুদর্শন একটি তোতা ছিল। সওদাগর ভারতবর্ষে সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে দয়া পরবশ হইয়া স্বীয় গোলাম বাঁদীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল ভারতবর্ষ হইতে তোমাদের জন্য কি আনিব। এরূপে তোতার নিকটও জিজ্ঞাসা করিল তোমার জন্য কি আনিব এবং পয়গামই বা কি ? তোতা বলিল, ভারতবর্ষে যখন কোন গার্ডেন-বাগানে ভ্রমণ করিতে যাইবেন কোন তোতার ঝাঁক দেখিতে পাইলে আমার সালাম বলিয়া এই সংবাদ উহাদিগকে শুনাইবেন

کاں فلاں طوطی کہ مشتاق شماست
از قضائے آسماں در حبس ماست

অমুক তোতা তোমাদের সাক্ষাৎ আকাংক্ষী, ভাগ্যলিপির কারণে সে আমার নিকট আবদ্ধ আছে।

گفت می شاید کہ من در اشتیاق
جاں دہم اینجا بمیرم در فراق

তোতা বিলল, সালাম বাদ আমার এই সংবাদ পৌঁছাইবেন যে, তোমাদের জন্য ইহা কি সমীচীন যে, আমি তোমদের জন্য অস্থির থাকি এবং তোমাদের সাক্ষাত করার কামনায় আগ্রহে দাপাদাপি করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়া দেই?

ایں روا باشد کہ من در بند سخت
گہ شما بر سبزہ گاہے بر درخت

এবং ইহাও বলিবেন যে, ইহা কি তোমাদের জন্য বৈধ ও শোভনীয় যে, আমি কঠিন শৃংখলে আবদ্ধ থাকি আর তোমরা কোন সময় সবুজ শ্যামল ঘাসে এবং কোন সময় বৃক্ষের নরম ডালে স্বাধীনভাবে মহানন্দে বিচরণ কর।

اینچنیں باشد وفائے دوستاں
من دریں حبس و شما در بوستاں

বন্ধুগণের কৃতজ্ঞতা কি এ ধরনের হয় ? আমি আবদ্ধ থাকি আর তোমারা পুষ্প উদ্যানে আনন্দমুখর থাক ?

یاد یاراں یار را میموں بود
خاصه کاں لیلی واین مجنوں بود

বন্ধুদের স্মরণ বন্ধুদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর হয়। বিশেষতঃ যখন উভয়ের লায়লা-মজনুর ন্যায় সম্পর্ক থাকে।

সওদাগর ভারতবর্ষে যাইয়া নিজের আবদ্ধ তোতার পক্ষ হইতে এক ঝাঁক তোতার নিকট এই পয়গাম পৌঁছাইল। তখন তোতার দলও নিজেদের সালাম এই তোতাকে পেশ করিল। কিন্তু একটি তোতা ঐ বাগানে যখন এই পয়গাম শ্রবণ করিল তখন তাহার দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং কাঁপিতে কাঁপিতে ডাল হইতে মাটিতে পড়িয়া একেবারে মৃতবৎ হইয়া গেল।

সওদাগর এই পয়গাম পৌঁছানের কারণে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইল যে, অযথা বেচারীর প্রাণ গেল। এই সংবাদ না পৌঁছাইলে ভাল হইত। সওদাগর ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার সমাপ্ত করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিল। তখন নিজের গোলাম বাঁদীগণকে সওগাত বিতরণ করিল। তোতা বলিল, ভারতবর্ষের বাগানের তোতাগণ আমার জন্য কি পয়গাম প্রেরণ করিয়াছে? আপনি যাহা শুনিয়াছেন কিংবা দেখিয়াছেন আমাকে বলুন।

گفت گفتم آں شکایتہائے تو   با گروہ طوطیاں ہمتائے تو
آں یکے طوطی ز دردت بوئے برد   زہرہ اش بدرید و لرزید و بمرد

সওদাগর বলিল, আমি তোমার অভিযোগসমূহ তোমার দুঃখের সাথী তোতাগণের নিকট বলিয়াছি। ঐ তোতা দলের মধ্যে হইতে একটি তোতার উপর তোমার পয়গামের সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হইল। এমন কি সে সহ্য ও বরদাশত করিতে না পারার কারণে তাহার পিত্ত ফাটিয়া গেল এবং কাঁপিতে কাঁপিতে মৃত্যুবরণ করিল।

چوں شنید آں مرغ کاں طوطی چہ کرد
ہم بلرزید و فتاد و گشت سرد

এই তোতা যখন ঐ তোতার এই কাজ শ্রবণ করিল তখন এই তোতাও ঐরূপে কাঁপিতে কাঁপিতে লুটাইয়া পড়িল এবং ঠাণ্ডা ও শীতল হইয়া গেল। সাওদাগর এই আকস্মিক ঘটনা দেখিয়া হতভম্ব হইয়া কঁদিতে আরম্ভ করিল যে, হায়, হায় কি হইল।

اے دریغا مرغ خوش آوازمن اے دریغا ہمدم و ہمراز من

সওদাগর বলিতে লাগিল, হায়রে আফসোস! ওরে আমার সুমধুর ও সুমিষ্ট কণ্ঠী পাখী! আহারে আফসোস! আমার আলাপের সাথী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু!

بعد ازانش از قفص بیروں فگند
طوطیک پرید تا شاخ بلند

তারপর সওদাগর যখন বুঝিল যে, তোতা কষ্টের চোটে মরিয়া গিয়াছে। তখন পিঞ্জিরা হইতে বাহির করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। তোতা তৎক্ষণাৎ উড়িয়া বৃক্ষের উঁচু ডালে যাইয়া বসিল।

সওদাগর মাথা উঁচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি ? কিছু তো আমার নিকটও বর্ণনা কর। তোতা বলিল, ঐ তোতা আমাকে নিজের আমল দ্বারা নিজকে মৃত বানাইয়া এই সবক দিয়াছিল যে, তোমার মুক্তি এবং নিস্কৃতির ইহাই একমাত্র পন্থা যে, তুমি মৃতবৎ হইয়া যাও। তারপর তোতা সালাম করিয়া সওদাগরকে খোদা হাফেজ বলিল।

الوداع اے خواجہ رفتم در وطن
ہم شوی آزاد روزے ہمچو من

তোতা বলিল, মুনিবজী! আমি আমার স্বদেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি ; এখন আপনাকে জানাই বিদায়ী সম্ভাষণ। আমি আশির্বাদ করি আপনিও যেন নফসের শৃংখল এবং কয়েদ-বন্দ হইতে আমার ন্যায় মুক্ত হইতে পারেন। তাহা হইলে আপনি আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যের বাগানে ভ্রমণ করিতে পারিবেন।

خواجہ گفتش فی امان اللہ برو مر مرا اکنوں نمودی راہ نو
جان من کمتر ز طوطی کے بود جاں چنیں باید کہ نیکو پے بود

সওদাগর বলিল, খোদা হাফেজ, হে তোতা! যাও নিজ দেশে, তবে তুমি আমাকেও মুক্তির নূতন পথ দেখাইয়াছ। আমার প্রাণ কি তোমার চেয়েও কম যে দুনিয়ার কয়েদখানায় এবং নফসানী খাহেশের গোলামী ও দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ থাকিবে এবং আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যের বাগান হইতে বঞ্চিত থাকিবে। অতএব জীবন ও প্রাণ তো এমনই হওয়া উচিত যে, নিজের প্রকৃত বাগানের দিকে উড়িয়া চলে। এবং বন্দীশালা হইতে মুক্তি লাভ করে।

ফায়দাহ ঃ এই ঘটনা দ্বারা মাওলানা রূমী (রঃ)-এর এই উপদেশ দান করা উদ্দেশ্য যে, পিঞ্জিরা হইতে ঐ তোতার মুক্তি বক্তৃতা উচ্চ ধ্বনি এবং আমিত্বের দাবী দ্বারা হাছেল হয় নাই, বরং নিজেকে সে মিটাইয়া ও বিলীন করিয়া দেওয়ার দ্বারাই হাছেল হইয়াছে। অতএব যেই তরীকত-পন্থী রূহ পাখীকে নফস ও শয়তানের খাঁচা হইতে মুক্ত করাইতে চায়। তাহার উচিত, নিজেকে বিলীন করিতে শিখা। আর ফানা ও বিলনি হওয়ার পন্থা আল্লাহতে যাহারা বিলীন হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করে। কেননা, যে নিজে কয়েদী সে অন্যকে কিরূপে কয়েদমুক্ত করিবে ? আর আল্লাহ ওয়ালাগণ নফসের বেড়াজল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের সাহচর্যে থাকিয়াই অন্যান্য লোকেরা কয়েদ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

রূমী ও চীনাদের শিল্প কারুকার্যের কাহিনী

چینیاں گفتند ما نقاش تر　　　رومیاں گفتند ما را کر وفر

চীনাগণ বলিল, অট্টালিকার মধ্যে চিত্র অংকন করিতে আমরা খুবই পারদশী। রূমীগণ বলিল, আমরা অধিক শান ও জাকজমকশালী চিত্র অংকন করি। যুগের বাদশাহ বলিল, বেশ আমরা তোমাদের উভয়ের পরীক্ষা করিব।

اہل چیں و روم چوں حاضر شدند
رومیاں در علم واقف تر بدند

বাদশাহের দরবারে চীনবাসী এবং রূমীয়গণ উপস্থিত হইল, রূমীগণ নিজেদের শিল্প ও কারুকার্যে অধিক পারদর্শী, অবগত ছিল।

চীনাগণ বাদশাহর নিকট বলিল, আমাদিগকে একটি বাড়ী চিত্র অংকনের জন্য দান করুন এবং উহা আবৃত করিয়া দেওয়া হউক, যাহাতে রূমীগণ আমাদের চিত্র নকল করিতে না পারে। এই শর্ত সাপেক্ষে তাহারা পর্দার আড়ালে অতি উত্তম উৎকৃষ্ট নকশা এবং অনুপম কারুকার্য করিতে লাগিল।

রূমীয়গণ বলিল, আমরা চীনাদের অংকিত ঘরের ঠিক বরাবর দ্বিতীয় ঘরে নকশা বানাইব। তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে তুলনা করিয়া ফায়ছালা করিতে পারিবেন যে, কোন্‌টা উত্তম। রূমীয়গণও পর্দার আড়ালে গোপন কার্য আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহারা কোন নকশা বা চিত্র আঁকিল না। শুধু পালিশ এবং পরিষ্কার করিতে থাকিল। এমন কি সমগ্র বাড়ী আয়নার ন্যায় চমকিতে ও জলমল করিতে রাগিল। পরীক্ষার ও মুকাবেলা করার সময় মাঝখান হইতে আবরণ অপসারিত করা হইল তখন চীনাদের বানানো সমস্ত চিত্র ও নকশার প্রতিচ্ছবি রূমীয় কর্তৃক প্রস্তুত ঘরের উপর এমনভাবে যাইয়া পড়িল যে উহা অধিক খুবসুরত মনে হইতে লাগিল।

شہہ درآمد دید آنجا نقشہا　　　می ربود آں عقل را و فہم را

বাদশাহ আসিয়া চীনাদের নকশা ও কারুকার্যগুলি দেখিলেন, এবং এমন সুন্দর নকশা অংকিত ছিল যে, জ্ঞান-বুদ্ধি উড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল।

بعد ازاں آمد بسوئے رومیاں　　　پردہ را برداشت رومی ازمیاں

তারপর বাদশাহ রূমীয়দের নির্মিত নকশা দেখিল এবং বাদশাহ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। রূমীগণ মধ্যকার পর্দা সরাইয়া ফেলিল।

انچہ آنجا دید اینجا بہ نمود　　　دیدہ را از دیدہ خانہ می ربود

বাদশাহ চীনাদের ওখানে যাহা দেখিয়াছিলেন এখানে উহা উত্তমরূপে দেখা যাইতে লাগিল। এমনকি সৌন্দর্যের আতিশয্যের আকর্ষণে চোখ কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল।

رومیاں آں صوفیانند ای پسر
بے ز تکرار و کتاب و بے ہنر

মাওলানা রূমী (রঃ) রূমীদের দৃষ্টান্ত দ্বারা ছুফীগণের মকাম ও স্তর বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহারাও অন্তর পরিচ্ছন্ন করার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন এবং উহারই বরকতে কিতাব বই-পুস্তক, তাকরার এবং কৌশল ব্যতীতই পাক-পবিত্র চরিত্র দ্বারা অংকিত ও সুশোভিত হন।

لیک صیقل کردہ اند آں سینہا
پاک ز آز و حرص و بخل و کینہا

ছুফিয়ানে কেরাম নিজের সীনার ঘষামাজা-পরিষ্কার বহুত করেন। যদ্দরুন তাহাদের বক্ষ লোভ, কৃপণতা এবং বিদ্বেষ হইতে পাক–ছাফ থাকে।

ফায়েদাহ ঃ আমাদের সেলসেলার বুযুর্গানে কেরাম গায়রুল্লাহ হইতে অন্তর পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার রাখার জন্য অনেক মেহনত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং ইহাকে অধিক গুরুত্ব দিয়া থাকেন। অর্থাৎ কুস্বভাব, কুরিপুর সংশোধনের ব্যাপারকে সৎস্বভাব অর্জন করার উপর অগ্রাধিকার দিয়া থাকেন।

হযরত নাছূহর সাচ্চা তওবার কাহিনী

নাছূহ নামীয় জনৈক পুরুষ ব্যক্তি ছিল, কিন্তু কণ্ঠস্বর দেহাকৃতি একেবারে রমণীর ন্যায় ছিল। শাহী মহলে শাহী বেগম কন্যাগণকে গোছল করাইবার এবং শরীর ঘষিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করার কাজে নিয়োজিত ছিল। মহিলার পোষাকে এই ব্যক্তি খাদেমা চাকরানী সাজিয়া থাকিত। যেহেতু এই ব্যক্তি পূর্ণ কামরিপু বিশিষ্ট ছিল। এজন্য বাদশাহর মহিলাগণকে মালিশ মর্দন করিয়া নফসানী মজা ও স্বাদ আনন্দ খুব পাইত। আর যখনই এই জঘন্য ও গর্হিত কর্ম হইতে তওবা করিত, তাহার যালেম নফস তাহার তওবা ভাঙ্গিয়া ফেলিত। একদিন ঐ বেচারা শুনিতে পাইল যে জনৈক বুযুর্গ তশরীফ আনিয়াছেন। এই ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে যাইয়া আরয করিল।

رفت پیش عارفے آں زشت کار گفت مارا در دُعائے یاد دار
آں دعا از ہفت گردوں در گذشت کار آں مسکیں بآخر خوب گشت

یک سبب انگیخت صنع ذوالجلال   کہ رہانیدش ز نفرین و و بال

بانگ آمد ناگہاں کہ رفت بیم   شد پدید آں گم شدہ دُرِّ یتیم

এই পাপী লোকটি বুযুর্গের সম্মুখীন হইয়া বলিল, আমাকে দো'আর মধ্যে স্মরণ রাখিবেন। এই বুযুর্গের দো'আ সপ্ত আকাশের উপরে চলিয়া গেল। অর্থাৎ তাহার দো'আ কবুল হইল। আল্লাহ পাক নিজ বিশিষ্ট কুদরতের দ্বারা ঐ ব্যক্তির নিষ্কৃতির একটি সুব্যবস্থা করিলেন। উহা এই যে, নাছুহ এবং উহার সঙ্গিনী সকল চাকরানীর তল্লাশী লওয়ার প্রয়োজন হইল। কেননা, মহিলা মহলে একটি মূল্যবান মুক্তা হারাইয়া গিয়াছে। হাম্মামখানার গেইট বন্দ করিয়া তল্লাশী আরম্ভ হইল; কিন্তু মুক্তা পাওয়া গেল না কোন স্থানেই। তখন আওয়ায দেওয়া হইল, সমস্ত চাকরানী উলঙ্গ হইয়া যাও। চাই সে বৃদ্ধা হউক কিংবা যুবতী।

এই আওয়ায শুনিয়া নাছূহ থরথর কাঁপিতে আরম্ভ করিল। কেননা, সে তো বাস্তবে পুরুষ: কিন্তু মহিলার বেশে বহুদিন যাবত চাকরানী সাজিয়া রহিয়াছে। সে ভাবিল আজ আমি লাঞ্ছিত হইব, বাদশাহও ঘৃণাবশতঃ তাহার ইজ্জত আবরুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। আমার শাস্তি কতলের চেয়ে কম হইতে পারে না। কেননা, অন্যায়টি অতি বড় সাংঘাতিক।

آں نصوح رفتہ باز آمد بخویش   دیدہ چشمش تابش صد روزہ بیش

پیش چشم خویش او می دید مرگ   سخت می لرزید او مانند برگ

নাছূহ ভয়ে ভীত কম্পিত হইয়া নির্জন স্থানে চলিয়া গেল, চেহারা ফ্যাকাশে ভয়ে ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ হইতেছিল। নিজের সম্মুখে মৃত্যুকে দণ্ডায়মান দেখিতেছিল, বৃক্ষের কচি পাতার ন্যায় দেহ কাঁপিতেছিল। এমতাবস্থায় সে সেজদায় পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল

گفت یارب بارہا برگشتہ ام   توبہا و عہدہا بشکستہ ام

নাছূহ বলিতে লাগিল, ইয়া রব! আমি বারংবার রাস্তা ভুল করিয়াছি, এবং বারংবার তওবা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছি।

ای خدا آں کن کہ از تو می سزد   کہ ز ہر سوراخ مارم می گزد

আয় আল্লাহ! আপনি আপনার যোগ্য ব্যবহার করুন। কেননা, আমার প্রত্যেকটি ছিদ্রপথ হইতে আমার সর্প আমাকে দংশন করিতেছে।

نوبت جستن اگر در من رسد
وہ کہ جان من چہ سختیہا کشد

মুক্তার অন্বেষণ যদি চাকরানীগণকে অতিক্রম করিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হয়; তবে উহ্! আমার প্রান কি পরিমাণ বালা-মুছীবতের আযাব আস্বাদন করিবে।

گر مرا ایں بار ستاری کنی   توبہ کردم من ز ہر ناکردنی

আপনি যদি এইবার আমার অপরাধ ঢাকিয়া রাখেন ; তবে আমি সকল অপকর্ম হইতে তওবা করিলাম।

در جگر افتادہ ہستم صد شرر   در مناجاتم ببیں خون جگر

আয় আল্লাহ! আমার কলিজার অভ্যন্তরে দুঃখ-পেরোশানীর শত শত অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইতেছে। আপনি আমার মুনাজাতের মধ্যে আমার কলিজার তাজা রক্ত প্রত্যক্ষ করুন যে, আমি কিভাবে অসহায় অবস্থায় এবং দুঃখ-বেদনায় আপনার সমীপে ফরিয়াদ করিতেছি। নাছূহ নিজের পরওয়ারদেগারের নিকট কান্নাকাটি করিতেছিল এমতাবস্থায় আওয়ায আসিল

جملہ را جستیم پیش آ اے نصوح   گشت بیہوش آں زماں پرید روح

جاں بحق پیوست چو بیہوش شد   بحر رحمت آں زماں در جوش شد

এই আওয়ায আসিল, সকলের তল্লাসী হইয়া গিয়াছে, হে নাছূহ! তুমি এখন সম্মুখে আস এবং বস্ত্রহীনা হও, ইহা শ্রবণ মাত্র এই ভয়ে যে, বিবস্ত্র ও

উলঙ্গ হইলে আমার রহস্য প্রকাশ হইয়া যাইবে নাছূহ বেঁহুশ হইয়া গেল এবং তাহার রূহ উর্দ্ধ জগত ভ্রমণে মশগুল হইল ! বেঁহুশীর সময় তাহার রূহ আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী হইল এবং আল্লাহ তা'আলার কুদরতে নাছুহর পর্দা ও মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য অবিলম্বে তৎক্ষণাৎ মুক্তা পাওয়া গেল। হঠাৎ রব উঠিল, ভয়ের সমাপ্তি হইয়াছে হারানো মুক্তা পাওয়া গিয়াছে। ঐ বেঁহুশ নাছূহ পুনঃ জ্ঞান ফিরিয়া পাইল, তাহার চক্ষুদ্বয় শত শত দিনের আলো হইতেও উজ্জ্বল ছিল। অর্থাৎ বেঁহুশীর জগতে নাছূর রূহকে আল্লাহ তা'আলার রহমত ও মেহের বানী নৈকট্যের জ্যোতি ও তাজাল্লী প্রত্যক্ষ করাইয়া দিয়াছিল। প্রকৃতিস্থ ও সজ্ঞান হওয়ার পরও চোখের মধ্যে সেই নূরের আভা প্রতিবাত ছিল

শাহী খান্দানের মহিলাগণ নাছূহর নিকট ওযর খাহী করিল এবং মহব্বতের সহিত বলিল, আমাদের বদগুমানী ক্ষমা কর, আমরা তোমাকে বহু আঘাত দিয়াছি।

گفت بد فضل خدائے دادگر   ورنہ زانچہ گفتہ شد ہستم بتر

নাছূহ বলিল, মেহেরবানগণ! ইহা আমার উপর আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী নতূবা আমার সম্পর্কে যাহা কিছু বলা হইয়াছে ; আমি উহা হইতে অনেক খারাব।

তারপর বাদশাহর এক কন্যা আসিয়া তাহাকে মর্দন এবং গোসল করাইতে বলিল, কিন্তু নাছূহ তো আল্লাহ ওয়ালা হইয়া গিয়াছে, বেঁহুশী ও অজ্ঞান অবস্থায় তাহার রূহ নৈকট্যের বিশিষ্ট মকামে উপনীত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে এত গভীর সম্পর্ক স্থাপনের পর এবং একীন ঈমানের নেয়ামত প্রাপ্তির পর পাপের অন্ধকারের দিকে কিরূপ ধাবিত হইতে পারে ? আলোতে উপনীত হওয়ার পর অন্ধকারের প্রতি বিতৃষ্ণা ভাব সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। অতএব নাছূহ শাহযাদীকে বলিল

گفت زور دست من بیکار شد   وین نصوح تو کنوں بیمار شد

নাছূহ বলিল, ওহে কন্যা! আমার হাতের শক্তিবল অকেজো হইয়া গিয়াছে, আর তোমাদের নাছূহ তো এখন রোগাক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ এই বাহানায় সে নিজেকে গুনাহ হইতে বাঁচাইয়া রাখিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, আমার

অপরাধ সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, পাপের এই ভয় অন্তর হইতে কিরূপে উধাও হইতে পারে ?

توبہ کردم حقیقت باخدا نشکنم تا جاں شود از تن جُدا

নাছূহ বলিল, আমি আল্লাহ পাকের সমীপে সাচ্চা তওবা করিলাম। আমি বাকী জীবনে এই তওবাকে আর ভঙ্গ করিব না। যদিও আমার প্রাণ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

ফায়েদাহ ঃ এই ঘটনা দ্বারা নিম্নবর্ণিত উপদেশ পাওয়া যায়

(১) নিজের গর্হিত অবস্থার কারণে নিরাশ হওয়া চাই না। আল্লাহ তায়ালার রহমত সর্বাবস্থায় সংশোধন করার ক্ষমতা রাখে।

(২) নিজের এছলাহ ও চরিত্র সংশোধনের জন্য আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গদের নিকট দো'আ প্রার্থনা করা চাই। যেমন নাছূহ করিয়াছিল।

(৩) অসীম বিপদে পড়িয়া নাছূহ যেরূপে আল্লাহ তা'আলার পানে রুজু হইয়াছে। তাঁহার এই বেদনা কাতর উক্তি দ্বারা আহাযারী ও কান্নাকাটির পন্থা নিরূপণ করার সবক পাওয়া যায়।

(৪) নাছূহর জীবন দীর্ঘ গুনাহে কাটিয়াছিল এবং কি পরিমাণ সাংঘাতিক অবস্থা ছিল, তবুও আল্লাহ তা'আলা গায়েব হইতে তাহার হেদায়েতের পথ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন এবং খালেছ ও সাচ্চা তৌবা করার তৌফিক দান করিয়াছেন। তাহার তওবার মকাম তওবাকারীদের জন্য বিরাট উপদেশ, যে নিজের জীবন যায় যাক ; কিন্তু তওবা ভঙ্গ করিব না। আল্লাহ আমাদিগকেও এই ধরনের তওবায়ে নাছুহ দান করেন, আমীন।

اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى

আয় আল্লাহ যেই আমল তুমি ভালবাস আর যেই কাজের উপর তুমি তুষ্ট–সন্তুষ্ট ; আমাদিগকে সে কাজ করার তৌফিক দান কর। আমীন।

হযরত আলী (কাঃ)–এর সাথে জনৈক দ্বীন অস্বীকারী ইয়াহুদীর কথন

একদা জনৈক দ্বীন অস্বীকারী বদদ্বীন ইয়াহুদী হযরত আলী (কাঃ)–এর সহিত তর্ক-বাহাছ জুড়িয়া দিল। তিনি তখন অট্টালিকার দ্বিতলে উপবিষ্ট ছিলেন। ইয়াহুদী নীচে হইতে বলিল, হে আলী মুর্তজা! আল্লাহ তা'আলার হেফাযতের উপর আপনার বিশ্বাস ও আস্থা আছে কি ? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই আছে ; তিনিই আমাদের হেফাযতকারী রক্ষাকর্তা।

گفت خود را اندر افگن ہیں ز بام　　　اعتمادے کن بحفظ حق تمام

تا یقیں گردد مرا ایقان تو　　　و اعتقاد خوب با برہان تو

ইয়াহুদী বলিল, হে মুর্তজা (কাঃ) ! আপনি নিজেকে অট্টালিকা হইতে নিচে ফেলিয়া দিন এবং হক তা'আলার হেফাযতের উপর বিশ্বাস করুন; যাহাতে আপনার উন্নত ধরনের একীন ও বিশ্বাস আমার একীনের উপায় হয় আর আপনার এই আমলী ও কার্যতঃ দলীল আমার উত্তম আকীদা ভক্তির কারণ হইবে। উত্তরে হযরত আলী (কাঃ) বলেন.

کے رسد مر بندہ را کو با خدا　　　آزمائش پیش آرد زابتلا

بندہ را کے زہرہ باشد اے فضول　　　امتحان حق کند اے گیج گول

گر بباید ذرّہ سنجد کوہ را　　　بر درد زاں کہ ترازوش ای فتی

বান্দার এই অধিকার কোথায় আছে যে, আল্লাহ তা'আলাকে পরীক্ষা করার' দুঃসাহস করিবে ? ওরে আহমক, নালায়েক নরাধম! আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষা করিবে এমন কলিজা বান্দার কোথায় আছে ? এই অধিকার তো আল্লাহ পাকেরই আছে যে, তিনি সর্বদা বান্দাদের পরীক্ষা–একজামিন করিতে থাকিবেন। যদি পাহাড়ের কিনারার একটি খড়কুটা পর্বতের উচ্চতা দেখিয়া বলে যে, আচ্ছা, আমি তোমার ওজন ও পরিমাপ করিব যে, তুমি কতটুকু লম্বা-চওড়া এবং ওজনওয়ালা ও কি পরিমাণ ভারি ; তবে নির্বোধ খড়কুটার চিন্তা করা উচিত যে, যখন নিজের দাঁড়িপাল্লার উপর পাহাড়কে রাখিবে তখন উহার

দাঁড়িপাল্লাই ফাটিয়া যাইবে। অর্থাৎ ঐ সময় এই তৃণলতা-খড়কুটাও থাকিবে না, উহার দাঁড়িপাল্লাও অক্ষত থাকিবে না। এমতাবস্থায় পাহাড় মাপিবার খেয়াল শুধু আহমকানা অলীক খেয়াল হইল।

گز قیاس خود ترازو می تند   مرد حق را در ترازو می کند
چوں نگنجد او بمیزان خرد   پس ترازوئے خرد را بردرد

অতএব এ ধরনের নির্বোধ আহমক নিজের কেয়াস অনুমানের দাঁড়িপাল্লার উপর ফখর ও গর্ব অন্তরে পোষণ করে এবং আল্লাহ ওয়ালাগণকে নিজেদের নির্বুদ্ধিতা প্রসূত কাল্পনিক দাঁড়িপাল্লায় মাপিবার চেষ্টা করিতে থাকে। যখন আল্লাহ ওয়ালাদের সুউচ্চ মকাম ও স্তর এই আহমক ও নির্বোধদের দাঁড়িপাল্লায় ধরে না তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ বেয়াদবী গোস্তাখীর কারণে তাহাদের পরিমাপ যন্ত্রকেই চুর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেন এবং দ্বিগুণ নির্বুদ্ধিতার মধ্যে আক্রান্ত হইয়া যায়। যেমন ইহা স্বতঃসিদ্ধ ও পরীক্ষিত ও প্রত্যক্ষিত ব্যাপার যে, যেসব লোক আল্লাহ ওয়ালাদের শানে গোস্তাখী এবং প্রতিবাদ করে; তাহাদের আকল বুদ্ধি দিন দিন হ্রাস পাইতে থাকে এবং আমলী অবস্থাও দিন দিন ধ্বংস হইয়া যাইতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন।

وسوسہ ایں امتحاں چوں آیدت   بخت بد داں کامد و گردن زدت
سجده گہ را تر کن از اشک رواں   کاے خدایا وارہانم زیں گماں

মাওলানা রুমী (রঃ) উপদেশ প্রদান করিতেছেন, যদি এ ধরনের পরীক্ষা করার অছঅছাও মনে আসে ; তবে উহাকে নিজের বদবখতী এবং ধ্বংসের আলামত মনে কর এবং এই তদবীর ব্যবস্থা কর যে, তৎক্ষণাৎ সেজদায় পড় এবং কান্নাকাটিতে মশগুল হইয়া আল্লাহ পাকের নিকট দো'আ কর। আয় আল্লাহ! আমাকে এমন গর্হিত ধারণা ও কল্পনা হইতে নিষ্কৃতি ও মুক্তি দান কর। যদি তওবা ও কান্নাকাটিতেও এই কল্পনা অন্তর হইতে বাহির না হয় ; তবে ইহা শুধু অছঅছা। যাহাকে শুধু খারাব মনে করাই যথেষ্ট। উহার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মনোযোগও দিবে না। কিছুদিনের মধ্যেই ইনশাল্লাহ মুক্তি মিলিবে। অবশ্য ফরিয়াদ সর্বদা থাকিবে এবং আল্লাহ ওয়ালাদের নিকট দো'আর দরখাস্ত করিবে।

ইবলীসের সাথে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর কথোপকথন

একবার হযরত মুআবিয়া (রাঃ) নিজ গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে জাগ্রত করিয়া দিল, জাগ্রত হইয়া যখন তিনি দৃষ্টি মেলিলেন, ঐ ব্যক্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এই সময় তো আমার গৃহে কেহ আসিতে পারে না, এমন দুঃসাহস কে করিল ? তারপর তিনি দেখিলেন, এক ব্যক্তি দরজার আড়ালে নিজের মুখ লুকাইয়া দাড়াইয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে ? উত্তর দিল আমার প্রসিদ্ধ নাম বদবখত ইবলীস।

তিনি বলিলেন, ওরে ইবলীস! তুই আমাকে কেন জাগাইলি ? সত্য সত্য বল। সে বলিল, নামাযের সময় শেষ হইতেছে প্রায়, তাড়াতাড়ি আপনার মসজিদের দিকে ধাবিত হওয়া চাই। তিনি বলিলেন, এই উদ্দেশ্য তোর কিছুতেই হইতে পারে না যে, কোন ভাল কাজের দিকে তুই পথ প্রদর্শন করিবি। আমার গৃহে তুই চোরের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছিস আর বলিতেছিস যে, আমি পাহারাদারী করিতেছি, বিশেষ করিয়া তোর মত চোর যে ডাকাতও বটে। কি উদ্দেশ্য তোর আমার উপর এত মায়া ? ইবলীস বলিল

گفت ما اول فرشتہ بودہ ایم　　رہ طاعت را بجاں پیمودہ ایم

پیشۂ اول کجا از دل رود　　مہر اول کے ز دل زائل شود

نیکواں را رہنمائی میکنم　　مرداں را پیشوائی می کنم

گر ترا بیدار کردم بہر دیں　　خوئے اصل من ہمیں است و ہمیں

ইবলীস বলিল, আমি প্রথমে ফেরেশতা ছিলাম, এবাদত বন্দেগীর পথসমূহ মনে প্রাণে অতিক্রম করিয়াছি। প্রথম কাজ অন্তর হইতে একেবারে বাহির হইতে পারে না। প্রথমকার মহব্বত অন্তর হইতে একেবারে দূরীভূত হইতে পারে না। আমি নেককার লোকদিগকে নেকপথ দেখাই, আর মন্দ লোকদিগকে মন্দ পথে

লইয়া যাই আমি যদি আপনাকে দ্বীনের জন্য জাগ্রত করিয়া থাকি; তবে ইহাই আমার প্রকৃত প্রকৃতি ও স্বভাবের চাহিদা।

گفت امیرا اے راہزن حجت مگو
مر ترا رہ نیست در من رہ مجو

হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, ওরে ডাকাত! তুই আমার সাথে হুজ্জত তর্ক করিস না, আমার মধ্যে পথভ্রষ্ট করার কোন রাস্তা পাইবি না। আমার মধ্যে পথ তালাশ করিস না, সত্য সত্য বল্ তুই আমাকে নামাযের জন্য কেন জাগাইলি? তোর কাজ তো পথভ্রষ্ট করা, এই ভাল কাজের দিকে আহ্বান করার মধ্যে রহস্য কি? তাড়াতাড়ি বল। ইবলীস বলিল, ব্যাপার এই যে, যদি আপনার নামায ছুটিয়া যাইত, আপনি আল্লাহ পাকের দরবারে কান্দাকাটি–আহযারী করিতেন; যদ্দ্বারা আপনার মর্তবা অনেক বুলন্দ হইয়া যাইত, আর আমি হিংসার চোটে জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাইতাম। এইজন্য আমি ভাবিলাম আপনাকে জাগাইয়া দেই, যাহাতে আপনি নামায পড়িয়া লইতে পারেন।

گر نمازت فوت می شد آں زماں   میزدی از درد دل آہ و فغاں
آں تاسف آں فغاں و آں نیاز   درگذشتے از دو صد رکعت نماز
من ترا بیدار کردم از نہیب   تا نسوزاند چناں آہ عجیب
من حسودم از حسد کردم چنیں   من عدوم وکار من مکر است وکیں

যদি আপনার নামায ছুটিয়া যাইত তখন আপনি অন্তর বেদনায় আহাযারী করিতেন। আর আপনার ঐ আক্ষেপ অনুশোচনা কান্নাকাটি, অনুনয় বিনয় এবং ভগ্ন হৃদয়তা আপনাকে দুইশত রাকাত নফল নামায অধিক সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বানাইয়া দিত। এই জন্য আপনার উন্নতমানের নৈকট্য লাভের ভয় ও হিংসা আপনাকে জাগ্রত করার জন্য বাধ্য করিয়াছে। আমি এই ভয়ে আপনাকে জাগ্রত করিয়াছি আপনার আশ্চর্যজনক হা-হুতাশ যেন আমাকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া না দেয়। আমি মানুষের প্রতি হিংসুক, ঐ হিংসার কারণেই আমি এরূপ করিয়াছি। আমি তো মানুষের শত্রু ; আমার কাজ হিংসা-বিদ্বেষ।

گفت اکنوں است گفتی صادقی
ازتو ایں آید تو ایں را لائقی

হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, এখন তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, হিংসা-শত্রুতা ; যাহা কিছু তুমি করিয়াছ তুমি উহারই উপযুক্ত।

ফায়দাহ ঃ এই ঘটনার দ্বারা এই শিক্ষা পাওয়া গেল যে, ভুল-ত্রুটির উপর লজ্জিত মর্মাহত হইলে আহাযারী করিলে শয়তান মনে দুঃখ-কষ্ট পায় এবং আল্লাহ পাকের রহমত অধিক পরিমাণ এমন বান্দার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন; যাহাতে লজ্জার সাথে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি করিতে পরি।

আরবী ব্যাকরণবিদ এবং নাবিকের কেচ্ছা

মাওলানা রূমী (রঃ) জনৈক নহবী (আরবী ব্যাকরণবিদ)-এর কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি নদী পার হওয়ার জন্য নৌকায় আরোহণ করিলেন, তখন মাঝি জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর! আপনি কোন বিষয়ে পারদর্শী! নহবী পণ্ডিত বলিলেন, আমি নহব বিষয়ে পন্ডিত। আর বলিল, বড়ই আক্ষেপের বিষয়। তুমি নিজের জীবনটা নৌকা চালনার মধ্যেই কাটাইয়াছ অথচ নহব অর্থাৎ আরবী ব্যাকরণ বিষয় শিখ নাই। বেচারা মাঝি চুপ করিয়া রহিল,তকদীরে এলাহী বশতঃ মাঝ নদীতে নৌকা তুফানে আটকিয়া গেল, তখন মাঝি বলিল, হুযূর! এখন আপনি আপনার জানা বিষয় দ্বারা একটু কাজ লউন, নৌকা জলমগ্ন হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। পণ্ডিতজীর মুখে টু শব্দটি নাই। কেননা, এখানে নহব অর্থাৎ আরবী ব্যাকরণ কোন কাজে আসে না, এখানে মহব অর্থাৎ নিজেকে পানিতে মিশাইয়া দিতে হইবে।

محوی باید نہ نحو اینجا بداں گر تو محوی بے خطر در آب راں
آب دریا مردہ را برسر نہد ور بود زندہ ز دریا کے رہد

মাঝি বলিল, হুযূর! এখন নহব কোন কাজে আসিবে না, মহব অর্থাৎ পানিতে নিজেকে বিলীন করিতে হইবে ; সন্তরণ করিতে হইবে। নদীর পানি মৃত

ব্যক্তিকে পানির উপরে বাসাইয়া রাখে আর জীবিত ব্যক্তি পানির গহীনে ডুবিয়া যায়। অর্থাৎ নিজেকে মিটাইয়া বিলীন করিলে আল্লাহ তা'আলার পথ অতিক্রম করা যায়, অহংকারী ব্যক্তি বঞ্চিত ও পানিতে ডুবিয়া ধ্বংস হয়।

ফায়েদাহ ঃ আল্লাহ তা'আলার পথে আত্মবিলীন কাজ দেয়। শুধু আলোচনা সমালোচনা দ্বারা কোন কাজ হয় না; বরং কোন কোন সময় বাকপটুতার দ্বারা আত্মাভিমান অহমিকা পয়দা হয়। যাহা আল্লাহ ওয়ালাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করার কাজে বিঘ্ন ঘটায়, লজ্জা পায়। আল্লাহ এমন মাহরূমী হইতে হেফাযতে রাখুন। আর আমাদিগকে পূর্ণরূপে আল্লাহতে বিলীন ও ফানা হওয়ার তৌফিক দান করুন। আল্লাহতে বিলীন ও ফানা ফিল্লাহর অর্থ এই যে, নিজের যেই চাহিদা ও খাহেশ আল্লাহ তা'আলার মর্জী ও বিধান আহকামের খেলাফ হয় ; উহা বর্জন করিবে। ইহাকেই ফানায়ে নফস বলে। সলুকের প্রথমাবস্থায় রিয়াযত মুজাহাদা, কষ্ট-ক্লেশের দ্বারা ইহা হাছেল হয়। আর শেষাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার মর্জি ও বিধানের উপর আমল করা স্বভাবগত হইয়া যায়।

জনৈক ফিলসফীর কোরআন মজীদের আয়াত অস্বীকারের ঘটনা

জনৈক কারী ছাহেব যখন কোরআন মজীদের এই আয়াতখানা তেলাওত করিলেন

أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا

যদি তোমাদের ঝরনার পানিগুলি গভীরে চলিয়া যায়; তবে কার ক্ষমতা আছে যে, ঐ পানি উপরে আনিতে পারে? এই আয়াত শুনিয়া জনৈক মানতেকী ফিলসফী বলিল, আমি কোদালের সাহায্যে পানি আনিতে পারি, বাস, রাত্রে যখন শয়ন করিল

شب بخفت و دید او یک شیر مرد
زد طپانچه هر دو چشمش کور کرد

সে রাত্রে শয়ন করিলে এক বীর পুরুষকে দেখিতে পাইল এবং সে তাহাকে এমন জোরে থাপ্পড় মারিল যে, তাহার দোনো চোখ অন্ধ হইয়া গেল এবং সে স্বপ্নেই বলিল

گفت زیں در چشمۂ چشم ای شقی
با تبر نورے بیار ار صادقی

এই বীরপুরুষ বলিল, ওরে বদবখত! নিজের চোখের উভয় ঝরনা হইতে জ্যোতি ফিরাইয়া আন, তুমি যদি তোমার দাবীতে সত্যবাদী হইয়া থাক । ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া উভয় চক্ষু জ্যোতিহীন দেখিতে পইল এবং অন্ধ হইয় গেল।

گر بنالیدے و مستغفر شدے   نور رفته از کرم ظاہر شدے
لیک استغفار ہم در دست نیست
ذوق توبہ نقل ہر سرمست نیست

যদি এই বদবখত কান্নাকাটি করিত, ক্ষমা প্রার্থনায় মশগুল হইত; তবে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও রহমতে জ্যোতি ফেরত পাইত। কিন্তু তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার তৌফিক নিজের হাতে নাই এবং তওবা করার আগ্রহ উৎসাহ প্রত্যেক উদভ্রান্ত লোকের খোরাক নহে।

ফায়দাহ ঃ নিম্নবর্ণিত উপদেশাবলী এই কাহিনীতে পাওয়া যায়–

(১) আল্লাহ ও রসূলের বাণীতে সন্দেহ করিলে কিংবা বেয়াদবী করিলে কোন কোন পার্থিব আযাবও ভোগ করিতে হয়।

(২) তওবা করার ভরসায় গুনাহ কখনও করা চাই না। কেননা, তওবা করার তৌফীক নিজ করায়ত্বে নহে, এমনও হইতে পারে এই বেয়াদবী ও দুঃসাহসিকতার কারণে তওবা ছিনাইয়া লওয়া হইতে পারে এবং চিরকালের জন্য বিতাড়িত মরদুদ হইয়া যাইবে।

তওবার দৃষ্টান্ত এমন যেমন কেহ বলে, অগ্নিদগ্ধ যখমের জন্য পোড়া ঘায়ের জন্য এই মলম অতি আশ্চর্যজনক ফলপ্রদ ও উপকারী। তবে কি এই মলমের ভরসায় কেহ নিজের হাত পুড়াইয়া ফেলে ? মলম তো অকস্মাৎ বিপদের জন্য

হয়। নিজের হাত নিজে জ্বালাইয়া মলম পরীক্ষা করা হয় না। এরূপে গোনাহের অগ্নি ; যাহা অন্তরের ক্ষতিকারক এবং মানুষ আল্লাহ তা'আলার হইতে দূরে সরিয়া পড়ে, আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ হয়, তওবা দ্বারা ঐ ক্ষতির ক্ষতিপূরণ হয়। তওবা গুনাহের পোড়া ঘায়ের মলম, কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে আগুনে জ্বালানো হইবে এবং ঐ মলমকে পরীক্ষা করা হইবে। ইহা হইবে অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ।

গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার প্রতি এত পরিমাণ গুরুত্ব দিতে হইবে যে, যদি গুনাহের চাহিদার উপর আমল না করিলে জীবন বিপন্ন হইয়া যায়; তবুও গুনাহ করিব না। এই পাকা-পোক্তা ইচ্ছাকে স্থায়ী করার জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের সান্নিধ্যে এবং নেক পরিবেশে থাকার সুবন্দোবস্ত করার পরও যদি মানবীয় দুর্বলতাহেতু অসতর্ক মুহূর্তে কোন গুনাহ হইয় যায় ; তবে নিঃসন্দেহে কান্নাকাটি এবং তওবার মলম অত্যন্ত মহৌষধ। একস্থানে মাওলানা রূমী ফরমাইয়ছেন

مرکب توبہ عجائب مرکب است
تافلک تازد بیک لحظہ ز پست

তওবার বাহন আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর বাহন। এক নিমিষে পাপের নিম্নভুমি হইতে বাহির হইয়া আকাশ পর্যন্ত ভ্রমণ করে।

হাকীম জালীনূসের ঘটনা

একবার হাকীম জালীনূস স্বীয় দাওয়াখানায় উপস্থিত হইয়া সহকর্মীকে বলিল, আমার জন্য অমুক ঔষধটি নিয়া আস। সহকর্মী কম্পপাউন্ডার বলিল, হুযুর উহা তো আপনি পাগলদিগকে খাওয়াইয়া থাকেন, ঐ ঔষধ আপনি কেন সেবন করিবেন? জালীনূস বলিল, একটি পাগল আমার দিকে তাকাইয়া ছিল, তারপর

ساعتے در روئے من خوش بنگرید چشمکم زد آستینے بردرید

এক ঘন্টা পর্যন্ত আমাকে দেখিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। তারপর চোখ ঝাপটাইয়া আস্তিন ফাড়িয়া দৌড়াইয়া গেল।

گر نہ جنسیت بدے در من ازو
کے نگہ آوردے بمن آں زشت رو

সে যদি আমার সহজাত না হইত অর্থাৎ আমার মধ্যে পাগলামীর উপকরণ না থাকিত ; তবে ঐ কদাকার ব্যক্তি আমার দিকে কেন তাকাইত এবং মুচকি হাসিত ?

کے پرد مرغے بجز با جنس خود صحبت نا جنس گورست و لحد

পাখী নিজের সহজাত পাখী ব্যতীত কখনও উড্ডয়ন করে না। অসহজাতের সাহচর্য তো জীবদ্দশায় কবরে অবস্থান করা। সারমর্ম এই যে, জালীনূস বলিল, দুই ব্যক্তি কোন গুনে শরীক না হইলে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে না।

একদা দেখা গেল একটি বৃক্ষের শাখায় একটি কাক ও একটি কোকিল উপবিষ্ট আছে এবং উভয়ে উন্মুক্ত মনে খোশ আলাপে মগ্ন আছে। ব্যাপারটি খুবই আশ্বচর্যনক মনে হইল, অন্তরে খুবই কৌতুহলের উদয় হইল, ব্যাপার কি? ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের হেতু কি?

در عجب ماندم بجستم حال شاں تا چہ قدر مشترک یابم نشاں

چوں شدم نزدیک من حیراں و دنگ خود بدیدم ہر دو آں بودند لنگ

এই অভিনব ঘটনা দর্শন করিয়া আশ্চর্য বোধ করিলাম এবং উহার রহস্য উদঘাটন করিতে ব্যস্ত হইলাম যে, উহারা কোন বিষয়ে পরষ্পর শরীক আছে ? নিকটে উপস্থিত হইয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম যে উভয় পাখীই লেংড়া।

এই ঘটনা দ্বারা এই উপদেশ পাওয়া গেল যে, মানুষ যখন নেক লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্তুষ্ট হয় কিংবা কোন নেক লোক তাহাকে দেখিয়া খুশী হয় তখন আল্লাহ তা'আলার শুকুর গুযারী করিবে যে, আলামতটি শুভ ও ভাল। তবিয়তের নেকী উভয়ের মধ্যে শরীক আছে। বর্তমানে আমল যদি ভাল নাও হয়; তবু এই লোকের মধ্যে নেকীর প্রতিভা আছে। আর যদি কোন লোক খারাব লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্তুষ্ট হয়; তবে বুঝিতে হইবে কোন মন্দ কাজ এর মধ্যেও বিদ্যমান আছে।

নবীজীর রুগী দেখার ঘটনা

জনৈক ছাহাবী রোগাক্রান্ত হইয়া একেবারে ক্ষীণ ও কৃশ হইয়া গেলেন। রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। নবীজী দেখিলেন লোকটি একেবারে দুর্বল মরণাপন্ন হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া নবীজী অত্যন্ত দয়াপরবশ হইলেন।

রুগ্ন ছাহাবী রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নূতন জীবন অনুভব করিতে লাগিলেন। এমন মনে হইতেছে, যেন কোন মৃত ব্যক্তি হঠাৎ জীবিত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন

گفت بیماری مرا ایں بخت داد   کامد ایں سلطان بر من بامداد

اے خجستہ رنج و بیماری و تب   اے مبارک درد و بیداری شب

ছাহাবী বলিলেন, এই ব্যাধি তো আমাকে বড়ই ভাগ্যবান খোশ নছীব করিয়াছে, যাহার বদৌলতে আমাদের সুলতান রাজাধিরাজ হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সাহার্য্যর্থে তশরীফ আনিয়াছেন এবং আমার রোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ওহে আমার রোগ, জ্বর, কষ্ট-ক্লেশ ব্যাথা-বেদনা এবং রাত্রি জাগরণ! তোমাকে জানাই মুবারকবাদ। নবীজীর তশরীফ আনয়নের একমাত্র তুমিই তো কারণ। তারপর রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এমন শোচনীয় অবস্থা কেন ? তুমি কি কোন দো'আ করিয়াছ ? কিয়ৎকাল চিন্তা করার পর বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নিজের আমলের ক্রটি-বিচ্যুতির পরিপ্রেক্ষিতে এই দো'আ করিয়াছিলাম

من ہمی گویم کہ یارب آں عذاب   ہم دریں عالم براں بر من شتاب

تا در آں عالم فراغت باشدم   در چنیں درخواست تادم میزدم

اینچنیں رنجورئے پیدام شد   جان من از رنج بے آرام شد

ماندہ ام از ذکر و از اوراد خود   بیخبر گشتم ز خویش و نیک و بد

আমি দো'আর মধ্যে বলিতাম, আয় আল্লাহ! আপনি পরকালে যেই আযাব দিবেন; উহা তাড়াতাড়ি দুনিয়াতেই আমার উপর দেন। যাহাতে আখেরাতের

আযাব হইতে অবসর হইয়া যাই। আর এই দরখাস্ত আমি এখনও করিতেছি। আমি এমন রোগাক্রান্ত হইয়া গিয়াছি যে, আমার প্রাণ এই কষ্ট-ক্লেশে বেআরাম হইয়া গিয়াছে, এই রোগের কারণে আমি যেকের ওযীফা হইতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। এমনকি নিজের আত্মীয়-স্বজন এবং প্রত্যেক ভালমন্দ হইতে বেখবরাবস্থায় পড়িয়া আছি।

দো'আর বিষয়বস্তু শুনিয়া রসূলুল্লাহ অসন্তুষ্ট হইলেন এবং নিষেধ করিলেন যে, আগামীতে এমন দো'আ কখনও করিও না এবং ফরমাইলেন, এমন দো'আ দাসত্বের বিরোধী কাজ, নিজের মাওলার নিকট বালা-মুছীবত চাওয়া সমীচীন নহে। কেননা, এমন দো'আ করা এই দাবীর সমতুল্য যে, আমরা আপনার বালামুছীবত বরদাশত করিতে পারি। রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে নছীহত করিলেন যে

تو چہ طاقت داری ای مور سقیم   کہ نہد بر تو چناں کوہ عظیم

ওরে সম্বোধিত ব্যক্তি! তুমি কি ক্ষমতা রাখ যে, তোমার মত রুগ্ন পিপীলিকার উপর আল্লাহ তা'আলা নিজের বালা-মুছীবতের বিরাট পাহাড় রাখিবেন। নবীজী ফরমাইলেন, এখন এরূপে দো'আ কর যে, আল্লাহ ! আমার মুশকিল আসান ও সহজ করিয়া দিন, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তোমার বিপদের কন্টককে আরামের পুষ্প উদ্যানে রূপান্তরিত করিয়া দিবেন। আর এরূপ বল

اٰتِنَا فِیْ دَارِ دُنْیَا نَا حَسَنْ

اٰتِنَا فِیْ دَارِ عُقْبَا نَا حَسَنْ

আয় আল্লাহ! দুনিয়াতে আমাকে মঙ্গল ও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও আমাকে মঙ্গল ও কল্যাণ দান করুন।

ফায়েদাহ ঃ এই ঘটনা দ্বারা এই উপদেশ পাওয়া যায় যে, কোন সময়ই আল্লাহ তা'আলার নিকট বালা-মুছীবত চাহিবে না। সর্বদা ইহ–পরকালের শান্তি প্রার্থনা করিতে থাকিবে এবং নিজ রবের নিকট নিজের দুর্বলতা অক্ষমতা স্বীকার করিতে থাকিবে। যেমন যদি কোন লোকের বদ নজর করার কুঅভ্যাস থাকে ; তবে উহার সংশোধনের জন্য দো'আ করিবে। আল্লাহ ওয়ালাদের নিকট উহার চিকিৎসা জানিয়া অবগত হইবে এবং তাহাদের নিকট দো'আর দরখাস্ত করিবে। কিন্তু কোন সময় পেরেশান হইয়া এরূপ বলিবে না যে, ইয়া আল্লাহ! আমার এই

রোগ তো ভাল হয় না, ইহার চেয়ে উত্তম যে, আমার চোখ দুইটি অন্ধ করিয়া দিন, যাহাতে চোখ দ্বারা গুনাহ্ না হয়। এরূপ দো'আ মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা হইবে, ভালরূপে বুঝিয়া লউন। যথাসম্ভব বিপদ হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা করুন এবং সুখ শান্তির দরখাস্ত করুন।

আমি নিজের শায়খ-মুরশিদ হযরত মাওলানা আবদুল গণী ফুলপুরী (রঃ)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, হযরত মনছুর (রঃ) একদা ছায়া বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও রৌদ্রে নফল নামায পড়িতে ছিলেন। জনৈক ছাহেবে নেসবত আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গ এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তি কোন সাংঘাতিক বিপদে গ্রেফতার হইবে। অর্থাৎ শান্তি সামনে থাকিলে বিপদ অবলম্বন করা চাই না। আর যদি উভয় দিকেই বিপদ থাকে ; তবে সহজ বিপদ গ্রহণ কর, যেমন হাদীছে বর্ণিত আছে

كَمَا هُوَ فِي الْحَدِيْثِ فَلْيَخْتَرْ أَهْوَنَهُمَا

দুই বিপদের সহজটি অবলম্বন কর।

শাহী বাজ এবং বয়োবৃদ্ধা বুড়ীর কাহিনী

একদা একটি শাহী বাজ পাখী বাদশাহের নিকট হইতে উড়িয়া গিয়া প্রতিবেশী এক বুড়ীর বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। বুড়ী উহার বড় বড় নখ এবং বড় বড় ডানা কাটিয়া ফেলিল, এবং বলিতে লাগিল, হায় আফসোস! তুমি কোন আপদার্থ নালায়েকের বাড়ীতে পড়িয়াছিলে, যে তোমাকে এতীম বানাইয়া রাখিয়াছিল ; একটুও সেবাযত্ন করে নাই, এত বড় বড় নখ একটুও ছাটিয়া কাটিয়া দেয় নাই।

মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন, গণ্ডমূর্খ লোকদের মহব্বত এ ধরনেরই হইয়া থাকে। বাজ পাখীর ডানা, বাজু ও নখই তো কামালতের নিদর্শন ও শক্তির উৎস। যদ্দ্বারা সে শিকার করে। নির্বোধ বুড়ী গুণ ও শক্তির উৎসকেই ও কামালতগুলিকেই দোষ মনে করিল। শাহী বাজকে ঐ জালেম বুড়ী একেবারে অকেজো করিয়া দিল।

বাজ পাখীর অন্বেষণে বাদশাহ একদিন ঐ বুড়ীর বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইয়া হঠাৎ ঐ বাজের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আর বাজ পাখীও নিজের ডানাকে বাদশাহের হাতের উপর মালিশ করিতে লাগিল এবং অবস্থার ভাষায় বলিতে লগিল, আমি আপনার নিকট হইতে পৃথক হওয়ার অশুভ পরিণাম প্রত্যক্ষ করিলাম, ইহা আমার দ্বারা অতিশয় ভুল হইয়াছে।

باز می‌مالید پر بر دست شاہ بے زباں می گفت من کردم گناہ

باز گفت اے شہ پشیماں می شوم توبہ کردم نو مسلماں می شوم

বাজ পাখী অবস্থার ভাষায় বলিতে লাগিল, হে বাদশাহ! আমি খুবই লজ্জিত, তওবা করিতেছি এবং ওয়াদা অঙ্গীকার করিতেছি যে, এমন অন্যায় আর করিব না।

মাওলানা বলেন, এই দুনিয়াও ঐ জাহেল মূর্খ বুড়ীর ন্যায়, যে ব্যক্তি এই দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয় ; সেও এরূপ অপদস্ত লাঞ্ছিত ও নির্বোধ সাব্যস্ত হয়।

ہر کہ با جاہل بود ہمراز باز آں رسد با او کہ باآں شاہباز

যে ব্যক্তি জাহেল গন্ডমূর্খের সহিত দোস্তী করে ; তাহার পরিণাম পরিণতিও ঐরূপই হয় ; যাহা ঐ বুড়ীর হাতে শাহী রাজপাখীর হইয়াছিল।

ফায়েদাহ ঃ হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানবী (রঃ) ফরমাইয়াছেন, কোন কোন নির্বোধ ব্যক্তি এরূপে খাদেমুল ইসলাম হওয়ার দাবী করে এবং নিজের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা বশতঃ ইসলামকে নিজের মূর্খতাসুলভ ভাবধারার অধীন করিয়া ইসলামের প্রকৃত ও সুন্দর আকৃতিকে কদাকৃতিতে রূপান্তরিত করিতেছে। আর সাধারণতঃ ইহারা ঐ সমস্ত লোক; যাহারা নিজস্ব মেধা দ্বারা কিতাবাদি দেখিয়া লেখক সাজিয়াছে। কোন কামেল ও পরিপক্ক অভিজ্ঞ উস্তাদের নিকট দ্বীন শিক্ষা করে নাই। এ ধরনের লোক কর্তৃক প্রণীত কিতাবপত্র দেখিতে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা ওয়াজেব। যে লোকের নিকট হইতে দ্বীন শিক্ষা করিবে। প্রথমে ঐ লোক সম্পর্কে ঐ যুগের কামেল লোকদের মতামত জানিয়া লইবে। অর্থাৎ যেই লোটা বা পাত্র হইতে পানি পান করিবে, প্রথমে উহা দেখিয়া লও যে, পানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিনা ; নাকি অন্য কিছু মিশ্রিত রহিয়াছে। নতুবা উহাতে যাহা কিছু আছে ; উহাই মুখে প্রবেশ করিবে।

শাহী বাজ পাখী এবং পেচকদের কাহিনী

একবার বাদশার একটি বাজ পাখী উড়িয়া উড়িয়া এমন একটি উজাড় বনে যাইয়া পৌঁছিল; যেখানে অনেক পেচক বাস করিত। পেচকের দল বাজ পাখী দেখিয়া শোরগোল এবং দোষারোপ করিতে আরম্ভ করিল যে, এই বাজ আমাদের উজাড় বন দখল করিতে চায়। বাজ পেচকের মাঝে পড়িয়া অতিষ্ঠ হইয়া পড়িল এবং বলিল–

من نخواهم بود این جا می روم   سوی شاهنشاه راجع می شوم

این خراب آباد در چشم شماست   ورنه ما را ساعد شه باز جاست

আমি এখানে অবস্থান করিব না, আমি বাদশাহের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। এই উজাড় অনাবাদ বন তোমাদের জন্যই মুবারক হউক। আমার বাসস্থান তো বাদশাহের হাতের পাঞ্জা এবং কব্জি। পেচকের দল বলিল, এই বাজ ধোকা প্রবঞ্চনা করিতেছে। এরূপে আমাদিগকে উৎখাত করিতে চাহিতেছে।

خانهای ما بگیرد او بمکر   برکند ما را بسالوسی ز وکر

এই বাজ পাখী আমাদের বাসস্থানকে নিজ ধোকাবাজি দ্বারা দখল করিয়া লইবে এবং খোশামোদ তোষামোদ দ্বারা আমাদের বাসা উপড়াইয়া ফেলিবে। বাজ পাখী অনুভব করিল যে, এই নাদান আহমক পেচকের দল আমার উপর আক্রমণ করিয়া বসিবে। এই জন্য বলিল–

گفت باز ار یک پر من بشکند   بیخ چغدستان شهنشه برکند

বাজ বলিল, যদি তোমরা দুষ্টামী করিয়া আমার একটি পালক উপড়াইয়া ফেল ; তবে আমি যেই বাদশাহের প্রতিপালনে আছি ; তিনি তোমাদের প্যাচাস্থানের মূলোৎপাটন করিয়া ফেলিবে।

پاسبان من عنایات وی ست   هر کجا که من روم شه در پی ست

در دل سلطان خیال من مقیم   بی خیال من دل سلطان سقیم

بازم و در من شود حیران هما   چغد که بود تا بداند سر ما

বাদশাহের কৃপাদৃষ্টি আমার রক্ষণাবেক্ষণ করে ; আমি যেখানেই চলিয়া যাই বাদশাহের হেফাযতের দৃষ্টি আমার সাথে আছে। শাহের অন্তরে সর্বদা আমার খেয়াল অবস্থান করে। আমার খেয়াল ব্যতীত বাদশাহের অন্তর রোগাক্রান্ত হইয়া যায়। আমি শাহী বাজ, হুমা পাখীও আমার প্রতি ঈর্ষা করে। এই নির্বোধ প্যাচার দল আমার রহস্য কি বুঝিবে ?

ফায়েদাহ ঃ আল্লাহ তা'আলার ওলীগণ আল্লাহ তা'আলার বাজ পাখী সদৃশ। পেচকের দল বাজ পাখীকে যেরূপ মনে করিয়াছিল ; দুনিয়াদার নির্বোধ লোকেরাও ওলীদের সম্পর্কে তদ্রূপ কেয়াস কল্পনা করিয়া থাকে। আল্লাহ তা'আলার কৃপা অনুকম্পা তাঁহাদের হেফাযত করিয়া থাকে।

ময়ূর ও সুধী ব্যক্তির কাহিনী

একটি ময়ূর নিজের সুন্দর মনোরম পুচ্ছগুলি ছিড়িয়া ফেলিতেছিল। জনৈক বিজ্ঞ, জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ পথে গমন করিতেছিল। সে জানিতে চাহিল, ওহে পলকী! এমন সুন্দর পুচ্ছগুলি উপড়াইয়া ফেলিয়া কেন নাশুকুরী করিতেছ ? ময়ূর বলিল-

آں نمی بینی کہ ہر سو صد بلا　　سوئے من آید پئے ایں بالہا
اے بسا صیاد بے رحمت مدام　　بہر ایں پرہا نہد ہر سوئے دام

چوں ندارم زور ضبط خویشتن　　زیں قضا و زیں بلا و زیں فتن
آں بہہ آمد کہ شوم زشت و کریہہ　　تا بوم ایمن دریں کہسار و تیہہ
نزد من جاں بہتر از بال و پرست　　جاں بماند باقی و تن ابترست

তুমি কি দেখ নাই যে, সর্বদিক হইতে শত শত বালা-মুছীবত এই সুন্দর পুচ্ছ ও পালকগুলির জন্য আমার দিকে ধাবিত হয়। অনেক সময় অত্যাচারী শিকারী এই পুচ্ছ ও পালকগুলির লোভে সর্বদিকদিয়া ফাঁদ বিছায়। আমি যখন দিনের বেলা এই ভাগ্যলিপি এবং বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম নহি, তখন ইহাই উত্তম যে, আমি নিজের পালকগুলিকে দূর করিয়া দেই এবং নিজের ছুরত কদাকৃতি করিয়া দেই; যাহাতে পাহাড়ে-প্রান্তরে চিন্তামুক্ত হইয়া যাই। কেননা, আমার নিকট পুচ্ছ ও পালকের হেফাযতের চেয়ে প্রাণের হেফাযত

অধিক যরূরী ও গুরুত্বপূর্ণ। জীবনটা তো হেফাযতে থাকুক ; দেহের মন্দাবস্থা জানের তুলনায় অতি তুচ্ছ।

ফায়েদাহ ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ এইজন্যই নিজদিগকে খ্যাতি এবং মান-সম্মান হইতে দূরে সরাইয়া রাখেন। যেমন মাওলানা রূমী (রঃ) অন্যত্র বলিতেছেন –

خویش را رنجور ساز و زار زار   تا ترا بیروں کند از اشتہار

নিজেকে নাম-নিশান ও চিহ্নহীন বানাইয়া রাখ এবং অক্ষম ও মিসকীন. অবস্থা বানাও। যাহাতে তোমাকে খ্যাতি হইতে দূরে রাখে। কেননা, খ্যাতির কারণে শান্তির আঁচল ছিন্ন–ভিন্ন হইয়া যায়। আর খ্যাতি–সুখ্যাতি বহু আপদ–বিপদ নিজের সাথে নিয়া আসে।

অবশ্য যদি আল্লাহ তা'আলা কোন কামেল লোককে মশহুর করিয়া দেন ; তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার হেফাযতও করেন। নিন্দনীয়–দূষণীয় খ্যাতি উহা; যাহা নিজে চেষ্টা করিয়া অর্জন করে। হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব মুহাজেরে মক্কী (রঃ) বলেন–

میں تو نام و نشاں مٹا بیٹھا   میرا شہرہ اڑا دیا کس نے

আমি তো নিজের নাম–চিহ্ন মুছিয়া দিয়াছি। কোন লোক আমার খ্যাতি উড়াইয়া দিল। মোটকথা, যথাসম্ভব সাদাসিধা এবং নিজেকে মিটাইয়া বিলীন করিয়া রাখাতেই শান্তি ও নিরাপদ। যেমন আমাদের মুরুব্বী বুযুর্গগণ নিজদিগকে একেবারে সাদাসিধা এবং মিটাইয়া রাখিয়াছেন। আমি নিজ শায়খ-মুরশিদ মাওলানা আবদুল গনী ফুলপুরী (রঃ)–এর নিকট শুনিয়াছি, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতভী (রঃ) একবার লুংগী পরিয়া সাধারণ পোষাকে কোন এক পথ দিয়া যাইতেছিলেন। এক ব্যক্তি মাওলানার সাধারণ পোষাক দেখিয়া তাঁতী মনে করতঃ জিজ্ঞাসা করিল, বাজারে আজ সূতার দর কি ?

মাওলানা উত্তর দিলেন, আজ আমার বাজারে যাওয়া হয় নাই। কাজেই সূতার দর বলিতে পারি না। ইহা বলিলেন না যে, আমি তাঁতী নাকি যে, আমার

নিকট সূতার দাম জিজ্ঞাসা করিতেছ ? আল্লাহর দরবারে মান-সম্মান ইজ্জতের মাপকাঠি শুধু তাকওয়া পরহেযগারী ; খ্যাতি সুখ্যাতি নয়।

হযরত আনাছ এবনে মালেক (রঃ)-এর ঘটনা

একবার হযরত আনাছ (রঃ)-এর বাড়ীতে কয়েক জন মেহমান উপস্থিত হইল। খাওয়া দাওয়ার পর দস্তরখান হলুদ বর্ণ হইয়া গেল। দস্তরখানে ঝোল লাগিবার পর উহা পরিস্কার করার জন্য হযরত আনাছ এবনে মালেক (রাঃ) খাদেমাকে আদেশ করিলেন, যে ইহাকে জ্বলন্ত চুলায় ফেলিয়া দাও। খাদেমা সেবিকা আদেশানুযায়ী কাজ করিল। সমস্ত মেহমান স্তম্ভিত হইয়া রহিল এবং দস্তরখানা জ্বলিয়া যাওয়া এবং উহা হইতে ধূম্র উঠার অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু উহাকে যখন চুলা হইতে উঠান হইল তখন একেবারেই সুরক্ষিত ছিল এবং পরিস্কার হইয়া গেল।

قوم گفتند اے صحابی عزیز چوں نسوزید و منقی گشت نیز
گفت زانکہ مصطفیٰ دست و دہاں
بس بمالید اندریں دستارخواں

লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, ওহে প্রিয় ছাহাবী! দস্তরখানা আগুনে জ্বলিল না কেন? বরং জ্বলিবার পরিবর্তে আরো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া গেল। হযরত আনাছ এবনে মালেক (রাঃ) বলিলেন, ইহার কারণ এই যে, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দস্তরখানা দ্বারা বারংবার নিজের পবিত্র হস্ত এবং পবিত্র ওষ্ঠদ্বয় পরিষ্কার করিয়াছেন।

এখন মাওলানা রূমী (রঃ) নছীহত করিতেছেন-

ای دل ترسندہ از نار و عذاب
با چناں دست و لبے کن اقتراب
چوں جمادے را چنیں تشریف داد
جان عاشق را چہا خواہد گشاد

ওহে ঐ ব্যক্তি; যাহার অন্তর জাহান্নামের অগ্নি এবং আযাবের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত; তাহার উচিত এমন মুবারক হাত ও ঠোঁটের নিকটবর্তী হওয়া। যাহার একমাত্র পন্থা সুন্নতের অনুসরণ করা। যখন জড় পদার্থকে মুস্তফা ছল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক ঠোঁট এই মর্তবা দান করিয়াছেন তখন নিজের আশেক প্রাণসমূহকে নাজানি কত কিছু দান করিয়া থাকিবেন।

ফায়েদাহ ঃ যখন দস্তরখানের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নৈকট্যের দ্বারা এই মর্যাদা লাভ হইয়াছে, তখন সুন্নতের পায়রবী ও অনুসরণ ; যাহা বাস্তব ও প্রকৃত নৈকট্য। উহা দ্বারা উভয় জগতে কত কিছু দান, কৃপা ও অনুকম্পা হাছেল হইবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সুন্নতের পায়রবী করার তৌফিক দান করুন আমীন।

হযরত ওমর (রাঃ)–এর যুগে এক চোরের কাহিনী

হযরত ওমর (রাঃ)–এর খেলাফতের যুগে এক চোরের হাত কর্তনের জন্য জল্লাদের নিকট সোপর্দ করা হইল। সে ফরিয়াদ করিতে লাগিল যে, আমাকে মাফ করিয়া দেওয়া হউক। ইহা আমার প্রথম অপরাধ। আগামীতে কখনও অপরাধ করিব না।

بانگ زد آں دزد کے میر دیار — اولیں بار ست جرمم در گذار
گفت عمر حاشَ للّٰہ کہ خدا — مار اول قہر نارد در جزا
بارہا پوشد پئے اظہار فضل — باز گیرد از پئے اظہار عدل

تاکہ ایں ہر دو صفت ظاہر شود
آں مبشر گردد ایں منذر شود

চোর আওয়াজ হাকিল, হে আমীরুল মোমেনীন! ইহা আমার প্রথম অপরাধ; মাফ করিয়া দিন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইহা অসম্ভব। প্রথম অপরাধের উপর আল্লাহ তা'আলা গযব নাযেল করেন না। অনেকবার স্বীয় ফযল ও মেহেরবানী প্রকাশার্থে বান্দাগণের অপরাধসমূহ গোপন করিয়া রাখেন। তারপর যখন কেহ সীমাতিক্রম করে ; তখন আদল ও ন্যায়নীতি প্রকাশ করার জন্য বিপদে আক্রান্ত ও অপদস্ত করেন। যাহাতে আল্লাহ তা'আলার উভয় গুণ ও ছেফাত প্রকাশ হইয়া যায় ঃ একটি হইবে সুসংবাদদাতা, অন্যটি ভীতি প্রদর্শক।

ফায়েদাহ ঃ এই ঘটনায় ছালেকীনদের জন্য বড় উপদেশ বিদ্যমান যে, আল্লাহ তা'আলার দোষ গোপন করার ছিফতের উপর ভরসা করিয়া শাস্তিতে

বসিয়া থাকা সমীচীন নহে। দ্বিতীয় ছেফতকেও ভয় করিতে হইবে। ছেফতে ফযল ও মেহেরবানী দ্বারা আমাদের সংশোধনের সুব্যবস্থা করিয়া দেন। যদি এই নে'য়ামত দ্বারা আমরা উপকৃত হইতে না পারি; তবে আল্লাহ্ গ্রেফতার করিয়া অপদস্ত করিয়া দিবেন।

হযরত মূসা (আঃ) এবং রুগী দেখার কাহিনী

হযরত মূসা (আঃ)-এর সমীপে আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে ওহী আসিল, হে মূসা ! আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম তুমি আমাকে দেখিতে আস নাই। হযরত মূসা (আঃ) আরয করিলেন।-

گفت سبحانا تو پاکی از زیاں
ایں چہ رمز ست ایں بکن یارب بیاں

হযরত মূসা (আঃ) বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আপনি রোগ-শোক, নোকছান-ক্ষতি হইতে চির পবিত্র, আপনার এই বাণীর রহস্য প্রকাশ করিয়া দিন।

گفت آرے بندۂ خاص گزیں
گشت رنجور او منم نیکش ببیں

অদৃশ্য জগত হইতে আওয়ায আসিল, আমার এক বিশিষ্ট মনোনীত বান্দা রোগাক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, সে আমিই। অতএব তাহাকে কৃপা-করুনার দৃষ্টিতে দেখ। ঐ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বান্দার অক্ষমতা আমার মজবুরী মনে কর এবং তাহার রোগ আমার রোগ।

در عیادت رفتن تو فائدہ ست　　فائدہ آں باز با تو عائد ست
در عدو باشد ہم ایں احساں نکوست　　کہ باحساں بس عدو گشتست دوست
ور نگردد دوست کینش کم شود　　زانکہ احساں کینہ را مرہم شود
بس فوائد ہست غیر ایں ولیک　　از درازی خائفم اے یار نیک

রোগী দেখার জন্য গমন করা তোমার জন্যই উপকারী। আর উহার উপকারিতা–ছওয়াব ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ, ঐ রোগীর বিশিষ্ট দো'আ; সবকিছু তোমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করিবে। আর যদি কোন রোগী তোমার শত্রুও হয়; তবুও তাহাকে দেখা ভাল। কেননা এহসান ও উপকারের কারণে অনেকসময় শত্রুও দোস্ত ও বন্ধু হইয়া যায়। আর যদি এই আমলের দরুন বন্ধু নাও হয় ; তবে অন্ততঃ তাহার শত্রুতা-বিদ্বেষ তো কিছুটা কম হইয়া যাইবে।

কেননা, এহসান-কৃপা শত্রু বিদ্বেষের জখমের মলমস্বরূপ। এহসান করার মধ্যে আরও অনেক উপকার আছে। এতদ্ব্যতীত ; কিন্তু ওহে বন্ধু! বিষয়বস্তু দীর্ঘায়িত হইয়া যাইবে এই ভয় করিতেছি।

ফায়েদাহ ঃ এই ঘটনায় নিম্নবর্ণিত কয়েকটি উপদেশ পাওয়া যায় ঃ

(১) বিশিষ্ট বান্দাগণের প্রতি আল্লাহর কি পরিমাণ গভীর সম্পর্ক যে, তাহাদের রোগ ব্যাধিকে নিজের রোগ বলিয়াছেন।

(২) শত্রু হইলেও তাহাকে দেখিতে যাওয়া কেননা ইহা দ্বারা দোস্ত বানাইয়া দিবে।

(৩) যদি দোস্ত-বন্ধু নাও হয় ; তহার শত্রুতা-বিদ্বেষ কম হইয়া যাইবে।

আবে হায়াত বৃক্ষের বর্ণনা

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি পরীক্ষাস্থলে কোন লোককে বলিল, ভারতবর্ষে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যে উহার ফল ভক্ষণ করিবে সে কখনও মরিবে না। বাদশাহ যখন এই সংবাদ শুনিতে পাইল তখন সে এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার জন্য একেবারে পাগল হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ জনৈক দূতকে ঐ বৃক্ষের অন্বেষণে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিল। এই দূত বেচারা বহু বৎসর ভারতবর্ষের আনাচে–কানাচে অস্থির হইয়া ঘোরাফেরা করিল। কিন্তু কোথাও ঐ বৃক্ষের সন্ধান পাইল না। যে কোন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিত ; উত্তর পাইত এমন বৃক্ষের অন্বেষণ শুধু উদভ্রান্ত ও পাগল লোকেরাই করিয়া থাকে। তাহার সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত। যখন প্রবাসী জীবনে এবং দেশ ভ্রমণের কষ্ট ক্লেশে অক্ষম ও ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িল ; তখন হতাশ ও নিরাশ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তনের এরাদা করিল। প্রত্যাবর্তন কালে পথে এক শায়খ কুতুবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

بود شیخے عالمے قطبے کریم — اندر آں منزل کہ آیس شد ندیم

رفت پیش شیخ با چشم پر آب — اشک می بارید مانند سحاب

گفت شیخا وقت رحم و رافتست — ناامیدم وقت لطف ایں ساعتست

گفت شاہنشاہ کردم اختیار — از برائے جستن یک شاخسار

کہ درختے ہست نادر در جہات — میوۂ او مایۂ آب حیات

سالہا جستم ندیدم زو نشاں — جز کہ طنز و تسخر ایں سرخوشاں

যেই স্থানে এই ব্যক্তি হতাশ ও নিরাশ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তনের এরাদা করিতেছিল। সেই স্থানে যুগের এক কুতুব বাস করিতেন। এই ব্যক্তি অশ্রুসিক্ত নয়নে শায়খের নিকট উপস্থিত হইল এবং মেঘের ন্যায় বহুত ক্রন্দন করতঃ আরয করিল, হুযূর! এই সময়টি আমার জন্য কৃপা-মেহেরবানী ও অনুকম্পা প্রদর্শনের সময়। আমি নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি নিজ উদ্দেশ্য সম্পর্কে, ইহা আপনার দয়া ও মেহেরবানীর সময়। শায়খ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি ? তোমার উদ্দেশ্য কি ? কি সম্পর্কে নিরাশ হইয়াছ ? সে বলিল, আমার বাদশাহ আমাকে একটি কাজে নিয়োজিত করিয়াছেন। তাহা হইল, এমন একটি দুর্লভ বৃক্ষ সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করা ; যাহা ভারতবর্ষের নিভৃত কোণে বিদ্যামান। যাহার ফল ভক্ষণ করিলে মানুষ অমর হইয়া চিরকাল বাঁচিয়া থাকে। আমি বহু বৎসর সেই দুর্লভ বৃক্ষ অন্বেষণ করিলাম ; কিন্তু উহার চিহ্ন ও পাত্তা পাইলাম না। শুধু আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে এবং উদভ্রান্ত পাগল মনে করা হইয়াছে।

شیخ خندید و بگفتش اے سلیم — ایں درخت علم باشد اے علیم

تو بصورت رفتۂ گم گشتۂ — زاں نمی یابی کہ معنی ہشتۂ

এই কথাবার্তা শুনিয়া শায়খ মৃদু হাসিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, ওহে মিয়া ছাহেব! এই বৃক্ষ তো শুধু জ্ঞান-এলমের বৃক্ষ। এলম দ্বারা মানুষ চিরস্থায়ী জীবন লাভ করে। এলমহীন মানুষ তো জীবদ্দশায়ই মৃত। তুমি এলমের বাহ্য আকৃতি অন্বেষণ করিতেছিলে। এ কারণে পথভ্রষ্ট হইয়াছ। আর আকৃতি হইতেও বঞ্চিত এই জন্য রহিয়াছ যে, অর্থ ও প্রকৃত বস্তু হইতে বঞ্চিত রহিয়াছ।

ফায়েদাহ ঃ এখানে এলম দ্বারা ঐ এলম উদ্দেশ্য ; যাহা মানুষকে আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। আর যেই এলম দ্বারা জীবিকার উপকরণ এবং চাকুরী পাওয়া যায় ; ঐ এলমকে শিল্প-পেশা বলা হয়। এলম উহার প্রকৃত ও বাস্তব অর্থে শুধু এলমে দ্বীন বুঝায় ; যদ্দারা বান্দাহ নিজ মুনিব মালেককে সন্তুষ্ট করিয়া উভয় জগতে সম্মানিত হায়াত লাভ করে এবং যেই এলম ব্যতীত মানুষ জীবিত থাকা অবস্থায়ও মৃতবৎ হয়। এই অর্থেই এলমকে আবে হায়াত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এলম ব্যতীত আল্লাহর পরিচয় লাভ করা অসম্ভব। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এলমে দ্বীন দান করেন এবং আমল করার তৌফিক দান করেন, আমীন।

জনৈক লোকের প্রতি হযরত আযরাঈলের দৃষ্টিপাত

হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের দরবারে এক ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিল। হযরত আযরাঈল আলাইহিস সালাম মানুষের আকৃতিতে আসিয়া ঐ লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে লোকটির অন্তরে এমন ভয়ের উদ্রেক হইল যে, এই লোক আমাকে যে কোন উপায়ে হত্যা করিবে। ভয়ে তাহার চেহারা পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। সে ব্যক্তি ভয়ে জড়সড় হইয়া হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের নিকট আবেদন করিল, হুযূর! আমাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিন। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম বায়ূকে আদেশ করিলেন, বায়ু লোকটিকে ভারতবর্ষে তাহার কাংক্ষিত স্থানে পৌঁছাইয়া দিল।

পরের দিন হযরত আযরাঈল (আঃ) হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি হযরত আযরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ঐ লোকটির প্রতি গতকাল ভয়াল দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিলেন কেন ? লোকটি তো ভয়ের আতিশয্যে দেশ চাড়িয়া সুদূর ভারতবর্ষে পাড়ি জামাইয়াছে। হযরত আযরাঈল (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করিয়াছেন এই লোকের জান ভারতবর্ষের ভুমিতে কব্জ কর। অথচ এই লোক শাম দেশে আপনার দরবারে উপস্থিত। সুতরাং আমি আশ্চর্যান্বিত ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া ছিলাম যে, এই লোকের জান ভারতবর্ষের ভূমিতে কিরূপে কবয করিব ? অথচ সে নিজেই আপনার নিকট দরখাস্ত করিয়া ভারতে পৌঁছিয়া

গিয়াছে। আর আমি এইমাত্র তাহার জান কবজ করিয়া আপনার খেদমতে উপস্থিত হইলাম। মাওলানা রূমী (রঃ) বলিতেছেন–

دیدمش اینجا وبس حیراں شدم   در تفکر رفتہ سرگرداں شدم
چوں بامر حق بہندوستاں شدم   دیدمش آنجا و جانش بستدم

আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ দিলেন যে, আজ তাহার প্রাণ ভারতবর্ষে কবজ কর। অথচ আমি তাহাকে এখানে দেখিলাম। কাজেই আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম এবং ফিকির করিতে লাগিলাম। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মত যখন আমি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলাম ; আমি তখন উহাকে সেখানেই উপস্থিত পাইলাম এবং তাহার জান কবজ করিলাম।

تو ہمہ کار جہاں را ہمچنیں   کن قیاس وچشم بکشا و ببیں
از کہ بگریزیم از حق ایں محال   از کہ برتابیم از حق ایں وبال

ওহে মিয়া! শোন, তুমি এই জগতের সমস্ত কারবারকে এরূপই মনে কর। ইহার উপরই তুলনা কর এবং চোখ মেলিয়া প্রত্যক্ষ কর। আমরা কাহার নিকট হইতে পলায়ন করিতেছি ? আল্লাহ পাক হইতে ? আরে! এই খেয়াল কল্পনাও তো অসম্ভব, আমরা কাহার অবাধ্যতা করিতেছি, আল্লাহ তা'আলার ? আরে ইহা তো মহাবিপদই বিপদ !

ফায়েদাহ ঃ এই ঘটনার দ্বারা এই বিষয়টি জানা গেল যে, সর্বদা আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক পরিষ্কার রাখা চাই। আল্লাহর হক বান্দার হকের সমস্ত ফরয ওয়াজেব আদায় সমাধা করিয়াই শান্তিতে বস। জানা নাই কোন সময় কোন স্থানে আমরা দুনিয়া হইতে হিসাব–কিতাব দেওয়া জন্য প্রস্থান করিব।

رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت
موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے
جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا
میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے

দুনিয়াতে থাকাকালীন মানুষের মৃত্যু হইতে উদাসীন থাকা সমীচীন নহে। সর্বদা মৃত্যুর ধ্যান রাখা কর্তব্য যে, লোক দুনিয়াতে আগমন করে ভাগ্যলিপি তাহাকে বলে ; আমিও পিছনে পিছনে চলিয়া আসিতেছি, লক্ষ্য রাখিও।

নদীর ধারে তৃষ্ণাতুরের উত্তম ব্যবস্থার কাহিনী

برلب جو بود دیوار بلند   بر سر دیوار تشنہ دردمند

কোন একটি নহরের ধারে একটি সুউচ্চ দেওয়াল ছিল এবং দেয়ালের উপর জনৈক পিপাসিত ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিল। পানির জন্য সে ছিল অস্থির, আর দেওয়াল ছিল পানির অন্তরায়। ঐ ব্যক্তি দেওয়ালের উপর হইতে এক একটি করিয়া ইষ্টক পানিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পানির শব্দে সে ব্যক্তি আনন্দিত ও প্রফুল্লিত হইতেছিল। সে বারংবার দেওয়াল হইতে একটি করিয়া ইট বাহির করিয়া পানিতে ফেলিতে আরম্ভ করিল। পানি তাহাকে বলিল, তুমি আমাকে ইট মারিতেছ কেন? ইহাতে তোমার কি লাভ? তৃষ্ণাতুর বলিল, ইহাতে আমার দুইটি লাভ–

فائدہ اول سماع بانگ آب   کو بود مر تشنگاں را چوں رباب

پستی دیوار قربے می شود   فصل او درمان وصلے میشود

প্রথম লাভ, পানির শব্দ শ্রবণ করা। কেননা পিপাসিত ব্যক্তির জন্য এই আওয়ায সুমধুর বেহালার শব্দসদৃশ। দ্বিতীয় ফায়েদাহ এই যে, ইট কম হওয়াতে দেওয়াল নীচু হইতেছে। আর দেওয়াল যত নীচু হইতেছে সে পানির নিকটবর্তী হইতেছে। অতএব দেওয়ালের পৃথক হওয়া পানির সাথে সাক্ষাতের উপায়।

ফায়েদাহ ঃ হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার নিকট নিবেদন করিলেন, আয় আল্লাহ! আপনার সাথে সাক্ষাত করার উপায় কি? বলা হইল–

دَعْ نَفْسَكَ وَتَعَالَ

নফসকে বর্জন কর, এবং চলিয়া আস। এই ঘটনায় তরীকতপন্থীগণের জন্য এই উপদেশ বিদ্যমান যে, তরীকতপন্থী এবং আল্লাহ অন্বেষীগণ অত্যন্ত পিপাসায় আক্রান্ত। আর সম্মুখে বিরাট প্রাচীরের ন্যায় নফস অন্তরায় এবং সম্মুখে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের দরিয়া বিদ্যমান। যে আল্লাহ অন্বেষী নফসকে বিলোপ

করিতে আরম্ভ করিবে। অর্থাৎ শরীয়তের বরখেলাফ এক একটি খাহেশ; যাহা নফস দেওয়ালের ইটসদৃশ। সুতরাং নফসের দেওয়াল যত নীচু হইবে ; আল্লাহর নৈকট্যের অনুভূতি ততই নিকটতর হইবে।

অদ্যকার কাজ আগামী কালের জন্য রাখার পরিণাম

এক ব্যক্তি মানুষের গমন পথে একটি কন্টকবিশিষ্ট বৃক্ষ বপন করিল। বৃক্ষ দিন দিন যতই বড় হইতে লাগিল মানুষের পাও উহার কাঁটায় রক্তাক্ত হইতে লাগিল। লোকেরা তাহাকে তিরষ্কার করিল ; কিন্তা তাহার উপর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না। সে শুধু ওয়াদা অঙ্গীকার করিত যে, আগামীকাল উহাকে উপড়াইয়া ফেলিব। এক পর্যায়ে তাহার এই জঘন্য কাজের সংবাদ যুগের শাসকের কর্ণগোচর করা হইল। যুগের শাসকও তাহাকে আদেশ করিল যে, উহাকে উপড়াইয়া ফেল। তবুও এই নালায়েক ইহাই বলিতে লাগিল যে, আগামীকাল উপড়াইয়া ফেলিব। আগামীকালের ওয়াদা আর অদ্যকার অঙ্গীকার হইল না। এই দেরী করার পরিণতি এই হইল যে, বৃক্ষটি শক্ত মজবুত হইয়া উহার শিকড় এত গভীরে চলিয়া গিয়াছে যে, উহা উপড়াইয়া ফেলা দুষ্কর হইয়া গেল। আর এই হতভাগা জালেম উহা উপড়াইয়া ফেলিতে অক্ষম হইয়া গেল। মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন, আমাদের বদঅভ্যাসগুলি এবং গুনাহের স্বভাবগুলিও এরূপ; যাহা আমাদের মধ্যে আছে। উহার সংশোধন করার ব্যাপরে যত পরিমাণ দেরী করা হইবে, উহার শিকড় দৃঢ় ও মজবুত হইতে থাকিবে। যেমন

آں درخت بد جواں تر می شود
ویں کنندہ پیر و مضطر می شود

ঐ বিষবৃক্ষ যৌবনপ্রাপ্ত হইতে থাকে আর উহার উৎপাটনকারী ক্রমশঃ বৃদ্ধ ও দুর্বল হইতে থাকে।

خار بن ہر روز و ہر دم سبز تر خارکن ہر روز زار و خشک تر

কন্টকবিশিষ্ট বৃক্ষ প্রত্যহ সবুজ শ্যামল হইতেছে আর উৎপাটনকারী প্রতিদিন দুর্বল হইতেছে।

بارہا از فعل خود نادم شدی   بر سر راہ ندامت آمدی

হে শ্রোতা! তুমি অনেকবার নিজের গর্হিত কাজের দরুন লজ্জিত হইয়াছ এবং লজ্জার পথে আসিয়াছ। অনেকবার নিজের মন্দ স্বভাবের কারণে অক্ষম ও সর্বনাশা হইয়াছ। তুমি কি অনুভূতিহীন হইয়া গিয়াছ ? ওহে! তুমি অত্যন্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন অনুভূতিবিহীন।

ফায়েদাহ ঃ এই কাহিনী দ্বারা মাওলানা রূমী (রঃ)–এর এই উপদেশ প্রদান করা উদ্দেশ্য যে, তরীকতপন্থী এবং আল্লাহ অন্বেষীদের জন্য নিজের কোন মন্দ স্বভাব এবং খারাব অভ্যাসের সংশোধনের ব্যাপারে আগামীকালের ওয়াদা কখনও করা চাই না। ইহা বলিবে না যে, আগামীকাল সংশোধন করিব, পুনরায় যখন কাল আসিবে তখন বলিবে যে, আগামীকাল করিব। এমনকি শয়তান তাহার আগামীকালকে মৃত্যু পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইবে এবং বিনা সংশোধনে লাঞ্ছিত অপদস্ত অবস্থায় কবরে ফেলিয়া শয়তান উল্লাস করিবে।

ইঁদুর কর্তৃক উটের লাগাম ধরিয়া টানা

একটি ইঁদুর কোন একটি উটের বল্গা হস্তে ধারণ করিয়া উটটিকে কোন দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। উট ইঁদুরের এই কাণ্ড দেখিয়া নিজেকে ইঁদুরের অনুসারী করিয়া দিল। যেদিকে সম্মুখে ইঁদুর চলিতেছিল, উটও তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে অনুসারীর ন্যায় চলিতে লাগিল। এক পর্যায়ে নদীর কিনারে আসিয়া ইঁদুর থামিয়া গেল। এখন তো ইঁদুরের হুঁশ উড়িয়া গেল এবং ভাবিতে লাগিল, এতক্ষণ তো আমি এই বিরাট দেহী উটের পথ প্রদর্শন করিয়াছি এবং আমার এই গর্ব ছিল যে, একটি উট আমার অধীন ; কিন্তু পানির মধ্যে তাহার পথ প্রদর্শন কিরূপে করিব ? এই চিন্তা করিয়া ইঁদুর দাঁড়াইয়া রহিল।

موش آنجا ایستاد و خشک گشت   گفت اشتر اے رفیق کوہ و دشت

ایں توقف چیست وحیرانی چرا   پا بنہ مردانہ اندر جو درآ

ইঁদুর সেখানেই দাঁড়াইয়া শুষ্ক হইয়া গেল। উট বলিল, ওহে আমার পাহাড় প্রান্তরের সাথী! এখানে দাঁড়াইলেন কেন এবং এই অস্থিরতাই বা কেন ? বীরের

ন্যায় নদীতে পাও রাখুন। ইঁদুর বলিল, আমি ইহাতে ডুবিয়া যাওয়ার ভয় করি। উট বলিল, আচ্ছা, আমি দেখিতেছি এখানে পানি কতটুকু এবং ইহার গভীরতাই বা কি ? তুমি ডুবিয়া মরিতে পারিবে কি-না ? উট এক পাও নদীতে রাখিয়া বলিল, ওহে ইঁদুর ! হে আমার শায়খ ও পথ প্রদর্শক, পানি শুধু হাঁটু পর্যন্ত ; এতটুকু তো পথ প্রদর্শন করুন। ইঁদুর বলিল, যেখানে পানি তোমার হাঁটু পর্যন্ত সেখানে তো আমার মাথার উপরেও বহুগুণ পানি উঁচু হইবে। আমার এবং তোমার উরুর মধ্যে বিরাট ব্যবধান।

উট বলিল, এখন গোস্তাখী বেআদবী করিও না ; সোজাসুজি পানিতে আসিয়া আমাকে পথ প্রদর্শন কর। এতক্ষণ তো আমার পথ প্রদর্শক সাজিয়া অত্যন্ত গর্ব ও ফখর করিতেছিলে। ওরে আহমক! আমি তোর পিছনে পিছনে এই জন্য অনুসরণ করিয়াছি ; যাহাতে তোর নির্বুদ্ধিতা আরও অধিকরূপে প্রকাশ পায়।

ইঁদুর বলিল, পানিতে অবতরণ আমার মরণ। আমি তওবা করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। আগামীতে আপনার নেতা ও শায়খ হওয়ার কোন সময় কল্পনাও করিব না।

گفت توبه کردم از بهر خدا   بگذران زین آب مهلک مر مرا

ইঁদুর বলিল, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তওবা করিতেছি এই ভয়ংকর পানি হইতে আমার প্রাণ রক্ষা করুন। ইঁদুরের তওবা, লজ্জা এবং অনুশোচনার উপর উটের দয়া হইল। সে বলিল, আচ্ছা, আস, আমার পিঠে বস, তোমার মত এক শত ইঁদুর আমার পিঠে বসিয়া অনায়াসে বিনা ক্লেশে এমন পানি পার হইয়া যাইতে পারিবে।

تو رعیت باش چون سلطان نهٔ   خود مران چون مرد کشتیبان نهٔ

خدمت اکسیر کن مس وار تو   جور می‌کش اے دل از دلدار تو

گر تو سنگ خاره و مرمر بوی   چون بصاحب دل رسی گوهر شوی

عیب کم گو بندهٔ الله را   متهم کم کن بدزدی شاه را

আল্লাহ্ পাক যদি তোমাকে রাজা না বানান ; তবে তুমি প্রজা হইয়া থাক। তুমি যদি নাবিক না হইয়া থাক ; তবে নৌকা চালাইবার দুঃসাহস করিও না ; তাম্রের ন্যায় তুমি রসায়নবিদের খেদমত কর। তিনি স্বীয় সাহচর্যের গুণে ও ফয়েযের বরকতে তোমাকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দিবেন। অর্থাৎ কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সাহচর্যে থাকিয়া তাহার মান-অভিমান সহ্য কর, তবে হইলে

তুমি যদি পাথরের ন্যায় অথর্বও হও, অর্থাৎ আখেরাতের ভয়-ভীতি হইতে বঞ্চিত হইয়া থাক ; তবে কোন আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর। তাঁহার সাহচর্যের বরকতে তুমি মুক্তা হইয়া যাইবে। আল্লাহ ওয়ালাদের সম্পর্কে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হইতে বিরত থাক এবং বাদশাহর প্রতি কখনও চুরির দোষারোপ করিও না। (চুরি করার কি প্রয়োজন তাহার হইতে পারে ?)

ফায়েদাহ ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ স্বীয় অভ্যন্তরে বিরাট সম্পদের অধিকারী। তাহাদের সম্মুখে সপ্ত মহাদেশও তুচ্ছ বস্তু। কেননা, সপ্ত মহাদেশ সৃষ্টিকারীর সহিত তাহাদের কলবের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। অনন্তর তাহাদিগকে তুচ্ছ মনে করিও না এবং নিজেদের দিবা নিশিকে তাঁহাদের দিবা নিশির সহিত তুলনা করিও না। আর ঐ ইঁদুরের ন্যায় নিজের পার্থিব জাকজমক এবং এলমী ও আমলী মান-সম্মানে ধোকা খাইও না। তুমি যদি নিজেকে তাঁহাদের চেয়ে কোন প্রকারের বড় মনে কর ; তবে তুমি নিশ্চয় বঞ্চিত ও অপদস্থ হইবে। অবশেষে তাঁহাদেরই পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া পথ অতিক্রম করিতে হইবে এবং ঐ ইঁদুরের ন্যায় তওবা করিতে হইবে। অতএব শুরুতেই নিজের মস্তিষ্ক হইতে অস্থায়ী দুনিয়ার মান- মর্যাদা , মাল-দৌলত, বাহ্যিক এলম এবং রূহবিহীন আমলের অহমিকা ও নির্বুদ্ধিতাসুলভ অহংকার বাহির করিয়া কোন আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গের সাথে বিনয়সুলভ সম্পর্ক স্থাপন কর। কিছুদিনের মধ্যেই তুমি অনুভব করিবে যে, তুমি কি পাইয়াছ এবং শপথ করিয়া বলিয়া উঠিবে

تو نے مجھکو کیا سے کیا شوق فراواں کردیا
پہلے جاں پھر جان جاں پھر جان جاناں کردیا

প্রথমে ছিলাম অথর্ব নির্বোধ, আগ্রহের প্রাচূর্যে প্রথমে আমাকে প্রাণ দান করিলেন। তারপর প্রাণের প্রাণ, অতঃপর প্রেমাস্পদ বানাইয়া দিলেন।

নিজের শায়খ মুরশিদ সম্পর্কে তুমি এরূপ বলিবে, যেরূপ খাজা আযিযুল হাসান মজযূব ছাহেব (রঃ) নিজ শায়েখ মুরশিদ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-এর সম্পর্কে বলিয়াছেন

نقش بتاں مٹا یا دکھایا جمال حق
آنکھوں کو آنکھیں دل کو مرے دل بنادیا

(১) অন্তর দর্পণ হইতে পার্থিব আকাংখার মুর্তির ছবিগুলি মুছিয়া ফেলিয়া আল্লাহ্ পাকের জামাল ও সৌন্দর্য দেখাইলেন।

غفلت میں دل پڑا تھا کہ ناگاہ آپ نے
آگاہ حق سے غیر سے غافل بنا دیا

(২) নয়নকে জ্যোতিষ্মান নয়ন এবং দেলকে বানাইলেন সত্যিকারের দেল। পরকাল সম্পর্কে অন্তর ছিল উদাসীন হঠাৎ আপনি আল্লাহ্ সম্পর্কে অবহিত করত ঃ গায়রুল্লাহ্ হইতে বেখবর করিয়া দিয়াছেন।

مشکل تھا دین سہل تھی دنیا اب آپ نے
مشکل کو سہل سہل کو مشکل بنادیا

(৩) দ্বীন কঠিন ছিল আর দুনিয়া ছিল সহজ, আপনি কঠিনকে সহজ এবং সহজকে কঠিন ও মুশকিল করিয়া দিয়াছেন।

ہمت بڑھا کے بار امانت کا آپ نے
مجھ جیسے ناتواں کو بھی حامل بنادیا

(৪) আপনি আমাদের সাহস বাড়াইয়া আমার মত দুর্বলকে আমানতের বোঝা বহনকারী বানাইয়া দিয়াছেন।

آہن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے
ناآشنائے درد کو بسمل بنا دیا

(৫) আপনি অন্তরের অগ্নিশিখা দ্বারা লৌহকে নরম করিয়াছেন, এশক মহব্বতের ব্যথা বেদনা সম্পর্কে যে ছিল অনভিজ্ঞ। আপনি তাহাকে এশকের তরবারী দ্বারা যবাইকৃত বানাইয়া দিয়াছেন।

مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے
صد شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا

(৬) মুজযুব এখন আপনার দ্বার হইতে আচল ভর্তি করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছে। শতশত শুকরিয়া আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার ভিখারী বানাইয়া দিয়োছেন।

হস্তীশাবক হত্যার কাহিনী এবং উহার পরিণাম

ভারতবর্ষের একটি ঘটনা ঃ জনৈক আকলমান্দ ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুদের এক সম্প্রদায়কে দেখিলে যে, তাহারা কোন সফরে নিজ দেশ হইতে বহু দূরে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং ক্ষুধা-পিপাসায় অস্থির হইয়া গিয়াছে। ঐ আকলমান্দ ব্যক্তি তাহাদিগকে পরামর্শ দিলেন যে, তোমাদের সম্মুখে হাতীর ছোট ছোট শাবক ঘোরাফেরা করিতেছে ; কিন্তু সাবধান! উহা কখনও শিকার করিও না। হস্তিনী কোথায়ও গিয়াছে, সে প্রত্যবর্তন করিয়া তোমাদিগকে জীবিত রাখিবে না। আমার উপদেশ খুব লক্ষ্য করিয়া শ্রবণ কর, তোমরা ঘাসপাতা খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ কর। কিন্তু ক্ষুধার কারণে তাহারা ধৈর্য ধারণ করিতে পারিল না। একটি হাতীর বাচ্চা ধরিয়া যবাই করত ঃ উহার কাবাব বানাইয়া খাইয়া ফেলিল। কিন্তু সঙ্গীদের একজন ঐ আকলমান্দ ব্যক্তির কথামত হস্তীশাবকের গোশত ভক্ষণ করিল না। অতঃপর তাহারা শুইয়া পড়িল।

কিয়ৎকাল পর হস্তিনী আসিয়া রক্তের চিহ্ন দেখিয়া বুঝিল ইহারাই আমার বাচ্চাকে বধ করিয়াছে। ক্রোধের আধিক্যে উহার শুঁড় হইতে আগুন এবং ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। সুতরাং যেখানে লোকগুলি শুইয়াছিল সেখানে আসিয়া প্রত্যেককে শুকিতে লাগিল এবং প্রত্যেকের মুখে হাতীর বাচ্চার গন্ধ পাইয়া প্রত্যেককে শুঁড় দিয়া টানিয়া দুই টুকরা করিয়া বায়ুতে উড়াইয়া দিল। আর যেই লোক হস্তী শাবকের গোশত ভক্ষণ করে নাই ; তিনবার তাহার মুখ শুঁকিয়াও গন্ধ না পাইয়া তাহাকে কিছুই বলিল না।

মাওলানা রূমী (রঃ) বলিতেছেন–

بوئے رسوا کرد مکر اندیش را   پیل داند بوئے بچہ خویش را

অত্যাচারী জালেমের ধোকা তাহার মুখের গন্ধ প্রকাশ করিয়া দেয়, হাতী নিজ শাবকের গন্ধ খুব উত্তমরূপে চিনে ও জানে।

آنکہ یابد بوئے حق را از یمن   چوں نیابد بوئے باطل را ز من

যেই পবিত্র সত্তা (হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ পাকের সুগন্ধি ইয়ামান দেশ হইতে অনুভব করিয়া লন। তিনি কি আমাদের বাতেল ও অপকর্মের গন্ধ চিনিতে পারিবেন না ?

گفت پیغمبر کہ بر دست صبا   از یمن می آیدم بوئے خدا

নবীজী মুহাম্মদ মুস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, ইয়ামন দেশ হইতে ভোরের স্নিগ্ধ সমীরণ হতে আমার নিকট আল্লাহ তা'আলার খোশবূ আসিতেছে। (অর্থাৎ ওয়ায়েছ করনীর মহব্বতে হক এবং তাহার ঈমান ও এখলাছের খোশবূ)।

بوئے کبر و بوئے حرص و بوئے آز
در سخن گفتن بیاید چوں پیاز

ওহে শ্রোতা! শোন, অহংকার, লোভ এবং নফসানী খাহেশের বদবূ ও দুর্গন্ধ কথাবার্তায় প্রকাশ হইয়া পড়ে। যেমন পেয়াজ খাওয়া মুখ হইতে পেয়াজের গন্ধ বাহির হয়। তুমি গুনাহ করিয়া শয়ন কর, আর উহার হারাম গন্ধ সবুজ বর্ণ আসমান পর্যন্ত যাইয়া উপনীত হয়।

ফায়েদাহ ঃ এই ঘটনা বর্ণনা করত ঃ আমার শায়খ ও মুরশিদ হযরত শাহ মাওলানা আবদুল গনী ফুলপুরী (রঃ) বলিতেন যে, হাতীকে বিরক্ত করা এত ভয়ংকর নহে। যেমন তাহার বাচ্চাকে বিরক্ত করা ভয়ংকর। কেননা, হাতীর নিজের কষ্ট সহ্য করিয়া লইবে। তারপর এই দৃষ্টান্ত দ্বারা নছীহত করিতেন যে, আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী তওবার দ্বারা মাফ হইয়া যায়; কিন্তু আল্লাহর ওলীগণকে যাহারা কষ্ট দেয়। তহাদের নিকট হইতে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আমার ওলীগণকে কষ্ট দেয়; তাহার সাথে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাদিগকে তাহার ওলীগণের আদব সম্মান করার তৌফিক দান করেন।

অন্যের দ্বারা দো'আ করানের ফযীলত

گر نداری تو دم خوش در دعا ۔ رو دعا میخواه ز اخوان صفا

গোনাহের কারণে যদি তুমি দো'আ কবূল হওয়ার উপযোগী মুখের অধিকারী না হও ; তবে যাও, আল্লাহ ওয়ালাদের নিকট দো'আর দরখাস্ত কর ঐ পরিষ্কার মুখ বিশিষ্ট লোক তোমার জন্য দো'আ করিবেন।

একদা হযরত মূসা (আঃ) এর নিকট ওহী আসিল হে মূসা ! এমন মুখদ্বারা আমাকে ডাক যেই মুখ দ্বারা কখনও গুনাহ হয় নাই। হযরত মূসা (আঃ) আরয করিলেন হে আমাদের রব ! এমন মুখ তো আমাদের নিকট নাই।

گفت موسیٰ من ندارم آں دہاں ۔ گفت ما را از دہان غیر خواں

از دہان غیر کے کردی خطا ۔ از دہان غیر برخواں کاے اللہ

یا دہان خویشتن را پاک کن ۔ روح خود را چابک و چالاک کن

ذکر حق پاک ست چوں پاکی رسید ۔ رخت بربندد بروں آید پلید

میگریزد ضدہا از ضدہا ۔ شب گریزد چوں برافروزد ضیا

چوں درآید نام پاک اندر دہاں ۔ نے پلیدی ماند و نے آں دہاں

হযরত মূসা (আঃ) বলিলেন, আয় রব! এমন মুখ তো আমার নাই। আদেশ হইল, অন্যের মুখ দ্বারা আমাকে ডাক। অর্থাৎ অন্য লোককে তোমার জন্য দো'আ করিতে বল। অন্যের মুখ দ্বারা তুমি কখনও অন্যায় কর নাই। এইজন্য তোমার পক্ষে উহা অন্যায়হীন। অন্যের মুখ দ্বারা কে কোথায় অন্যায় করে ? অতএব অন্যের মুখ দ্বারা আমাকে "আয় আল্লাহ' বল।

এখানে হযরত মূসা(আঃ)–এর মাধ্যমে তাহার উম্মতকে শিক্ষা প্রদান করা উদ্দেশ্য। কেননা, উম্মতই শুধু গুনাহগার হয়, পয়গাম্বরগণ সবই নিষ্পাপ। কিংবা নিজের মুখকে পাকপবিত্র করিয়া লও এবং নিজের অলস ও গাফেল রূহকে চালাক চতুর করিয়া লও।

আল্লাহ তা'আলার যেকের পবিত্র, যখন তাঁহার নাম লইবে ; তখন তোমার মুখে পবিত্রতা আসিয়া যাইবে। আর নাপাকী অপবিত্রতা নিজের বিছানা গুটাইয়া বিদায় গ্রহণ করিবে।

প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী বস্তু, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী বস্তু হইতে পলায়ন করে। যখন দিনের আভা প্রতিভাত হয় ; তখন রাত্রির আধার পালাইয়া যায়। (এরূপে নামের পবিত্রতা তোমার নাপাকী দূরীভূত করিয়া দিবে) যখন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম মুখে আসিবে তখন সেখানে অপবিত্রতা এবং গুনাহের অন্ধকার টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

ফায়েদাহ ঃ এই ঘটনায় তরীকত–পন্থী ছালেকীনদের জন্য উপদেশ এই যে, যে কোন অবস্থায়ই থাক ; নিজের অপবিত্রতার কারণে যেকেরে দেরী করিও না। যেকেরের বরকতে চরিত্র সংশোধনের ব্যাপারটিও সহজ হইয়া যাইবে।

আমাদের আল্লাহ বলাই
আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রতিউত্তর

آں یکے اللہ می گفتے شبے   تا کہ شیریں گردد از ذکرش لبے

জনৈক ছুফী দরবেশ রাত্রে একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ আল্লাহ করিত; যাহাতে যেকেরের বদৌলতে তাহার ঠোঁট মিষ্ট হইয়া যায়।

শয়তান আসিয়া তাহাকে বলিল, ওহে ছুফী! চুপ থাক তুমি অযথা অধিক যেকের করিতেছ। আল্লাহর পক্ষ হইতে এই যেকেরের প্রতি উত্তর তো তুমি পাওনা। সুতরাং একদিক হইতে মহব্বত বাড়াইয়া লাভ কি শয়তানের এই ধোকাপুর্ণ কথায় ছুফী ভগ্নহৃদয় ও মনক্ষুন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল এবং যেকের বর্জন করিল।

স্বপ্নে দেখিতে পাইল, হযরত খিজির (আঃ) তশরীফ আনিয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যেকের সম্পর্কে উদাসীন কেন হইয়াছ ? ছুফী বলিল, আল্লাহর পক্ষ হইতে লাব্বাইকের আওয়ায আসে না। যদ্দরুণ অন্তরে খেয়াল আসিল যে, আমাদের যেকের কবূল হয় না। হযরত খিজির (আঃ) তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ পাক তোমার নিকট পয়গাম প্রেরণ করিয়াছেন এবং ফরমাইয়াছেন যে, আমার ঐ বান্দাহকে বলিয়া দাও।

گفت آں اللہ تو لبیک ماست   واں نیاز و سوز و دردت پیک ماست

হে আমার বান্দাহ! তোমার আল্লাহ বলাই আমার পক্ষ হইতে লাব্বাইক । অর্থাৎ তোমার প্রথম বার আল্লাহ বলা যখন কবূল হইয়া যায়; তখন দ্বিতীয় বার আল্লাহ বলার তৌফিক হয়। অতএব দ্বিতীয় বার আল্লাহ বলা আমার পক্ষ হইতে তোমাকে উত্তর প্রদান মনে কর। আর ওহে বান্দাহ! তোমার এই আরযূ-আকাংক্ষা আমার মহব্বতে তোমার জ্বালা, ব্যথা-বেদনা সবই তোমার প্রতি আমার পয়গামে মহব্বত।

حیلہا و چارہ جوئیہائے تو   جذب ما بود و کشاد ایں پائے تو

আর হে আমার বান্দা! আমার মহব্বতে তোমার এই তদবীর ব্যবস্থা, যেকর-শোগল এবং পরিশ্রম আমার পক্ষ হইতে আকর্ষণ এবং তোমাকে আমার দিকে টানিয়া আনার প্রতিবিম্ব। ওরে বান্দা! তোমার এশক মহব্বত আমার তরফ হইতে তোমাকে আমার পুরস্কার এবং আমার মেহেরবানী ও মহব্বতের আকর্ষণ। আর তোমার প্রত্যেক ইয়া রব! ইয়া আল্লাহ! বলার মধ্যে আমার লাব্বাইকও শামিল আছে। অর্থাৎ তুমি যখন 'ইয়া আল্লাহ' বল, তখন আমার এই আওয়াযও বিদ্যমান আছে যে, আমি উপস্থিত।

جان جاہل زیں دعا جز دور نیست   زانکہ یارب گفتنش دستور نیست

জাহেল মুর্খ লোকের অন্তর এই যেকের ও দো'আ হইতে বঞ্চিত এবং তাহাদের ইয়া রব! ইয়া রব! বলার তৌফিকই হয় না।

যাকেরীনদের জন্য এই ঘটনায় অতি বড় সুসংবাদ বিদ্যমান। সুতরাং যেকেরের সময় ঐ কল্পনাও রাখা চাই যে, আমাদের প্রথম আল্লাহ বলা কবূল

হইয়ছে বিধায় দ্বিতীয় বার আল্লাহ্ বলার তৌফিক হয়। আর দ্বিতীয় বার আল্লাহ বলা প্রথম আল্লাহ কবুল হওয়ার নিদর্শন। আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত যেকেরের তৌফিক দান করুন আমীন।

লায়লার গলির কুকুরকে মজনুর মহব্বত করা

মাওলানা রূমী (রঃ) বলিতেছেন, মজনু একবার লায়লার গলির কুকুরটিকে কোথায়ও দেখিয়া চিনিয়া ফেলিল এবং উহার পদ চুম্বন করিল। লোকেরা বলিল, আরে পাগল! ইহা কি করিতেছ ? এমন নাপাক, দোষ ত্রুটিপূর্ণ জন্তুকে তুমি মহব্বত করিতেছ ? মজনু উত্তর দিল

گفت مجنوں تو ہمہ نقشی و تن　　اندر آ بنگر تو از چشمان من

মজনু বলিল, ওরে প্রতিবাদকারী! তুমি আপদমস্তক বাহ্য আকৃতি ও শুধু দেহাবয়ব আশেকদের রুচি হইতে বঞ্চিত। তুমি আমার অন্তরের অবস্থা হইতে কিঞ্চিত জ্ঞানার্জন কর। আর ঐ কুকুরকে আমার চক্ষু দ্বারা দেখ।

کایں طلسم بستۂ مولیست ایں　　پاسبان کوچۂ لیلیست ایں

آں سگے کو گشت در کویش مقیم　　خاکپایش بہ ز شیران عظیم

آں سگے کہ باشد اندر کوئے او　　من بشیراں کے دہم یکموئے او

ایکہ شیراں مر سگانش را غلام　　گفتن امکاں نیست خامش والسلام

আরে! এই কুকুর তো আমার মাওলার সৃষ্ট জীব এবং আমার লায়লার গলির চৌকিদারও। যেই কুকুর লায়লার গলিতে অবস্থানকারী আমার নিকট তাহার পায়ের মাটি বিরাট বিরাট সিংহের চেয়েও উত্তম।

যেই কুকুর লায়লার গলিতে থাকে, আমার দৃষ্টিতে তাহার মূল্য এত যে, সিংহের বিনিময়ে তাহার একটি পশম দিতেও রাজি নই।

ওহে শ্রোতা শোন! বহু সিংহ লায়লার গলির কুকুরের দাস হইয়া গিয়াছে। আর যেহেতু এই সূক্ষ্ম তথ্য গোপন রহস্য ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ কারণে আমি চুপ করিতেছি এবং আচ্ছালামু আলাইকুম বলিতেছি।

گر ز صورت بگذرید اے دوستاں
جنت است و گلستاں در گلستاں

ওহে লোকসকল! যদি আকৃতি পূজা হইতে একটু সম্মুখে অগ্রসর হও এবং এই আকৃতিগুলির সৃষ্টিকর্তার সহিত সম্পর্ক গড়িয়া তোল যে, আল্লাহ তা'আলাই সৌন্দর্যের প্রকৃত উৎস ও কেন্দ্র; তবে দুনিয়া হইতেই তোমাদের বেহেশতের আনন্দ শুরু হইয়া যাইবে এবং সর্বদিকে উদ্যানই উদ্যান পরিলক্ষিত হইবে।

ফায়েদাহ ঃ এই কাহিনীতে এই উপদেশ বিদ্যমান যে, লায়লার মহব্বতে মজনুর মধ্যে এতটুকু জ্ঞান ও উপলব্ধি আছে যে, মাহবুব ও প্রেমাস্পদের গলির কুকুরও প্রিয় মনে হয়। আর মাওলার আশেকীনদের অন্তরে মক্কা মদীনা শহরের অধিবাসীদের প্রতি মহব্বত ভালবাসা হইবে না কেন ? কোন কোন লোক হজ্জ করতঃ দেশে ফিরিয়া তাহাদের প্রতি অভিশাপ ও প্রতিবাদ করে এবং সেখানকার কষ্ট-ক্লেশের আলোচনা করা হয়। এ ধরনের লোকদের প্রতি আশংকা হয় যে, তাহাদের হজ্জ কবূল হয় কি না ?

এক ব্যক্তি মদীনা শরীফে দধি খরিদ করিয়া বলিল, আরে ইহা তো টক! ইহার চেয়ে উৎকৃষ্ট দধি তো ভারতবর্ষের দধি। রাত্রে স্বপ্নে রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন, ওরে বেআদব! এশক মহব্বত হইতে বঞ্চিত। মদীনা হইতে চলিয়া যাও, তুমি মদীনায় থাকার উপযোগী নও। আল্লাহ তা'আলা বেয়াদবী হইতে আমাদের সকলকে হেফাযতে রাখুন আমীন।

লায়লা এবং বাগদাদ শহরের খলীফার কাহিনী

একদা বাগদাদের শাসক লায়লাকে বলিল

گفت لیلیٰ را خلیفہ کاں توئی — کز تو مجنوں شد پریشان و غوی
از دگر خوباں تو افزوں نیستی — گفت خامش چوں تو مجنوں نیستی

একদা যুগের খলীফা লায়লাকে বলিল, তুমিই কি সেই লায়লা; যাহার প্রেমে পড়িয়া মজনু দেওয়ানা পাগল হইতেছে ? অন্যান্য সুদর্শনা রমনীদের তুলনায় তোমার মেধ্যে তো কোন বৈশিষ্ট্য নাই ; তবুও মজনু তোমার জন্য পাগল কেন ? লায়লা উত্তর করিল, তুমি চুপ থাক। কেননা তুমি মজনু নও।

دیدۂ مجنوں اگر بودے ترا　　ہر دو عالم بے خطر بودے ترا

খলীফা জী! যদি মজুনর নয়নযুগল আপনি প্রাপ্ত হইতেন ; তবে উভয় জগত হইতে আপনিও অচেতন হইতেন। হে খলীফা! আপনি তো আমিত্বে আক্রান্ত আছেন আর মজনু আমার প্রেমে আত্মহারা। আর এশকের পথে আত্মবিস্মৃতি উপকারী, আর আত্মসচেতনতা ক্ষতিকর।

অর্থাৎ মাহবূব ও প্রেমাস্পদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং অপরাপর হইতে বেখবর হওয়াই এশকের পূর্ণতার নিদর্শন।

জনৈক মরুচারী ও মজনূর কাহিনী

একদা মজনু নদীর ধারে প্রান্তরে বসিয়া আঙ্গুল দ্বারা বালুর উপর বারংবার লায়লা, লায়লা লিখিতেছিল। জনৈক মরুচারী এই তামাশা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল

گفت اے مجنون شیدا چیست این　　می نویسی نامہ بہر کیست این

گفت مشق نام لیلےٰ میکنم　　خاطر خود را تسلی میدہم

আরে দেওয়ানা মজনু! কি করিতেছ ? এই চিঠি কার জন্য লিখিতেছ? মজনু বলিল, লায়লার নাম অনুশীলন করিতেছি এবং নিজের অন্তরকে একটু সান্ত্বনা প্রদান করিতেছি।

মাওলানা রূমী (রঃ) উপদেশ প্রদান করিতেছেন

عشق مولیٰ کے کم از لیلےٰ بود　　گوئے گشتن بہر او اولیٰ بود

হে লোকসকল! মাওলার হাকীকী এশক লায়লার রূপক ও মাজাযী এশকের চেয়ে কিরূপে কম হইতে পারে ? মাওলার জন্য "বল' হওয়া অধিক উত্তম।

যেরূপে বলকে প্রত্যেক লোকই পদাঘাত করে আর বল উহা সহ্য করে। এরূপে এশকের পথে নিজেকে বিলীন করাই কাম্য বস্তু।

তৌহীদ সম্পর্কে হযরত মূসা (আঃ)-এর কাহিনী

হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট ওহী আসিল, হে মুসা! আমি তোমাকে নিজের মকবূল বান্দা বানাইয়া লইয়াছি। হযরত মূসা (আঃ) আরয করিলেন, আয় রব! ঐ স্বভাবটা কি ? যদ্দারা আপনি বান্দাগণকে নিজের মকবূল বান্দাহ হিসাবে মানোনীত করেন ? যাহাতে আমি ঐ স্বভাবে উন্নতি অর্জন করিতে পারি এরশাদ হইল

گفت چو طفلی بہ پیش والدہ   وقت قہرش دست ہم بروے زدہ
مادرش گر سیلئے بروے زند   ہم بمادر آید و بروے تند

আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, বান্দার এই কাজটি আমার খুবই পছন্দনীয়; যখন বান্দাহ আমার সাথে ঐ ছোট শিশুর ন্যায় ব্যবহার করে যে, মায়ের ক্রোধ ও গোস্বার উপর দূরে সরিয়া যাওয়ার পরিবর্তে মাতাকেই আকড়াইয়া ও জড়াইয়া ধরে। মাতা শিশুকে থাপ্পড় মারে তখন সেই শিশু মাতার দিকেই দৌড়াইয়া আসিয়া শক্তভাবে মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া আর্তনাদ করিতে থাকে। আর ছোট শিশু মাতা ব্যতীত কাহারও নিকট সাহায্য চায় না। এমন কি আব্বার দিকেও মনোযোগী হয় না। নিজের মাতাকেই সকল ভালমন্দের শেষ সীমা এবং উৎস মনে করে।

خاطر تو ہم زما در خیر و شر   التفاتش نیست جاہائے دگر
غیر من پیشت چو سنگ است و کلوخ
گر صبی و گر جوان و گر شیوخ

হে মূসা (আঃ)! আপনার খেয়াল-কল্পনা আপনার সম্পর্কও আমার সাথে ভালমন্দের মধ্যে এরূপ হইবে যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন দিকে আপনার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। হে মূসা (আঃ) ! আপনার সম্মুখে আমি ব্যতীত

ভালমন্দ উপকার-অপকারের মধ্যে সকলই ঢিলা ও পাথর সদৃশ; যদিও ঐ সকল লোক শিশু হউক, কিংবা অবুঝ অথবা বৃদ্ধ লোক।

ফায়েদাহ ঃ এই কাহিনীর মধ্যে হযরত মুসা (আঃ)-এর তৌহীদের মকাম কর্ণনা করার পর মাওলানা রূমী (রঃ) নছীহত করিতেছেন যে, আমরাও আল্লাহ তা'আলার সাথে নিজেদের সম্পর্ক এবং ভক্তি-আস্থা এমন স্তরে আনয়ন করার জন্য দো'আ, চেষ্টা এবং তদবীর ও ব্যবস্থা করি। যেমন একটি ছোট শিশু মাতার উপর ভরসা করে। এরূপে আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে যেই অবস্থায় রাখেন; কষ্ট হউক বা শান্তি, সুস্থ হউক কিংবা ব্যাধি, রিক্ত হস্ততা হউক কিংবা স্বাচ্ছন্দ, প্রত্যেক খুশী-নাখুশী, মিষ্ট-তিক্ত, তবীয়ত মুতাবেক হউক কিংবা মনের বিপরীত; সর্বাবস্থায় আমরা আল্লাহ পাকের দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। তাঁহার দিকেই দৌড়াইয়া যাই। তাঁহারই দ্বারে ও চৌকাঠে কপাল রাখি এবং কান্নাকাটি আহাজারী করত ঃ তাহারই সমীপে নিরাপত্তা কামনা করি। নিজের গুনাহসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকেও উপকারী ও আশ্রয়স্থল মনে না করি।

এতদ্ব্যতীত তিনি যে অবস্থায়ই রাখুন রাজী খুশী থাকি। সর্বাবস্থার উপর আলাহামদুলিল্লাহ পড়ি, (আল্লাহ তোমার শুকুর করি)। আমাদের অসন্তুষ্টি এবং অধৈর্যতার কারণে বিপদ তো দূর হইবে না, অবশ্য ঈমান খোওয়াইতে হইবে। দুনিয়ার সাথে সাথে আখেরাতও বিনষ্ট হইবে। দো'আ কবূল হইতে দেরী ও বিলম্ব হইলে অতিষ্ঠ হইবে না, ঘাবড়াইয়া যাইবে না, আশান্বিত থাকিবে, নৈরাশ্যকে কুফরী মনে করিবে।

সাইয়্যেদনা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দো'আ স্বীয় পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে পুনঃ প্রাপ্তির জন্য চল্লিশ বৎসর পর কবূল হইয়াছে। তিনিই আদেশ দাতা, বিধান কর্তা, প্রজ্ঞাময়। তিনিই জানেন দুঃখাগ্নির দ্বারা মানুষের ঈমান ও এখলাছের কি পরিমাণ উন্নতি লাভ হইতেছে। বেহেশ্তে এই ধৈর্য ধারণের বদৌলতে কত উচ্চ মর্তবা ও মর্যাদা পাওয়া যাইবে; যাহা ইখতিয়ারাধীন ও ঐচ্ছিক রিয়াযত মুজাহাদা ও সাধ্যসাধনার দ্বারা কিছুতেই পাওয়া যাইত না।

বিদেশের দিনগুলি কোনপ্রকারে কাটিয়াই যাইবে। নবীগণ এবং ছাহাবায়ে কেরামদের (রাঃ) বিপদগুলি স্মরণ করিবে। ইহা দ্বারা অন্তরে শক্তি সঞ্চার

হইবে। আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গের দরবারে হাযির হইবে, তাহাদের নিকট নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করত ঃ পরামর্শ লইবে এবং অল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের দুর্বলতা অপারগতা স্বীকার করতঃ উভয় জাহানের শান্তি কামনা করিবে।

আর একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত যে, ছোট বিপদ বড় মুছীবত হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায় হয়। অতএব কোন বিপদে পতিত হইলে এরূপ বলিবে যে, আল্লাহ পাকের শুকুর যে, এর চেয়ে বড় বিপদ আসে নাই। আর দো'আ করিবে যে, আল্লাহ! আমরা দুর্বল, এই ক্ষুদ্র বিপদকেও নিজ রহমতের নে'য়ামত দ্বারা রূপান্তরিত করিয়া দিন।

কোন এক বুযুর্গ ভোরে নিজ গৃহ হইতে বাহির হইতেছিলেন, মাথায় চৌকাঠের আঘাত পাইলেন এবং আঘাতের ব্যাথায় শুইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, আলাহামদুলিল্লাহে আলা কুল্লেহাল। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের শুকুর। চাকর প্রতিবাদ করিল যে, ইহা বুঝে আসে না যে, এই আঘাতে আপনার কি উপাকার হইতে পারে ? অল্পক্ষণ পরই জানা গেল যে, এই বুযূর্গ যেদিকে যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলেন সেদিকে কতিপয় দ্বীনের শত্রু তাহাকে প্রাণে বধ করার জন্য লাঠি লইয়া দণ্ডায়মান ছিল। তখন তো সকলের চোখ খুলিল।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ ধরনের উত্তম আকীদা দান করুন, যাহা আল্লাহ তা'আলার দরবারে মকবূল হওয়ার উপায় হয়। আমীন ছুম্মা আমীন।

হযরত সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক বিলকিসকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

হযরত সুলায়মান (আঃ) দূত মারফত পয়গাম প্রেরণ করিলেন হে বিলকিস!

خیز بلقیسا بیا و ملک بین ‌ ‌ ‌ بر لب دریای یزداں دُر بچیں

خواہرانت ساکن چرخ سنی ‌ ‌ ‌ تو بمرداری چہ سلطانی کنی

خواہرانت راز بخششہائے راد
ہیچ میدانی کہ آن سلطان چہ داد

خیز بلقیسا بیا دولت نگر   جاوداں از دولت ما بر بخور

خیز بلقیسا بیا در بحر جود   ہر دمے بردار بے سرمایہ سود

ওহে বিলকিস! উঠ, আল্লাহ তা'আলার সহিত সম্পর্কের প্রকৃত রাজত্ব অবলোকন কর। আর আল্লাহ তা'আলার দরিয়ার নিকটে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির মুক্তা আহরণ কর। তোমার ভগ্নিগণ ; যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কের মর্যাদার বরকতে উজ্জ্বল আকাশে অবস্থান করিতেছে। ওরে বিলকিস! তোমার কি হইল ? তুমি একটি মৃতু দুনিয়ার উপর আসক্তা।

আল্লাহ তা'আলা তোমার ঐ সমস্ত ভগ্নিগণকে নিজের বিরাট অনুগ্রহ দ্বারা কি কি অনুদান দান করিয়াছেন, তোমার কিছু খবর আছে কি ?

ওরে বিলকিস! উঠিয়া আস, বাতেনী সম্পদ অবলোকন কর এবং আমাদের বাতেনী সম্পদ হইতে সর্বদা ফল ভক্ষণ কর। ওরে বিলকিস! উঠ, এবং বদান্যতার সমুদ্রে আস, আর পুঞ্জি ব্যতীত লাভ গ্রহণ কর। আমাদের নিকট এবাদত-বন্দেগীর পুঞ্জিও তো আপন নয়, সবই আল্লাহ তা'আলার ফজল মেহেরবানী এবং আল্লাহর তরফ হইতে তৌফিকের ফল মাত্র।

خواہرانت جملہ در عیش و طرب   بر تو چوں خوش گشت ایں رنج و تعب

خیز بلقیسا سعادت یار شو   وز ہمہ ملک سبا بیزار شو

تو ز شادی چوں گدائے طبل زن   کہ منم شاہ و رئیس گولخن

তোমার ঈমানদার ভগ্নিগণ সকলেই ঈমানের আনন্দে মহাউল্লাসে আছে। আর তুমি দুনিয়ার এই কষ্ট-ক্লেশ আর কতকাল ভোগ করিতে থাকিবে ?

ওরে বিলকিস উঠ এবং সৌভাগ্যের সাথী হও, আর সমগ্র অস্থায়ী রাজত্ব হইতে বিমুখ হও।

তুমি তো মহানন্দে ঐ ফকীরের ন্যায় ঢোল বাজাইতেছ যে, নিজের রিক্ত হস্ততা সত্ত্বেও ঢোল বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে আর বলিতেছে আমি বাদশাহ,

আবর্জনার সম্পদশালী ধনী। তবে কি ফকীরের এই শোর হাঙ্গামা করাতে কেহ তাহাকে বাদশাহ বলিবে ?

এরূপে তুমিও দুনিয়ার বাদশাহ ও আবর্জনার সম্পদশালী সাজিতেছ; যাহা আবর্জনা হইতেও অধিক নাপাক এবং দুর্গন্ধময়। সুতরাং ইহা বর্জন কর এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী সম্পত্তির লোভী হও।

خیز بلقیسا کنوں با اختیار   پیش از انکہ مرگ آرد گیرودار
خیز بلقیسا بیا پیش از اجل   درنگر شاہی و ملک بے دغل
خیز بلقیسا بجاہ خود مناز   اندریں درگہ نیاز آور نہ ناز
خیز بلقیسا ز مستہ با قضا   ورنہ مرگ آید کشد گوش ترا

ওরে বিলকিস উঠ, এবং নিজ ইচ্ছা ইখতিয়ারে হেদায়েত কবূল কর। ইহার পূর্বে যে, এই নাপাকী এবং মুরদার পুরুস্তীর (পূজার) অবস্থায় মৃত্যু আসিয়া তোমাকে এখতিয়ারহীন করিয়া দিবে।

হে বিলকিস! আস, মৃত্যুর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ কর এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের স্থায়ী রাজত্বের শান-শওকত জাকজমক অবলোকন কর।

বিলকিস! উঠ, নিজ সম্মান নিয়া গর্ব করিও না, আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজু আকাংখা লইয়া আস ; গর্ব লইয়া নহে। এখানে গর্ব অভিমানের কোন মুল্য নাই।

ওরে বিলকিস! উঠ, তকদীর ও ভাগ্যলিপির সহিত ঝগড়া করিও না। নতুবা মৃত্যু আসিয়া তোমার কান ধরিয়া প্রকৃত মালিকের নিকট লইয়া যাইবে। তখন লজ্জা অনুশোচনা ব্যতীত আর কি পাইবে ?

بعد ازاں گوشت کشد مرگ آنچناں   کہ چو دزد آئی بشحنہ جاں کناں
زیں خراں تا چند باشی نعل دزد   گر ہمی دزدی بیا و لعل دزد
خواہرانت یافتہ ملک خلود   تو گرفتہ ملکت کور کبود

ওরে বিলকিস! আজ যদি তুমি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ না কর; ইহার পর মৃত্যু তোমার কান ধরিয়া এরূপে টানিবে; যেরূপে চোরকে সিপাহী দারোগার নিকট টানে ?

ওরে বিলকিস ! এই গাধাগুলির নিকট হইতে আর কত কাল জুতা চুরি করিতে থাকিবে? যদি চুরিই করিতে হয়; তবে আস, ইসলাম কবূল করত ঃ হীরা মানিক চুরি করা আরম্ভ কর। অর্থাৎ আমার নিকট হইতে বাতেনী সম্পদের ফয়েয লওয়া আরম্ভ কর এবং দুনিয়া পূজা হইতে বিরত হও।

ওরে বিলকিস! তোমার ভগ্নিগণ ঈমান-ইসলামের বদৌলতে স্থায়ী রাজত্বের অধিকারী হইয়াছে, আর তুমি তুচ্ছ ও লাঞ্ছিত দুনিয়ার জন্য সন্তুষ্ট হইতেছ।

اے خنک آنجاں کزیں ملکت بجست — کہ اجل ایں ملک را ویراں گرست

خیز بلقیسا بیا بارے ببیں — ملکت شاہاں و سلطانان دیں

طوف میکن بر فلک بے پر و بال — ہمچو خورشید و چو بدر و چوں ہلال

ہم تو شاہ و ہم تو لشکر ہم تو تخت — ہم تو نیکو بخت باشی ہم تو بخت

توز خود کے گم شوی اے خوشخصال — چونکہ عین تو ترا شد ملک و مال

বড়ই কল্যাণময় ঐ ব্যক্তি যে, এই অস্থায়ী রাজত্বের মহব্বত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। কেননা, মৃত্যু দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত আয়েশ-আরাম আমাদের নিকট হইতে ছাড়াইয়া দিবে। সুতরাং ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে এই বে ওফা দুনিয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। অতএব প্রয়োজন অনুযায়ী দুনিয়া অর্জন করতঃ অন্তর হইতে উহা দূরে রাখিবে। আর কায়মনোবাক্যে পরকালের দৌলত অর্জনের কাজে নিয়োজিত থাকবে।

ওহে বিলকিস! উঠ, আস, এবং দ্বীনের বাদশাহদের স্থায়ী রাজত্ব প্রত্যক্ষ কর। দ্বীনের রাজত্বকে সর্বদা ধারণ করত ঃ ঘোরাফেরা কর। আসমানের উপর ডানা-পাখা ব্যতীত সূর্য, পূর্ণ চন্দ্র এবং নবচন্দ্রের ন্যায় তওয়াফ করিতে থাক

(ঘূর্ণায়মান থাক)। অর্থাৎ হে লোকসকল! আল্লাহ পাকের মহব্বত শিক্ষা কর, আরশের অধিপতির সহিত সম্পর্ক স্থাপন করতঃ নিম্ন জগত হইতে বাহির হইয়া আকাশে সূর্য-চন্দ্রের আলোকে আলোকোজ্জ্বল হও।

ওহে বিলকিস! ঈমান আনায়নের বরকতে তুমি সর্বদা নিজ সত্তার মধ্যে নির্ভেজাল স্থায়ী রাজত্ব, সিংহাসন প্রত্যক্ষ করিবে। কেননা, বাদশাহগণকে সিংহাসন ও রাজমুকুটের ভিক্ষা প্রদানকারী তোমার অন্তরে নিজ ফসল ও মেহেরবানীর সাথে বিরাজমান হইবেন। তখন তুমি কি পরিমাণ নেক বখত হইবে ? বরং আপাদমস্তক ভাগ্যই হইয়া যাইবে।

ওহে ঐ পবিত্র প্রাণ! যে আল্লাহ পাকের মহব্বত, নৈকট্য এবং সন্তুষ্টির চিরস্থায়ী রাজত্ব এবং স্থায়ী সম্পদে ভূষিত হইয়া গিয়াছে এবং প্রাণ স্বয়ং রাজত্ব এবং দৌলত। অতএব মৃত্যুকালে সব কিছু সকল বস্তু পৃথক হইয়া যাইবে ; কিন্তু তুমি নিজ সত্তা হইতে কিরূপে পৃথক হইবে। অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্যের বাতেনী দৌলত ; যাহা তোমার সত্তার সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। তোমার রূহ উহা সমভিব্যাহারে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইবে।

মুদ্দাকথা, হযরত সুলায়মান (আঃ) বিলকিসকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করিতেছেন যে, হে বিলকিস! এই বাহ্যিক রাজত্ব সম্পদকে পরিত্যাগ কর। এবং বাতেনী সম্পদ অর্জন কর। যদ্দরুণ এই সব মাল-দৌলত শান-শওকত স্বয়ং তোমার মধ্যেই পয়দা হইয়া যাইবে। তারপর তোমার এই বাহ্যিক চাকচিক্য জাকজমকের প্রয়োজন থাকিবে না। আর বাহ্যিক দৌলত, সম্পদ থাকাকালীন তুমি শুধু নেক বখত খোশ নছীব, কিন্তু বখতনাছীব আর তুমি এক বস্তু নও। বখতনছীব তোমা হইতে একটি পৃথক বস্তু। কিন্তু তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে বাতেনী দৌলতের কল্যাণে বখতনছীব স্বয়ং তোমার নিজস্ব বস্তু হইয়া যাইবে। তারপর এই দৌলত তোমা হইতে কখনও পৃথক হইবে না।

হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক ফেরআউনকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা

হযরত মূসা (আঃ) ফেরাআউনকে বলিলেন, তুমি আমার একটি কথা মান। আর উহার বিনিময়ে আমার নিকট হইতে ৪টি নে'য়ামত গ্রহণ কর।

ফেরআউন বলিল, সেই একটি কথা কি ? তিনি বলিলেন, তুমি সর্বজন সম্মুক্ষে ঘোষণারূপে এ বিষয়ের স্বীকারুক্তি করিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ মা'বূদ নাই। তিনিই উপরে অসামান, তারকা নীচে মানুষ, দানব, জিন জন্তুসমূহের সৃষ্টিকারী। পাহাড়, সমুদ্র, মাঠ-প্রান্তর, বনজঙ্গল সবেরই সৃষ্টিকারী। তাহার রাজত্ব সীমাহীন এবং তিনি অনুপম, অতুলনীয় এবং তিনি প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক স্থানের রক্ষক। জগতে প্রত্যেক প্রাণীর রিযিকদাতা, আসমানসমূহ যমীনসমূহের হেফাযতকারী, ফুলবৃক্ষে পুষ্প সৃষ্টিকারী, সকলের অন্তর্যামী। অবাধ্য ঔদ্ধত্য লোকদের শাসক বিচারক ; তাহাদের মস্তক চূর্ণকারক। তিনিই রাজাধিরাজ আদেশ-নিষেধের একচ্ছত্র অধিকারী। তিনি যাহা চাহেন, তাহাই করেন। তাহার মুকাবেলা বিরোধিতা করার ক্ষমতা কাহারও নাই।

এতদশ্রবণে ফেরআউন বলিল, আচ্ছা, ইহার বিনিময়ে ঐ চার বস্তুগুলি কি ? যাহা আপনি দান করিবেন আমাকে ? সম্ভবতঃ আপনার উত্তম উত্তম ওয়াদা অঙ্গীকারের কারণে আমার কুফরীর যাতাকল ঢিলা ও শিথিল হইয়া যাইবে। আমার ইসলাম গ্রহণ করার দরুন শত শত লোকের কুফরীর তালা ভাঙ্গিয়া যইবে এবং ইসলামে দীক্ষিত হইবে এবং আপনার কথাগুলির দ্বারা আমার লবণাক্ত ভূমিতে আল্লাহ তা'আলার মা'রেফতের শস্যশ্যামল উৎপন্ন হইবে। হে মূসা (আঃ) আপনি তাড়াতাড়ি আপনার ওয়াদা-অঙ্গীকারগুলি বর্ণনা করুন। হয়তঃ আমার হেদায়েতের পথ খুলিয়া যাইবে।

হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশে ফেরআউনকে চারটি নে'য়ামতে বিস্তারিত বর্ণনা শুনাইতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন-

(১) তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর ; তবে প্রথম পুরষ্কার তুমি এই পাইবে যে, তুমি চিরকাল সুস্থ থাকিবে, কোন সময় রোগাক্রান্ত হইবে না।

(২) তুমি মৃত্যু কামনা করিবে অর্থাৎ নিজের দেহের গৃহে আল্লাহর সহিত সম্পর্কের এমন ভাণ্ডার প্রত্যক্ষ করিবে ; যাহা প্রাপ্তির আশা-আকাংক্ষায় তুমি নিজের সমস্ত নফসানী খাহেশগুলিকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির অনুসারী করার জন্য রিয়াযত-মুজাহাদায়, সাধ্য-সাধনায় নিজের জীবন পর্যন্ত জলাঞ্জলী দিতে প্রস্তুত হইবে। যেমন কোন লোকের গৃহে যদি ধনভাণ্ডার প্রোথিত থাকে ; তবে ঐ প্রোথিত রত্নভাণ্ডারের জন্য সন্তুষ্টচিত্তে নিজ গৃহ ভাংচুর করিতে প্রস্তুত হইয়া যায়। এরূপে আল্লাহ তা'আলার আশেকগণ নিজের খাহেশ ও প্রবৃত্তির গৃহকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কের দৌলত হাছেল করার জন্য

মহানন্দে সন্তুষ্টচিত্তে ধুলিস্যাৎ করিতে প্রস্তুত হইয়া যায়। কিন্তু তারপর যে দৌলত হাছেল হয় ; উহা সপ্ত মহাদেশের ঈর্ষার বস্তু হয়। নফসানী খাহেশাতের মেঘরাজি সরিয়া যাওয়ার পরই প্রকৃত চন্দ্রের দীপ্তিময় আলোক তাহাদিগকে বিভোর করিয়া দেয়।

ওহে ফেরআউন! একটি তাজা কচিপাতা যেমন একটি পোকাকে নিজের মধ্যে ব্যস্ত ও মশগুল করতঃ আঙ্গুর ফল হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে: তেমনিভাবে এই তুচ্ছ দুনিয়া তোমাকে নিজের মধ্যে মশগুল ও নিয়োগ করিয়া মাওলায়ে হাকীকী হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ পোকা মাকড়ের ন্যায় দৈহিক স্বাদ মজার মধ্যে মগ্ন থাকে ; কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলার ফযল মেহেরবানী তাহার উপর হয় তখন সে সতর্ক ও সাবধান হইয়া উহা বর্জন করে এবং আল্লাহতে মশগুল হইয়া যায়। যাহার শুভ পরিণতি এই হয় যে, তাহার শিরা-উপশিরায় আল্লাহ পাকের যেকের প্রবেশ করে এবং সে আল্লাহ পাকের স্বভাবে স্বভাব মণ্ডিত হইয়া যায়।

(৩) তৃতীয় নে'য়ামত ইহা পাইবে যে, এখন তো তোমাকে একটি রাজ্য দান করা হইয়াছে। ইসলাম গ্রহণ করার পর তোমাকে দুইটি রাজ্য দেওয়া হইবে। এই রাজ্যটি তো তোমাকে আল্লাহ তা'আলা তাহার সহিত বিদ্রোহ করার অবস্থায় দান করিয়াছেন। তবে তাহার অনুগত থাকার অবস্থায় তোমাকে আরও কত কি দান করিবেন। যাহার ফযল ও মেহেরবানী তোমাকে তোমার অন্যায় আচরণের অবস্থায় এত পরিমাণ দান কয়িাছেন। তবে কৃতজ্ঞতার অবস্থায় তাহার মেহেরবানী কি পারিমাণ হইবে ইহা সহজেই অনুমেয়।

(৪) চতুর্থ নে'য়ামত এই পাইবে যে, তুমি যুবক থাকিবে, তোমার চুল দাড়ি গোঁফ চিরকাল কালো থাকিবে। আর এই নে'য়ামতসমূহ অর্থাৎ যৌবন এবং কেশরাজি হামেশা কৃষ্ণবর্ণ থাকা ইত্যাদি আমার নিকট তুচ্ছ ও মামুলী নে'য়ামত। কিন্তু আমার ব্যাপার একটি নির্বোধ শিশুর সহিত সংঘটিত হইয়াছে। আর শিশুদের নিকট এই ধরনের অঙ্গীকারই পছন্দনীয় যে, যদি মক্তবে যাও ; তবে সন্দেশ দিব। অথচ এলমের নে'য়ামতের সম্মুখে একটি সন্দেশ কোন্ ছার ?

এই ওয়াদাগুলি শুনিয়া ফেরআউনের অন্তর ইসলামের দিকে কিছু কিছু আকর্ষিত হইল এবং সে বলিল, আচ্ছা আমি স্বীয় ভার্যার (স্ত্রীর) সাথে পরামর্শ করিয়া লই। ইহার পর সে গৃহে প্রবেশ করিল এবং হযরত আসিয়া (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ করিল।

হযরত আসিয়া (রাঃ) যেই পরামর্শ দিলেন উহা অতিশয় বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক। মাওলানা রূমী (রঃ) কেমন মনমুগ্ধকর ভাষায় উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

নিজ স্ত্রীর সাথে ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ফেরআউনের পরামর্শ করা

بازگفت او این سخن با آسیه   گفت جان افشان برین ای دل سیه

ফেরআউন গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বীয় ভার্যা আসিয়ার নিকট এই ঘটনা খুলিয়া বলিল, তিনি বলিলেন, আরে! এই অঙ্গীকারের উপর প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দাও!

بس عنایتهاست متن این مقال   زود دریاب ای شه نیکو خیال

وقت کشت آمد زهی پر سود کشت   این بگفت و گریه کرد و گرم گشت

এই কথাবার্তা বহু নে'য়ামত অনুকম্পার বিস্তারিত ব্যাখ্যা। আর বর্ণিত চারটি নে'য়ামত 'মতন' সদৃশ বা সংক্ষেপোক্তি মাত্র। অতএব অতি শীঘ্র আপনি উহা গ্রহণ করুণ ; কিছুতেই এই সুবর্ণ সুযোগ বর্জন করিবেন না।

পাকা শস্য প্রস্তুত, অতি উপকারী ফসল। এতদিন যে সময় অতিবাহিত হইয়াছে ; সবই অনর্থক গত হইয়াছে। এতটুকু বলিয়া হযরত আসিয়া যারপরনাই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং ক্রন্দনোচ্ছাস তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল এবং বলিতে লাগিলেন, হযরত মূসা (আঃ) আপনার দোষগুলি ঢাকিয়া রাখিয়ছেন এবং আপনাকে বাতেনী সম্পদ দান করিতে চাহিতেছেন। টেকু মাথার দোষ তো সামান্য একটি টুপিই ঢাকিয়া রাখিতে পারে ; কিন্তু তোমার দোষক্রুটিগুলি আল্লাহ তা'আলার রহমতের রাজমুকুট দ্বারা গোপন করিয়া রাখিতে চাহিতেছেন। আমার পরামর্শ তো এই যে, ওহে ফেরআউন! আপনি কাহারও সাথে পরামর্শ করিবেন না। আপনার তো ঐ বৈঠকেই তৎক্ষণাৎ দাওয়াত ও আহ্বানকে খুশী খুশী মহানন্দে গ্রহণ করিয়া লওয়া উচিত ছিল।

হযরত মূসা (আঃ) যেই উক্তি আপনার নিকট পেশ করিয়াছেন ইহা যেমন তেমন কথা তো ছিল না ; যাহাতে আপনি পরামর্শ অন্বেষণ করিতেছেন। ইহা

তো এমন কথা ছিল যে, সুর্যের ন্যায় উচ্চ মর্যাদাশালী সৃষ্টির কানে পতিত হইলে ; সেও অবনত মস্তক হইয়া ইহা কবুল করণার্থে আকাশ হইতে যমীনে আসিয়া যাইতে। আপনার জানা আছে কি ? ইহা কেমন অঙ্গীকার ? কেমন দান অনুদান ? আপনার উপর আল্লাহ পাকের এই রহমত এমন ; যেমন ইবলীস শয়তানের উপর রহম হইতেছে। ইহা আল্লাহ তা'আলার সামান্য মেহেরবানী নহে যে, আপনার মত অবাধ্য ঔদ্ধত্য অত্যাচারী যালেমকে স্মরণ করিতেছেন। আরে! আমার তো আশ্চর্যবোধ হইতেছে যে, এই ফযল ও করম দেখিয়া আনন্দ খুশীতে আপনার হৃদপিণ্ড কেন ফাটিয়া যায় নাই ? সে স্বস্থানে অক্ষত অবস্থিত কিরূপে রহিল ? যদি আপনার হৃদপণ্ডি আনন্দে ফাটিয়া যাইত ; তবে উভয় জগতের বিরাট অংশ প্রাপ্ত হইতেন। দুনিয়াতে সুখ্যাতি এবং আখেরাতের মুক্তি লাভ হইতে।

মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন, যাহার হৃদপিণ্ড আল্লাহর পথে দুঃখে কিংবা সুখে ফাটিয়া যায়; সে শহীদ হয় এবং উভয় জগতের লাভ দ্বারা লাভবান হয়।

মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন, আল্লাহ ওয়ালাগণ যখন নালায়েক লোকদের সম্মুখীন হন ; তখন অসভ্য লোকেরা তাঁহাদিগকে নিজেদের রুচিসম্মত বানাইতে চেষ্টা করে। আল্লাহ ওয়ালাগণ যখন তাহাদের রুচি মুতাবেক হন না তখন তাহাদিগকে কষ্ট দিতে আরম্ভ করে। আল্লাহ ওয়ালাদের নয়নাশ্রু যাহা যমীনে পড়ে ফেরেশতাগণ উহা নিজেদের মুখে ডানায় মালিশ করেন । আল্লাহ তা'আলা শহীদের রক্তের সমান উহা ওজন করেন। হযরত আসিয়া ফেরআউনকে বলিলেন

۱- الله الله زود بفروش و بخر   قطرۂ ده بحر پر گوهر ببر

(১) হযরত আসিয়া বলিলেন, হে ফেরআউন! আল্লাহ, আল্লাহ, তুমি অগ্রপশ্চাৎ ভাবিও না। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়িও না, তাড়াতাড়ি সমুদ্র ক্রয় কর। এক ফোটা পানি তাড়াতাড়ি দিয়া ফেল এবং মুক্তাপূর্ণ সমুদ্র গ্রহণ কর। অর্থাৎ নিজের নফস অবনত কর। অহংকারবশতঃ অগ্রাহ্য করিও না। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের সমুদ্র দ্বারা সম্মানিত হইবে।

۲- الله الله هیچ تاخیرے مکن   کہ ز بحر لطف آمد این سخن

(২) আল্লাহ, আল্লাহ, একটুও দেরী করিও না। কেননা, রহমতের সমুদ্র হইতে এই আহ্বান আসিয়াছে।

۳- الله الله زود بشتاب و بجو   چونکہ بحر رحمت ست و نیست جو

(৩) আরে তাড়াতাড়ি দৌড়াও। কেননা, ইহা রহমতের সমুদ্র, সাধারণ নদী নহে।

۴- الله الله گوئے شو بے دست و پا   تا شود چوگان موسیٰ پا ترا

(৪) আরে! তুমি হস্তপদবিহীন বল হইয়া যাও। হযরত মুসা (আঃ)-এর ডাণ্ডা তোমার পা হইয়া যাইবে। অর্থাৎ তুমি তোমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ঐ সমুদ্র পর্যন্ত পৌছিতে পরিবে না। তুমি নিজেকে মূসা (আঃ)-এর অনুসারী করিয়া দাও পূর্ণরূপে। তিনিই তোমাকে রহমতের সমুদ্রের কূলে পৌছাইয়া দিবেন।

۵- الله الله تو گمان بد مبر   بر چنیں انعام عام اے بے خبر

(৫) ওরে শুনুন! আপনার সাথে যে সমস্ত পুরষ্কারের অঙ্গীকার করা হইতেছে; ইহার উপর আপনি বদগুমানী, কুধারণা পোষণ করিবেন না এবং ইহাকে ধোকা-প্রবঞ্চনা মনে করিবেন না।

۶- الله الله زود دریاب اے فتیٰ   تا نگردی در غلط یعنی فنا

(৬) আল্লাহ, আল্লাহ, এই পুরুষ্কারগুলি অতি তাড়াতাড়ি হাছেল করুন; যাহাতে আপনি ভুল বুঝিয়া ধোকা খাইয়া সর্বনাশা না হন।

۷- الله الله ترک کن ہستی خود   چونکہ خواندستت برواے معتمد

(৭) আল্লাহ তা'আলা যখন নিজেই আপনাকে অন্বেষণ করিতেছেন, তখন বিলম্ব করিবেন না। যাথাসম্ভব জলদি নিজের গ্রীবা আল্লাহর দিকে ঝুকাইয়া দিন।

۸- اللہ اللہ زود تر تعجیل کن   برفروز ازایں بشارت بے سخن

(৮) আল্লাহ, আল্লাহ, তাড়াতাড়ি আমল করুন এবং এই সুসংবাদশ্রবণে সন্তুষ্ট হউন।

۹- اللہ اللہ تاکنوں کثر باختی   گردن اندر معصیت افراختی

(৯) আল্লাহ, আল্লাহ, আর কত কাল ঔদ্ধত্য-অবাধ্যতা করিবেন এবং অহংকারের গ্রীবা উন্নত রাখিবেন।

۱۰- اللہ اللہ چوں عنایت دررسید   بے توقف دررسے آمیز اے عنید

(১০) আল্লাহ, আল্লাহ, এতটুকু দ্বিধাদ্বন্দ্ব করিও না। অতি তাড়াতাড়ি প্রকৃত মাহবূবের সাথে যাইয়া মিলিত হও।

۱۱- اللہ اللہ چونکہ عصیانات تو   او نمی مالد برویت شکر گو

(১১) আল্লাহ, আল্লাহ, যখন আল্লাহ পাক আপনাকে আপনার পাপের দরুন লজ্জিত করিতেছেন না। তখন তাঁহার শুকুর আদায় করুন।

۱۲- اللہ اللہ چوں ز فضلت راہ داد   سر بخاک پائے او باید نہاد

(১২) আল্লাহ, আল্লাহ, যখন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নিজ পর্যন্ত পৌঁছার পথ দান করিতেছেন, তখন আল্লাহ পাকের সম্মুখে গর্দান ঝুকাইয়া দিন।

۱۳- اللہ اللہ با چنیں کفر دو تو   چوں قبولت می کند اکرام او

(১৩) আল্লাহ, আল্লাহ, ওহে ফেরআউন! একটু তো লক্ষ্য কর। তোমার এত পরিমাণ কুফরী সত্ত্বেও তাঁহার মেহেরবানী তোমাকে কিরূপে গ্রহণ করিতেছেন। এই শাহী দান ও পুরস্কার কি মর্যাদার যোগ্য নহে?

۱۴- لطف اندر لطف او گم می شود   کاسفلے بر چرخ ہفتم می شود

(১৪) (এখন মাওলানা উচ্ছসিত হইয়া ফরমাইতেছেন,) তাঁহার মেহেরবানীর তুলনায় সমস্ত দয়া মেহেরবানী একেবারেই তুচ্ছ। কেননা একটি মৃত্তিকা সপ্তম আকাশে উপনীত হইয়া ফেরেশতাসুলভ হইয়া যায়।

۱۵- خود کجا یابد باچنیں بازار را　　که بیک گل میخری گلزار را

(১৫) হযরত আসিয়া বলিলেন, আয় ফেরআউন! এমন বিস্ময়কর বাজার কোথায় পাইবে যে, একটি ফুলের বিনিময়ে একটি পুষ্প উদ্যান পাইতেছে।

۱۶- دانۂ را صد درختاں عوض　　حبۂ را آمدت صد کاں عوض

(১৬) আর এমন বাজার যে, একটি বীজদানার বিনিময়ে একশত বৃক্ষ পাওয়া যায়। আর একটি টুকরার বিনিময়ে শত শত খনি দান করা হয়।

হযরত আসিয়া (রাঃ) কর্তৃক এই সমস্ত বক্তৃতা শোনার পর ফেরআউন বলিল, আচ্ছা! আমার উযীর হামানের সাথেও একটু পরামর্শ করিয়া লই।

হযরত আসিয়া বলিলেন, তাহার নিকট ইহা বর্ণনা করিও না। কেননা, সে ইহার যোগ্য নহে। বলতঃ অন্ধ বুড়ী শাহী বাজপাখীর মূল্য কি বুঝিবে ? কিন্তু ফেরআউন মানিল না ; হামানের সাথে পরামর্শ করিল।

মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন, নালায়েক ও অপদার্থ লোকদের উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতাও নালায়েক ও অপদার্থই হইয়া থাকে। যেমন রসূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরামর্শদাতা ছিলেন হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)। আর আবু জাহলের পরামর্শদাতা ছিল আবু লাহাব। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সহজাতের সহিতই পরামর্শ করা পছন্দ করে।

মোটকথা, হামান যখন ফেরআউনের কথা শুনিল; তখন বহু লাফালাফি দাপাদাপি করিল, দুঃখে-কষ্টে নিজের পরিধেয় বস্ত্র ছিড়িয়া ফেলিল। শোরগোল কান্নাকাটি আরম্ভ করিল। টুপি-পাগড়ী ভূমিতে ছুড়িয়া মারিল এবং বলিতে লাগিল, হায় হায়! হুযুরের শানে মূসা (আঃ)-এর এমন গোস্তাখী বেয়াদবী? আপনার শান-হাল তো এই যে, সমগ্র জগত আপনার করায়ত্বে। পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত সকলেই আপনাকে কর দেয়। আর বাদশাহগণ নিজ খুশীতে আপনার দরবারের ধুলা চুম্বন করে। সে আপনাকে অতিশয় অসম্মান করিয়াছে।

আপনি তো সমস্ত দুনিয়ার জন্য পূজনীয় ও মা'বুদ সাজিয়া রহিয়াছেন। আর আপনি তাহার কথা মান্য করিয়া সাধারণ একটি দাস হইতে চাহিতেছেন। আপনি খোদা হইয়া নিজের বান্দার বান্দা হওয়ার জন্য পরামর্শ চাহিতেছেন। আমার নিকটে তো শত সহস্র আগুনে দগ্ধিভূত হওয়া এই অসম্মান হইতে অতি শ্রেয়ঃ। আপনার যদি ইসলাম গ্রহণ করিতেই হয়; তবে প্রথমে আমাকে হত্যা করিয়া ফেলুন। যাহাতে আমি হুযূরের এই অমর্যাদা নিজ চক্ষে দেখিতে না পাই। অপনি এখনই আমার গর্দান উড়াইয়া দিন, এই দৃশ্য দেখার ক্ষমতা আমার নাই যে, আসমান-যমীন হইয়া যাক আর খোদা বান্দাই হউক। অর্থাৎ আমাদের দাস আমাদের মুনিব হইবে আর আমরা তাহার দাস হইব।

এখন মাওলানা রূমী (রঃ) ঐ বেঈমান হামানকে ধমকাইতেছেন এবং বলিতেছেন-ওরে মরদূদ হামান ? কত রাজত্ব ; যাহা পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার গজবের দরুন আজ উহার নাম-চিহ্ন কিছুই নাই। মনে হয় এখানে যেন কোন জনপদই ছিল না। স্বয়ং পূর্ব-পশ্চিমও তো বাকী থাকিবে না; অন্য সবকে কিরূপে বাকী রাখিবে।

ایں تکبر زہر قاتل داں کہ ہست ۔ از مے پر زہر گشت آں گیج مست

হামানের মধ্যে যে অহংকার ও আত্মম্ভরিতা ছিল; উহা মরণ বিষ ও মৃত্যু হলাহল ছিল। আর ঐ বিষ মিশ্রিত মদে হামান বদউম্মত্ত হইয়া নির্বোধ হইয়া গিয়াছিল। আর ঐ মালাউনের পমামর্শে ফেরআউন হক কবূল করিতে অস্বীকার করিয়া নিজেকে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা ও আযাবের মধ্যে সোপর্দ করিয়া দিল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে অহংকার-অহমিকা হইতে হেফাযতে রাখুন আমীন।

ফেরাআউন যখন হামানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হইয়া গেল এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উপদেশ মানিতে অস্বীকার করিল। তখন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বলিলেন, আমরা তো অনেক বদান্যতা মেহেরবানী করিয়াছি; কিন্তু তোমার ভাগ্যে নাই ; আমরা কি করিব।

মজনু এবং তাহার উটনীর কাহিনী

একদা মজনু উটনীতে চড়িয়া লায়লার দিকে যাইতেছিল। কিন্তু যখন লায়লার কল্পনায় নিমগ্ন হইয়া আত্মবিস্মৃতির অবস্থা হইত এবং মজনুর হাত হইতে লাগাম ঢিলা ও শিথিল হইয়া যাইত। তখন উটনী লায়লার দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে তৎক্ষণাৎ নিজের মুখ মজনুর বাড়ীর দিকে করিত। কেননা, বাড়ীতে উটনীর বাচ্চা ছিল। যাহার মহব্বতে উটনী অস্থির ছিল। মজনু যখন আত্মবিস্মৃতির জগত হইতে প্রকৃতিস্থ হইত। তখন এই দৃশ্য দেখিয়া অত্যধিক আশ্চর্যান্বিত হইত যে, যেস্থান হইতে রওয়ানা হইয়াছিল পুনরায় সেখানেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পুনরায় উটনীকে লায়লার বাড়ীর দিকে যাইতে বাধ্য করিত।

এভাবে পথের মধ্যে কয়েক বার এই ঘটনাই ঘটিল যে, কিছুক্ষণের মধ্যে লায়লার খেয়াল কল্পনা তাহার মধ্যে প্রবল হইত এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইত। তারপর উটনী অনেক দূর পিছনে চলিয়া আসিত। অবশেষে মজনু ক্রোধান্বিত হইয়া গেল। বলিল, আমার লায়লা তো সম্মুখে আর উটনীর লায়লা পিছনে। অর্থাৎ তাহার শাবক পিছনে। অর্থাৎ উটনীর বাচ্চার স্মরণ তাহাকে পিছনে যাইতে বাধ্য করে। কাজেই এশকের এই পথ কখনও অতিক্রম করা সম্ভব হইবে না। আর আমি মাহবূব ও প্রেমাস্পদের আস্তানা পর্যন্ত সারা জীবনেও পৌঁছিতে পারিব না। অতএব সে উটনীর পৃষ্ঠ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িল, যদ্দরুন তাহার একটি পাও ভাঙ্গিয়া গেল।

جان ز ہجر عرش اندر فاقۂ   تن ز عشق خاربن چو ناقۂ

(১) (মাওলানা বলেন,) প্রাণ আরশের অধিপতি (মাহবূবে হাকীকী)-এর বিচ্ছেদে ক্ষুধার্ত। আর দেহ আয়েশ-আরামের উপায় উপকরণের অন্বেষণে উটনীর ন্যায় বিপরীত পানে ছুটিতেছে।

پاے را بربست گفتا گو شوم   در خم چوگانش غلطاں می روم

(২) মজনু পাও বাঁধিয়া বলিল, এখন আমি বল হইতেছি, লায়লার এশকের আকর্ষনে বল নিক্ষেপের ডাণ্ডার (হকি) দ্বারা গড়াইয়া চলিব।

عشق مولیٰ کے کم از لیلیٰ بود　　گوئے گشتن بہر او اولیٰ بود

(৩) (মাওলানা উপদেশ স্বরূপ বলিতেছেন, এই ঘটনা দ্বারা আমাদের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত যে, একটি পচনশীল লাশ লায়লার মহব্বতে মজনুর এত পরিমাণ জ্ঞান ও হিম্মত হইতেছে। আর আমরা যাহারা নিজদেরকে মাওলার আশেকীন বলিয়া দাবী করিতেছি আর মাওলার এশক লায়লার এশকের চেয়ে কম কোথায় ? তবে তাঁহার জন্য তো বল হইয়া যাওয়াও অধিক উত্তম ।

ফায়েদাহঃ বর্তমান যুগে আমাদের উদাসীনতা এবং আখেরাত সম্পর্কে বেপরোয়া হওয়ার বড় কারণ ইহাই যে, আমাদের রূহ এবং আকল তো আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত হইতে চায়; কিন্তু আমাদের নফস দুনিয়ার লোভ ও মহব্বতের পাগল হইয়া দুনিয়ার দিকে দৌড়াইতেছে। নফসের সঙ্গে সারাক্ষণ এই যুদ্ধই চলিতেছে। আখেরাত আর দুনিয়া এই দুই লায়লার চক্করে আমরা পড়িয়াছি। অতএব যেই লায়লা স্থায়ী ; উহা গ্রহণ কর। আর যেই লায়লা অস্থায়ী ঐ ব্যাপারে ধৈর্য্য ধারণ কর। ইহার অর্থ এই নয় যে, দুনিয়া পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলে পালাও। ইহা তো মূর্খতা। অর্থ এই যে, আখেরাতের মহব্বতকে দুনিয়ার উপর প্রবল কর; এতটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু এই কাজের হিম্মত সাহস কোন আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গের সাথে মহব্বত এবং তাহার গোলামী করার দ্বারাই হাছেল হইবে।

দিবালোকে এক ব্যক্তির প্রদীপ লইয়া ঘোরাফেরা করা

এক ব্যক্তি দিবালোকে প্রদীপ হাতে বাজারের চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করিতেছিল। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি হইয়াছে যে, দিবালোকেও প্রদ্বীপের প্রয়োজন হইতেছে ? সে বলিল, আমি সবদিকে মানুষ অন্বেষণ করিতেছি। আমি কোন লোক পাইতেছি না। লোকটি বলিল, মানুষ দ্বারা তো বাজার একেবারে পরিপূর্ণ। সে বলিল

این نہ مردانند اینہا صورت اند
مردۂ نانند و کشتۂ شہوت اند

(১) সে বলিল, এই বাজারে কোন পুরুষ নাই, শুধু পুরুষের আকৃতি আছে। ইহারা সকলেই রুটি ও নফসানী খাহেশের দ্বারা নিহত।

این کہ می بینی خلاف آدم اند   نیستند آدم غلاف آدم اند

(২) যাহাদিগকে বাজারে দেখিতেছ ; ইহারা মানবীয় স্বভাব এবং মনুষ্যত্বের বিপরীত। ইহারা মানুষ নহে ; শুধু মানুষের লেফাফা দেখা যাইতেছে।

آدمی را آدمیت لازم ست   عود را گر بو نباشد ہیزم ست

(১)মানুষের মধ্যে মানবীয় গুণ থাকা আবশ্যক, চন্দন কাঠে সুগন্ধি যদি না থাকে ; তবে উহা জ্বালানী কাষ্ঠ বৈ আর কিছুই নয়।

آدمیت لحم و شحم و پوست نیست   آدمیت جز رضائے دوست نیست

(২) গোশত, চর্বি এবং চামড়া মনুষ্যত্ব নহে, মনুষ্যত্ব ঐ সৎ চরিত্র ও গুণাবলীর নাম ; যদ্দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাছেল হয়।

گر بصورت آدمی انسان بدے   احمد و بوجہل ہم یکساں شدے

(৩) শুধু মানবাকৃতির নাম যদি মানুষ হইত ; তবে আহমদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর আবু জাহল এক ধরনের হইত। অথচ এরূপ নয়।

ফায়েদাহ ঃ যদি প্রত্যেক ব্যক্তি মনুষ্যত্বের এই মাপকাঠিতে নিজেকে পরখ ও যাচাই করে ; তবে ভূপৃষ্ঠে শুধু আল্লাহ ওয়ালাগণই মানুষ দৃষ্ট হইবে। বাকী সমগ্র বিশ্বের মানবকুল; যাহারা শুধু খাওয়া ও টয়লেটে যাওয়া এবং এই উদ্দেশ্যের উপায় উপকরণের উন্নতির কাজে মশগুল ও ব্যস্ত আছে। তাহাদের উদ্দেশ্য শুধু "খাওয়ার জন্যই বাঁচার' মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। তাহাদের যথার্থ দৃষ্টান্ত এই হইবে যে, তাহারা যেন একটা মলমূত্রের মেশিন।

আটার মেশিনে যেমন একদিক হইতে গেহু দেওয়া হয় অন্যদিক দিয়া আটা বাহির হয়; ইহাকে বলে আটার মেশিন। তদ্রূপ জেন্দেগীটাকে যাহারা শুধু খাওয়া এবং টয়লেটে যাওয়ার কাজ মনে করে; তাহারও যেন একটা মেশিন। একদিক দিয়া রুটি দেওয়া হয় অন্য দিক দিয়া মলমূত্র বের হয়। তবে ইহা তো মলমূত্র

তৈয়ারীর মেশিন হইল। মুদ্দাকথা যাহারা জীবনটাকে শুধু খাওয়া এবং টয়লেটে যাওয়ার জন্য মনে করে; তাহারা নিজেকে মলমূত্রের একটি মেশিন সাব্যস্ত করিতেছে। আল্লাহ তা'আলা এমন নির্বুদ্ধিতাসুলভ ধ্যানধারণা হইতে সকলকে নিরাপদে রাখুন।

"গোশত, চর্বি, মানব খাল মানবতার নাম নয়" এই বিষয়বস্তু দ্বারা মাওলানা রূমী (রঃ) –এর উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধুর সন্তুষ্টির নাম মানবতা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছে ; সেই প্রকৃত মানুষ। উহার নিদর্শন এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির আমল আখলাক দ্বারা ভূষিত হয়। আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির ক্রিয়াকর্ম হইতে হেফাযতে থাকে। তাকাওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে। এমন ব্যক্তি নিঃসন্দেহে আদম বলার যোগ্য। অর্থাৎ আদমের দিকে সম্পর্কিত হওয়ার প্রকৃত অর্থ এই লোকের মধ্যে বিদ্যমান আছে। আর হযরত আদম (আঃ)–এর বিশেষ ছেফত ছিল 'রাব্বানা যালাম না' অর্থাৎ মাবুদ গো! আমি অত্যন্ত ভুল করিয়াছি। নিজের ভুলত্রুটির উপর সুদীর্ঘ জীবন ক্রন্দন করিতে ছিলেন। এমন কি তাঁহার নয়নাশ্রুর দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরনার রূপ ধারণ করিয়াছিল। ঐ ঝরণা হইতে সুগন্ধি ফুল গোলাব, বেলী, চামেলী ইত্যাদি সৃষ্ট হইয়া গেল। তফসীরে আলী মুহায়েমীর মধ্যে ইহার রেওয়ায়েত বিদ্যমান আছে। অতএব মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন

آنکه فرزندان خاص آدم اند نفخهٔ انا ظلمنا میدمند

যাহারা হযরত আদম (আঃ)–এর বিশিষ্ট সন্তান; তাহারা স্বীয় পিতার তরীকার উপর নিজের পরওয়ারদেগারের নিকট নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি, খাতা কছুরের উপর "আল্লাহ মাফ কর" এই আওয়ায উচ্চারণ করে, কাঁদাকাটি অনুনয় বিনয় করিয়া মাফ চায়।

মাওলান রূমী কর্তৃক বর্ণিত মর্মানুযায়ী বড় বড় বাংলা–অট্টালিকা ও মোটরকারের মালিকগণ নিজেদের ব্যাপারে বড়লোক, ছোটলোক হওয়ার বিবেচনা করা তো দুরের কথা মানুষ হওয়াও তো বিপদ দৃষ্ট হইবে। বড়লোক তো ঐ ব্যক্তি যে নিজের মাওলাকে রাজী খুশী ও সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছে। কিয়ামতের মাঠে কোন লোকের মস্তক জুতা পেটা করা হইতেছে। অথচ কেহ বলিতেছে যে, ইনি তো অতি বড়লোক, দুই বিঘা জুড়িয়া ইহার নিকট অট্টালিকা, তিনটা মোটর গাড়ী, ৩টি ফ্যাক্টরী ছিল। তবে এমন বড়লোক

হওয়াতে লাভ কি? বিদেশ তথা দুনিয়ার ধনী, আর স্বদেশ তথা আখেরাতের মেথর ও ফকীর।

আল্লাহ পাকের রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, হে লোকসকল! তোমরা কি জান যে, বড়লোক কে ? তারপর বলিলেন, রাত্র জাগরণকারী, কোরআনধারী। অর্থাৎ রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদ পড়ে এবং কোরআনের হাফেজ; উহার উপর আমল করে।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সঠিক ও সাচ্চা মানুষ বানাইয়া দেন এবং বাবা আদমের দিকে সম্পর্কিত হওয়ার সঠিক অর্থ এবং উহার সঠিক রূহ আমাদের গোশত চর্বি এবং চামড়ার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন, আমীন।

ঐ ক্রীতদাসের কাহিনী যে মসজিদ হইতে বাহিরে আসিতেছিল না

জনৈক ধনীলোকের একটি ক্রীতদাস অত্যন্ত দ্বীনদার ছিল। তাহার নাম ছিল শংকর। শেঠ ছাহেব ক্রীতদাস শংকরকে সঙ্গে লইয়া কোথাও যাইতেছিল। হঠাৎ পথিমধ্যে কোন একটি মসজিদ হইতে আযানের আওয়াজ শোনা গেল। শংকর রঈসকে বলিল, আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করুন, আমি নামায পড়িয়া আসি।

رفت سنقر میر بر دکان نشست　　منتظر از بادهٔ پندار مست
چون امام و قوم بیرون آمدند　　از نماز و وردها فارغ شدند

শংকর মসজিদে চলিয়া গেল, শেঠজী অহংকারের নেশায় মত্ত হইয়া একটি দোকানে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। যখন ইমাম ও মুক্তাদীগণ নামায ওযীফা হইতে ফারেগ হইয়া মসজিদ হইতে বাহিরে আসিয়া গেল আর শংকর মসজিদে রহিয়া গেল। তখন শেঠজী আওয়ায দিয়া বলিল, ওরে শংকর তুমি বাহির হওনা কেন? তোমাকে কে মসজিদে আটকাইয়া রাখিয়াছে ? উত্তরে শংকর বলিল

گفت آنکه بسته استت از برون　　بسته است او هم مرا از اندرون
آنکه نگذارد ترا کائی درون　　می نه بگذارد مرا کایم برون

শংকর বলিল, হে মুনীব! যিনি আপনাকে বাহির হইতে ভিতরে আসিতে দেয় না ; তিনিই আমাকে ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে দিতেছে না। শংকর যেকের মুনাজাতে মশগুল ছিল। গোলাম বলিল, শেঠজী! যিনি আপনাকে ভিতরে আসার জন্য ছাড়িতেছে না, আপনি মসজিদের বাহিরে দোকানে বসিয়া আমার অপেক্ষা করিতেছেন। ঐ সত্তাই আমাকে ছাড়িতেছে না যে, আমি মসজিদ হইতে বাহিরে আসি। আল্লাহ তা'আলা যাহাকে আপন করিয়া লন; উহার নিদর্শন ইহাই হয়।

ماہیاں را بحر نگذارد بروں   خاکیاں را بحر نگذارد دروں

اصل ماہی زآب وحیواں از گل ست

حیلہ وتدبیر اینجا باطل است

সমুদ্র মৎসকুলকে বাহিরে আসিবার জন্য কখনও ছাড়ে না। আর স্থলের জীবকে সমুদ্রে প্রবেশ করার অনুমতি দেয় না। মৎসের প্রকৃতি ও সত্তাই পানির সহিত সংশ্লিষ্ট। আর অন্যান্য জীবের সম্পর্ক মাটির সঙ্গে। অতএব পানি অপরকে কিরূপে গ্রহণ করিবে ? এখানে তদবীর ব্যবস্থা সবই অচল, অকেজো। অবশ্য আলাহ তা'আল্লার সাহায্য সহায়তায় এই মৃত্তিকা প্রসূত জীব বড়ত্বের পবিত্র সমুদ্রের মৎস্য হইতে পারে।

قفل زفت است وکشاینده خدا

دست در تسلیم زن واندر رضا

(১) পথভ্রষ্টতার তালা খুব মজবূত। আর হেদায়েতের দ্বার উন্মুক্তকারী আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি এবং আত্মসমর্পণের দৌলত হাছেল কর; যাহার জন্য অনুনয়-বিনয়, আহাযারীর আবশ্যক। গর্ব অহংকার, তদবীর ব্যবস্থার উপর গর্ব করিলে এই পথ খুলিবে না।

ذرہ ذرہ گر شود مفتاحہا   ایں کشایش نیست جز از کبریا

(২) যদি বিশ্বের অণূ পরমাণু চাবি হইয়া যায় ; তবুও হেদায়েতের দ্বারকে আল্লাহ পাকের সত্তা ব্যতীত আর কে খুলিতে পারে ?

ফায়েদাহ ঃ কাহিনীর সারমর্ম এই যে, নেক কাজের তৌফীক একমাত্র আল্লাহ পাকেরই হাতে। এলম, তদবীর ব্যবস্থা এবং জ্ঞান আকলের গর্ব দ্বারা এই দ্বার উদঘাটিত হইবে না। শুধু আল্লাহ তা'আলার ফজল ও মেহেরবানীর দ্বারাই পথ পাওয়া যায়। আর উহা হাছেল করার একমাত্র পথ ও উপায় আহাযারী এবং দো'আ করা । আল্লাহ পাকের নেক ও মকবূল বান্দাদের দ্বারা দো'আর দরখাস্ত করিতে থাকা।

বিঃ দ্রঃ- ঐ সময় ক্রীতদাসটি একটি বিশেষ অবস্থায় বিভোর ও পরাভূত ছিল। বান্দার হক আদায় করার ব্যাপারে তখন অক্ষম ছিল।

নির্বোধ লোক হইতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দূরে পলায়ন

একবার হযরত ঈসা (আঃ) পাহাড়ের দিকে দৌড়াইয়া যাইতেছিলেন। জনৈক উম্মত উচ্চস্বরে ডাকিলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এরূপে কোথায় যাইতেছেন। ভয়ের কারণ কি? আপনার পিছনে কোন শত্রুও তো দেখা যাইতেছেনা। তিনি বলিলেন

گفت از احمق گریزانم برو　　　می رہانم خویش را بندم مشو

তিনি বলিলেন, নির্বোধ লোক হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি। তুমি যাও, নিজের কাজ কর, আমি নিজেকে আহমক নির্বোধ লোকের সাহচর্য হইতে নিষ্কৃতি দিতে চাই। তুমি আমার পলায়নে অন্তরায় হইও না।

گفت آخر آں مسیحا نہ توئی　　　کہ شود کور و کر از تو مستوی

১। উম্মত বলিল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি সেই মসীহ নন ; যাঁহার বরকতে অন্ধ বধির রোগমুক্ত হইয়া যায় /

گفت رنج احمقی قہر خداست　　　رنج کوری نیست قہر آں ابتلاست

২। হযরত ঈসা (আঃ) বলিলেন, নির্বুদ্ধিতার রোগ আল্লাহ্‌র গযব। আর অন্ধ হওয়া গযব নহে; ইহা পরীক্ষা।

ابتلا رنجیست کاں رحم آورد   احمقی رنجیست کاں زخم آورد

৩। পরীক্ষা এমন রোগ; যাহা আল্লাহ তা'আলার রহমত টানিয়া আনে। আর বোকামী–নির্বুদ্ধিতা এমন রোগ যাহা গযবের আঘাত আনয়ন করে।

ز احمقاں بگریز چوں عیسیٰ گریخت   صحبت احمق بسے خونہا بریخت

১। নির্বোধ লোক হইতে দূরে পালাও এবং হযরত ঈসা (আঃ)–এর পলায়ন অবলম্বন কর। আহমক, বোকা–লোকদের সহিত বন্ধুত্ব এবং উহাদের সাহচর্য দ্বারা বহুত খুন–খারাবী হত্যাকান্ড ঘটিয়াছে। অর্থাৎ দ্বীন দুনিয়া উভয়েরই সর্বনাশ হয়।

اندک اندک آب را دزدد ہوا   وایچنیں دزدد ہم احمق از شما

২। বায়ু যেমন পানিকে ধীরে ধীরে বাষ্পের আকারে টানিয়া লয়। এরূপে নির্বোধ লোকেরা তোমাদের আকলের আলোকে ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া যাইবে।

آں گریز عیسوی نز بیم بود   ایمن ست او آں پئے تعلیم بود

৩। হযরত ঈসা (আঃ)–এর দূরে পলায়ন কোন ভয়ের কারণে ছিল না। তিনি তো আল্লাহ তা'আলার ফযল ও মেহেরবানীতে নিষ্পাপ ও রক্ষিত ছিলেন। উম্মতকে শিক্ষা দান করার জন্য তিনি এরূপ করিয়াছিলেন।

زمہریر ار پر کند آفاق را   چہ غم آں خورشید با اشراق را

৪। যদি সমগ্র পৃথিবী কঠিন শীতলতাপূর্ণ হইয়া যায় ; তবে আলোকময় সূর্য ইহাতে কি চিন্তিত হইবে ?

অর্থাৎ কোন এক ব্যক্তির বোকামী কোন্ ছার ? যদি সারা বিশ্বই আহমক নির্বোধ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায় ; তবুও আল্লাহ তা'আলার রসূলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না।

ফায়েদাহ ঃ এই কাহিনীতে এই উপদেশ পাওয়া গেল যে, নির্বোধ লোকদের সাহচর্য হইতে সদা সর্বদা দূরে দুরে থাকা চাই। আর কোরআনের ভাষায় নির্বোধ ঐ ব্যক্তি ; যাহারা আল্লাহ ও রাসূলের বাণী সম্পর্কে বিদ্রুপ করে, যেমন كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ

السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝ (پارۂ اول-رکوع ۲)

স্মরণ রাখ, নিশ্চয়ই ইহারাই নির্বোধ, আহমক; কিন্তু নিজেদের নির্বুদ্ধিতার খবরও তাহাদের নাই। আর এই অজ্ঞতাপ্রসূত নির্বুদ্ধিতার কারণে তাহারা নিজদেরকে যুগের জ্ঞানী, সুধী ও বুদ্ধিমান সম্প্রদায়, চিন্তাশীল ফিলসফী উপাধি দ্বারা সম্পর্কিত করে। কিন্তু জ্ঞান ও আকলের বিশ্বজনীন সংজ্ঞা এই যে, পরিণাম দর্শন এবং শেষফলের প্রতি দৃষ্টি রাখা। আর ঐ গুণ হইতে ইহারা তো একেবারেই রিক্তহস্ত। অর্থাৎ মৃত্যুর পরে পরিণাম সম্পর্কে ইহারা একেবারেই বেপরোয়া। এইজন্যই তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক ফরমাইতেছেন—

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا

مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝

ইহারা শুধু দুনিয়ার চাকচিক্যের চিন্তা করে। পরকাল হইতে ইহারা একেবারে গাফেল ও উদাসীন। এ ধরনের লোকদের সাহচর্য হইতে দূরে থাকা চাই। কিন্তু কোন পার্থিব প্রয়োজনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা যায়। যেমন প্রয়োজন বশতঃ মানুষ নাকে কাপড় দিয়া টয়লেটেও প্রবেশ করে। কিন্তু পায়খানার সাথে কেহ মন লাগায় না। তদ্রূপ দুনিয়াদারের সহিত দেল লাগান চাই না।

নবীজীর সাথে দুই মাসের শিশুর কথা বলা

জনৈকা কাফের মহিলা দুই মাসের শিশু কোলে ধারণ করিয়া নবীজীকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে নবীজীর খেদমতে উপস্থিত হইল। তখন দুই মাসের শিশু বলিয়া উঠিল

گفت کودک سلّم اللہ علیک   یا رسول اللہ قد جئنا الیک

ঐ শিশু বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আসসালামু আলাইকুম, আমরা আপনার খেদমতে উপস্থিত হইয়াছি।

مادرش از خشم گفتش ہین خموش
کیت افگند این شہادت را بگوش

তাহার মাতা ক্রোধান্বিতা হইয়া বলিল, খবরদার! চুপ থাক, এই সাক্ষ্য তোমার কানে কে শিখাইল ?

گفت کو گفتا کہ بالائے سرت   می نہ بینی کن ببالا منظرت

(১) শিশু বলিল, ওহে আম্মাজান! আপনি তো মাথার উপরে দেখিতেছেন না, মাথার উপরে একটু দৃষ্টি করুন।

ایستادہ بر سر تو جبرئیل   مر مرا گشتہ بصد گونہ دلیل

(২) হে আম্মাজান! আপনার মাথার উপরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) দাঁড়াইয়া আছেন ; যিনি আমার জন্য শত শত দলীল প্রমাণ।

گفت می بینی تو گفتا کہ بلے   بر سرت تابان چو بدر کاملے

(৩) শিশু বলিল, আপনি দেখিতেছেন, তাড়াতাড়ি বলুন যে, নিশ্চয়ই আমার মাথার উপর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ঐ ফেরেশতা বিদ্যামান।

می بیاموزد مرا وصف رسول   زاں علوم می رہاند زیں سفول

(৪) ঐ ফেরেশতা আমাকে নবীজীর গুণাবলী শিক্ষা দান করিতেছেন এবং কুফর শেরকের নাপাক এলম হইতে আমাকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি দান করিতেছেন।

پس رسولش گفت اے طفل رضیع
چیست نامت باز گو و شو مطیع

(১) অতঃপর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, হে দুগ্ধপোষ্য শিশু! বলত, তোমার নাম কি ? আর আমার নির্দেশের আনগত্য কর।

گفت نامم پیش حق عبدالعزیز   عبد عزّی پیش این یکمشت حیز

(২) শিশু বলিল, আল্লাহ তা'আলার নিকটে আমার নাম আবদুল আজিজ ; কিন্তু অল্পসংখ্যক অপদস্ত মুশরেকগণ আমার নাম রাখিয়াছে আবদে উয্যা।

من ز عزّی پاک و بیزار و بری   حق آنکه دادت او پیغمبری

(৩) আমি উয্যা মূর্তি হইতে পাক–পবিত্র এবং বিমুখ ও সম্পর্কহীন; ঐ পবিত্র সত্তার বদৌলতে; যিনি আপনাকে পয়গাম্বরী দান করিয়াছেন।

پس حنوط آدم ز جنت در رسید

تا دماغ طفل و مادر بو کشید

(৪) অনন্তর তখনই বেহেশত হইতে এমন সুবাস আসিল; যাহা শিশু এবং তাহার মাতার মস্তিষ্ককে সুবাসিত এবং সুগন্ধময় করিয়া দিল।

آں کسے را خود خدا حافظ بود   مرغ و ماہی مر ورا حارس شود

(৫) আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং যে লোকের রক্ষক ও নেগাহবান হন; তাহার হেফাযত পাখী ও মৎস্যও করিয়া থাকে।

শিশুটির সাথে সাথে মাতাও ঈমান ও ইসলামের দৌলতে ভাগ্যবান হইয়া গেল এবং সে তৎক্ষণাৎ কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিল।

ঈগল পাখী কর্তৃক
নবীজীর মোজা লইয়া যাওয়ার কাহিনী

একদা হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযূ করার পর মোজা পরিধান করার ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু দেখিতে পাইলেন যে, একটি ঈগল পাখী তাঁহার মোজা লইয়া উড়িয়া গিয়াছে। নবীজী পেরেশান হইলেন এবং কষ্টও হইল; কিন্তু কিছুক্ষণ পরই দেখা গেল যে, ঈগল মোজার মুখটা মাটির দিকে করিল এবং

উহা হইতে কালো বর্ণের সাপ মাটিতে পড়িল। একাজ করার পর ঈগল রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে মোজা পেশ করতঃ বলিল—

از ضرورت کردم ایں گستاخئے　　　من زادب دارم شکستہ شاخئے

হে আল্লহার রসূল! (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি এই প্রয়োজনেই এই অন্যায় গোস্তাখী ও বেয়াদবী করিয়াছি। ইহাতে সাপ ঢুকিয়া গিয়াছিল। আল্লাহ পাক আমাকে আপনার হেফাযতের নির্দেশ দিয়াছেন; নতুবা আমার কি ক্ষমতা ছিল ? আমি তো আপনার সম্মুখে আপাদমস্তক ভগ্ন-বাহু ও দুর্বল পাখী।

پس رسولش شکر کرد و گفت ما
ایں جفا دیدیم و بود آں خود وفا

হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার শুকুর আদায় করিলেন এবং বলিলেন, আমরা যেই অকস্মাৎ ঘটনাকে মনোকষ্টের কারণ মনে করিয়াছিলাম; উহা বাস্তবে রহমতের কারণ ছিল।

موزہ بربودی و من درہم شدم　　　تو غمم بردی و من درغم شدم

(১) ওহে ঈগল! তুমি মোজা লইয়া উড়াল দিয়াছ, আর আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার কষ্ট দূর করিয়াছ আর আমি নিজের জন্য ক্লেশের কারণ মনে করিয়াছি।

ঈগল বলিল, হে মাহবূব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!

عبرت است ایں قصہ اے جاں مر ترا
تا شوی راضی تو در حکم خدا

(২) এই ঘটনার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে জ্বলন্ত আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে; যাতে আপনি আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকেন।

تاکہ زیرک باشی و نیکو گماں　　　چوں بہ بینی واقعہ بد ناگہاں

(৩) যাহাতে আপনি নেক ধারণার সাথে ভাগ্যলিপি অনুযায়ী কাজ করেন; যখন মেযাজ বিরোধী কোন কাজের সম্মুখীন হন।

ہرچہ از تو یاوہ گردد از قضا　　تو یقیں داں کہ خریدت از بلا

(৪) আল্লাহ তা'আলার ফায়ছালা দ্বারা বাহ্যতঃ যাহা কিছু ক্ষতিকর দৃষ্ট হয় ; আপনি একীন ও বিশ্বাস রাখুন যে, উহা আপনার সম্মুখ বিপদের ক্রেতা।

گر بلا آید ترا اندہ مبر　　ور زیاں بینی غم آں ہم مخور

(৫) যদি কোন বিপদ আসে ; তবে দুঃখ করিবেন না। কোন ক্ষতির কারণে দুঃখিত হইবেন না।

کاں بلا دفع بلاہائے بزرگ　　واں زیاں منع زیانہائے بزرگ

(৬) কেননা, যেই বিপদ আসিয়াছে; উহা কোন বড় বিপদের প্রতিরোধক। যেই ক্ষতি সম্মুখে আসিয়াছে ; উহা কোন বড় ক্ষতির অন্তরায়। অর্থাৎ আগত বিপদ কোন বড় বিপদ হইতে হেফাযতকারী।

مار در موزہ بہ بینم در ہوا　　نیست از من عکس تست اے مصطفیٰ

(৭) ঈগল বলিল, আমি বায়ুমণ্ডলে উড়ন্ত কালে মোজার মধ্যে সাপ দেখিয়াছি। ইহা আমার কোন গুণ-মাহাত্ম্য নয়। হে নবী মুস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ইহা আপনারই নূর এবং আলোর ফয়েয এবং প্রতিবিম্ব।

ফায়েদাহ ঃ এই ঘটনায় নছীহত নিহিত রহিয়াছে যে, কোন বিপদেই ঘাবরানো উচিত নহে। এই খেয়াল করা চাই যে, এই বিপদ কোন বড় বিপদকে দূর করার জন্য আসিয়াছে। অবশ্য বিপদ মুক্তির জন্য দো'আ করার নির্দেশ শরীয়তে রহিয়াছে।

জনৈক বাদশাহ্ এবং তাহার প্রেমাস্পদ বাঁদীর কাহিনী

প্রাগ ইসলামী যুগের জনৈক বাদশাহ্ শিকার করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইল। পথে একটি বাঁদীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার উপর আসক্ত হইয়া পড়িল এবং বাঁদীর মালিকের নিকট হইতে ঐ বাঁদী ক্রয় করিয়া শাহী মহলে প্রত্যাবর্তন করিল। শিকার করিতে যাইয়া নিজেই শিকার হইয়া গেল।

এই বাঁদীটি সমরকন্দ শহরের একটি স্বর্ণকারের প্রতি আসক্তা ছিল। শাহী মহলে আসিয়া শাহী খানাপিনা খাওয়া সত্ত্বেও দিন দিন ভগ্ন স্বাস্থ্য হইতে লাগিল। প্রেম-ব্যাধির ফলে একেবারে কংকালসার হইয়া গেল। বাঁদীর অবস্থা দর্শনে বাদশাহও ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া গেল। চিকিৎসার জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগকে একত্রিত করিয়া সর্বপ্রকারের শাহী পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার করিল। বলিল, আমাকে বাঁচাও, বাঁদী মরিয়া গেলে মনে করিও আমার মৃত্যু অনিবার্য ঘটিবে। চিকিৎসকগণ বলিল, আমরা অতি সত্ত্বর এই রোগীনীকে সুস্থ করিয়া দিব। যেহেতু তাহারা এই দাবীর সাথে ইনশাআল্লাহ বলে নাই। তাই পরিণামে তাহাদের প্রত্যেকটি ঔষধ বিপরীত ক্রিয়া করিতে লাগিল।

چوں قضا آمد طبیب ابلہ شود آں دوا در نفع خود گمرہ شود

از قضا سرکنگبیں صفرا فزود

روغن بادام خشکی می نمود

যখন রোগের ভাগ্যলিপি উপস্থিত হয় তখন চিকিৎসক নির্বোধ বেঅকুফ হইয়া যায়। ঔষধ নিজের উপকারিতার বিপরীত পথ অবলম্বন করে। সেকাঞ্জবীন (অম্লরসের সহিত মধু চিনি মিশ্রিত রুচিকর ঔষধ) পিত্ত বাড়ায় এবং বাদাম তৈল মস্তিষ্কের শুষ্কতা আর ও বৃদ্ধি করে।

অর্থাৎ প্রত্যেক ঔষধ বিপরীত ক্রিয়াশীল এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা-বিধান সবই অকেজো প্রমাণিত হইল। অবশেষে চিকিৎসকদের গর্ব খর্ব হইয়া তাহাদের মুখে চুন কালি পড়িল। মান-সম্মান সবই গেল নিজেদের অক্ষমতা নিরাশতা প্রকাশ করিয়া লাঞ্ছিত অপদস্থ কালামুখ হইল।

شہ چوں عجز آں طبیباں را بدید   پا برہنہ جانب مسجد دوید

رفت در مسجد سوئے محراب شد   سجدہ گاہ از اشک شہ پر آب شد

کاے کمینہ بخششت ملک جہاں   من چہ گویم چوں تو میدانی نہاں

বাদশাহ যখন চিকিৎসকদের অক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিল তখন নগ্নপায়ে মসজিদের দিকে ধাবিত হইল।

মসজিদে প্রবেশ করতঃ সোজা মেহরাবের নিকট উপস্থিত হইয়া সেজদায় পড়িয়া এত কান্নাকাটি করিল যে, বাদশাহর চোখের পানিতে সেজদার স্থান ভিজিয়া গেল ; যার যার কাঁদিয়া বাদশাহ বলিতে লাগিল–

হে মহান প্রতিপালক! সারা বিশ্বের রাজত্ব আপনার নিকট যৎকিঞ্চিত দান। আমি কি নিবেদন করিব, আপনি তো আমাদের গোপন বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

حال ما وایں طبیباں سربسر   پیش لطف عام تو باشد ہدر

اے ہمیشہ حاجت ما را پناہ   بار دیگر ما غلط کردیم راہ

আমাদের অবস্থা এবং এই চিকিৎসকদের আপনার উপর ভরসা না করা ও ইনশাআল্লাহ না বলা আপনার ব্যাপক মেহেরবানীর সম্মুখে কোনই গুরুত্ব রাখে না ; একেবারেই তুচ্ছ ব্যাপার।

ওহে সেই পবিত্র সত্তা; যিনি সর্বদা আমাদের প্রয়োজনের আশ্রয়স্থল। আমরা পুনরায় সোজা পথ হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছি।

چوں برآورد از میان جان خروش   اندر آمد بحر بخشائش بجوش

যখন ঐ বাদশাহ অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে কান্নাকাটি আহাযারী করিল। তখন আল্লাহ তা'আলার রহমতের দরিয়ায় জোশ আসিল। ক্রন্দনাবস্থায় বাদশাহ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। স্বপ্নে দেখিল, এক বুযুর্গ বলিতেছেন, হে বিপদগ্রস্থ

ব্যক্তি! নিরাশ হইও না। ইনশাআল্লাহ আমি তোমার প্রেমাস্পদের চিকিৎসা করিব। নিদ্রা হইতে জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে বাদশাহ মনকে প্রফুল্ল পাইলেন এবং ঐ বুযুর্গের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তিনি তশরীফ নিয়া আসিলেন। বাদশাহ সম্মুখে অগ্রসর হইলেন দৌড়াইয়া যাইয়া স্বসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর ঐ বুযুর্গ বাঁদীর শিরার উপর হাত রাখিয়া প্রত্যেক শহরের নাম উচ্চারণ আরম্ভ করিলেন। যখন সমরকন্দের নাম বলিলেন, তখন বাঁদীর শিরা অস্বাভাবিকভাবে আলোড়িত হইতে লাগিল। বুযুর্গ বুঝিতে পারিলেন বাঁদী সমরকন্দের লোকের প্রেমে দগ্ধিতা। রোগ কিছু ছিল আর চিকিৎসা অন্য কিছুর হইতেছিল।

তারপর ঐ বুযুর্গ কৌশলে বাঁদীর নিকট হইতে গুপ্তভেদ জানিতে পারিলেন যে, সমরকন্দের জনৈক স্বর্ণকারের উপর বাঁদী আসক্তা। বুযুর্গ ব্যক্তি বাদশাহকে আদেশ করিলেন, যে কোন উপায়ে স্বর্ণকারকে এখানে উপস্থিত করিতে হইবে। যথাসময়ে পার্থিব ধনদৌলতের লোভ দেখাইয়া স্বর্ণকারকে আহ্বান করা হইল। স্বর্ণকার উপস্থিত হইলে পৃথক কামরায় স্বর্ণকারের বসবাসের ব্যবস্থা করা হইল এবং কিছু স্বর্ণ রৌপ্য তাহাকে দিয়া অলংকার প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন এবং স্বর্ণকারের খেদমতের কাজে ঐ বাঁদীকে নিয়োগ করা হইল। বাঁদী স্বর্ণকারের সাথে অবাধে মেলামেশার সুযোগ পাওয়াতে বাঁদীর স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া আসিল এবং কিছু কালের মধ্যেই বাঁদী পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী হইয়া গেল।

ঐ বুযুর্গ শায়খে কামেল হওয়ার সাথে সাথে বিজ্ঞ ও পারদর্শী চিকিৎসকও ছিলেন। যখন দেখিলেন যে, বাঁদীর স্বাস্থ্য পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসিয়াছে তখন স্বর্ণকারের খাদ্যের সাথে জোলাবের ঔষধ মিশ্রিত করিয়া দিলেন যদ্দরুন দাস্ত হইতে হইতে স্বর্ণকারের রূপ লাবণ্য সবই তিরোহিত হইয়া চেহারা অতীব বিশ্রী হইয়া গেল। চোখ কোটরাগত হইয়া গর্তে ঢুকিয়া গেল। চেহারার গোশত উধাও হইয়া হাড্ডি কংকালসার হইল। স্বর্ণকারের এই বিভৎস চেহারা দেখিয়া তাহার প্রতি বাঁদীর মনে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার উদ্রেক হইল। তাহার অন্তরের পুঞ্জিভূত এশক প্রেম দূরীভূত হইয়া গেল এবং বাঁদী এশকের ব্যাধি হইতে মুক্ত ও সুস্থ হইল। অতঃপর বিষমিশ্রিত খাদ্য দান করতঃ স্বর্ণকারের জীবন লীলা সাঙ্গ করিয়া দেওয়া হইল। যাহাতে স্বর্ণকার পুনরায় সুস্থ হইয়া বাঁদীর অন্তরে প্রেম মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে না পারে। যেহেতু বাঁদীর এশক রোগ আকৃতির সহিত

সংশ্লিষ্ট ছিল। স্বর্ণকারের সুন্দর আকৃতি কদাকৃতি ধারণ করার কারণে বাঁদীর এশকও চলিয়া গেল।

عشقہائے کز پئے رنگے بُوَد   عشق نبود عاقبت ننگے بُوَد

زانکہ عشق مردگاں پاینده نیست

زانکہ مرده سوئے ما آئنده نیست

যে এশক মহব্বত শুধু রূপ লাবণ্যের কারণে হয়, বাস্তবে উহা এশক নহে; বরং উহা ফেস্‌ক। উহার পরিণতি লজ্জা ও লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কেননা মরণশীলদের এশক মহব্বত স্থায়ী হয় না। কেননা মৃত ব্যক্তিগণ আমাদের নিকট পুনরায় আসে না; বরং আমাদের নিকট হইতে চলিয়া যায়।

عشق آں زنده گزیں کو باقی ست

واز شراب جانفزایت ساقی ست

ওহে হক অন্বেষী! ঐ জীবিত (মাহবূবে হাকীকী)–এর এশক অবলম্বন কর। যিনি চিরঞ্জিব এবং যিনি মহব্বত ও মা'রেফাতের আবেহায়াতের পবিত্র মদিরা পান করান।

تو مگو مارا بداں شہ بار نیست   بر کریماں کارہا دشوار نیست

তুমি নিরাশ হইয়া ইহা বলিও না যে, এ প্রকৃত মাহবুব পর্যন্ত আমার মত নগন্য অথর্ব কিরূপে পৌছিতে পারিবে। কেননা, তিনি বড়ই দয়ালু দাতা। আর দয়াল দাতাদের নিকট কোন কাজই মুশকিল নহে। যেমন হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে, যেই বান্দা আমার দিকে আধ হাত নিকটবর্তী হয়; আমি তাহার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হই। মুদ্দাকথা তাহার এশক মহব্বতের দরওয়াজা সর্বদা খোলা আছে। যাহার ইচ্ছা হয় প্রবেশ করিতে পারে এবং তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে।

ফায়েদাহ ঃ আমাদের অবস্থাও এই কাহিনীর মতই, আমাদের রূহকে নফসের বাদশাহ বানানো হইয়াছে। যাহাতে রূহ নফস দ্বারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির কাজ লইতে পারে এবং বেহেশতের পুরস্কারের অধিকারী হইতে পারে।

কিন্তু নফস যাহা রূহের বাঁদীস্বরূপ ; উহা পার্থিব ভোগবিলাসের উপর আশেক হইয়া রহিয়াছে। যে কারণে রূহের আনুগত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছে। আর ঐ পরিবেশের চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ অজ্ঞ অপরিপক্ক। যাহারা উহার চিকিৎসা করিতে অক্ষম। অতএব শায়খে কামেলের প্রয়োজন ; যিনি সুন্দর নিপুণ ব্যবস্থা দ্বারা পার্থিব ভোগ উপভোগকে নফসের নিকট কদাকৃতি করিয়া দিবে। যদ্দরুন নফসের জন্য রূহের আনুগত্য তাবেদারী অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় পথে চলা সহজ হইয়া যায়।

আল্লাহ পাকের দরবারে এক মহিলার ক্রন্দন

জনৈকা মহিলার সন্তান জীবিত থাকিত না। ছয় মাস পরই কোন রোগের আক্রমণে মারা যাইত। এরূপে ঐ নিরুপায় মাতার বিশটি সন্তান কবরস্থানে পৌছিয়াছে।

بیست فرزندش چنیں در گور رفت
آتشے در جان او افتاد تفت

একের পর একজন করিয়া তাহার বিশটি সন্তান চলিয়া গিয়াছে। ঐ দুঃখের আগুন মাতার প্রাণে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

অর্ধ রাত্রে উঠিয়া নিজ রবের সামনে সেজদায় পড়িয়া খুব কাঁদিল। নিজের দুঃখ ও নিজের কলিজার রক্ত মুনাজাতে পেশ করিল। তারপর শুইয়া পড়িল। স্বপ্নে দেখিল, সে বেহেশতে ভ্রমণ করিতেছে। সেখানে সে বিরাট অট্টালিকা দেখিতে পাইল। যাহার ফলকে তাহার নাম লেখা আছে। বেহেশতের বাগান ও নূর দেখিয়া এই মহিলা অত্যন্ত তুষ্ট ও অভিভূত হইয়া গেল। তারপর ফেরেশতাগণ তাঁহাকে বলিল, ওহে মহিলা! এই নে'য়ামত বড় বড় এবাদত এবং বহু পরিশ্রমের দ্বারা লাভ হয়; কিন্তু তুমি যেহেতু অলস ছিলে এবং এবাদত বন্দেগীর দ্বারা এই মকাম পাওয়া সম্ভব ছিল না। এই জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দুনিয়াতে এই বিপদ দিয়াছেন। যাহার উপর ধৈর্য ধারণ করার বিনিময়ে তোমাকে এই বেহেশত আর এই অট্টালিকা দান করিয়াছেন। তারপর ঐ মহিলা সেখানে নিজের সন্তানদিগকে দেখিতে পাইয়া বলিল, আয় আল্লাহ! এই সন্তানগণ আমার দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু আপনার দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হয় নাই। এখানে তো সকলেই বিদ্যমান রহিয়াছে। হে আমার

প্রতিপালক! আমাকে যদি দুনিয়াতে শত শত বৎসর এরূপে রাখেন যে অবস্থায় এখন আছি ; তবে কোনই দুঃখ নাই ; বরং অধিকন্তু যদি আমার রক্ত প্রবাহিত করিয়া দেন ; তবুও আমি সন্তুষ্ট। কেননা এই পুরস্কার তো আমার ধৈর্য ছবরের তুলনায় অনেক বেশী।

মাতার সম্মুখে তাহার শিশুকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা

জনৈক ইয়াহুদী বাদশাহ এক মহিলাকে বলিল, তুমি মূর্তিকে সেজদা কর, নতুবা তোমাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিব।

ঐ মহিলা সেজদা করিল না। কেননা, সে পাক্কা ঈমানদার এবং একত্ববাদে পবিত্র, দৃঢ় ও মজবুত ছিল। যালেম বাদশাহ মহিলার কোল হইতে শিশুকে ছিনাইয়া আনিয়া ঐ অগ্নিতে ফেলিয়া দিল। মহিলাটি শিহরিয়া উঠিল এবং তাহার ঈমান বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হইল। প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া গেল। হঠাৎ ঐ শিশু আগুনের অভ্যন্তর হইতে উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল

بانگ زد آں طفل اِنّی لَم اَمُت

আম্মাজান! আমি মরি নাই।

اندر آ مادر کہ من اینجا خوشم   گرچہ در صورت میان آتشم

আম্মাজান ! ভিতরে আসুন, আমি এখানে অতি আনন্দে উৎফুল্ল আছি। যদিও বাহ্যতঃ অগ্নিকুণ্ড মনে হইতেছে।

اندر آ مادر ببیں برہان حق   تا بہ بینی عشرت خاصان حق

ওহে মাতঃ ভিতরে আসুন, তাহা হইলে আপনি আল্লাহ তা'আলর সত্যধর্মের অলৌকিক ঘটনা অবলোকন করিতে পারিবেন। আপনিও আল্লাহ পাকের খাছ ও বিশিষ্ট বান্দাগণের সুখ-শান্তি ও আরাম দেখিতে পাইবেন। যদিও দুনিয়াদার লোকদের দৃষ্টিতে বাহ্যতঃ তাহারা আপদে বিপদে দৃষ্ট হন।

اندر آ اسرار ابراہیم بیں   کو در آتش یافت ورد و یاسمیں

ওহে মাতাজী! আপনি ভিতরে আসুন। নমরূদের অগ্নিকুণ্ড হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর জন্য ফুলবাগিচা হওয়ার রহস্য স্বচক্ষে দর্শন করুন যে, কিভাবে তিনি আগুনের মধ্যে গোলাব চামেলীর হিমেল বসন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

مرگ میدیدم گہ زادن ز تو   سخت خوفم بود افتادن ز تو

যখন আমি ভুমিষ্ট হইতেছিলাম তখন আমি নিজের মৃত্যু দেখিতেছিলাম এবং দুনিয়ার বুকে আগমনকে অত্যন্ত ভয়ের কারণ অনুভব করিতেছিলাম। অর্থাৎ মাতৃউদর মনপূত ও পছন্দনীয় হওয়ার কারণে নয়মাস পর্যন্ত আমার নিকট একটি জগত মনে হইতেছিল এবং এই পৃথিবীকে তো দেখি নাই এইজন্য একটি অপরিচিত জগতে আগমন করিতে ইতস্তঃ করিতেছিলাম।

چوں بزادم رستم از زندان تنگ
در جہانے خوش سرائے خوب رنگ

যখন আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম তখন আমি অতি সংকীর্ণ জেলাখানা হইতে মুক্তি লাভ করিলাম। আমি আমার নিজের জানামতে একটি অতি মনোহর জগতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এরূপে বেহেশত দর্শন ও প্রত্যক্ষ করার পর এই পৃথিবী মাতৃ উদরের ন্যায় অতি সংকীর্ণ মনে হইবে।

اندریں آتش بدیدم عالمے   ذرہ ذرہ اندرو عیسیٰ دمے

এই আগুনের মধ্যে আমি দ্বিতীয় একটি জগত দেখিতে পাইলাম ; যাহার প্রত্যেকটি কণা অণু–পরমাণু জীবনদানকারী।

اندر آ مادر بحق مادری   بیں کہ ایں آذر ندارد آذری

আম্মাজান! ভিতরে আসুন, আমি আপনাকে মাতৃত্বের মাধ্যমে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আপনি ভিতরে চলিয়া আসুন, এবং প্রত্যক্ষ করুন যে, এই অগ্নিতে আগুনের ক্রিয়া নাই। আল্লাহ পাকের রহমত ইহাকে উদ্যান বানাইয়া দিয়াছেন।

قدرة آں سگ بدیدی اندر آ
تا ببینی قدرت فضل خدا

ওহে আম্মা! আপনি ঐ কাফের ইয়াহুদী কুকুরের ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এখন ভিতরে আসুন, আল্লাহ পাকের মেহেরবানীর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করুন।

اندر آ و دیگراں راهم بخواں   کاندر آتش شاه بنهاد ست خواں

আম্মাগো! ভিতরে আসুন এবং অন্যান্য লোকদিগকেও আহ্ববান করুন। কেননা, আমার রব-প্রতিপালক অগ্নির মধ্যে নিজের রহম-করমের দস্তরখান বিছাইয়া রাখিয়াছেন।

اندر آئید اے مسلماناں همه   غیر عذب دیں عذابست آں همه

হে মুসলমানগণ! ভিতরে চলিয়া আসুন, দ্বীনের মিষ্টি মধু ব্যতীত সকল মিষ্টি তুচ্ছ ও আযাব মাত্র।

مادرش انداخت خود را اندر او
دست او بگرفت طفل مهر جو

ঐ শিশুর মাতা নিজেকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিল অমনি মহব্বতসুলভ শিশু স্বীয় মাতার হস্ত ধারণ করিল।

অতঃপর সমস্ত মানুষ ঐ আগুনে লাফাইয়া পড়িল, এবং সকলেই আল্লাহ পাকের অপার মেহেরবানী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিল।

آں یهودی شد سیه رو و خجل   شد پشیماں زیں سبب بیمار دل

ঐ ইয়াহুদী কালমুখ এবং লজ্জিত হইয়া গেল। তাহার তদবীর তাহার জন্য বিপরীত প্রমাণিত হইল।

کاندر آتش خلق عاشق تر شدند
در فنائے جسم صادق تر شدند

কেননা, লোকেরা ঐ আগুনে ঝাঁপ দিতে উৎসাহিত হইয়া গেল এবং দেহকে বিলীন করার ব্যাপারে সত্যবাদী প্রামাণিত হইল।

آنچہ میمالید بر روئے کساں　　　جمع شد در چہرهٔ آں ناکساں

নালায়েক অসভ্য লোকেরা দুর্নামী বদনামীর যে চিহ্ন আল্লাহ ওয়ালা লোকদের চেহারায় লেপন করিতে চাহিয়াছিল ; ঐ সব কিছু তাহাদেরই ললাটের উপরই উল্টা থরে থরে জমিয়া গেল।

ইয়াহুদী বাদশাহ ঐ অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোর কি হইল? তুই তো তোর পূজারীদের প্রতি রহম করিস না, দরদ দেখাস না। অথচ তৌহীদের ও একত্ববাদের এই ফরযন্দগণকে আশ্রয়ের আঁচল দান করিয়া আমাকে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করিতেছিস। তোর উপর কেহ কি যাদু করিয়াছে? ব্যাপার কি ? তোর দাহিকাশক্তি কি হইল কোথায় গেল?

گفت آتش من ہمانم آتشم　　　اندر آتا تو بہ بینی تابشم

উত্তরে অগ্নি বলিল, ওরে কাফের! আমি ঐ অগ্নিই বটে। তুমি একটু ভিতরে আস, তাহা হইলে তুমি আগুন এবং দাহিকার মজা ও স্বাদ গ্রহণ করিবে।

طبع من دیگر نگشت و عنصرم　　　تیغ حقم ہم ز دستوری برم

আমার স্বভাব, আমার প্রকৃত সত্তা পরিবর্তিত হয় নাই, আমি আল্লাহ তা'আলার তরবারী ; কিন্তু আল্লাহর অনুমতিক্রমে কর্তন করি।

چونکہ غم بینی تو استغفار کن　　　غم بامر خالق آمد کار کن

এজন্য তুমি যখন নিজের মধ্যে পেরেশানী অনুভব কর তখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিজের গুনাহের ক্ষমা প্রর্থনা কর। কেননা, পেরেশানীও আল্লাহ পাকের নির্দেশেই নিজের কাজ করে। আর যখন ক্ষমা প্রার্থনার বরকতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন তখন শাস্তিও অপসারণ করিয়া দিবেন।

چوں بخواہد عین غم شادی شود　　　عین بند پائے آزادی شود

আল্লাহ পাকের যখন আদেশ হয় তখন স্বয়ং পেরেশানী সন্তুষ্টি হইয়া যায়। শৃংখল বেড়ী স্বয়ং স্বাধীনতা হইয়া যায়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জিনিসকে পরিবর্তন করিতে পূর্ণ সক্ষম। অতএব স্বয়ং পেরেশনীকে অনন্দ খুশী বনইয় দেন।

باد و خاک و آب و آتش بندہ اند
بامن و تو مردہ با حق زندہ اند

বায়ু, মাটি, পানি, আগুন সবই আল্লাহর দাস। আমাদের তোমাদের জন্য নির্জীব ; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে জীবিত। (এইজন্য আল্লাহ পাকের আদেশ পালন করা উহাদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার নয়।)

হযরত হুদ (আঃ)–এর কওমকে বায়ু দ্বারা ধ্বংস করার কাহিনী

হযরত হুদ (আঃ)–এর সম্প্রদায়ের উপর প্রবল বায়ুর আযাব আসিল। তখন তিনি ঈমানদারাগণের চতুর্পার্শ্বে একটি রেখা টানিয়া দিলেন। যখন ঝঞ্ঝা বায়ু উপস্থিত হইত তখন নিজে নিজেই উহা শিথিল ও মৃদু হইয়া যাইত। যাহারা ঐ রেখার বাহিরে ছিল বায়ু তাহাদের দেহাংশ ছিন্নভিন্ন করিয়া দিত। এরূপে হযরত শায়বান (রাঃ) মেষপালক বকরিপালের চতুর্দিকে একটি স্পষ্ট রেখা টানিয়া জুম'আর নামাযের জন্য চলিয়া যাইতেন ; যাহাতে কোন নেকড়ে বাঘ বকরী উঠাইয়া লইয়া না যায়।

ہمچنیں باد اجل با عارفاں   نرم و خوش ہمچو نسیم بوستاں

মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন, এরূপে মৃত্যুর বায়ূ আরেফে রব্বানীগণের উপর বাগানের মৃদু সমীরণের ন্যায় মুলায়েম ও আনন্দদায়ক হইয়া প্রবাহিত হয়।

آتش ابراہیم را دنداں نزد   چوں گزیدہ حق بود چونش گزد

অগ্নি হযরত ইবরাহীম (আঃ)–কে কোনপ্রকার ক্লেশ দেয় নাই। তিনি আল্লাহর মকবূল ছিলেন। কাজেই তাঁহাকে কষ্ট দেওয়ার সাহস আগুনের কিরূপে হইতে পারে ?

آتش شہوت نسوزد اہل دیں باغیاں را بردہ تاقعر زمیں

এরূপে শাহওয়াত ও কামরিপুর আগুন দ্বীনদারগণকে জ্বালায় না। বেদ্বীন লোকদিগকে যমীনের অতল গহ্বরের অর্থাৎ দোযখে পৌঁছাইয়া ছাড়ে।

হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর নিকট একটি মশার ফরিয়াদ কাহিনী

হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সম্মুখে একটি মশা নিজের মুকদ্দমা পেশ করিয়া বলিল, হে সম্মানিত সত্তা! জ্বিন, ইনসান এবং বায়ুর উপর যাহার রাজত্ব; আমার বিপদ দূর করিয়া দিন এবং আমার ফায়ছালা করুন।

پس سلیماں گفت اے انصاف جو
داد انصاف از کہ میخواہی بگو

হযরত সুলায়মান (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন ওহে ইনছাফপ্রার্থী কার নিকট হইতে ইনছাফ চাও বল

گفت پشہ درد من از دست باد کو دو دست ظلم برما برکشاد

মশা বলিল, আমার দুঃখ পেরেশানী বাতাস কর্তৃক সে উভয় হস্ত দ্বারা আমার প্রতি অত্যাচার করে। অর্থাৎ আমি যখন রক্ত চুষিতে আরম্ভ করি তখন বাতাস আমাকে সেখান হইতে উড়াইয়া লইয়া যায়।

হযরত সুলায়মান (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ পাক আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষ উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত ফয়ছালা করিও না। মশা বলিল, নিশ্চয় আপনি ঠিক বলিতেছেন। তারপর বাতাসকে আদেশ করিলেন, তাড়াতাড়ি উপস্থিত হও। কেননা, তোমার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া একজন বাদী ও ফরিয়াদী উপস্থিত আছে।

باد چوں بشنید آمد تیز تیز پشہ بگرفت آں زماں راہِ گریز

আদেশ শ্রবণমাত্র বাতাস দ্রুতগতিতে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গেল। আর মশা ঐ বাতাসের দ্রুতগতির কারণে অনিচ্ছায় পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। হযরত সুলায়মান (আঃ)- বলিলেন, হে মশক মিয়া! দাঁড়াও!

پس سلیماں گفت اے پشہ کجا　　باش تا بر ہر دو رانم من قضا

হযরত সুলায়মান (আঃ) বলিলেন, ওহে মশা কোথায় যাও, দাঁড়াও। আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে ফায়ছালা করিয়া দেই।

گفت اے شہ مرگ من از بود اوست

خود سیاہ ایں روز من از دود اوست

মশা বলিল, হে বাদশা! বাতাসের অস্তিত্বের কারণেই তো আমার মৃত্যু; উহার ধাওয়াতে আমার দিন কালো হইয়া যায়।

او چو آمد من کجا یابم قرار　　کو بر آرد از نہاد من دمار

বাতাস যখন আসে আমি স্থির থাকিতে পারি না। কেননা, সে আমাকে হালাক করার জন্য আমার স্থান হইতে আমাকে উৎখাত করিয়া দেয়।

ہمچنیں جویائے درگاہ خدا　　چوں خدا آید شود جوینده لا

এখন মাওলানা রূমী (রঃ) ছালেকীনদিগকে তালীম ও শিক্ষা প্রদান করিতেছেন যে, এরূপে যে ব্যক্তি আল্লাহ অন্বেষী হইবে। যখন আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ হইবে, তখণ আল্লাহ তা'আলার আগমন ছালেকের আমিত্ব বিদায়ের কারণ হইবে। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য আমিত্ব বিলীন অবশ্যম্ভাবী। আমিত্ব বিলীন নৈকট্য লাভের নিদর্শন। অতএব যদি নফস যিন্দাহ থাকে এবং অহংকার অহমিকা দ্বারা পূর্ণ থাকে ; তবে ঐ আমিত্বের সাথে আল্লাহর নৈকট্য অসম্ভব। এই আমিত্বকে ফানা ও বিলীন করিতেই হইবে।

گرچہ آں وصلت بقا اندر بقاست

لیک زاول آں بقا اندر فناست

যদিও আল্লাহর নৈকট্য লাভ হইলে শুধু স্থায়িত্বই স্থায়িত্ব ; কিন্তু ঐ স্থায়িত্ব লাভ করার পূর্বে বিলীন হওয়াও অতীব প্রয়োজন।

এখানে সত্তা বিলীন করার অর্থ এই যে, নিজের পছন্দ, আশা-আকাংক্ষাকে আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দের দাস বানাইয়া দিবে। আর দাসত্বের অর্থও ইহাই। ঐ ব্যক্তি কেমন গোলাম ও দাস যে, নিজের মর্জি ও পছন্দকে মালেকের ও মনীবের পছন্দের ও মর্জির উপর প্রবল রাখে ?

ফায়েদাহ ঃ এই ঘটনায় এই ছবক রহিয়াছে যে, নফসের চাহিদা ও খাহেশকে বিলীন করার পরই আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও বেলায়েত হাছেল হয়। আর নিজেকে মিটান এবং বিলীন করা মুর্শিদে কামেলের সংসর্গ ও সঙ্গ লাভের উপর নির্ভর করে। যেমন মাওলানা রূমী (রঃ) অন্য স্থানে ফরমাইয়াছেন–

بس نتواں کشت الاظل پیر   دامن آں نفس کش را سخت گیر

পীরে কামেলের ছায়া, আশ্রয় ও পথপ্রদর্শন ব্যতীত নফস ফানা হয় না। নফসের চহিদা তাকাদা শিথিল হয় না। নফস হত্যাকারী মুর্শিদের আঁচল শক্ত ভাবে ধর। আমার শায়েখ মুর্শিদ (রঃ) বলিয়াছেন, শক্তভাবে ধরার শর্ত এই জন্য লাগাইয়াছেন যে, কোন কোন সময় মুর্শিদ সংশোধনের জন্য শাশানী ক্রোধের ব্যবহারও করেন। এমন সময় যদি সম্পর্ক দুর্বল হয় ; তবে মন খারাব করতঃ দূরে সরিয়া যাইবে। সে বিষয়টিকে মাওলানা রূমী (রঃ) অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন–

گر بهر زخمے تو پر کینہ شوی   پس چرا بے صیقل آئینہ شوی

যদি শায়েখ ও মুর্শিদের প্রত্যেক শাসনে মন খারাব হইয়া যাও; তবে মরিচা দূর করা ব্যতীত কিরূপে দর্পণ হইবে?

প্রকাশ থাকে যে, কাঁচ আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে ষ্টীলের পাতকে ঘষিয়া ঘষিয়া উজ্জ্বল ও পরিষ্কার করিয়া দর্পন বা আয়না বানান হইত। এত ঝকঝকে তকতকে হইত যে, অনায়াসে উহাতে চেহারা প্রতিফলিত হইত। এজন্য আয়নার সাথে ঘষামাজা শব্দ ব্যবহার করা হইত। কাঁচ আবিষ্কার হওয়ার পর এখন আর কেহ লৌহপাত ঘষিয়া আয়না বানায় না। (অনুবাদক)

ক্রন্দনকারী খেজুরকাণ্ডের কাহিনী

মদীনা মুনাওওয়ারার মসজিদে নববীতে কাষ্ঠ নির্মিত মেম্বর প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে একটি খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডে হেলান দিয়া নবীজী খুতবা পাঠ করিতেন। ছাহাবাগণকে ওয়াজ নছীহত করিয়া শুনাইতেন। মেম্বর প্রস্তুত হওয়ার পর নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহাতে উপবিষ্ট হইয়া খুতবা দিতেছিলেন। তখন ঐ খেজুর কাণ্ড এরূপে ক্রন্দন আরম্ভ করিল যেরূপে ছোট শিশু মাতার বিচ্ছেদে করুণ স্বরে হিচকি মারিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। এই ঘটনাকে মাওলানা রূমী (রঃ) কেমন মনমুগ্ধকর ধারায় বর্ণনা করিতেছেন—

استن حنّانہ از ہجر رسول　　　نالہ می زد ہمچو ارباب عقول

ঐ খুঁটি খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড বর্তমানে যাহার নাম উস্তনে হান্নানা। রসূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচ্ছেদে জ্ঞানবান বুদ্ধিমান লোকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছিল।

در تحیّر ماندہ اصحاب رسول　　　کز چہ می نالد ستون با عرض وطول

ঐ ক্রন্দনের আওয়াজে নবীজীর ছাহাবাগণ আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করিতেছিলেন যে, এই খুঁটি নিজের সম্পূর্ণ কাঠামো দীর্ঘ পার্শ্ব দ্বারা কি রূপে ক্রন্দন করিতেছে।

گفت پیغمبر چہ خواہی اے ستون
گفت جانم از فراقت گشت خون

পয়গাম্বর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে খাম্বা! তুমি কি চাও ? সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার বিচ্ছেদ যাতনায় আমার প্রাণ বিগলিত হইয়া রক্তে পরণিত হইতেছে।

از فراق تو مرا چوں سوخت جاں　　　چوں ننالم بے تو ای جان جہاں

আপনার বিয়োগে আমার প্রাণ ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া যাইতেছে। তারপর আমার মধ্যে এই যাতনার আগুন হওয়া সত্ত্বে কিরূপে আমি আহাযারী না করিয়া

পারি ? হে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনিই তো বিশ্বজগতের প্রাণ।

مسندت من بودم از من تاختی
بر سر منبر تو مسند ساختی

আমি আপনার হেলান দেওয়ার স্থান ছিলাম, আপনি আমা হইতে পৃথক হইয়া গেলেন। আর আপনি আমার স্থলে অন্য মেম্বর পছন্দ করিলেন।

হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হে মুবারক খুঁটি! যদি তুমি চাও, তোমার জন্য দো'আ করিয়া দেই ; যাতে তুমি জীবিত ফলন্ত হইয়া যাও এবং তোমার ফল দ্বারা পূর্ব-পশ্চিম দেশের লোকেরা উপকৃত হইবে, কিংবা আলমে আখেরাতে কিছু চাও ? উস্তুনে হান্নানা (ক্রন্দনকারী খুঁটি) বলিল, ইয়া রাসূল ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তো স্থায়ী চিরস্থায়ী নে'য়ামত চাই।

گفت آں خواہم کہ دائم شد بقاش
بشنو اے غافل کم از چوبے مباش

ক্রন্দনকারী খুঁটি বলিল, আমি তো ঐ জিনিস চাই; যেই নে'য়ামত চিরকাল থাকিবে। এখন মাওলানা রূমী (রঃ) উপদেশ প্রদান করিতেছেন, আরে নরাধম! শোন, এই কাষ্ঠ হইতে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, মানুষ হইয়া তোমরা অস্থায়ী ক্ষয়িষ্ণু দুনিয়ার উপর আসক্ত হইয়া আখেরাত হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিতেছ। আর ঐ ক্রন্দনকারী চিরস্থায়ী নে'য়ামতকে অস্থায়ী নে'য়ামতের উপর প্রাধান্য দান করিতেছে।

آں ستوں را دفن کرد اندر زمیں   تا چو مردم حشر گردد یوم دیں

অতঃপর ঐ ক্রন্দনকারী খুঁটিকে মাটিতে দাফন করিয়া দেওয়া হইল। যাহাতে মানুষের ন্যায় কিয়ামত দিবসে উহার হাশর হয়।

ফায়েদাহ ঃ এই ক্রন্দনকারী খুঁটির ক্রন্দন অথচ উহা খেজুর কাণ্ডের খুঁটি ছিল। ইহা হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনা।

পাথর টুকরার মো'জেযার কাহিনী

একদা আবূ জেহেল স্বীয় হস্ত-মুষ্টিতে গুটিকতক পাথর টুকরা গোপন করতঃ হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল যে, যদি আপনি আল্লাহ তা'আলার সত্য রসূল হইয়া থাকেন ; তবে বলুন, আমার হাতে কি ? আপনি তো আসমানের সংবাদ দিয়া থাকেন, আমার হাতের জিনিসের খবর দেওয়া তো আপনার জন্য সাধারণ ব্যাপার।

নবীজী বলিলেন, তোমার হাতে কি আমি স্বয়ং কি বলিয়া দিব ? না-কি আমার নির্দেশে তোমার হাতের বস্তু নিজেই বলিয়া দিবে যে, আমি কে? সে বলিল, আমি উভয়টিই চাই। নবীজী এরশাদ ফরমাইলেন, তোমার হাতে ছয়টি পাথর টুকরা আছে। তারপর নবীজীর নির্দেশে তাহার হাতের প্রতিটি পাথর কলেমায়ে শাহাদাত পড়িতে লাগিল। আবু জেহেল যখন পাথর টুকরা হইতে ইহা শুনিল, তখন ঐ কাঁকরগুলিকে ক্রোধভরে মাটিতে নিক্ষেপ করিল।

چوں شنید از سنگہا بوجہل ایں　　زد ز خشم آں سنگہا را بر زمیں

আবু জেহেল যখন পাথর টুকরা হইতে কলেমায়ে শাহাদাত শুনিল তখন রাগের চোটে ঐগুলিকে মাটিতে নিক্ষেপ করিল।

چوں بدید ایں معجزہ بوجہل تفت
گشت در خشم و بسوئے خانہ رفت

যখন আবু জেহেল ঐ মো'জেযা দেখিল, তখন ক্রোধান্বিত হইয়া দ্রুতবেগে নিজের বাড়ীর পথ ধরিল।

خاک بر فرقش کہ بد کور و لعیں　　چشم او ابلیس آمد خاک بیں

ওর মাথায় মাটি পড়ুক। কেননা, অভিশপ্ত একেবারে অন্ধ ছিল এবং তাহার চক্ষুদ্বয় অভিশপ্ত ইবলীসের ন্যায় শুধু মৃত্তিকা দর্শক ছিল। যেরূপে ইবলীস হযরত আদম (আঃ)-কে শুধু মৃত্তিকা প্রসূত পুতুল মনে করিয়াছিল এবং তাঁহার পবিত্র রূহ ; যাহা নবুওয়াতের মুকুট দ্বারা শোভিত। নরাধম একেবারেই উহা হইতে বেখবর ছিল।

কুকুরের উপর এক ব্যক্তির ক্রন্দনের কাহিনী

একটি কুকুর ক্ষুধায় মরিতেছিল, উহার পালক জনৈক ব্যক্তি উহার মৃত্যুর কারণে কাঁদিতেছিল। কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কেন কাঁদিতেছ ? সে বলিল, এই কুকুর অনেকগুলি গুণের অধিকারী। এখন ক্ষুধায় মারা যাইতেছে। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তোমার মাথার উপর টুকরিতে কি ? উত্তরে বলিল, ইহাতে রুটি রাখা আছে ; যাহা আমার ভ্রমণ সাথী। ঐ ব্যক্তি বলিল, আরে যালেম! নিজের খাবার হইতে একটু রুটি কুকুরকে দেওনা কেন ? উত্তরে বলিল, কুকুরের সাথে এত মহব্বত নাই যে, নিজের খানা ওকে খাওয়াইব।

دست نایدبے درم درراہ ناں
لیک ہست آب دو دیدہ رائگاں

ঐ ব্যক্তি বলিল, পয়সা ব্যতীত রুটি পাওয়া যায় না। আর এই অশ্রু; যাহা কুকুরের দুঃখে ফেলিতেছি ইহা বিনামূল্যে।

گفت خاکت بر سر اے پر باد مشک
کہ لب ناں پیش تو بہتر ز اشک

সে বলিল, ওরে বাতাস ভরা মশক! তোমার মাথায় মাটি পড়ুক। রুটির টুকরা তোমার নিকট নয়নাশ্রু হইতে উত্তম ?

اشک خون ست وبغم آبے شدہ
می نیرزد خوں بخاک اے بیہدہ

ওরে যালেম! অশ্রু তো রক্ত ; যাহা দুঃখ কষ্টের কারণে পানি হইয়া যায়। অতএব আরে নির্বোধ! রক্তের মূল্য মাটির সমান কিরূপে হইতে পারে ? রুটিকে মাটির দ্বারা প্রকাশ করা হইল এ কারণে যে, গেঁহু মাটি হইতেই তো উৎপন্ন হয়।

من غلام آنکہ نفروشد وجود جز بآں سلطان با افضال وجود

এখন মাওলানা রূমী (রঃ) হিতোপদেশ বিষয় বর্ণনা করিতেছেন যে, আমি এমন সুউচ্চ প্রশস্ত হৃদয় শায়খ মুর্শিদ শামস তাবরীযী (রাঃ)–এর দাস; যিনি নিজ সত্তাকে দুনিয়ার বিরাট বিরাট বিরাট সম্পদ এবং রাজত্বের বিনিময়েও বিক্রয় করিতে পারেন না। হাকীকী মাওলার এশক মহব্বতের বিনিময় ব্যতীত।

অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ পাকের মহব্বতের বিনিময়ে আমার মুর্শিদ নিজের দেহ ও প্রাণকে বিক্রয় করেন। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পবিত্র ওলীগণের গোলামী ও দাসত্ব করা চাই। নতুবা যদি কোন দুনিয়াদারের গোলাম বা দাস হও ; তবে তোমারও ঐ অবস্থা হইবে; যাহা ঐ কুকুরের হইয়াছিল। যে, শুধু কপটতার দুই ফোটা অশ্রু ফেলিবে; যাহা কোন কাজে আসিবে না। হৃদয়ের নীচতা ও সংকীর্ণতার কারণে। শুধু যমীনের সাথে যাহাদের সম্পর্ক তাহাদের অন্তরে উচ্চতা-প্রশস্ততা কোথেকে আসিবে ?

আল্লাহ ওয়ালাদের সম্পর্ক আরশের সাথে, আকাশের সাথে। এই কারণে আরশের মালিকের সাথে সম্পর্কের কারণে তাহাদের সাহস ও মনোবলও সপ্ত আকাশ হইতেও অধিক বুলন্দ ও উচ্চ হইয়া থাকে।

কিতাব প্রণেতা বলেন, এই বিশিষ্ট ব্যাখ্যা আমার উপর আল্লাহ পাকের বিশিষ্ট দান ও পুরস্কার। আলহামদুলিল্লাহ।

چون بگرید آسمان گریان شود　　　چون بنالد چرخ یارب خوان شود

এখন মাওলানা (রঃ) বলিতেছেন-ওহে লোকসকল! তোমরা এক ধরনের অশ্রু তো এখন দেখিয়াছ ; যাহা রুটির চেয়েও নিম্নমানের। আর এখন আল্লাহর পবিত্র ওলীগণের অশ্রুর মর্যাদা ও মর্তবা শ্রবণ কর। যখন আমার মুর্শিদে পাক শামস তাবরীযী ক্রন্দন করেন, তখন তাঁহার এখলাছ ও দরদ ব্যথার প্রভাবে আকাশও ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে। আর আমার মুর্শিদ যখন হাকীকী এশকাগ্নির কারণে কান্না ও আহাযারী করেন তখন আসমানও কাঁপিয়া ও শিহরিত হইয়া ইয়া রব! ইয়া রব! করিতে থাকে।

دست اشکسته برآرد در دعا
سوئے اشکسته پرد فضل خدا

আর আমাদের শামস তাবরীযী অত্যন্ত হেয়তা, অসহায়তা ও আহযারীর সাথে দো'আ করেন। আর চূর্ণবিচূর্ণ অন্তরের দিকে আল্লাহ তা'আলার ফজল করম উড়িয়া আসে এবং কবূলিয়তের মর্যাদা দান করেন।

হযরত ইয়ায এবং হিংসুকদের কাহিনী

সুলতান মাহমুদের একজন নৈকট্যপ্রাপ্ত দরবারী গোলাম ইয়ায একটি ছোট কামরা নির্মাণ করিয়াছিল। ইহাতে নিজের জীর্ণশীর্ণ পুরাতন বস্ত্র লটকাইয়া রাখিয়াছিল। ঐ কামরাটি সর্বদা তালাবদ্ধ করিয়া রাখিত। একাকী যাইয়া কোন কোন সময় নিজের ফাটা–পুরানা জীর্ণ বস্ত্র দেখিয়া ক্রন্দন করিত এবং বলিত হে আল্লাহ! আমি নিতান্ত দরিদ্র বংশের একটি ছেলে ছিলাম এবং এই ছিড়া–ফাড়া অবস্থায় ছিলাম। আমার পোষাক এই ছিল ; যাহা আজ আমি লজ্জা শরমের কারণে তালাবদ্ধ করিয়া রাখি। অর্থাৎ অন্যের সম্মুখে পরিধান করা তো দূরের কথা অন্যকে দেখানো, অন্যের জ্ঞান আনয়ন করাও নিজে বেইজ্জতি ও লজ্জার কারণ মনে করি। আর নিজেকে বুঝাইত যে, ওরে ইয়ায! এখন তুমি বাদশাহর দরবারের নিকটবর্তী লোক। এই শান–শওকতের উপর গর্বিত হইও না। তোমার বাস্তবতা ও প্রকৃত পরিচয় তো এই শীর্ণ বস্ত্র। সুলতানের বিশ্বস্ত লোক ও মন্ত্রীবর্গ এই রহস্য সম্পর্কে বেখবর ছিল। তাহারা ইয়াযকে ঐ কামরার দিকে আসিতে দেখিত এবং নানা ধরনের কল্পনা জল্পনা করিত।

একদিন রাজত্বের সমস্ত সভ্যগণ একত্রিত হইয়া খেয়াল কল্পনা করিতে আরম্ভ করিল যে, ইয়ায একাকী ঐ কামরায় কেন যায় ? উহাকে তালাবদ্ধ করিয়াও রাখে, ঐ মস্ত বড় তালার কি প্রয়োজন ? সুলতান মাহমুদ ইয়াযকে আশেক ও দরবেশ মনে করে। অথচ সে বাদশাহর সম্পদ এই কামরায় গোপন করিতেছে। যদি মৃত্তিকার অভ্যন্তরে রক্ষিত এই সম্পদের সংবাদ বাদশাহকে দেওয়া হয় ; তবে দুইটি উপকার সাধন হইবে ঃ একটি এই যে, ইয়াযের নৈকট্য নিঃশেষ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় এই যে, বাদশাহ যখন মাটিতে রক্ষিত সম্পদ প্রাপ্ত হইবেন তখন আমাদিগকে পুরুস্কার দান করিবেন। তারপর এই পরামর্শ সিদ্ধান্ত হইল যে, বাদশাহকে অবগত করানো হইবে। অতএব একদল যাইয়া বাদশাহকে বলিল

شاه را گفتند او را حجره ایست
اندر آنجا زر و سیم و خمره ایست

তাহারা বাদশাহকে বলিল যে, ইয়াযের একটি কামরা আছে ; উহাতে স্বর্ণ রৌপ্য এবং একটি চাটাই আছে।

راه می نه دهد کسے را اندرو　　بسته میدارد همیشه آں در او

সে কোন লোককে ঐ কামরার মধ্যে প্রবেশ করার অনুমতি দেয় না। সর্বদা উহার দরজা তালাবদ্ধ করিয়া রাখে।

বাদশাহ এতদশ্রবণে তাহাদিগকে বলিলেন, আচ্ছা, আমরা আজ অর্ধ রাত্রিতে ঐ হুজরা পরিদর্শন করিব। তোমরাও সকলে আমার সাথে থাকিও। ধনসম্পদ যাহা কিছু পাই আমার পক্ষ হইতে তোমরা উহা বন্টন করিয়া লইও।

یا چنیں اکرام و لطف بے عدد　　از لئیمی سیم و زر پنہاں کند

বাদশাহ বলিলেন, বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, ইয়াযের উপর এত পরিমান ইজ্জত সম্মান শাহী মেহেরবানী হওয়া সত্ত্বেও এমন অশোভনীয় কর্ম করে যে, চুপে চুপে সোনারূপা জমা করিতেছে ?

ہر کہ اندر عشق یابد زندگی　　کفر باشد پیش او جز بندگی

যে ব্যক্তি এশক মহব্বতের জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার পক্ষে বন্দেগী ব্যতীত গায়রুল্লাহর মধ্যে মশগুল হওয়া অকৃতজ্ঞতা। ইয়াযের অকপট মহব্বতের উপর বাদশাহর পূর্ব হইতেই পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা ছিল। কিন্তু বাদশাহ ঐ সভ্যবর্গদের সাথে বিদ্রূপ করিতেছিলেন।

شاہ را بروے نبودہ ایں گماں　　تسخرے می کرد بہر امتحاں

ইয়াযের উপর বাদশাহর কোন বদগুমানী কুধারণা ছিল না। আর পরীক্ষার এই ব্যাপারটি হিংসুকদের সহিত ঠাট্টাস্বরূপ ছিল।

از ایاز ایں خود محال ست و بعید　　کو یکے دریاست و قعرش ناپدید

ইয়াযের দ্বারা এই কাজ অসম্ভব ছিল। কেননা সে ছিল অকূল সমুদ্র।

شاہ شاہان ست بلکہ شاہ ساز　　وز برائے چشم بد نامش ایاز

ইয়ায বাদশাহদের বাদশাহ ; বরং বাদশাহ নির্মাতা, শুধু বদনযর হইতে হেফাযতের জন্য ইয়ায নাম রাখা হইয়াছিল।

شاہ میدانست خود پاکئ او   بہر ایشاں کرد او آں جستجو

বাদশাহ মাহমূদ তাহার পবিত্রতার পুরাপুরি খবর রাখিতেন। শুধু হিংসুকদের সংশোধনের জন্য এই তল্লাশী করিয়াছিলেন। আবশেষে অর্ধ রাত্রিতে কামরা খোলা হইল ; কিন্তু রাজত্বের সভ্যগণ যখন সেখানে কিছুই পাইল না, তখন বলিতে লাগিল ভূমধ্যে রক্ষিত হইবে। সুতরাং কামরার মধ্যে খোদাই করা হইল; তবুও কিছুই বাহির হইল না।

جملہ در حیرت کہ چہ عذر آورند   تا ازیں گرداب جاں بیروں روند

সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল যে, এখন বাদশাহর নিকট কি ওযর পেশ করিবে এবং এই দোষারোপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে নিজেদের প্রাণকে কিরূপে রক্ষা করিবে।

عاقبت نومید دست و لب گزاں
دستہا بر سر زناں ہمچو زناں

অবশেষে নিরাশায় নিজেদের হাত ও ঠোঁট কর্তন করিতেছিল। আর নিজেদের মাথার উপর হাত রাখিয়া স্ত্রীলোকদের ন্যায় লজ্জিত ছিল।

বাদশাহর নিকট সকলে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, এখন যে শাস্তিই আমাদিগকে দিবেন আমরা উহার যোগ্য। কিন্তু যদি আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন; তবে আপনি রহম করমের বাদশাহ।

বাদশাহ বলিলেন, ইয়ায যে বিচার করিবে ; উহাই আমার বিচার হইবে। কেননা, তোমরা ইয়াযের সম্মান সুনামকে কলংকিত করার চেষ্টা করিয়াছ। অতএব এই ব্যাপারে আমি কোন ফায়ছালা করিব না। আর বাদশাহ বলিল–

کن میان مجرماں حکم اے ایاز   اے ایاز پاک با صد احتراز

ওহে ইয়ায! এই অপরাধীদের উপর হুকুম জারী কর। ওহে ইয়ায! তুমি এই দোষারোপ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র, নিষ্কলংক।

زامتحاں شرمندہ خلقے بیشمار   زامتحانہا جملہ از تو شرمسار

ওহে ইয়ায! তোমার পরীক্ষা করিতে যাইয়া বহুলোক শরমেন্দা ও লজ্জিত। এখন ইয়াযের সৌভাগ্য এবং তাহার আত্ম বিলীন, ফানা ও আশেকানা নম্র ব্যবহারের কথা শুনুন–

گفت اے شہ جملگی فرماں تراست
با وجود آفتاب اختر فناست

ইয়ায বলিল, হে বাদশাহ! সমস্ত হুকুম ফরমান আপনার জন্যই শোভা পায়। (আপনার মেহেরবানী যে,) ইয়াযকে এই সম্মান দান করা হইয়াছে। নতুবা দাস তো দাসই। সূর্যের সম্মুখে তারকারাজি কোথায় কবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে ?

زہرہ کہ بود یا عطارد یا شہاب   کہ بروں آید بہ پیش آفتاب

যোহরা তারকা হউক কিংবা উতারেদ অথবা সমুজ্জ্বল নক্ষত্র। ইহারা সূর্যের সম্মুখে কবে নিজের সত্তা পেশ করিতে পারে ? বাদশাহ ইয়াযের উপর খুবই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন–

اے ایاز از تو غلامی نور یافت
نورت از پستی سوئے گردوں شتافت

ওহে ইয়ায! তোমার বুলন্দ হিম্মত ও প্রশস্ত হৃদয়ের দ্বারা দাসত্বকে আলো প্রদান করা হইয়াছে। তোমার আলো নিম্ন ভূমি হইতে আসমানের দিকে অতি দ্রুতগামী।

حسرت آزادگاں شد بندگی   بندگی را چوں تو دادی زندگی

ওহে ইয়ায! তোমার দাসত্ব ঐ উচ্চস্থান অর্জন করিয়াছে ; যাহার উপর আযাদী ও ঈর্ষা ও আক্ষেপ করিতেছে। কেননা, তুমি দাসত্বের চাহিদা আদায় করিয়া প্রকৃত জীবন লাভ করিয়াছ। ইয়ায বলিল–

گفت آں دانم عطائے تست ایں
ورنہ من آں چارقم و آں پوستیں

ইয়ায বলিল, এই সমস্ত বুলুন্দ হিম্মত হৃদয়ের প্রশস্ততা আপনারই দান এবং আপনারই সাহচর্যেরই ফয়েয ও বরকত । নতুবা আমি তো বাস্তবে ঐ নিম্নমানের

দাস ও গোলাম ; যে শুরুতে ছিড়া ফাটা বস্ত্র এবং জীর্ণশীর্ণ ময়লা বস্ত্রে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম।

چارقت نطفہ است وخونت پوستیں
باقی اے خواجہ عطائے اوست بیں

ওরে শ্রোতা! শোন, তোমার ছিন্ন বস্ত্র বীর্যের ফোটা, আর তোমার ফাটা বস্ত্র হায়েয ও ঋতুর রক্ত। অবশিষ্ট সবকিছু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে দান ও এহসান।

ফায়েদাহ ঃ এই কাহিনীর মধ্য মাওলানা রূমী (রঃ) নিজেকে মিটানের শিক্ষা দান করিতেছেন। যেরূপে ইয়ায শাহী দান এনাম পূর্ণরূপে পাওয়া সত্ত্বেও নিজেকে আত্মদর্শন, খোদপছন্দী এবং অহংকার –অহমিকা হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য প্রত্যহ নিজের পুরাতন ছিন্নবস্ত্র ফাটা বসনকে দেখিত এবং নিজেকে নছীহত করিত এবং বলিত, আরে ইয়ায! ইহাই তোমার প্রকৃত বাস্তব অবস্থা ছিল। বাদশাহের নৈকট্য লাভের কারণে গর্ব করিও না। এরূপে সালেকীন তরীকত পন্থী আল্লাহ অন্বেষীগণের উচিত, নিজের প্রকৃত ও বাস্তব অবস্থার উপর সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমাইয়াছেন, মানুষের কি জানা নাই যে, আমি তাহাকে এক ফোটা বীর্যের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। মানুষের প্রকৃত সৃষ্টি পিতার বীর্য এবং মাতার হায়েযের রক্ত দ্বারা হয়। এতদ্ব্যতিত মানুষকে যাহেরী ও বাতেনী যাহা কিছু নেয়ামত দান করা হয় ; ঐসকল আল্লাহ তা'আলারই দান। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যত বড় পদ মর্যাদা দান করেন ; কিন্তু মানুষের মূলভিত্তি বাপের বীর্য আর মায়ের ঋতুর রক্ত। এ গুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে এবং মুরাকাবা করিলে আত্মদর্শন খোদপছন্দী এবং অহংকার হইতে বাঁচার উপায় হইবে। অর্থাৎ মানুষের দেলে বারংবার এই ধ্যান–ধারণা রাখা চাই যে, মায়ের পেটে যখন মানুষের সৃষ্টি হয়; তখন বাপের বীর্য মায়ের হায়েযের রক্ত হইতেই তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়। তারপরে ঐ অঙ্গের মধ্যে দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি, আকল, বিবেকবুদ্ধির ভাণ্ডার কে রাখেন ?

جان وگوش چشم وہوش پاؤ دست
جملہ از دریائے احسانت پرست

জান, কান, চোখ, জ্ঞান, হাত, পা, হে মহান আল্লাহ্! সবই তোমার এহ্সান ও দান।

কোন এক বুযুর্গ ব্যক্তি সড়ক অতিক্রম করিতেছিলেন। এক অহংকারী লোকের শরীরের সাথে কিছু ধাক্কা লাগিল। কেননা, বার্ধক্যের কারণে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। ঐ অহংকারী ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইয়া বলিল, আরে অন্ধ! তোমার কি বুদ্ধিজ্ঞান নাই ? তুমি কি জাননা, আমি কে ?

ঐ বুযুর্গ ব্যক্তি বলিলেন, আমি উত্তমরূপে জানি যে, তুমি কে ? যদি তুমি বল; তবে আমি তোমাকেও বলিয়া দিতে পারি। সে বলিল; আচ্ছা বলুন। তিনি বলিলেন, প্রত্যেক লোকের জীবন তিন যুগে বিভক্ত–অতীত কাল, বর্তমান, ভবিষ্যত। আমি তোমার তিন কালেরই অবস্থা বর্ণনা করিয়া দিতেছি–

(১) অতীতে তুমি বাপের নাপাক বীর্য ফোটা আর মায়ের ঋতুর রক্ত ছিলে।

(২) বর্তমানে তোমার পেটের ভিতর পায়খানা, পেশাব ভর্তি আছে।

(৩) অদূর ভবিষ্যতে তুমি কবরস্থানে পচা গলা লাশ হইবে।

আত্মদর্শন এবং অহংকার নির্বোধ লোকদের বেশী হয়। নতুবা একটু জ্ঞান খাটাইলে বুঝে আসিবে যে, মানুষের জন্য অহংকার কখনও শোভনীয় নয়। হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, বড়ত্ব আমার চাদর, যে ব্যক্তি উহা লইয়া টানাটানি করিবে ; আমি উহার গর্দান ভাঙ্গিয়া দিব।

আত্মদর্শন খোদপছন্দী এবং অহংকার উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এবং উহার সংজ্ঞা

খোদপছন্দীর অর্থঃ নিজের কোন গুণের উপর এরূপে দৃষ্টি করা যে, উহাকে আল্লাহর দান মনে না করিয়া উহাকে নিজের ব্যক্তিগত কামালাত মনে করা। যাহার অবধারিত প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, মুখ হইতে আল্লাহর শুকরিয়া কৃতজ্ঞতা বাহির হওয়ার পরিবর্তে আমি এরূপ, আমি ঐরূপ, বাহির হয়। কেননা, আল্লাহ পাকের দান তাহার খেয়ালেই থাকে না এবং মনে মনে নিজেকে ভাল মনে করিতে থাকে।

আর অহংকারে অর্থঃ এই যে, নিজেকে বড় মনে করা কোন লোকের মুকাবেলায়। অতএব অহংকারের মধ্যে অন্যকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করা অবধারিত হয়। আর খোদপছন্দীর মধ্যে অন্যকে তুচ্ছ মনে করা লাযেম হয় না।

সালেকীন বা তরীকতপন্থীদের জন্য রূহের উপরোক্ত রোগ দুইটি অতিশয় সর্বনাশা ব্যাধি। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার ক্ষতি বুঝে আসিবে। উহা এই যে, কোন প্রেমিক স্বীয় প্রেমাস্পদের উপর আসক্ত। কিন্তু সাক্ষাতের সময় এই নির্বোধ নিজের প্রেমাস্পদ ও মাহবূবকে দর্শন করার পরিবর্তে নিজের পকেট হইতে আয়না বাহির করিয়া নিজের আকৃতিকে এবং নিজের রূপ সৌন্দর্যকে দেখিতে লাগিল। তবে এই ব্যক্তিকে প্রেমাস্পদের দৃষ্টিতে কি পরিমাণ কপট ও মুনাফেক মনে করা হইবে এবং বঞ্চিত কল্পনা করা হইবে? এরূপে তরীকত পন্থী এবং আল্লাহ অন্বেষীদের চিন্তা করা উচিত যে, হাকীকী মাওলা সর্বদা নিজের বান্দাদের উপর হাজার হাজার মেহেরবানী ও বখশিশের দ্বারা মনোযোগী আছেন। আর বান্দা যদি নির্বুদ্ধিতার কারণে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণের প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরিবর্তে নিজের ধারকৃত গুণের মধ্যে মশগুল হয়; তবে এই সময়গুলি তাহার জন্য মহব্বতে কপটতা, বিচ্ছেদ ও বঞ্চনার কারণ হইবে কি-না, নিজেই ফায়ছালা কর, নিজের বিচার নিজেই কর এবং এই রোগের গুরুত্ব এবং উহার ক্ষতি অনুমান কর। আলহামদুলিল্লাহ! এই দৃষ্টান্ত দ্বারা খোদপছন্দী এবং অহংকারের ক্ষতি অতি পরিষ্কার রূপে বুঝে আসিয়া যায় এবং আশেকদের জন্য এই দৃষ্টান্ত জ্বলন্ত নছীহতের বেত্রাঘাত।

জবীর তথা অক্ষম বাঁদীর কাহিনী

খারাব আকীদা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি বলিত, বান্দাহ একেবারে অক্ষম। ব্যক্তিগতভাবে তাহার কোন ক্ষমতা নাই। এইজন্য ভালমন্দ কোন কাজের দায়িত্ব আমার উপরে নাই। একদিন এই অভিশপ্ত ব্যক্তি কোন এক বাগানে উপস্থিত হইয়া বাগানের মালিকের অনুমতি ব্যতীত ফল ছিড়িয়া পেট পুরিয়া খুব ভক্ষণ করিল। বাগানের মালিক বলিল, ওরে কমিনা চোর! ইহা কি করিতেছিস ? সে বলিল

گفت از باغ خدا بندہ خدا · گر خورد خرما کہ حق کردش عطا

এই বাগান আল্লাহর, আমি আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর দান ভক্ষণ করিতেছি, তবে অন্যায় কি ?

বাগানের মালিক প্রথমে ঐ লোককে বৃক্ষের উপর রশি দ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধিল, পরে একটি মোটা লাঠি দ্বারা ওর পিঠে মারিতে আরম্ভ করিল।

گفت آخر از خدا شرمے بدار　　میکشی ایں بیگنہ را زار زار

জবরী বলিল, ওরে যালেম! আমি বেগুনাহ বেকছুরকে এরূপ নির্মম ভাবে কেন মারিতেছ ? আল্লাহকে শরম কর।

گفت کز چوبِ خدا ایں بندہ اش　　میزند بر پشتِ دیگر بندہ خوش

বাগানের মালিক বলিল, এই ডাণ্ডাও আল্লাহ পাকের, আমিও আল্লাহর বান্দাহ যে অন্য বান্দাহকে খুব উত্তমরূপে পিটাইতেছে আমার কোন ইখতিয়ার অধিকার নাই, আমিও অক্ষম, আমার ডাণ্ডা–লাঠিও অক্ষম, এইসব কিছু আল্লাহ করিতেছেন।

گفت توبہ کردم از جبر اے عیار
اختیار ست اختیار ست اختیار

জবরী বলিল, আমি অক্ষমতার খারাব আকীদা হইতে তওবা করিতেছি। নিশ্চয় মানুষের আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষমতা আছে, ক্ষমতা আছে, ক্ষমতা আছে।

ফায়েদাহ ঃ হযরত আলী রাযিআল্লাহু তা'আল্লা আনহুকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, বান্দাহ অক্ষম না–কি সক্ষম? তিনি বলিলেন, একটি পাও উঠাও সে উঠাইল, তারপর বলিলেন, আচ্ছা, দ্বিতীয় পাওটিও উঠাও; সে বলিল, উভয় পাও কিরূপে উঠাইতে পারি ? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, ইহাই তোমার প্রশ্নের উত্তর, যে বান্দাহ অর্ধেক ক্ষমতাবান, আর অর্ধেক অক্ষম ও ক্ষমতাহীন। একেবারে পুরাপুরি সক্ষম নয় এবং একেবারে অক্ষমও নয়। (আল্লাহ পাক বান্দাহকে কাজ করার ক্ষমতা দান করিয়াছেন, কিন্তু বান্দাহ তাহার কাজের সৃষ্টিকর্তা নয়। বান্দার ভাল-মন্দের সকল কাজের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক। কিন্তু ভালমন্দ সকল কাজ করার ক্ষমতা আল্লাহ পাক মানুষকে দান করিয়াছেন। এ কারণেই মানুষ ভাল কাজ করিলে ছওয়াব পাওয়ার যোগ্য হয়, আর অন্যায় কাজ করিলে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়) অনুবাদক।

আল্লাহ পাকের দরবারে সর্বদা ভালকাজ করার তৌফিক এবং সঠিক বিবেকবুদ্ধি চাহিতে থাকিবে। কোন কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জ্ঞান-আকলের উপর আযাব আসে। এই উম্মতের উপর হইতে যেই আযাবে দেহ পরিবর্তিত হয়; উহা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। (নবীজীর দো'আর বদৌলতে) কিন্তু সমুঝ বুদ্ধি পরিবর্তন হওয়ার আযাব নাযিল হইয়া যায়।

اندریں امت نہ بُد مسخ بدن   لیک مسخ دل بُوَد اے بوالفطن

এই উম্মতের মধ্যে দেহের আকৃতি পরিবর্তন তো নাই, কিন্তু হে বুদ্ধিমান দেল পরিবর্তন হইয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে সঠিক সমুঝ দান করেন, আর অন্তর পরিবর্তন হওয়ার আযাব হইতে হেফাযতে রাখেন।

বুযুর্গ লোকদের অভিজ্ঞতা এই যে আল্লাহ ওয়ালাদের সাহচর্য অবলম্বনকারী এবং আল্লাহপাকের যেকেরের পাবন্দী করনেওয়ালা আকল পরিবর্তনের আযাব হইতে হেফাযতে থাকেন।

এক ব্যক্তির পিঠে সিংহের ছবি অংকনের ঘটনা

জাহেলী যুগে কোন অঞ্চলের লোকেরা নিজ দেহে সিংহ কিংবা নেকড়ে ইত্যাদির ছবি অংকন করাইত। (দেহের কোন অংশে ছবি অংকনের তরীকা এই যে, সূচাগ্র দ্বারা দেহের ঐ অংশকে কাংক্ষিত ছবির রূপ খুচাইয়া ছিদ্র করিয়া উহাতে সুরমার প্রলেপ দিলে সুরমার রং রক্তের সাথে মিশিয়া যায়, চামড়ার উপরের দাগ পড়ে, সূচাগ্রের আঘাতে চামড়ায় সরু সরু ছিদ্র হয় ঐ ছিদ্র পথে সুরমা চামড়ার উপরিভাগে রক্তের সাথে মিশিয়া আঘাত শুকাইয়া গেলে কাংক্ষিত ছবির আকৃর্তি ফুটিয়া উঠে। ঐ দাগ জীবনে মিশিয়া যায় না। -অনুবাদক)

এক ব্যক্তি যাহার দেহ সবল ছিল; কিন্তু দেল ছিল খুবই দুর্বল। দেখিতে সুপুরুষ; কিন্তু মনের দিকে দিয়া সাহসহীন কাপুরুষ। সেই লোক জনৈক ছবি অংকনকারীকে বলিল, আমার পিঠে একটি সিংহ আঁকিয়া দাও, যাতে সিংহ

দেখিয়াই লোকে বুঝিতে পারে যে, আমি সিংহমানব। চিত্রকর যখন নির্দিষ্টস্থানে চিত্রঅংকন আরম্ভ করিল, মনের দুর্বলতা বশতঃ সূচাগ্রের সামান্য আঘাতেই চিৎকার করিয়া উঠিল এবং বলিল, আরে! কি বানাইতেছ ?

চিত্রকর বলিল, সিংহের লেজ বানাইতেছি। ভীরু লোকটি বলিল, আরে লেজ ব্যতীতও সিংহ বানানো যায়। ঐ চিত্রকর দ্বিতীয়বার সূচাগ্র দ্বারা চামড়ায় সরু ছিদ্র করিতে আরম্ভ করিল। সে পুনরায় চেঁচাইয়া উঠিল এবং বলিল, আরে কি বানাইতেছ ? চিত্রকর বলিল, মস্তক বানাইতেছি ? ভীরু লোকটি বলিল, আরে যালেম! মস্তক ব্যতীতও তো সিংহ হইতে পারে। চিত্রকর অপর স্থানে সুই চালাইল। তারপরও চিৎকার মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল এখন কি বানাইতেছ? চিত্রাংকনকারী বলিল, এখন সিংহের পেট বানাইতেছি, সে বলিল, বাদ দাও, পেট ব্যতীতই সিংহ বানাও। এরূপে পেট বানাইতেও যখন অস্বীকার করিল তখন চিত্রকর ক্রোধে অধীর হইয়া সুই ছুড়িয়া মারিল এবং বলিল, দূর হও।

شیر بے دُم و سر و اشکم کہ دید   اینچنیں شیرے خدا ہم نافرید

লেজ ছাড়া মস্তকহীন, পেটবিহীন সিংহ কেহ দেখিয়াছে কি? এ ধরনের বাঘ তো আল্লাহ পাকও সৃষিট করেন নাই।

چوں ندارى طاقت سوزن زدن
ازچنیں شیر ژیاں پس دم مزن

আরে মিয়া! তুমি সূচের কষ্ট সহ্য করিতে পার না; তবে এ ধরনের উগ্র স্বভাবের সিংহ বানানোর কথা মুখে আনিও না।

اے برادر صبر کن بر درد نیش   تا رہی از نیش نفس گبر کیش

ওরে ভাই! উস্তাদ কিংবা মুরশিদের শিক্ষাদানের কঠোর ব্যবহার সহ্য কর, তাহা হইলে নফসের চাহিদার কুফরী ও বদকারী হইতে মুক্তি পাইয়া যাইবে।

گر ہمی خواہی کہ بفروزی چو روز
ہستئ ہمچوں شب خود را بسوز

যদি তুমি দিনের ন্যায় দীপ্তিমান ও উজালা হইতে চাও ; তবে নিজ সত্তাকে রাতের ন্যায় ফানা ও বিলীন কর। অর্থাৎ যেরূপে রাতের আধার বিলীন হওয়াতে

ভোরের আভা ফুটিয়া উঠে, তদ্রূপ তুমি যদি নফসের খারাব ও গর্হিত চাহিদাগুলিকে কোন কামেল মুরশিদের দ্বারা সংশোধন করাও ; তবে উহার আঁধার-অন্ধকার ফানা ও বিলীন হইয়া যাইবে। আর তোমার জীবন তাআল্লুক মাআল্লাহর (আল্লাহ পাকের সাথে গভীর সম্পর্কের) নূরে রওশন ও উজ্জ্বল হইয়া যাইবে।

کاں گروہے کہ رہیدند از وجود
چرخ و مہر و ماہ شاں آرد سجود

আউলিয়ায়ে কেরামের ন্যায় স্বীয় অস্তিত্বের বেড়াজাল হইতে মুক্তি হাছেল করিয়া লও। কেননা, ঐ রিয়াযত-মুজাহাদার পর নৈকট্যের এমন তাজাল্লী ও ঝলক প্রদান করা হয় যে, সূর্য, চন্দ্র এবং আকাশের নূর তাঁহাদের বাতেনী নূর ও আলোর দাস হইয়া যায়।

چوں بہ بینی کروفر قرب را   جیفہ بینی بعد ازیں ایں شرب را

ওহে শ্রোতা! তুমি যদি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সান্নিধ্যের শান-শওকত স্বীয় অভ্যন্তরে অবলোকন কর; তবে সমগ্র পৃথিবীকে তুমি ঐ নূরে হাকীকীর সম্মুখে মৃতবৎ এবং তুচ্ছ দেখিবে।

ফায়েদাহ ঃ ছবি তোলা ইসলামে হারাম। কিন্তু মাওলানা এই কাহিনীর মধ্যে জাহেলী যুগের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। যদ্দারা মাওলানা রূমীর উদ্দেশ্য সালেকীন ও তরীকত পন্থীদিগকে এই বিষয়ের হেদায়েত প্রদান করা হয়, যদি শায়খ ও মুরশিদে কামেল; যিনি শরীয়তের পুরা পাবন্দ তোমার চরিত্র সংশোধন ও এছলাহে নফসের জন্য ধরপাকড় ও কঠোর ব্যবহার করেন।তবে তাঁহার প্রত্যেক ধমক তিরস্কারকে খুশী খুশী প্রফুল্ল চিত্তে সহ্য কর। যেন তোমার মধ্যে ভাল কাজের ও উত্তম চরিত্রের স্বভাব মজবূত হইয়া হইবে।

گر بہر زخمے تو پر کینہ شوی   پس چرا بے صیقل آئینہ شوی

যদি মুরশিদের প্রত্যেক ধমক তিরস্কারে মন খারাব কর; তবে ঘর্ষন ব্যতীত কিরূপে দর্পণ হইতে পারিবে ?

এই মুজাহাদা-সাধনা তো মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার, তারপর তো শান্তি আর শান্তি।

বাগদাদ শহরে শীতে আধমরা একটি অজগরের কাহিনী

জনৈক সাপুড়ে একদা পাহাড়ের দিকে গেল, বরফের কারণে পাহাড়ের ধারে বিরাট বিরাট অজগর অনড় অচল অবস্থায় পড়িয়াছিল।

مارگیر اندر زمستان شدید   مار می جست اژدہائے مرده دید

সাপুড়ে প্রচণ্ড শীতকালে একটি মৃতু অজগর দেখিতে পাইল।

مارگیر آن اژدہا را برگرفت   سوئے بغداد آمد از بہر شگفت

তামাশা প্রদর্শনের জন্য সাপুড়ে ঐ অজগরটিকে টানা হেচড়া করিয়া বাগদাদ শহরে নিয়া আসিল।

اژدہائے چون ستون خانۂ   می کشیدش از پئے دانگانۂ

ঐ অজগরটি ঘরের খুটির ন্যায় বিরাটদেহী ছিল, সাপুড়ে উহাকে টুপাইসা (দুই পয়সা) রোজগার করার জন্য টানিয়া আনিতেছিল।

او ہمی مرده گمان بردش ولیک   زنده بود و او ندیدش نیک نیک

সাপুড়ে উহাকে মৃত মনে করিল; অথচ উহা জীবিত ছিল। প্রচণ্ড শীতে উহা নিষ্প্রাণ হইতেছিল, কিন্তু সাপুড়ে এই সংবাদ অবগত ছিল না।

کاژدہائے مردۂ آورده ام
در شکارش من جگرہا خورده ام

সাপুড়ে দর্শকবৃন্দকে বলিল, আমি একটি সাপ আনিয়াছি। ইহা শিকার করিতে আমার বহু ক্লেশ পোহাইতে হইয়াছে।

او ز سرماہا و برف افسرده بود   زنده بود و شکل مرده می نمود

ঐ অজগর প্রচণ্ড শীতে ও বরফের কারণে নিষ্প্রাণের ন্যায় পড়িয়াছিল, বাস্তবে উহা জীবিত ছিল। কিন্তু মৃতবৎ মনে হইতেছিল।

تا بہ بغداد آمد آں ہنگامہ جو　　تا نہد ہنگامۂ بر چار سو

শেষ পর্যন্ত সে ঐ অজগরকে বাগদাদ পর্যন্ত হেচড়াইয়া আনিল এবং নিজের খ্যাতি ও কামালতের চর্চা আলোচনা খুব করিতেছিল। বহু লোক একত্রিত হইল, আশে পাশে খুব ধুম পড়িল যে,

مار گیرے اژدہا آوردہ است
بوالعجب نادر شکارے کردہ است

(লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল) সাপুড়ে একটি অজগর আনিয়াছে। অত্যন্ত বিরল ও অভিনব বিস্ময়কর শিকার করিয়াছে।

جمع آمد صد ہزاراں خام ریش
صید او شد ہر یک آنجا از خریش

শত সহস্র অনভিজ্ঞ নির্বোধ লোক একত্রিত হইল; ঐসব লোকেরা এই সাপুড়ের চক্রান্তে আটকা পড়িল।

ভোরবেলা ছিল, সূর্য উপরে উঠিল, সূর্য কিরণের রৌদ্র ঐ অজগরকে গরম করিল তখন ঐ অজগরের দেহ হইতে নিষ্প্রাণতা ও ঠাণ্ডার চিহ্ন নিঃশেষ হইতে আরম্ভ করিল এবং ধীরে ধীরে উহাতে জীবন সঞ্চারের নিদর্শন দেখা যাইতে লাগিল।

مردہ بود و زندہ گشت او از شگفت
اژدہا بر خویش جنبیدن گرفت

অজগর মৃত ছিল জীবিত হইয়া গেল, উহা নড়াচড়া করিতে লাগিল।

خلق را از جنبش آں مردہ مار　　گشت شاں آں یک تحیر صد ہزار

লোকজন এই মৃত সর্পের নড়াচড়া দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল এবং উহার আলোড়ন লক্ষ লক্ষ বিস্ময়কর ব্যাপার হইল।

با تحیر نعرہا انگیختند　　جملگاں از جنبشش بگریختند

দর্শকবৃন্দ আশ্চর্য সহকারে হাঁক ছাড়িয়া পালাইতে আরম্ভ করিল?

যখন ঐ অজগর হুংকার দিয়া মুড়ামুড়ি করিতে লাগিল তখন অনেক লোক পলায়ন কালে একে অপরের সাথে ধাক্কা খাইয়া আহত হইল। সাপুড়েও ভয়ের চোটে সর্বপ্রথম প্রাণ হারাইল।

نفس اژدرہاست او کے مردہ است
از غم بے آلتی افسردہ است

এখন মাওলানা রূমী (রঃ) এই কাহিনী বর্ণনা করার পর উপদেশ সংক্রান্ত বিষয় বর্ণনা করিতেছেন, ওহে সালেকীন ও তরীকতপন্থী ভ্রাতাগণ! উত্তমরূপে বুঝিয়া লও যে, নফস গুনাহর উপকরণ না পাওয়ার কারণে অসাড় এবং নিষ্প্রাণ মনে হয়, কিন্তু নির্জনে কোন পরস্ত্রী কিংবা সুশ্রী বালকের নিকট উহার কি অবস্থা হয়?

گر بیابد آلت فرعون او   کہ بامر او ہمی رفت آب جو

آنگہ او بنیاد فرعونی کند   راہ صد موسیٰ و صد ہارون زند

নফস যদি ফেরআউনের ন্যায় সম্বল, ভোগের উপর সামর্থ প্রাপ্ত হয়, তখন তোমার নফসও ফেরআউনের ভিত্তির উপর ঔদ্ধত্যে ও পাপাচার আরম্ভ করিবে এবং শত শত সত্যের প্রতি উদাত্ত আহ্বানকারীর সাথে ঝগড়া ও বেআদবী করিতে আরম্ভ করিবে।

ফায়েদাহ ঃ এই কাহিনীর মধ্যে মাওলানা রূমী (রাঃ) সালেকীনদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছবক বর্ণনা করিয়াছেন যে, নফসকে কখনও বিশ্বাস করিও না। কেননা উহা জন্মগত স্বভাবের দিক দিয়া খারাব ও গর্হিত কাজের আদেশকারী। অতএব শায়খ মুরশিদের সাহচর্যে দীর্ঘদিন রিয়াযত-মুজাহাদা করার কারণে নফস যদি কিছু নেক ও ভাল মনে হয়; তবুও উহা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া বেফেকের হইও না। অর্থাৎ সাবধানতার মধ্যে ক্রটি করিও না। যেমন কোন কোন নির্বোধ গণ্ডমূর্খ ছূফী যখন দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্বীয় নফসকে যেকের শোগলের পাবন্দ দেখিল, তখন নিশ্চিন্ত এবং বেফেকের হইয়া গেল এবং পরস্ত্রী ও সুশ্রী বালকদের সাথে মেলামেশা করিতে আরম্ভ করিল। ভাবিতে লাগিল যে, এখন আমার নফসকে গুনাহের চাহিদা পরাভূত করিতে পারিবে না। অতএব তাহাদিগকে পাকপবিত্র দৃষ্টিতে দেখিয়া কিছু আনন্দ উপভোগ করিনা কেন। কিন্তু অবশেষে তাহাদের কি অবস্থা হইল? অত্যন্ত জঘন্যরূপে অপদস্ত হইল। যেই

নফস অথর্ব ছিল গুনাহের উপকরণ দেখিয়া জীবিত হইতে লাগিল। আর যেই দৃষ্টিকে পাক পবিত্র মনে করিতেছিল ঐ দৃষ্টিই নাপাক ও হারাম প্রমাণিত হইল।

অবশেষে নফসের সর্প দংশন করিয়া বসিল এবং সৎপথে মরদূদ ও লাঞ্ছিত হইল। এ কারণেই তো আমাদের বুযুর্গগণ বলিয়াছেন, যতই পুরাতন মুত্তাকি পরহেযগার হওনা কেন। মৃত্যু পর্যন্ত নফস সম্পর্কে বেফেকের হইও না। হযরত মজযুব (রঃ)- বলেন

بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد
فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا

نفس کا اژدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں   غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں

ওহে দরবেশ! নফসে আম্মারার উপর কোন ভরসা নাই, যদিও ফেরেশতা হইয়া যায়; তবু ওর সম্বন্ধে কুধারণা রাখিও , ওহে দেল! নফসের অজগর এখনও মরে নাই, এদিকে উদাসীন না হইলে ওদিকে দংশন করিতে পারিবে না। কুকুর যতই শিক্ষিত দীক্ষীত হউক না কেন ওর গ্রীবা হইতে ছিকল পৃথক করিও না। যত শিক্ষিত হউক না কেন কুকুর তো কুকুরই । মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সকলকে নফসের হেফাযত করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ওলীয়ে মুরশিদের অনুকরণের প্রতি আকর্ষিতকরণ

سایۂ یزداں بود بندہ خدا   مردۂ ایں عالم و زندہ خدا

আল্লাহ পাকের খাছ বান্দা অর্থাৎ কামেল পীর; তিনি আল্লাহর ছায়া। যিনি পার্থিব জগতের সম্পর্ক হইতে মৃত; আর আল্লাহ পাকের সম্পর্ক দ্বারা জীবিত ও সচেতন।

دامن او گیر زود تر بے گماں   تا رہی از آفت آخر زماں

তাড়াতাড়ি বিনা দ্বিধায় ঐ মুরশিদের আচল শক্ত করিয়া ধর; তাহা হইলে শেষ যুগের আপদ বিপদ হইতে মুক্তি পাইবে।

اندریں وادی مرو بے ایں دلیل   لا احب الآفلین گو چو خلیل

সুলুকের এই পথে মুরশিদ ব্যতীত চলিও না। হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর ন্যায় বল, অস্তমিত বস্তুকে আমি ভালবাসি না। (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি আসক্ত হইও না।)

رو ز سایہ آفتابے را بیاب   دامن شہ شمس تبریزی بتاب

যাও, আল্লাহর ছায়া তথা মুরশিদে কামেলের ওছীলায় হকের সূর্যের সহিত যাইয়া মিলিত হও, এবং শাহ শামস তাবরিযীর আঁচল ধর।

যেহেতু মুরশিদের অনুকরণ অনুসরণের বর্ণনা হইতেছিল। এই জন্য মাওলানা রূমীর অন্তরে নিজের মুরশিদের স্মরণ তাজা হইয়া গেল এবং তাঁহার আলোচনা নির্দ্বিধায় মহব্বতের প্রাবল্যের কারণে করিয়া ফেলিলেন।

رہ ندانی جانب ایں سور و عرس

از ضیاء الحق حسام الدین بپرس

যদি রওনকপূর্ণ ফয়েয বিশিষ্ট শামস তাবরিযীর মজলিসের পথ জানা না থাকে ; তবে জিয়াউল হক হুসামুদ্দীনের নিকট জিজ্ঞাসা কর।

জিয়াউল হক হুসামুদ্দীন মাওলানা রূমীর খলীফায়ে আজম ছিলেন। যিনি প্রথমে হযরত শামস তিবরিযী হইতে ফয়েয হাছেল করিয়াছেন। তারপর মাওলানা হইতে ফয়েয লাভ করিয়াছেন।

در حسد گیرد ترا در رہ گلو   در حسد ابلیس را باشد غلو

যদি মুরশিদ অন্বেষণের পথে হিংসা আড়াল হয় এবং হিংসা তোমার গলা চাপিয়া ধরে ; তবে স্মরণ রাখিও শয়তান হিংসায় তোমার চেয়ে বহু উন্নত।

সম্ভবতঃ মাওলানা রূমী (রঃ) এই কথাটি স্বীয় মুরিদগণের মজলিসে বলিয়াছেন। এই জন্য আশংকা হইল যে, মাওলানা হুসামুদ্দীনকে অছীলা বানানোর উপর কোন লোকের হিংসা হইতে পারে। কেননা, এলম ওয়ালা ও সম্মানী লোকদের আল্লাহ ওয়ালাদের খেদমতে গমন করিতে এই হিংসাই প্রতিবন্ধক হয়। এজন্য এখন মাওলানা রূমী (রঃ) হিংসার বর্ণনা করিতেছেন

کو زآدم ننگ دارد از حسد   با سعادت جنگ دارد از حسد

ইবলীস হিংসার কারণেই হযরত আদম আলাইহিস সালামের সম্মুখে আদবওয়ালা হইতে পারিল না। আর হিংসার কারণেই নেকীর সাথে বিরোধিতা করিতে থাকে।

خانہا از حسد گردد خراب   باز شاہی از حسد گردد غراب

হিংসার দরুনই বাড়ী-ঘর উজাড় হয় এবং শাহী বাজপাখী হিংসার কারণে অশুভ স্বভাবের দিক কাক হইয়া যায়।

خاک شو مردانِ حق را زیر پا   خاک بر سر کن حسد را ہمچو ما

আল্লাহ ওয়ালাদের পায়ের নীচের মাটি হও। অর্থাৎ নিজেকে মিটাইয়া দাও এবং আমাদের ন্যায় হিংসার মস্তকে মৃত্তিকা নিক্ষেপ কর।

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَهْلِ
بَيْتِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ۝

সমাপ্ত

কিতাব ভুবন